গণসংগীত-সংগ্রহ

গণসংগীত-সংগ্রহ

সুব্রত রুদ্র
সম্পাদিত

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক ১৩৯৭
নভেম্বর ১৯৯০

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

মুদ্রক
পি কে পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

ভূমিকা

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যে গান সোচ্চার, মানুষের দুঃখ দুর্দশাকে দূর করার জন্য তাকে সুস্থ সুন্দর জীবনে নিয়ে আসার জন্য পথ দেখায় যে গান, তাই গণসংগীত।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস এ প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন : 'স্বাদেশিকতার ধারা যেখানে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার সাগরে গিয়ে মিশেছে সেই মোহনায় গণসংগীতের জন্ম।' অধিকারসচেতন, শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষকেই বলা যায় 'গণ'। আমাদের দেশে সম্ভবত 'গণসংগীত' কথাটার ব্যবহার শুরু হয়েছে চল্লিশের দশকের প্রথম দিক থেকে।

গণসংগীতের বিস্তার খুব সহজেই ঘটতে পারে। সাধারণ মানুষ নিজে থেকেই গলায় তুলে নিতে চায় এর কথা আর সুর। যন্ত্রণাময় জীবন থেকে বেঁচে ওঠবার স্বপ্ন সে পায় এসব গানে। এ গান খুব সহজভাবে বাঁধা সড়কের বাইরে পা ফেলতে পারে। চেনা সুরের নতুন প্রয়োগ দেখা যায়, আবার বিভিন্ন ধরনের সুরের ও গায়নভঙ্গির মিশ্রণও ঘটে এখানে।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এদেশে প্রলেতারীয় মতাদর্শের সূচনা হয়। গানে এর রূপ পায় নজরুলের লেখায়। নজরুল কলকাতায় এলে তখনকার কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ইতিপূর্বে রাশিয়ার বিপ্লব তাঁকে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিয়েছিলো। কলকাতায় এসে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন নজরুল। ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয় সেখানে অংশ নেন তিনি। শুরু হলো শ্রমিকের রক্তপতাকার জয়গান। ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে 'নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল' তৈরি হলো। নজরুল সম্ভবত এসময়েই আন্তর্জাতিক সংগীতটির ভাবানুবাদ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাকালে ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকাতেই গণসংগীতের জোয়ার এল।

শিল্পীরা তখন সমসাময়িক নতুন রচনা ছাড়াও খুঁজতে লাগলেন পুরনো দিনের সমধর্মী কবিতা, গান। যে সব রচনার মধ্যে আছে কোনো-না-কোনো গণ-চেতনার ভাব, তাঁরা সুর দিতে শুরু করলেন পুরনো সেইসব লেখায়।

শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা দিয়ে শুরু এই সংকলনের। এটির গীতিরূপান্তর আর সুর করেছেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়। চেষ্টা করেছি এতদিনকার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গণসংগীতগুলিকে একত্র করে একটি চেহারা দেওয়ার।

এই গণসংগীত-সংগ্রহের পরিকল্পনা ছিল অনেকদিনের পুরনো। মনে পড়ছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে শঙ্খ ঘোষ আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে। ওখানেই তাঁর গান শুনি। আমাকে গণসংগীত বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ প্রস্তুত করতে বলেন তিনি। সেদিনটা কেটেছিলো আমার যাদবপুরেই। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ইচ্ছে আর শঙ্খ ঘোষের প্রশ্রয় ছাড়া এ বই হতো না। আমার ক্ষমতা সামান্য। অনেক ত্রুটি রয়ে গেল। দরকার হলে, পরে একটি সংযোজন খণ্ড বের করবার ইচ্ছে রইলো।

এ-সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের গানের অভাবের কথা কারো কারো মনে হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অনেক কালজয়ী স্বদেশী গান আমাদের বিশেষ সম্পদ, তবে তাকে ঠিক গণসংগীতের পর্যায়ভুক্ত করা বোধহয় সংগত নয়।

ষাট সত্তরের নির্বাচিত গণসংগীত 'মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি' নামে একটি ছোট সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন জলি বাগ্‌চি আর পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। সে-সংগ্রহের কিছু গান এখানে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের গণসংগীতও কিছু সংগ্রহ করেছি ওখানকার সাময়িকী, বিভিন্ন বইপত্র থেকে।

গণনাট্য উৎসব (১৯৭৯) পরিবেশিত 'গণসংগীত' সংকলনটি প্রকাশ করেছিলেন গণনাট্য উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে অনুপকুমার দাস। তারও কয়েকটি গান পাওয়া যাবে এখানে। এছাড়া নানা প্রসঙ্গে আরো যাঁদের সাহায্য পেয়েছি, তাঁরা হলেন শিশির সেন, দিলীপ সেনগুপ্ত, অনুপ মুখোপাধ্যায়, বিপুল চক্রবর্তী। এঁদের সবাইকেই কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সংকলনের উদ্দেশ্য, গানগুলি যেন ছড়িয়ে যায়।

১০ অক্টোবর ১৯৯০ — সুব্রত রুদ্র

এসব গান যাঁরা ভালোবাসেন

সূচী

২

৩

গণসংগীত-সংগ্রহ

൧

কথা : শিবনাথ শাস্ত্রী

গীতিরূপান্তর/সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই

উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই।
উপস্থিত যুগান্তর,
চলাচল নারীনর
ঘুমাবার বেলা আর নাই।

সমাজের মূল তোরা ভাই,
কে দেখেছে ধরাতলে
মূল বিনা তরু চলে
মাথা চলে, তাতে লাভ নাই।
যেথা ছিল থাকিবে তথাই।

ওই দেখ সাগরের পারে
শ্রমজীবী কতশত
কেমন সংগ্রামরত
এই ব্রত, রবে না আঁধারে
আয় তোরা ডাকি যে সবারে।

আয় তবে শ্রমজীবিগণ
নবোৎসাহে চলে আয়,
সময় বহিয়া যায়,
ঘোরতর বাধিয়াছে রণ
যা করিবে সার্থক জীবন॥

কথা/সুর : রমেশ শীল

বাংলার কৃষক ভাইগণ

বাংলার কৃষক ভাইগণ, হও রে চেতন
জমিদারের হাতের মুঠায় কৃষকের জীবন ॥
মাথার ঘাম পায়েতে ফেলি জলে ভিজি রোদে জলি,
আট মাস থাকে গোলা খালি, নিত্য অনটন
বন্যায় মারে, পোকায় কাটে, জমিদারে ভাগা লুটে,
রেহাই চাইলে জলি উঠে, আগুনের মতন ॥
শোষণকারী জমিদার, জমিদার নয় 'যম-দুয়ার',
লাঙল যার জমি তার, কৃষকের এই পণ ॥
হিন্দু মুসলমানে মিলি, একসঙ্গে আওয়াজ তুলি,
জমিদারী যাক চলি, বাঁচিবে জীবন ॥

মিলে মিশে এক সাথে সব চল

মিলে মিশে এক সাথে সব চল, ওরে চাষীর দল।
সোনার মাঠে ঝলমল করে নূতন মেঘের জল।
মোদের ঘামে পয়দা করি সোনার ফসল রে ॥
হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ
আমার খুনে আজকে যারা দেশে বড় লোক,
বাঁচি মরি চায় না, তারা সদাই শোষণ জোঁক রে
যারা বড় লোক—
ছুটে এস দরদী ভাই যত চাষীর দল,
বহু দিনের সখ স্বপ্ন করিব সফল রে ॥
হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ···
মোদের রক্তে ফসল ফলাই ; পরের গোলা ভরে

মোরা খাই কি না খাই আছি কি নাই, জিজ্ঞাসা কে করে রে
আধ পেটা খাই লাঙল চালাই, শরীরে নাই বল,
মাথা তোল, ছিঁড়ে ফেল পুরানো শৃঙ্খল রে ॥
হিন্দু মুসলিম চাষী মোরা একযোগ যদি হই,
পর্বত উপাড়ি ফেলতে বেশী দেরি কই রে।
মোদের অনৈক্য দেখে তাদের বাড়ে বল
শোষক দলে খর্ব কর, মিলি চাষীর দল রে ॥

ওঠ জাগো কৃষক ভাই থেকো না ঘুমে

ওঠ জাগো কৃষক ভাই থেকো না ঘুমে।
বীর সন্তান যত আছ তোমরা ভারত ভূমে ॥
পরাধীনা পরাশ্রিতা জননী আমার।
তোল রক্ত পতাকা সকলে করিয়া হুঙ্কার।
শৃঙ্খল টুক্‌রো টুক্‌রো করো সিংহ বিক্রমে ॥
দেশে, কৃষক মজুর আজি সকলে মিলো।
ছাই-চাপা আগুন আবার জ্বালো জ্বালো,
ধ্বংস কর যত শোষণ জুলুমে ॥
কারাবরণ করেছ কত কত অনশন
ভাঙ্গব, চল্লিশ কোটির পদাঘাতে বিদেশীর শাসন,
ভ্রাতৃ প্রেমেতে মিলে হিন্দু মুসলিমে ॥

এগিয়ে চল

এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল,
মুক্তি যুদ্ধের বীর সেনা মোরা, মুছাব মায়ের নয়ন জল।

এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

বাজে বিজয় ভেরী গগন বিদারি কিসের শঙ্কা কিসের ভয়,
মুক্ত কণ্ঠে গাহিব মোরা জয় পাকিস্তানের জয়,
আমরা আনিব বিশ্বশান্তি, আমরা ঘুচাব বিভেদ ভ্রান্তি
আমরা গড়িব নতুন দুনিয়া মিলে যত তরুণ দল ॥
প্রগতির তালে চলিব পা ফেলে, প্রতিক্রিয়ার হবে রুদ্ধশ্বাস
বিভেদের মূল সমূলে উৎপাটি, দৈন্য অরাতি করিব নাশ
পূর্ব আকাশে নবারুণ, গণ সিংহনাদ ছাড়িছে শুন,
অরুণ বেগে আয় রে তরুণ, সঞ্চারিয়া দেহে নবীন বল।
প্রতিঘরে দীপালি জ্বালিব, পুলকে পূর্ণিত সবার প্রাণ।
সর্বহারা দল মিলিয়া গাহিবে সুমধুর সুরে শান্তির গান
বীর পদভরে কাঁপিবে মেদিনী, দিগন্ত ব্যাপিয়া উঠুক জয়ধ্বনি
আয় ছুটে আয় তরুণ তরুণী, ভীরুতা ক্লান্তি চরণে দল ॥

একি চমৎকার

একি চমৎকার, দেশে এল ফাঁক তালের কারবার,
গরীব মারা কল বসেছে, হুঁশিয়ার ভাই হুঁশিয়ার ॥
গরীবের খোশামোদ করে যখন আসে ভোটের কাল,
ভোট ফুরালে মেম্বার হলে তখন তাদের চক্ষু লাল।
গরীবের যে ভাঙ্গা কপাল গরীব তো বুঝে না আর ॥
আমরা সকল গরীবের দল, নিজের দোষে কষ্ট পাই,
যারে তারে ভোট দিয়েছি চা'র পানি আর বিড়ি খাই।
মানুষ চিনি ভোট দিতাম ভাই হইত না এই অত্যাচার ॥
ভোট দিয়া মেম্বার করছি সুখ সুবিধার কারণে
ছিঁড়া গিরা দিয়া পরে মোদের মা বোনে।
ফাইন শাড়ী মেম্বারে নেয়, ভোট দিয়া এই পুরস্কার
আইন সভায় গরীব পাঠাও, ধনীর আশা কর না

মনে রেখ সর্বজনে ভাত কাপড়ের যন্ত্রণা
এক বৃষ্টিতে বর্ষা যায় না, সামনে ভোট হবে আবার ॥

একুশে ফেব্রুয়ারী আবার

একুশে ফেব্রুয়ারী আবার দেখি ফিরে এল।
এই দিনে রমনার মাঠে ছাত্ররক্তে ঢেউ খেলিল
উর্দু রাষ্ট্রভাষা শুনে ঢাকার যত ছাত্রগণে,
বাংলা ভাষা আন্দোলনে, রাজপথে নামিয়ে এল।
সামনে পুলিশ হল বাদী, ছাত্র দাঁড়াল খেদি
মুহুর্মুহু গগন ভেদি শ্লোগান শুরু হল।
পুলিশ জুলুম বন্ধ কর, নূরুল আমিন গদি ছাড়
রাষ্ট্রভাষা বাংলা কর, হুংকারে ধরা কাঁপিল।
টিয়ারগ্যাস আর লাঠি পিটে, সঙ্গে সঙ্গে গুলী ছুটে।
ছাত্ররা পিছু না হটে, বুক পেতে দাঁড়ায়ে রইল,
ইংগিত দিয়া বাঙালীরে, বাংলা ভাষা রাখিবারে,
রক্ত দিয়া রাস্তা' পরে, শহীদ স্বাক্ষর রেখে গেল।
দুঃখের কথা কারে বলি বাংলা ভাষা গেলে চলি
সাড়ে চার কোটি বাঙালীর আত্মহত্যা করাই ভাল।

ভাষার জন্য জীবন হারালি

ভাষার জন্য জীবন হারালি
বাঙালী ভাইরে রমনার মাটি রক্তে ভাসালি।
(বাঙালী ভাইরে) বাঙালীদের বাংলা ভাষা জীবনে মরণে
মুখের ভাষা না থাকিলে জীবন রাখি কেনে ॥

(ও বাঙালী ভাইরে) কীট পতঙ্গ পশু পাখীর স্বীয় ভাষার বুলি
তা হইতে কি অধম হলাম অভাগা বাঙালী ॥
(ও) সূর্য উঠে লাল হয়ে ভাই পূরব গগনে।
তোমাদের লাল খুনের কথা উঠে মোদের মনে ॥
সাড়ে চার কোটি বাঙালী পূর্ববঙ্গে আছে।
তোরা বুকে গুলি নিলি তারা কেমনে বাঁচে ॥
ধমনীতে রক্তবিন্দু থাকে যতক্ষণ
রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য জীবন মরণ পণ
একজনও বাঙালী যদি থাকিব বাঁচিয়া
যদ্দিন বাঁচি তদ্দিন আছি ভাষার দাবি নিয়া ॥
বঙ্গবীর শফি, বরকত, জব্বার সালাম।
কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে তোমাদের সুনাম ॥
ঐতিহাসিক দিবস এই একুশে ফেব্রুয়ারী।
দিবে শহীদ স্তম্ভে পুষ্পমাল্য বাংলার নরনারী।

গরিবের দুঃখের কথা কার কাছে জানাব বল

গরীবের দুঃখের কথা কার কাছে জানাব বল।
স্বাধীনতা পেলাম বটে, কানে শুনা সার হইল
গরীব উপবাসে মরে, কে কারে জিজ্ঞাসা করে :
স্বাধীনতা কাহার তরে মানুষ যদি না রহিল।
সুখের আশে তাড়াতাড়ি, ভোট দিয়ে মেম্বার করি,
মেম্বার দিল গলায় দড়ি রিলিফে সব প্রমাণ হইল।
ভোটের বেলা কাকা জেঠা, ভোট ফুরালে দূর হ বেটা,
তবু এই সব বুঝতে লেঠা দেশের মানুষ কি হইল।
হিন্দু মুসলিম মনে প্রাণে, এক হয়ে যাও দেশ গঠনে
দেশের উন্নতির কারণে, স্থির বুদ্ধিতে বুঝে চল ॥

শুন শুন দেশের ভাই বোন রে

শুন শুন দেশের ভাই বোনে রে, বন্যা এল দেশে।
হিন্দু মুসলিম নরনারী মরে উপবাসে রে ॥
(দেশের ভাই বোন রে) ভোট দিয়া মেম্বার বানাইলাম উপকারের তরে।
যার ভোটে মেম্বার হল, তারে ধরি মারে রে ॥
গভর্ণমেণ্ট রিলিফ দিল গরীব বাঁচিবারে।
কার রিজিক নি কনে খাইল সাক্ষী করি কারে রে ॥
ভোটের সময় গরীবের তোয়াজ করে যাই।
ঘাট পার হলে বুর্গ্যা দাদার কথা মনে নাই রে ॥
গরু মরে, ঘর পড়ি গেল বীজ ধানের টাকা চাই
কয়, কেটেল লোন চেটেল হল, আর তো টাকা নাই রে ॥
বারে বারে এই যন্ত্রণা ভোগ করে আসিলাম
আজ যদি হুঁশিয়ার নই কেমন মানুষ হলাম রে ॥

ভোট দিবা কারে

ভোট দিবা কারে তোমরা ভোট দিবা ভাই কারে
ভোটের জ্বালায় অস্থির হইলাম টিকতে নারি ঘরে।
যদি কাপড় আনতে যাই দুঃখের সীমা সংখ্যা নাই
হুজুরে মজুরের মত দাঁড়াই করজোড়ে।
ফুড কমিটিতে যায়, ইউনিয়ন বোর্ডেও দাঁড়ায়
এক জনেরে তিন চার জায়গায় ভোট দি কেমন করে।
যদি ঘর ডাকাতি হয়, তাদের সুযোগ অতিশয়
ভোট দিতে যে নারাজী রয়, ধরিয়া দিবে তারে।
ভাই বলতে কি সরম, আগে কথা কয় নরম,
ভোট পেলে হয় মহাগরম, যেতে নারি ধারে।
শুন হিন্দু মুসলমান, রাখ কৃষকের পরাণ,
কৃষকের দরদী পেলে ভোট দিও ভাই তারে।

হুন্যনিরে গণ্যার বাপ

হুন্যনিরে গণ্যার বাপ ভোট দিবার লাই কই (বলে) পাঠাইছে
ভোট হবে ভোট দিতে যাইও, একথা কই ঢোল পিটাইছে ॥
আমার ভোটে মেম্বার হইয়া, আমার রক্ত চুষি খায়,
হক ইনচাপে কও ত দাদা তারে নি ভোট দেওয়া যায় ॥
ভোট দিয়েছি বারে বারে আমার কি উপকার করে।
আর একবার ভোট দিতাম তারে, মোরে নি পাগলে পাইছে।
ভোটের সময় হলে, ভাইরে, গরীবের গায় হাত বুলায়
তারপর গরীব মরে বাঁচে মিঞায় নি আর ফিরে চায়।
গাড়ি কার যেতে ভাই সালাম আল্‌কি দিয়া চাই
মিঞার মুখে হাসিত নাই, বোধ করি কি অসুখ আছে ॥
আইন সভার মেম্বার হল, শোন আর এক খোশ খবর।
তিন বৎসর পর উঠ্যা গেছে, পাকা এক দোতালা ঘর ॥
দরেয়াব কর রে ভাই এত টাকা কোথায় পায়
বিজলী বাতি পর্দা টেবিল রেডিও মোটর এনেছে।
এবার শুনি কমিউনিস্ট মেম্বার হতে এল ভাই,
ভেবে চাইবা তারা বিনে গরীবের আর বন্ধু নাই।
জেল ফাঁসির নাইরে ভয় তারাই তো হক কথা কয়
তারা যদি মেম্বার হয় গরীব গুন্যার পরাণ বাঁচে ॥

আমাদের সমাজনীতি দেখে প্রাণে জাগে ভীতি

আমাদের সমাজনীতি দেখে প্রাণে জাগে ভীতি,
মন প্রাণে বড় দুঃখ পায়।
গরীব ঘরে জন্মে যারা, নিজেকে ধিক্কার দেয় তারা,
জগতে গরীবের বন্ধু নাই ॥
কোন বাড়ি নিমন্ত্রণে, গরীব যায় খুশী মনে,

পেট ভরে দুই মুঠো ভাত খাবে।
বড়লোক বসে খেতে, বড় টুকরা পড়ে পাতে,
মিষ্টান্ন একবাটি বেশী পাবে ॥
ঘরে যার ভাল অবস্থা, বাহিরেও সে ব্যবস্থা,
সকল জায়গায় খাতির কদর পায়।
ঘরে যার খেতে নাই, খেতে চায় পরের বাড়ি যাই,
দুঃখের কপাল দুঃখে যায় ॥
ঘরে চোর ঢুকে, কি আগুন লাগে, গরীব দৌড় মারে আগে,
বড়লোক বিছানায় গড়ায়।
আরও জিজ্ঞেস করে চাকরে এত সোর গোল কেবা করে
ঘুমান যায় না বেটাদের জ্বালায় ॥
এত সম্মান করে যারে, ছালামে আর নমস্কারে,
তার প্রতিদান মন্দ নয়।
খাজনা যখন পড়ে বাকী, বাড়ি ভিটা নিলামে ডাকি
জমিদারে খরিদ করে লয় ॥

শুনরে ভাই আজগুবী খবর

শুনরে ভাই আজগুবী খবর
মন্ত্রী করে চট্টগ্রাম সফর।
দিনের তিনটা বেজে গেল ময়দানে সভা বসিল।
হায় কি দেখিলাম কি ঘটিল মানুষ ভয়ে জড়সড়।
হঠাৎ দেখি পচা আণ্ডা মন্ত্রীরে করিতে ঠাণ্ডা
উড়তে লাগলো কালো ঝাণ্ডা মন্ত্রীর চোখের উপর।
আণ্ডার মিছিল শুরু হল মেঘে যেন বৃষ্টি এল
মন্ত্রী সাহেব চমকে গিয়া আসন ছাড়ি দিল দৌড়।
তারপর এক আশ্চর্য কথা ছুটে এল ছেঁড়া জুতা
মন্ত্রী ভাবে যাবে কোথা পলাইবার নাই অবসর।

বিপ্লবী চট্টগ্রাম জিলা সূর্য সেনের প্রধান কিল্লা
মন্ত্রী করে তোবা তিল্লা আসবে না জনম ভোর।

আমি বাংলা ভালবাসি

আমি বাংলা ভালবাসি,
আমি বাংলার বাংলা আমার ওতপ্রোত মেশামেশি।
বাংলা দেশের রাস্তায় চলি, মুখে ছুটে বাংলা বুলি,
বাংলা বলি হৃদয় খুলি মুখে ফুটে হাসি।
বাংলা ভাষায় হাসি কান্দি স্বপন দেখি দিবা নিশি,
চিরদিন বাংলার আশা, বাংলা দেশে করি বাসা,
বাংলা আমার মাতৃভাষা বাংলার প্রত্যাশী।
বাংলা ভাষায় মাকে ডাকি, বাংলা আমার মিঠা বেশী।
গেলে বাংলা নদীর তটে, আনন্দে প্রাণ ভরে উঠে,
সোনালী ধান বাংলার মাঠে দোলে রাশি রাশি।
বাংলার দোয়েল শ্যামার ডাকে মন প্রাণ করে উদাসী,
বাংলা দেশে ফলে ফুলে, কিবা শোভা শ্যামল দোলে,
বাংলা দেশে সুধা ঢালে শারদীয়া শশী,
বাংলা আমার গয়া গঙ্গা বৃন্দাবন মথুরা কাশী।
বাংলা আমার জন্মভূমি, বাংলা মায়ের চরণ চুমি,
দৈনন্দিন বাংলাকে নমি বাংলা দেশে বসি
বাংলা দেশের ধূলিকণা স্বর্গাদপি গরিয়সী।
সোনার বাংলায় সোনা ফলে, তার তুলনা কোথায় মিলে,
বাংলার জন্য জীবন গেলে হব স্বর্গবাসী।
আমার ঠিক থাকিবে বাংলার দাবী যদিও হয় জেয়েল ফাঁসি॥

মোরা মাটির মানুষ মাটি নিয়া সারাদিন কাটাই

মোরা মাটির মানুষ মাটি নিয়া সারাদিন কাটাই,
মাটির সঙ্গে কোলাকুলি মাটি দিয়া সোনার ধান ফলাই।
এই মাটিতে মোদের জন্মগত অধিকার, অস্বীকার করিবে যে সে দৈত্য দুরাচার,
এই মাটিতে দেহ গড়া, বুকের রক্ত দিয়া মাটি চাই।
এই মাটিতে জীবন-মরণ, এই মাটিতে বাস,
এই মাটিতে ফসল ফলাই থাকি বার মাস,
মাটি মোদের স্বর্গ সুধা, মাটি বিনে শান্তি নাই।
পরিশ্রান্ত হলে মাটির বুকেতে বিশ্রাম,
মাটির অর্চনা করি দিয়া মাথার ঘাম,
মোদের জীবন যুদ্ধ অবসানে মাটির কোলে শুয়ে নিদ্রা যাই।
কোথায় আছ ছুটে এস মাটির মানুষগণ,
ভেদাভেদ ভুলিয়া কর জীবন মরণ পণ,
মাটি মোদের খাঁটি সোনা, সোনার তরে এবার শেষ লড়াই॥

সর্বহারার দল

সর্বহারার দল, ছুটে আয় সকল
দুশমন হটাতে হবে ডাক পড়েছে।
আমাদের খুনেতে যারা তুলেছে বড় মিনার
রক্ত মাংস চুষে খেয়ে করেছে কঙ্কাল সার
আর যে সময় নাই, ত্বরায় ছুটে এস ভাই,
বেদনার প্রতিকারের সময় এসেছে
ক্ষত বিক্ষত হিংস্র জন্তুর আঁচড়ে
আঘাতে দারুণ ব্যথা হয়েছে ভাই পাঁজরে,
দিকে দিকে ডেকে কও আর নয় আর নয়
সহ্য-সীমা অতিক্রম হয়েছে।

যা হবার হয়ে গেছে, আর কারে কর ডর
আগ্নেয়গিরিসম দিকে দিকে ফেটে পড়
শুন সর্বহারা ভাই, এবার মোদের শেষ লড়াই
দুনিয়াময় গণডঙ্কা বেজে উঠেছে ॥

উঠেছে শান্তির নিশান

উঠেছে শান্তির নিশান, ছুটে আয় মজদুর কিষান,
বাজে মিলনের বিষাণ চিন্তা কিবে আর।
ঐ ছুটেছে দলে দলে শান্তির পতাকা তলে
দুর্নীতি আর শোষণেরে করিতে সংহার।
নির্যাতিত নিপীড়িত দেশের যত জনগণ
শান্তি সলিলে সবে করিবে অবগাহন।
মানবধ্বংসী দানবগণ লোভে ক্ষিপ্ত অনুমান
মরণ কামড় দিতে বুঝি উদ্যত এবার।
অনশন অধাশন সহিয়াছ বহুদিন,
সুদিন এসেছে ভাই আর কেন মুখ মলিন।
দুঃখ নিশি অবসান, গাও সবে শান্তির গান,
নবারুণ উদ্ভাসিত হতেছে আবার।
এ বিশ্ব মানব যত সবাই যেন ভাই,
দিকে দিকে আওয়াজ উঠে শান্তি চাই শান্তি চাই।
এতে নাই ভুলভ্রান্তি আসিবে বিশ্বশান্তি,
বিশ্বমানব হবে এক মহান পরিবার।

শুন বন্ধুগণ

শুন বন্ধুগণ, দুর্দিনে শ্রমিকের বিবরণ।
উৎপাদন বাড়ায় শ্রমিকে, বুঝে না কেন মালিকগণ।
রক্ত ঢালি শক্তিশালী করে যারা কারখানা
দুর্দিনে বেতনে তাদের পেটের খোরাক পোষায় না,
মালিকেরা নজর দেয় না শ্রমিকের প্রতি কি কারণ।
কারখানার কাজ বিনে মালিকগণে কারখানা কিসে চালায়,
পরস্পর সম্পর্ক আছে আর্থিক বন্ধন।
ন্যায্য মজুরী যদি কারখানার শ্রমিকে পায়
কারখানার উৎপাদন বাড়ায়, ধর্মঘটে নাহি যায়।
মালিক নিজের পেট মোটা চায়, সংঘর্ষ হয় তার কারণ।
শিরদাঁড়া বিনে যেমন মানুষের অস্তিত্ব নাই,
তেমনি দেশের মেরুদণ্ড মোদের কৃষক শ্রমিক ভাই,
মজদুরের বাঁচার তরে শ্রমিক ঐক্য প্রয়োজন॥

হৈ আয় চাষী ভাই জোর গলায় গাই

হৈ আয় চাষী ভাই জোর গলায় গাই চাষীর জয় গান।
নূতন মেঘে ডাকছে বান মাঠে ফলবে সোনার ধান।
বায়ুর তালে শ্যামল দোলে হেরে জুড়ায় প্রাণ।
আবার তুলব নূতন ঘর, শক্ত করে লাঙ্গল ধর,
কিসের ডর কারে ডর, ধর কাস্তে থান্।
যারা কাড়ে পাতের ভাত, তারা নয়ত মোদের জাত,
মোরা চাষী সবাই একজাতি ভাই হিন্দু মুসলমান।
মোদের একগ্রামে বাস, করি একমাঠে চাষ
আছে ভাষার মিলন, মানসিক সংগঠন, কিসের ব্যবধান॥

চাষীর গলায় ফাঁসির দড়ি পড়ে চাষীরে কইও

চাষীর গলায় ফাঁসির দড়ি পড়ে চাষীরে কইও।
চাষী করে মাছের চাষ, চাষী পালে মুরগী হাঁস,
ছাগল ভেড়া সকল চাষীর ঘরে।
সেই চাষী মরে যাবে, দেশে খাদ্য কোথায় পাবে
চাষীকে কেহ চায় না ফিরে॥
পাট ক্ষেত্র করে চাষী, তুলা জন্মায় রাশি রাশি
চা পাতা হয় চাষীর জোরে
পাট তুলা চা বিদেশে যায়, ধনীরা মুনাফা খায়
চাষী বেটা তিলে তিলে মরে॥
বাঙ্গালী বাঙ্গালীর বাড়ি, প্রথম দিবে তামাক বিড়ি,
পান সুপারী দিবে তার পরে।
চাষীর গুণে লৌকিকতা, কেহ কি বুঝে সেই কথা,
চাষী মারে দেশের জমিদারে॥
কম লোকে কাজ বেশী হত, দ্বিগুণ ফসল ফলিত,
যদি নাকি চাষ হত ট্রাক্টারে।
ছিল মান্ধাতার আমলে, বলদের পিছে লাঙ্গল ঠেলে
তার ফলে আজ খাদ্য ঘাটতি পড়ে॥
কৃষিপ্রধান যেই দেশ, কৃষি কৃষক হলে শেষ
সেই দেশ বাঁচিতে না পারে।
খাল কাটা বাঁধ বাঁধা হলে, কি করিত বন্যার জলে
চাষী উচ্ছেদ হত আর কি করে॥

শ্রমিকের দরদী ভাই জগতে নাই

শ্রমিকের দরদী ভাই জগতে নাই, ও দেশের ভাই,
পেটের ক্ষুধায় শ্রমিক মরে কে শুনে তার ডাক দোহাই॥

শ্রমিকদের মাহিনা দিয়া খরচ না পোষায়,
হা হুতাশে দিন কাটায়, ভাতা চাইলে উল্টা বলে
বার ঘণ্টাতে ছাঁটাই ।
উৎপাদন বাড়াতে আদেশ করে মালিকে, শ্রমিকের দুঃখ বুঝিবে কে
স্ত্রীর পরণে কাপড় নাই ।
পাঠ্য পুস্তক কাগজ কালি স্কুলের বেতন দিতে নারে শ্রমিকগণ,
রুটির দাবী হয় না পূরণ কি দিয়ে ছেলে পড়াই ।
চা বাগানে বেলে মিলে শ্রমিক ভাইয়েরা যেমন প্রাণ থাকতে মরা
মড়ার ঘাড়ে পড়ে খাঁড়া ভাতা বোনাস যদি চাই
আবেদন নিবেদন কত করি প্রাণপণে, মালিক কানে না শুনে,
এবার জানাইব জনগণে ধর্মঘটের ঢোল বাজাই ।

মাঝি চল রে উজান বাইয়া

মাঝি চল রে উজান বাইয়া
বেগে ছুট পিছু না হট সামনের দিকে চাইয়া ॥২
মেঘ কেটেছে আঁধার ঘুচেছে, জোরে ধর হাল,
উষার আলোক ঝলক দিয়েছে সূর্য উঠেছে লাল ॥২
ঐ দেখা যায় আশার আলো, আগে চলো আগে চলো,
জীর্ণ আবর্জনাগুলো ফুৎকারে দাও উড়াইয়া ॥২
ভাটার গাঙে জোয়ার এল, জল ঝরে কল কল,
সাহস ভরে কোমর বেঁধে আগের বাঁকে চল ।
চলছে নৌকা ঢেউয়ের তালে ঢোলক বাজাও তালে তালে,
সারি গাও সবাই মিলে করতালি দিয়া ॥২
দাঁড়ী মাঝি আরোহী সবাই এক প্রাণ,
সুখের দেশে চলছি মোরা নদীতে উজান,
হাঙ্গর কুমীর পাছে ঘুরে নররক্তের লালা ঝরে,
ভয় করো না চালাও জোরে, বাদাম দাও উড়াইয়া ॥

চাষী ভাইরে চাষী ভাই

চাষী ভাইরে চাষী ভাই, মজুর ভাইরে মজুর ভাই
দেখছনি ভাই চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা।
পাকিস্তানের বার বছর গত হইয়া গেল
ঢালা শুরু করল তারা তেল্যা মাথাত তেল।
একটা একটা করে চাইয়রে ভাই স্বাধীনতার গুণ
ক্রমে ক্রমে খাজানা টেক্স বাড়ে দশ বিশগুণ।
জ্বালাইল অশান্তির আগুন কার কি ও ভাই অজানা,
চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা।
পাকিস্তানে মানুষ বাড়ে কম পড়ি যার খানা
বাতাস খাইনি বাঁচি রইয়ে সত্তর কোটি চীনা।
পোয়া হ'ন বন্ধ হইলে পেট ভরা ভাত পাইবা,
ঘরত বই দিনে রাতে জিন্দাবাদ গাইবা।
উনত্রিশ রকম টেক্স দিবা আর কিসের ভাবনা
চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা।
মজুরের মজুরী করা আছে চিরকাল
ভাতা বোনাস চাইলে মালিক চক্ষু করে লাল।
মজদুরে ধর্মঘট করার বুদ্ধি যদি লইব
গুণ্ডাদলে ডাণ্ডা মারি ঠাণ্ডা করি দিব।
মাইর খাই ভূত হই যাইব, তবু তার কাঁদন মানা
চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা।
কি লাভ হইল বাঙালীদের স্বাধীনতা পাই,
কপাল মন্দ কারে কইয়ুম, মানুষ একযোগ নাই।
একযোগেতে দাঁড়াই যদি চাষী মজুরগণ,
আকাশের চাঁদ মাটিতে আনতে লাগে কতক্ষণ।
না করিলে দুঃখ বরণ সুখের আশা দেখি না
চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা।

চাষী ভাই বোন রে মেঘে দিল জল

চাষী ভাই বোন রে মেঘে দিল জল।
হাল বলদ হোক্কা লইয়া মাঠের দিকে চল ॥
(ও) গেল রবি শস্য আউসের চারা অনাবৃষ্টির ফলে।
আমন ফসল ভাল হবে নূতন মেঘের জলে ॥
মেঘ আমাদের প্রতিবেশী মেঘ আমাদের ভাই।
মেঘের জলে সোনার ফসল গোলা ভরা পাই ॥
মায়ে যোগায় ফসলের বল, মেঘে যোগায় পানি।
মাটির ছেলে জল কাদাতে করি জিন্দেগানি ॥
(ও) কিছিম কিছিম জমিতে দিব কিছিম কিছিম ধান।
ধানের ভিতর মান ইজ্জত ভাই, ধানের ভিতর জান ॥
কার্তিক মাস আসিলে সোনার ধানে আসে থোড়।
মনেতে আনন্দ লাগে মাজায় লাগে জোর ॥
(ও) (সোনার ধানে) হিন্দু ভাই নবান্ন করে মুসলিম ভাই শিরণী।
একপদ গহনার আবদার করি কত যে খুশী গিন্নী ॥
চিকন ধান পাকিলে দোলে লম্বা লম্বা ছড়া।
জামাই এলে বানাই দিব চিকন ধানের চিড়া ॥
(ও) গোলায় তুলিলে ধান প্রাণে শান্তি আসে।
গুড়া পিডা কাটতে বৌয়ে পুড়ুর পুড়ুর হাসে।
সোনার ধান নষ্ট করে জন্তু জানোয়ারে।
মাটির মানুষ একযোগ হলে রক্ষা করতে পারে ॥

দেশর হাল চাল কিছু বুঝ নি

দেশর হাল চাল কিছু বুঝ নি
গরীব কারবাল্লা ময়দান ঠাওর পাইয়নি।
হাডত বাজার কইত্তাম যাই, জিনিসর দাম দেখি ও ভাই

মাথাত উভের বাই,

আঁই হারাদিনে ছুই টেঁয়া পাই ছয়জনেরে কুলায় নি।

কি দি পোয়া পড়াইব গরীবর সাধ্য নাইরে কিতাব কিনিব

মূর্খের সংখ্যা বাড়ি যাইব, দেশর ভালা হইব নি।

মাইন্‌সে আটার রুটি খায়, বৌয়র কাপড়ত হত্তর গিরা

টেঁয়া কত্তে পার, হাটতে বসতে গা দেখা যার

মদ্দর ইজ্জত থাকের নি।

যদি কায়র কিনতাম যাই, ষোলো টেঁয়া শাড়ির জোড়া

তারথুন আর কম নাই,

কায়রত যাইব মাসর কামাই ভাত ন খাই ভাই পারি নি।

দেশত সমবায় হইয়ে, গরীব গুন্যা বাচিবার লাই পথ করি দিয়ে

সমবায়ে যোগ ন দিলে গরীব আর বাচিবা নি।

হুশিয়ার খুব হুশিয়ার

হুশিয়ার খুব হুশিয়ার, হুশিয়ার খুব হুশিয়ার—হুশিয়ার।

বিভেদকারী কাছে আসি বন্ধুর ভাব দেখায়॥

সাম্রাজ্যবাদী গুপ্তচর, শ্রমিক ইউনিয়নে তারা ঘুরে নিরন্তর,

শ্রমিকে শ্রমিকে দ্বন্দ্ব লাগাতে চায় আনিবার॥

আছে যত শ্রমিক ভাই,

শ্রমিকের দরদী শ্রমিক আর কেহ নাই,

বিভেদ মন্ত্র কানে ঢুকাই, উস্কানি দেয় বারংবার॥

যদি বাঙালী শ্রমিক পায়,

অবাঙালী শ্রমিকেরে দুশমন বলি গায়,

আবার অবাঙালী শ্রমিক পাইলে, বাঙালীরে কয় দুশমন তার।

দেশবাসী হিন্দু মুসলমান,

এই দুশমন হইতে সবে থেক সাবধান,

তারা সুযোগ পাইলে তলে তলে বসাইব দাঙ্গার বাজার॥

শ্রমিক গোষ্ঠী শ্রমিকের ভাই,

বাঙালী আর অবাঙালী কোন প্রশ্ন নাই,

প্রাণ দিয়ে সংগঠন বাড়াই, চল ঝাণ্ডা উড়াই একতায়।

মরি হায় বাংলাদেশে বসতি বাংলা আমার প্রাণ

মরি হায় বাংলাদেশে বসতি বাংলা আমার প্রাণ।

বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার উপাদান

কিরে হৈ হৈয়া

বাংলার আশা বাংলার ভাষা গাহিব বাংলার গান॥

বাংলার মাঠে নদীর তটে ফলছে সোনার ধান।

দুলছে শ্যামল ঝলমল ঝলমল হেরে জুড়ায় প্রাণ॥

প্রকৃতির লীলা নিকেতন সোনার বাংলা খান

তাতে মন মাতানো প্রাণ জুড়ানো দোয়েল শ্যামার গান॥

কিরে হৈ হৈয়া—

ঢেউয়ের তালে হেলে দুলে চলছে নৌকাখান

চলছে বহর বদর বদর মাঝি মাল্লার গান॥

বাংলা আমার মাতৃভাষা শুনে জুড়ায় প্রাণ

ওমা বাংলাভূমি চরণ চুমি কোলে দিও স্থান॥

কিরে হৈ হৈয়া—

হিন্দু মুসলিম দেশবাসী শুন বন্ধুগণ

হিন্দু মুসলিম দেশবাসী শুন বন্ধুগণ,

বারে বারে দেশে কেন ঘটে অঘটন॥

জাতির পিতার বাণী ২ নিলে মানি হিন্দু মুসলমানে

ভ্রাতৃত্ব মিলনে আছি স্বাধীন পাকিস্তানে ॥
তবে কেন বিশৃঙ্খল ২ ভাইসকল দেখ বিচারিয়া।
সমস্যা সমাধান হয় কি লাঠি ছুরি দিয়া।
জাতিসংঘের সনদ আছে ২ সবাইর কাছে বলি বন্ধুগণ।
এত হানাহানি দেখি কেন অকারণ ॥
হিন্দুগরিষ্ঠ অঞ্চল ২ ভাইসকল হিন্দুস্থান হবে।
মুসলিমগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্তানে যাবে ॥
রাষ্ট্রসংঘের রায় মতে ২ বিচারেতে হয়ে যাবে ধার্য।
ভাইয়ে ধরে ভাই সংহারে কি জঘন্য কার্য ॥
স্বাধীন হলাম ষোল বছর তার খবর জানি বন্ধুগণ।
তবু কেন নিরীহের উপর এত নির্যাতন ॥
দেখুন হিন্দুস্থানে ২ মুসলিমগণে আছে হতাশায়।
নিশ্চয়তা নাই কিছু কবে কি ঘটায় ॥
তেমনি পাকিস্তানে ২ হিন্দুগণে দুশ্চিন্তায় মনভরা।
কখনি কি দশা ঘটে নাই কূল কিনারা ॥
বন্যা আর ঘূর্ণিঝড়ে অনেক ঘরে ছাউনি আজও নাই।
দুইবেলা পেট ভরে খায় না ভেবে কিবা চাই ॥
পশ্চিম বাংলায় মুসলিমগণ ২ অনশন অনেক জনে করে।
হত্যা লুট গৃহদাহ গরীবের উপরে ॥
গরীব হিন্দু মুসলিম মোরা ২ আধা মরা উদর পোষণে।
তাদের উপর অত্যাচার কোন্ বিধির বিধানে ॥
আইন কানুন কোর্ট কাছারি ২ নিত্য হেরি উভয় দেশে আছে
দোষী লোক শাস্তি পাবে আইনেতে রয়েছে।
নিরপরাধ সাজা পেতে ২ জীবনেতে দেখি নাই কখন।
যার দেশে তার বিচার হবে আছে নির্ধারণ।
দেশের সম্পদ নষ্ট করি ২ বুঝতে নারি কিবা শান্তি পায়।
রামের দোষে শ্যামের দণ্ড দেখেছেন কোথায় ॥
এই সব দেশনাশা কার্য অন্যায্য বন্ধ নাহি হলে।
শান্তিকামী লোকের সুখ নাই কোন কালে ॥
দুর্ঘটনা ঘটায় যারা ২ মূলে তারা গুণ্ডা দলের লোক।

টাকা পয়সা সোনা রূপার উপর আছে তাদের ঝোঁক।
সাত পুরুষের ভিটা ছাড়ি ২ দেশান্তরী হিন্দু মুসলিম হয়।
সেই দৃশ্য দেখিলে ভাই প্রাণে সহ্য নয়॥
দারুণ শীতে কাপড় নাই ২ দেখ ভাই শিশু কোলে নিয়া।
প্রাণের আশায় যায় দেশের মমতা ছাড়িয়া॥
জননী জন্মভূমি ২ নিত্য নমি জাহ্নবী জনক।
জনার্দন পঞ্চ জ কার শান্তির বাহক।
দেশের দশা দেখে ২ দুই চোখে আসে ভাই জল।
কে আনিল এই উৎপাত অমৃত গরল॥
স্বাধীন নাগরিক হই কারে কই বাক্য নাহি সরে।
ভাই বলে আলিঙ্গিয়া জড়ায়ে ধরি কারে॥
এই সম্পর্ক চিরদিন অমলিন যাবৎ জীবন।
জন্ম হতে ধর্ম বড় বলে জ্ঞানীগণ॥
শান্তিকামী মানুষ যারা সদা তারা পরহিতে রত।
পর-জীবন রক্ষায় নিজ প্রাণ দিতে উদ্যত॥
আমীর হোসেন কিসমত আলী গেলা চলি নিজ জীবন দিয়া।
পূর্ব পাকিস্তানে এক ইতিহাস রচিয়া॥
আরও অনেক জনে জীবন দানে পর-প্রাণ রক্ষিতে।
প্রমাণ পেয়েছি দেশে এইবার দুর্যোগেতে।
মানুষকে যে ভালবাসে কয় হাদিসে হজরতের (দঃ) বাণী।
খোদায় তাকে ভালবাসে হাদিসেতে শুনি॥
গীতায় জীবে শিবে এক বলে কয়।
জীবে সেবা মহাপুণ্য করেছে নির্ণয়॥
পবিত্র খোদার কালাম আছে সুনাম জগত মাঝার।
সেই কথা কে রাখিল কে মানিল আর॥
অহিংসা পরম ধর্ম তার মর্ম যদি মানিত।
তবে কি মানুষকে মানুষ আঘাত করিত॥
কি হিন্দু-মুসলমান ২ নাই ব্যবধান কায়েদে আজমের বাণী।
হিন্দু মুসলিম নাইরে ভাই সবাই পাকিস্তানী॥
চট্টগ্রামে এক ঘরে ২ বাস করে হিন্দু মুসলমানে।

এক পুকুরে স্নান করে আনন্দিত মনে ॥
সুরেন্দ্র ব্যানার্জি বিপিন পালে গেল ব'লে শুনিয়াছি কানে।
এমন মিলন বাংলাদেশে নাই কোনখানে ॥
সেই ঐতিহ্য কোথায় গেল ২ বল বল বন্ধুগণ।
কোথায় গেল হিন্দু মুসলিম অপূর্ব মিলন ॥
বার আউলিয়ার চট্টগ্রাম ২ এই সুনাম কেমনে রাখিবে।
আলাউল নবীন সেনে স্থান কোথায় দিবে ॥
দেশপ্রিয় সবার প্রিয় মাস্টার কাজিমালি।
সূর্য সেন প্রীতিলতার সুনাম যাবে চলি ॥
ভাইয়ে ভাইয়ে ২ এক হয়ে ছিলাম সব সময়।
আজ কেন তোমায় দেখে আমার মনে ভয় ॥
তোমার আশ্বাসে আমার বুকে আসে বল।
আমি যথা বৃক্ষ হই তুমি তথায় জল ॥
কেহ ছাড়া কেহ নাই দেখ ভাই দেখ বিচারিয়া।
বাগানের সৌন্দর্য বাড়ে নানা ফুল দিয়া ॥
পাকিস্তানে হিন্দুগণে ভাবে মনে হিন্দুস্থানে যাব।
জানমালের নিরাপত্তায় সুখে দিন কাটাব ॥
নিশ্চিত সুখ ছাড়ি দেশান্তরী হয়ে পাবে তাপ।
অনিশ্চিত সুখের জন্য কোথায় দিবে ঝাঁপ ॥
ছত্রিশ জাতে এক দেশেতে মাখামাখি রই।
অন্য দেশে চলে গেলে সেই পরিবেশ কই ॥
সেই দেশের মানুষজনে আমার মনে মিলন যদি হয়।
বিশ বছর সময় লাগিবে তার আগে নয় ॥
জীবনের সন্ধ্যায় এসে আপনাদের পাশে আর কি বলতে পারি।
শান্তির পতাকা তুলুন হাতে হাতে ধরি।
বিরহে প্রেম বলিষ্ঠ সাধুগণ বলে।
ভ্রাতৃপ্রেম অক্ষুণ্ণ রবে আবার মিলন হলে ॥

ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি আর কয়দিন চলিবে বল

ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি আর কয়দিন চলিবে বল
সাম্রাজ্যবাদীর ফাঁদেতে পা দিয়ে সর্বনাশ হল
আর কয়দিন চলবে বল ॥
ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সূর্য সেন, টেগরা বল।
দুই ভাইয়ে আন্দোলন করে, বৃটিশকে খেদাল জোরে,
স্বাধীনতা কাহার তরে, মানুষ যদি না রহিল।
বার বার দাংগা দাপটে, গরীব মরে হাটে মাঠে।
যার বুদ্ধিতে দাংগা ঘটে তার গায়ে কি আঁচড় পৈল ॥
দাংগার বীজ ছিল কোন্ দেশে, তারে উড়াই আনে কোন্ বাতাসে
হিন্দু মুসলিম বিনাদোষে, কি কারণে প্রাণ হারাল
লৌ মাফেজ হতে শুনি, মানুষ পাঠায় কাদের গণি
মানুষের মানুষের প্রাণহানি, এ মানুষ কে পাঠাইল ॥
আরও একটা আবেদন ২ বন্ধুগণ করি সবাইর কাছে।
দুর্বৃত্ত গুণ্ডা দেশে বহু গজায়েছে ॥
হত্যা লুট রাহাজানি ২ দিন যামিনী যেই সেইখানে হয়।
স্বাধীন দেশে এই সব দুষ্টে দেবেন না প্রশ্রয় ॥
বিষবৃক্ষ অল্পকালে ২ ধ্বংস হলে দেশের লোক সন্তুষ্ট!
গোড়া মোটা হলে তারে নোয়াইতে কষ্ট।
ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে ২ নাহি করে জাতের বিচার।
যারে পারে তারে ধরে প্রকৃতি তাহার ॥
আজকে আমাকে যারা করে অত্যাচার।
কাল তোমারেও না করিবে কি গ্রান্টি তার ॥
তাই বলি বন্ধুগণ ২ সচেতন হও জানি শুনি।
চোরের নাই শ্বশুরবাড়ি প্রাচীন লোকের বাণী ॥

অত্যাচারের প্রতিশোধ আমার নেওয়া নাইবা হবে

অত্যাচারের প্রতিশোধ আমার নেওয়া নাইবা হবে,
আমার পরে আসবে যারা বোধকরি তারাই নেবে।
সারাজীবন ধরে আমি তারই চেষ্টা করে যাব।
মনের কোণে সুর উঠিবে, কলম দিয়ে তাল বাজাব।
লাল মেঘেতে করবে খেলা আকাশ ভরা জোছনা রাতে।
দোল খে.়ে জ্বলবে বাতি প্রতি ঘরে লাল শিখাতে।
তার আলোতে স্বপ্ন সফল করবে মুক্তি পূজারীরা
সেদিন হবে জানাজানি দোস্ত কারা দুশমন কারা।
সোনার লোভে বিভোর হয়ে যার তার বুকে মারছ লাথি
সময় বুঝে মাথা গুঁজে পালাবে তোমার পাপের সাথী
হিংস্র জন্তুর ডাক থামিবে, পথের বাধা হবে শেষ।
বুক ফুলিয়ে বলে উঠব, এই ত আমার দেশ।

ভাই রে, ধন্য দেশের চাষা

ভাই রে, ধন্য দেশের চাষা।
এদের চরণ ধূলি পড়লে মাথায় প্রাণ হয়ে যায় খাসা ॥
এরা কপটতার ধার ধারে না, সত্য ছাড়া মিথ্যা কয় না,
প্রাণের কথা গুছিয়ে বলার নেইকো এদের ভাষা ॥
প্রাণ ভরা আনন্দ এদের, বুকটা স্নেহের বাসা,
চিনলে এসব সোনার মানুষ, মিটতো দেশের সব পিয়াসা।
এদের নাই জুতো, নাই তেমন কাপড়,
ছেঁড়া লেংটি ছেঁড়া চাদর,
তাতেই তুষ্ট এমনি মিষ্ট, প্রেম সাগর ভাসা ॥
এসব দেবতা ছুঁলে, জাত যায় মোদের
মোরা এমনি বুদ্ধিনাশা,
যাদের রক্তে জগৎ তুষ্ট, তাদের দেখলে কুঞ্চিত করি নাসা ॥
এরা কর্মনিষ্ঠ বীর বটে, ছোট বললে খুবই চটে,
কারো দুঃখ দেখলে শিউরে ওঠে, এদের এমনি ভালবাসা ॥
অন্ধ তোরা চিনলি না রে এই দেশের এই চাষা,
যারা প্রাণ দিয়েও দেশকে বাঁচায়,
একই স্বর্গ যাদের আশা ॥

আবার যখন গান ধরেছি

আবার যখন গান ধরেছি, গাব গো সেই গান।
বুকটা যাতে ফুলে উঠে, শিরায় যাতে অগ্নি ছোটে—
তন্দ্রা যাতে যায় গো ছুটে, মাতায় যাতে প্রাণ ॥
অগ্নিগিরির গর্ভ মাঝে সাগর গর্জনে,

সিংহনাদে ঝড়ের বুকে মেঘের তর্জনে—
এদের ভিতর ওতঃপ্রোত রয়েছে সে সুরের স্রোত,
আজকে সে যে বাহির হবে, প্রলয় অভিযান ॥
খধুপ সম ঊর্ধ্বে উঠে আকাশ লুটে নেবে,
চন্দ্র সূর্য অবাক হয়ে থাকবে চেয়ে সবে।
পাখা মেলি পাখীর মতন বিদারিয়া ঊর্ধ্ব গগন—
বিশ্বরাজের চরণতলে লভিব নির্বাণ ॥
গান গেয়েছি অনেক বটে, তাকে কি কয় গান !
আকাশ পৃথ্বী হ'ল না তায় টলটলায়মান—
ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস উঠল না তায় ঘূর্ণিবাতাস,
কোটী প্রাণের সমুদ্রে আজ ডাকলো না কো বান ॥

পণ করে সব লাগ রে কাজে

পণ করে সব লাগ রে কাজে,
খাটবো মোরা দিন কি রাত।
(এই) বাংলা যখন পরের হাতে,
কিসের মান আর কিসের জাত ॥
মারোয়াড়ী দিল্লীওয়ালা
উড়ে পার্শী ভাটীয়ারা,
তারা মোটর হাঁকে, চৌতালায় থাকে,
আমাদের নাই পেটে ভাত ॥
যেদিকে চাই বাংলা দেশের,
(আজ) সকল দিকই করছে গ্রাস,
তোরাই শুধু কেরানীর দল,
এক বাড়ের চালেই হলি মাত ॥

হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে

হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে।
করিতে হবে মোদের মায়েরই সাধনা।
দেখাতে হবে আজি জগৎবাসী সবে,
এখনো ভারতের যায়নি রে চেতনা॥
গভীর ওঁঙ্কারে হুঙ্কারী দে রে ডাক—
শিহরি উঠুক বিশ্ব, মেদিনীটা ফেটে যাক!
আমাদের জন্মভূমি, দেবতার লীলাভূমি,
দেবগণ আসুক নেমে পূর্ণ হউক কামনা॥
সার্থক হবে তবে এ জনম সবাকার।
ছেলের গৌরবে হয়ে গরবিনী মা আমার॥
জগৎ লুটিবে পায় ঘুচে যাবে যত দায়,
মিটে যাবে মুকুন্দের চিরদিনের বাসনা॥

সকল কাজের মিলবে সময়

সকল কাজের মিলবে সময়,
আগে দুটি ভাতের যোগাড় কর্,
তোরা পেটের যোগাড় কর॥
মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে আজ,
কষে লাঙ্গল ধর॥
ডেকে নে তাঁতী জোলা,
ছাড়িয়ে নেংটি তিলক ঝোলা,
খুলে দে তাঁতের মেলা, প্রতি ঘর ঘর॥
কামার কুমার চামার মুচি
তারাই কাজের তারাই শুচি,
ধর জড়িয়ে গলা তাদের, ভুলে আপন পর

এত সব যাদের ঘরে,
তারাও মরে উপোস করে—
তোদের কথা ভাবলে আসে কম্প দিয়ে জ্বর ॥

আয় রে বাঙ্গালী আয় সেজে আয়

আয় রে বাঙ্গালী আয় সেজে আয়,
আয় লেগে যাই দেশের কাজে।
দেখাই জগতে ভেতো বাঙ্গালী,
দাঁড়াইতে জানে বীর সমাজে ॥
বহুদিন পরে ডাক এসেছে আজ,
ওরে বাঙ্গালী সাজ তোরা সাজ।
এখনো নীরবে নাই কিরে লাজ
ধিক রে তোদের ক্ষাত্র তেজে ॥
কোটী কণ্ঠে আজ জয় মা বলিয়া,
দ্বেষ হিংসা আদি চরণে দলিয়া,
দাঁড়ারে বাঙ্গালী আপনা ভুলিয়া,
সাজাই বাংলা নূতন সাজে ॥
মাভৈঃ ওঠ্ রে ও বাঙ্গালী বীর,
কতকাল রবি নত করি শির—
শুনেছি রে জয় বাঙ্গালী জাতির,
আনহত শব্দ ভেরীর মাঝে ॥

বান এসেছে মরা গাঙে

বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও।
তোমরা এখনও ঘুমাও।
কত যুগ গেছে কেটে দেখেছ কত স্বপন
এবার বদর বলে ধর বৈঠা জীবন-মরণ পণ।
দম্‌কা হাওয়ার কাল গিয়েছে—
ফাগুন বইছে পাল খাটাও॥
অবহেলে থাকলে বসে কাঁদতে হবে সারা জীবন ;
যুগ-যুগান্তের তপস্যাতে, মিলছে এমন লগন।
পারের মাঝি হাল ধরেছে—
মিছে পরের মুখ তাকাও॥

তোদের নাম জগৎ জোড়া

তোদের নাম জগৎ জোড়া বীরের জাতি তোরা,
বীরের মত একটু চল্‌ রে।
বুক উঁচু করে হা-হা হি-হি করে,
প্রাণ ভরে তোরা হাস রে॥
লুকালো কোথায় বদনের হাসি,
পুঞ্জীভূত কেন ভালে চিন্তারাশি।
বীরের জাতি তোরা হাস্‌ অট্টহাসি,
রবি শশী তারা খসে পড়ুক রে॥
বীর কি কখনো নত করে শির,
ধারে ধারে কি সে হা হতোস্মির।
পারে কি দেখিতে বীর জননীর,
উলঙ্গ মূরতি যুগান্ত ধরে॥
কাঁপিত মেদিনী যাদের পদ ভরে,

বিজয় পতাকা উড়িত অম্বরে।
স্মৃতি লুপ্ত হয়ে তাদের বংশধরে,
বেঁচে থাকার চেয়ে মরণই ভাল রে॥
ভেবে পাই না তোরা বাঁচা কিংবা মরা,
পুরুষ কি প্রকৃতি কোন্ ধাতে গড়া!
আঁখি অন্ধ ফিরে ধরিয়াছে জরা,
ডুবালি রে ভরা মরণ সাগরে॥

এডিটার খোঁজ রাখে ক'জনার

এডিটার খোঁজ রাখে ক'জনার?
চল্লিশ কোটী মায়ের ছেলে নাম ছাপে সে দু'চার জনার॥
নামটি যার টাইটেল যুক্ত, লেখনীটি সেথায় মুক্ত,
তা বৈ লিখার উপযুক্ত আছে কি রে আর।
রামা আজ দিল্লী যাবেন শ্যামা যাবেন কাছাড়—
স্টারে নাচবে কুসুমকুমারী আ মরি খবরের বাহার!
এদেশের এডিটার যত, বুঝলে তাদের দায়িত্ব কত;
লেখায় তারা ঢালতো আগুন আসন পেতো নেতার।
দেশের সেবক উঠতো মেতে জয় দিয়ে বিধাতার—
তারা ফেলতো ছিঁড়ে বাঁধন ছেদন মুক্ত তারা হত আবার॥

ছেড়ে দেও কাঁচের চুড়ী বঙ্গনারী

ছেড়ে দেও কাঁচের চুড়ী বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর প'রো না।
জাগ গো ও জননী ও ভগিনী,

মোহের ঘুমে আর থেকো না ॥

কাঁচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে,

কলঙ্ক হাতে প'রো না ।

তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী ধর্মসাক্ষী,

জগৎ ভ'রে আছে জানা ।

চটক্‌দার কাঁচের বালা ফুলের মালা,

তোমাদের অঙ্গে শোভে না ॥

বলিতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে,

কোটী টাকার কম হবে না ।

পুঁতি কাঁচ ঝুটো মুক্তায় এই বাংলায়,

নেয় বিদেশী কেউ জানে না ॥

ঐ শোন্‌ বঙ্গমাতা শুধান কথা,

জাগ আমার যত কন্যা ।

তোরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন,

বিদেশে উড়ে যাবে না ॥

আমি অভাগিনী কাঙ্গালিনী,

দু'বেলা অন্ন জোটে না ।

কি ছিলেম, কি হইলেম, কোথায় এলেম,

মা যে তোরা চিনলি না ॥

আমরা নেহাৎ গরীব

আমরা নেহাৎ গরীব

আমরা নেহাৎ ছোট,

তবু আছি ত্রিশ কোটী

জেগে ওঠ ।

জুড়ে দে ঘরে তাঁত,

সাজা দোকান,

বিদেশে না যায় ভাই
গোলারই ধান ;
মোটা খাবো
ভাই রে পরবো মোটা,
আমরা মাখবো না লেভেণ্ডার
চাই না অটো ।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে
উপোসী রব কি ঘরে শুয়ে, .
শোন্ বিদেশী আমরা বুঝেছি সব
খেলনা দিয়ে মোদের সোনা লোট

ডাকবো কি শুনবে কে রে

ডাকবো কি শুনবে কে রে,
আছে কি কারো কান ?
পাব কি এমন ছেলে,
যার দেশের লাগি কাঁদে প্রাণ ॥
দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে,
কত ভাবের গাইনু গান—
সে গান শুনলে না কেউ,
বুঝলে না কেউ,
কোন্ সুরেতে ধরছি তান ॥
আমরাই নাকি বিশ্বমাঝে,
বিশ্বপতির শ্রেষ্ঠ দান ।
আজ উপোস করে দিন কাটাচ্ছি,
থাকতে মোদের ক্ষেতের ধান ॥
ভাবসাগরে বইছে হাওয়া,
কাল-সাগরে ডাকছে বান ।

এখনো হাল ছেড়ে দে ঢেউ কাটিয়ে,
পার হয়ে যাক্ তরীখান ॥

জাতের নামে বজ্জাতি সব

জাতের নামে বজ্জাতি সব,
জাত-জালিয়া খেলছ জুয়া ;
ছুঁলে পরেই জাত যাবে,
জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি ;
ভাবলি এতে জাতির জান ;
তাই তো বেকুব করলি তোরা
এক জাতিকে একশোখান ;
এখন দেখিস ভারত জোড়া,
পড়ে আছিস বাসী মড়া,
জাত নাই আজ খাছে শুধু,
জাত শেয়ালের হুক্কা হুয়া।

কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি

কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি
জাগিয়া উঠুক মৃতপ্রাণ।
জীবন রণে জীবন দানে
সবারে করহ আগুয়ান্ ॥
হাতে হাতে ধরি ধরি দাঁড়াইব সারি সারি,
প্রাণে বাঁধিবে তবে প্রাণ।

আলস্য জড়তা নিরাশে বারতা
দূরে করিবে প্রয়াণ ॥
তরুণ তপনে মধুর কিরণে
সদা কি হাসিবে প্রাণ।
সুখের কোলে ভাবেতে গলে
কে রবে কে রবে শয়ান ॥
সারিতে দেশের কাজ পর রে বীরের সাজ
করে লয়ে করম-নিশান।
জীবন ব্রত সাধ অবিরত
এ নহে বিরামের স্থান।

কথা / সুর : নজরুল ইস্‌লাম

তোরা সব জয়ধ্বনি কর

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্‌-বোশেখীর ঝড় ।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙ্‌ল আগল !
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে—
ধূম্রধূপে ।
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর !
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোর সব জয়ধ্বনি কর !!

মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে,
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ-লুকানো ঐ বিনাশে !
এবার মহা-নিশার শেষে
আসবে উষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে ।
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ?—প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন !

আসছে নবীন—জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় ব'য়েও আসছে হেসে—
মধুর হেসে ।
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম

মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম
হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তার নয়নমণি
হিন্দু তাহার প্রাণ ।

এক সে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি-শশি দোলে
এক রক্ত বুকের তলে
এক সে নাড়ীর টান ।

মোরা এক সে দেশের খাই গো হাওয়া
এক সে দেশের জল
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে
একই ফুল ও ফল

এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোড়ে কেউ শ্মশানে ঠাঁই
এক ভাষাতে মাকে ডাকি
এক সুরে গাই গান ।

কারার ঐ লৌহ কপাট

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদী
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিশান
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি।

গাজনের বাজ্না বাজা
কে মালিক, কে সে রাজা
কে দেয় সাজা
মুক্ত স্বাধীন সত্য কে রে?
হা হা হা পায় যে হাসি
ভগবান পরবে ফাঁসি
সর্বনাশী
শিখায় এ হীন তথ্য কে রে!

ওরে ও পাগলা ভোলা
দেরে দে প্রলয় দোলা
গারদগুলা
জোরসে ধ'রে হ্যাঁচকাটানে
মার হাঁক হৈদরী হাঁক
কাঁধে নে দুন্দুভী ঢাক
ডাক ওরে ডাক
মৃত্যুকে ডাক জীবনপানে।

নাচে ঐ কালবোশেখী
কাটাবি কাল ব'সে কি
দে রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি
লাথি মার ভাঙ্ রে তালা
যতসব বন্দীশালা
আগুন জ্বালা
আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি ।

জাগো রে তরুণ জাগো রে ছাত্রদল

জাগো রে তরুণ জাগো রে ছাত্রদল
স্বতঃ উৎসারিত ঝর্ণাধারার প্রায়
জাগো প্রাণ-চঞ্চল ।

ভেদ-বিভেদের গ্লানির কারা-প্রাচীর
ধূলিসাৎ করি জাগো উন্নত শির
জবাকুসুম-সঙ্কাশ জাগো বীর
বিধি-নিষেধের ভাঙো ভাঙো অর্গল ।

ধর্ম বর্ণ জাতির উর্ধ্বে জাগোরে নবীন প্রাণ
তোমার অভ্যুদয়ে হোক সব বিরোধের অবসান

সঙ্কীর্ণতা ক্ষুদ্রতা ভোলো ভোলো
সকল মানুষে উর্ধ্বে ধরিয়া তোলো
তোমাদেরে চাহে আজ নিখিল জনসমাজ
আনো জ্ঞানদীপ এই তিমিরের মাঝ
বিধাতার সম জাগো প্রেম প্রোজ্জ্বল ।

এই শিকল-পরা ছল

এই   শিকল-পরা ছল মোদের এই শিকল-পরা ছল।
এই   শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥
তোদের   বন্ধ-কারায় আসা মোদের-বন্দী হ'তে নয়,
ওরে   ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়,
এই   বাঁধন পরেই বাঁধন-ভয়কে করব মোরা জয়।
এই   শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল ॥
তোমার   বন্ধ-ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্ব গ্রাস
আর   ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছো বিধির-শক্তি হ্রাস!
সেই   ভয়-দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ,
এবার   আনবো মাভৈঃ-বিজয়-মন্ত্র বলহীনের বল্ ॥
তোমরা   ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই   ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে করব তারে লয়,
মোরা   আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়
মোরা   পরে ফাঁসি আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল ॥
ওরে   ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্চনা,
এযে   মুক্তি-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা।
এই   লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা।
মোদের   অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল ॥

কথা : তুলসী লাহিড়ী

ভুলো না রেখো মনে বাঁচবে যত কাল

ভুলো না রেখো মনে বাঁচবে যত কাল
সোনার দেশে ক্যান এলো পঞ্চাশের আকাল।
ভুলে রব লড়াই এল দেশে
চোরেরা সব দল বেঁধে ভাই রক্ষকেরই বেশে—
তারা বাগিয়ে ভুঁড়ি হাঁকায় জুড়ি লুটের মালে লালে লাল।
এলো পঞ্চাশের আকাল॥
ক'রে ভাই মিছরি মুড়ি একদর
লুটের বাজার হ'ল শুরু নাইকো কারো লাজডর
(ধনীর) ব্যাঙ্কে টাকার অঙ্ক বাড়ে গরীবের যায় বলদ হাল—
এলো কাল পঞ্চাশের আকাল॥
ঘরহারা সব বাহির হ'লো পথে
(ওদের) দেকী দয়ার ফাঁকী দিলো নুনের ছিটে ক্ষতে—
ওরা ফ্যান মিলিয়ে নাম কিনে নেয়
কাঙাল মরে পালে পাল—
এলো কাল পঞ্চাশের আকাল॥
তকমাধারী ন্যায়ের মালিক যারা
মুখোস খুলে খোস মেজাজে লুটে বেড়ায় তারা।
(আবার) পচায় গোলার ছালায় ছালায়
চিনি আটা ময়দা চাল।
এলো পঞ্চাশের আকাল॥
চিনে রাখ্ লোভী রাহুর দল
জেনে রাখ্ নিত্যকালের নয়তো বাহুর বল—
নিজে জ্ব'লে জ্বালো আলো পালাক পিচাশ প্রেতের পাল—
হবে না আর কভু আকাল॥

কথা : তারাপদ লাহিড়ী / সুর : সাগর চক্রবর্তী
(এ গানের আর একটি সুর করেছেন বিপুল চক্রবর্তী)

সোনার পাথর বাটি

সোনার পাথর বাটি, কাঁঠালের আমসত্ত্ব ।
গণতান্ত্রিক সমাজবাদের এই তো হলো তত্ত্ব ॥

খয়রা-পুঁটির ভোজ হবে রোজ বোয়ালমাছের মুখে ।
সাপের পেটে ব্যাঙের ছানা নিদ্রা যাবে সুখে ॥
সাপও থাকিবে ভেকও থাকিবে বাঘের মুখেতে ছাগ ।
খাদ্য-খাদক সহ-অবস্থান লাগরে ভেল্কি লাগ ॥

সুর : ক্রান্তিশিল্পী সংঘ

ভাইয়ে ভাইয়ে বিষম বাদে

ভাইয়ে ভাইয়ে বিষম বাদে
ভেঙো না একতা বল ।
একই দেশে বসত করি
একই ঘাটে হয় গোসল ।
রাত পোহালে দেখাদেখি
না দেখিলে হই চঞ্চল
তুমি হিন্দু আমি মুসলমান
এ কেবল ডাকনামের ছল ।
আইলে আইলে ভুঁই চষি ভাই
একসাথে উঠাই ফসল ।
তোমার আমার হাতে গলায়
একই বেড়ি এক শিকল ।
এবার একসাথে ভাই হানবো আঘাত
আনবো জিনে মুক্তিফল ।

কথা : দয়াল কুমার

সুর : শংকর মুখোপাধ্যায়

এ যুগ পয়লা মে এ দেশ পয়লা মে

এ যুগ পয়লা মে এ দেশ পয়লা মে
পয়লা মে ডাক দেয় শোনো ভাই
শিল্পী আমরা শিল্পসেনাদল
শ্রমসেনাদের কাঁধে এসো কাঁধ মেলাই।

খুনী মালিকের মুনাফা নেশায়
হে মার্কেট আজ সারা দুনিয়ায়
পথ আর ঘর হাট বন্দর
ক্ষেত খনি কল নেই রেহাই।

আপন শোণিতে রাঙানো পতাকা
শ্রমিক তুলেছে বিশ্বময়
হারাবে না কিছু শৃঙ্খল ছাড়া
নতুন দুনিয়া করবে জয়।

আমরা শিল্পী আমরা তারই ঘোষণায়
তুলি দুন্দুভিনাদ
এসো এই শোষণের শৃঙ্খলে
কারা ঘটাবে বজ্রপাত।

ইতিহাস নির্মম ক্ষমাবিহীন
কাছে টেনে আনে মুক্তির দিন
জোট বাঁধো ভাই, নির্যাতনের
দুর্গ ভাঙার শেষ লড়াই।

কথা : বিষ্ণু দে

সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে

জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কৃষাণের বউ পঁইছে বাজু বানায়
যাত্রা তাদের কঠিন পথে রাখী বাঁধা কিশোর হাতে—
রাক্ষসেরা বৃথাই রে নখ শানায়।
নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে
তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল,
লাল তিলকে ললাট রাঙা, ঊষার রক্তরাগে
—কার এসেছে কাল ?

চোরডাকাতে মুখোস পরে, রাক্ষসেরা ছাড়ে
চোরাই মাল ঢাকে কালো কানায়।
মরিয়া যতো রাণীর জ্ঞাতি কঙ্কালী পাহাড়ে
মড়ক পূজা নরবলিতে জানায়।
এদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে
ভায়ের মিলে প্রাণের লাল নিশান।
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান।

কথা / সুর : বিজন ভট্টাচার্য

ও ওই! ও হোসেন বাই দামুকদিয়ার চাচা

ও ওই ! ও হোসেন বাই দামুকদিয়ার চাচা
দোহাই তোরে দেখ্‌ছে চাইয়া আমাগোরে বাঁচা ॥
ও পিতন ঘোষ ময়নামতির বাছা
দোহাই তোরে দেখ্‌ছে চাইয়া আমাগোরে বাঁচা ॥

দ্যাশের মধ্যে আমরা তুমরা ব্যতিরেকে নাই—কেউ নাই ;
মোটা দাগের সাদা কথা কেনে ভুইল্যা যাই ।
আমার ব্যথা জানছো তুমি,
তোমার দুঃখু জানছি আমি ।
মুখখান দেইখ্যা কইছো ডাইক্যা কান্দো ক্যানে বাই ॥

আমি উত্তম তুমি মধ্যম চিরকাল একঠাঁই
সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী নিত্যি ঠাউর পাই ।
এই মায়ের চেয়ে মাসী পোড়ে
এই কথা কি সত্যি হবে ।
পেবথম পুরুষের এই কারসাজী সবারে জানাই ॥

কালবসে কত হইল শত রাজার রাজ্য গেল
এই যে সিরাজ-ইতি-বৃত্ত কথা স্মরণে সদাই ।
এখন উত্তম মধ্যম খত্তম হইল
নইটে গাছ য্যান মুড়াইল
আগুন লাইগ্যা সোনার সংসার পুইড়া হইল ছাই ॥

ঘুট্‌ঘুটি আন্দার রাতে হেই
মন সরে না ভয়ে, পাও সরে না ডরে ।
এই নদীর বাঁকে হাসির খল্‌খল্ বুঝলম শেষ আছে ও ভাই,
নিস্তরঙ্গ কালো জলে বেইন্যার নৌকা ভাসে ।

এই কালিকটের ঘাটে আর সুতানটীর বাঁকে
ভিড়লো তরী সওদাগরী বর্গীরা সব আসে।
তারা রথ দেখে আর কলা ব্যাচে
সবুযোমিনে কেল্লা গাড়ে
নিজঘরে পরবাসী করলো নবাবকে।
ঐ যে আলিবর্দীর ভগ্নিপতি চক্রান্ত যার মির্জাফরি
লেইপ্যা দিল চুণকালি স্বদেশের মুখে॥

তোমার আমার মধ্যিখানে আসমান জমিন ফারাক্ কইরে
তারা দুই সতীনের ঘর বানাইছে দেইখ্যাও দেখি নাই॥
এখন আমার হাসি হইছে বাঁকা
তোমার কথা সন্দো মাথা।
পরস্পরের মন বিষাইছে অদৃষ্টের বালাই॥

এখনও সময় আছে দুইখানা হাত এক করিতে
ঐ যে সোনার হরিণ দেইখ্যা শ্যাষে পাছে ছুইট্টো না।
ওযে গোলক ধাঁধা বুঝা কথা
হুস্ ফিরাইয়া আনো চাচা;
ঘরের কথা পরের কাছে কইবার যাইও না॥

কথা : অরুণ মিত্র

সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

তোমার ভাঙা ডালে সূর্য বসাও

আমি এত বয়সে গাছকে বলছি
তোমার ভাঙা ডালে সূর্য বসাও
হাঃ হাঃ আমি গাছকে বলছি···

অন্ধকার হয়েছে আর আমি নদীকে বলছি
তোমার মরা খাতে পরী নাচাও
হাঃ হাঃ আমি নদীকে বলছি···
খরায় মাটি ফেটে পড়ছে
আর আমি হাঁটছি রক্তপায়ে
যদি দু একটা বীজ ভিজে ওঠে
হাঃ হাঃ যদি দুএকটা···
নিসর্গের বুকে আমি হাড় বাজাচ্ছি
আর মাদারির মতো হেঁকে বলছি
এই আওয়াজ হয়ে যাবে একমাঠ ধান
ঝিঁঝি হুতোম প্যাঁচা শেয়াল
অস্থায়ী আর অন্তরায় রাত ধুনছে
আমি বলছি একমাঠ ধান···
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

কথা/সুর : হরিপদ কুশারী

মরণ শিয়রে দলাদলি ক'রে কেমনে বাঁচিবি বল

মরণ শিয়রে দলাদলি ক'রে কেমনে বাঁচিবি বল
সোনার বাংলা হল শ্মশান একসাথে সব চল ॥

গাঁয়ের চাষী পাঁচু রহমান
শুয়ে ওইখানে, কাটেনাতধান
মাঝিরা দেয়না খেয়াদাঁড়ে টান, কি হলো তাদের বল্ ?

কামার কুমার তাঁতী গাড়োয়ান
শুনি নাত গাঁয়ে হাপরের টান
জেলেরা আর যায়না উজান, সবই কি মরিল বল ॥

দেউলে আরতি নাহি সংকীর্তন
মসজিদে কেউ দেয়না আজান
রাখাল যায়না মাঠে গেয়ে গান, কোথা গেল সব বল ॥

মরণ বাছে না হিন্দু মুসলমান
গ্রামগুলি সব হলো গোরস্থান
কোথা হিন্দুস্থান কোথা পাকিস্তান, কে কোথা রহিবে বল ॥

মুনাফাখোর আর বিদেশী শাসন
সাথে চাউলচোর হলো গদীয়ান
আকাশে ঐ জাপানী বিমান, কে তারে রুখিবে বল ॥

সময় থাকিতে হও সাবধান
দুর্ভিক্ষ আবার আসিছে ভীষণ
দুয়ারে কান্না মা, মাগো, মা একটু ফ্যান কেমনে সহিব বল ॥

কথা : ত্রিদিব চৌধুরী
সুর : অজ্ঞাত

মোদের পতাকা লাল বরণ

মোদের পতাকা লাল বরণ
শহীদ হ'ল সে করিয়া রণ
এ চীর মোদের হ'ল কফন
রক্তে করিয়া স্নান।
উঠাও উচ্চে লাল নিশান
তাহারি লাগিয়া রাখিব মান
তাহারি নিচেতে করিব দান
মোদের অযুত প্রাণ।

হাসুক ভীরুর পাল
হারামী দিক্ না গাল
তবুও আমরা তুলিয়া ধরিব
মোদের লাল নিশান

(১৯৪২ সালে হিজলী বন্দীশালায় রচিত)

কথা : বিমলচন্দ্র ঘোষ
সুর : দিলীপ সেনগুপ্ত

আজ শুধু গান ঝড়ের গান

আজ শুধু গান ঝড়ের গান
বুকের হাতুড়ী ওঠে নামে ;
রাঙামেঘ আনে ক্ষ্যাপা ঈশান
আজ যে এসেছে পয়লা মে !

আওয়াজ তুলেছে পয়লা মে
দিতে হবে পুরো ঘামের দাম,
মরু-বিজয়ের সংগ্রামে
চলেছে মিছিল কী উদ্দাম !

শহীদের ডাক পয়লা মে
দিক্‌দিগন্তে শোনায় আজ,
কত প্রাণ গেছে সংগ্রামে
উঠেছে বিশ্বে কত আওয়াজ !

আজ তা'রা সব এক সুরে
ডাক দেয় সারা দুনিয়াকে,
যারা ছিল বীজ অঙ্কুরে
মহীরুহ তা'রা বৈশাখে।

শহীদের ডাক পয়লা মে
দিক্‌দিগন্তে শোনায় আজ,
কত প্রাণ গেছে সংগ্রামে
উঠেছে বিশ্বে কত আওয়াজ !

কথা/সুর : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

নবজীবনের গান

প্রথম পর্ব

প্রথম দল :

১. না না না না না।
মানব না মানব না।
কোটি মৃত্যুরে কিনে নেব প্রাণপণে,
ভয়ের রাজ্যে থাকব না।
অভয় পেয়েছি নূতন দিনের কাছে
দিকে দিকে তাই আশার পতাকা নাচে।
পেশীতে পেশীতে রক্তের লাল আলো,
ধুয়ে দেবে অমাবস্যার যত কালো—
জয়ের রাজ্যে ঢুকবই মোরা থামব না।

দ্বিতীয় দল :

২. থেমো না থেমো না
মেনো না মৃত্যুর গ্লানি
মানি সবই মানি।
ওদিকে শুনতে পাও কি ক্ষুধার কান্না—

তৃতীয় দল :

৩. ফেন দাও প্রাণ দাও
নবজীবনের সমীরণ চোখে মুখে ছড়াও।
গ্রাম ভেঙে আজ এসেছি শহরে
এনেছি দুঃখ,
এনেছি মৃত্যু,
এনেছি রোগ,
এনেছি শোক,
ছেঁড়া থলি ভরে ভরে।
অন্ন দাও বস্ত্র দাও
আমাদের মরা বাছাদের এনে ফিরিয়ে দাও।

দ্বিতীয় দল :

৪. কি করে ফিরাব তাদের
মন্ত্র নেই তো মরা বাঁচাবার ।
ক্ষুধা-তীর্থের যাত্রীরা
তোরা ফিরে যা
তোরা গ্রামের পথেই ফিরে যা ।
হবে না তো কিছু এতে
কি হবে ক্ষুধায় মেতে ।
সোনা ফেলে কেন দিয়েছিস
গেরো আঁচলে ।

প্রথম ও দ্বিতীয় দল :

৫. দামামা বেজেছে ! দামামা বেজেছে !!
চারিদিক রণরঙ্গে মেতেছে
কোটি সিংহের ক্রুদ্ধ কেশর
ফুলে ফুলে ওঠে কালো মেঘে ওই
বজ্র মেতেছে ।
বিশ্বকর্মা গোপনে জটিল মন্ত্র পড়ে
আকাশে মাটিতে হাজার ঘাঁটিতে যন্ত্র নড়ে ।
পিশাচ নৃত্যে মেতেছে কুটিল কংস
ধ্বংস, ধ্বংস, ধ্বংস, ধ্বংস, ধ্বংস !!

শৌখিনদের দল :

৬. রঙিন আকাশের চাঁদের সুধা
(ওরে) পান করে নে তোরা আয়
পেয়ালা ভরা নব যৌবন ।
মধু ফুলে ভরা এই ঘন যৌবন ।

তৃতীয় দল :

৭. ভুলব না এ প্রেমের সুরে
ভুলব না আর ভুলব না ।
পথে ঘুরে কী-বা করি
রৌদ্রে জ্বলি আর ক্ষুধায় মরি ।

ভোর না হতেই মোরা
দোকানের কাছে দিই সারি,
কখনো পথের মাঝে কুকুরের সাথে
করি আহারের লাগি কাড়াকাড়ি।

সকলে :

৮. মুক্তিরণের সাথী ওরে মুক্তিরণের সাথী !
আগুয়ান হও আগুয়ান সবে আগুয়ান।
শত্রু শোণিতে সিক্ত পতাকা মুক্তির সেনাপতি
আগুয়ান হও আগুয়ান সবে আগুয়ান।
স্থলে বা জলে নভস্তলে কে দেবে বাধা
মোদের অবাধ গতি কে দেবে বাধা !
অসাধ্য নয় সাধন সাধ্য।
মানুষের যত বাঁধন ভাঙার
বজ্র রাগিণী গেয়ে ওঠে গান
মৃত্যুরে দিয়ে মৃত্যুর হবে অবসান।

তৃতীয় দল :

৯. এখানে লেগেছে আগুন ও ভাই
মায়া-ঘেরা ঘর বাড়ি পুড়ে হল ছাই।
নিভাও আগুন বাঁচাও এ প্রাণ
(ও ভাই) নিভাও আগুন বাঁচাও রে !
ধিকি ধিকি আগুন জলে
(ও ভাই) আগুন জলে পেটে রে।
আগুন জলে সোনার গোলায়
(ও ভাই) আগুন জলে মাঠে রে।
খাক্ হয়ে যায় প্রাণের বাজার
(পোড়া) ফসল কে আর কাটে রে।

প্রথম ও দ্বিতীয় দল :

১০. ও তোর সাগর শুকায়ে গেল
কপালের কোন্ আগুনে রে
ও অভাগা।

দেখলি নে তুই চেয়ে
পাগল হয়ে ছুটলি কেবল ধেয়ে
নিজের পায়ে লক্ষ্মী ঠেলে
আজ কি রে তোর পথেই মরণ রে।
ভাঙা ঘর গড়ার তালে
ওঠ্‌-না মেতে এই সকালে।
(তোরা সব) হাত লাগা-না ছেলে মেয়ে
মৃত্যু ছেড়ে লড়তে হবে যে
জীবনের লাল ফাগুনে রে।

দ্বিতীয় দল :

১১. পথে পথে শঙ্কা
মোড়ে মোড়ে বাজে মৃত্যুর জয়ডঙ্কা।
ধনগৌরবে মাথা যুদ্ধের অঙ্গ।
আমরা তো সৈনিক
বুভুক্ষু দৈনিক
আমরা কি দেব রণে ভঙ্গ।

প্রথম দল :

১২ হিংসা হেনেছে কত অস্ত্র
ধর্ষিতা পৃথ্বীরে করেছে বিবস্ত্র।
থেমে যায় গান,
ভেঙে পড়ে সৌধ
ভেঙে পড়ে সুন্দর স্তম্ভ।
নিরীহ শিশুরে মারে নিষ্ঠুরতম,
এই শুধু হিংসার দম্ভ।

প্রথম ও দ্বিতীয় দল :

১৩. মানুষের মুক্তির যুদ্ধে আমরা যে সৈনিক।
মরেছি, মেরেছি লক্ষ শত্রুকে যে দৈনিক।
জীবনের সৌধকে গড়ব
মৃত্যুর সাথে তাই লড়ব।
মানুষের শত্রুকে আকাশে মাটিতে কাটি দৈনিক।

আমরা যে মুক্তির সৈনিক।

তৃতীয় দল :

১৪. ও শহরের বন্ধু রে !
ঘরের বার করল দেখি আমারে।
নির্দয় এই বন্যা এলো
মাঠ-পোড়ানো আকাল এলো গো।
আর যা ছিল মাঠের সোনা
দস্যু এসে লুটলো রে।
ঘরের বার করল দেখি আমারে।
মরীচিকার ফাঁদে পড়ে
এখন মরি শহরে।
ঘরের বার করল দেখি আমারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় দল ;

১৫. আমরা আছি কাছাকাছি
ভয় কি তোদের
যা গেছে তা গেছে রে—ভয়
নেই তো মোদের।
আমরা সবাই লড়ছি,
যে যার মতো গড়ছি,
গ্রামের বন্ধু মরলে কোথায়
ভরসা মোদের।
শত্রু প্রবল হলে ততই
মারব ওদের।

চতুর্থ দল :

১৬. হেঁইও হো হেঁইও হো।
ঝড়ে ভাঙা ঘর কত বলিষ্ঠ বাহু ওঠাবেই।
প্রাণের দেউলে কত বধূরা প্রদীপ জ্বালাবেই :
ময়ূরপঙ্খী ভাঙা জোড়া দেয় মাঝি
সারা দিন রাত
হাতুড়ি ও বাটালির শব্দে

মুখর এ নদী প্রান্তর।
হেঁইও হো হেঁইও হো।

চতুর্থ দল :

১৭. সারি সারি নৌকা, সারি সারি নৌকা
বেজেছে কি ছাড়বার ডঙ্কা।
মজবুত হয়ে গেছে হাল
তালি দিয়ে তোলে উর্ধ্বে
রৌদ্রোজ্জ্বল রাঙা পাল
বদর, বদর, বদর, বদর।

চতুর্থ দল :

১৮. জেলেরা বুনবে নূতন জাল।
মাছের রুপোয় ঝলসে উঠবে
অনাহার মৃত চোখগুলি সব
পল্লীর যত হতাশায় নেভা চোখ।

চতুর্থ দল :

১৯. তাঁতের তালিতে করতালি দেবে এ আকাশ
পল্লীর প্রান্তর।
দস্যুরা হবে বানচাল।
ভুলব রোগ ভুলব শোক
ভুলে যাব যত গ্লানি।

সকলে :

২০. (এসো) হাত লাগাই হাত লাগাই হাত লাগাই।
ভেঙে পড়া গ্রামে প্রাণের দুর্গ
ফিরে বানাই।
কুমোরে ছুতোরে, চাষীতে তাঁতীতে
জেলেতে মাঝিতে হাত লাগাই।
প্রহরী যে মোরা প্রাণের দুর্গে
কারে ডরাই।
ভেঙে পড়া গ্রামে প্রাণের দুর্গ
ফিরে বানাই।

দ্বিতীয় পর্ব

পঞ্চম দল :

২১. দূরের বন-গন্ধ নব ছন্দ আনে প্রাণে
কণ্ঠে প্রতিদ্বন্দ্বে প্রতিবন্ধ ভাঙে গানে।
এবার মোরা বাঁধব কটি ঋজুতা ভরি অঙ্গে
সবার সাথে মিতালি হাতে কাটাব নব সঙ্গে।
জয়ের পানে বজ্র বুকে দীপ্ত মুখে যাত্রা।
কে দেবে বাধা, মোদের পায়ে প্রবল দ্রুত মাত্রা।

দ্বিতীয় দল :

২২. আবার দেখেছ আবার শুনেছ কি
গান ছিঁড়ে ছুঁড়ে উঠে আসে পথে কঙ্কালসার ধ্বনি।
পারবে না কি এ দুর্ভিক্ষেরে ঠেকাতে
শকুনির মেঘে ছেয়ে গেছে এ আকাশ
লোলুপ চঞ্চু শাণিত বিজলী হানে
ভুলো না কিছুতে ভুলো না
কঠিন কর্তব্য চপল গানে।

প্রথম ও পঞ্চম দল :

২৩. পারব ঠেকাতে পারব,
ধরব চোর, ধরব চোর, ধরব।
পালাবে কি তারা লভ্যের আড়ালে
দুর্ভিক্ষের দূত এরা মৃত্যুর।
যারা শবের বুকের উপরে চালায়
অমিত লাভের নৃত্য
জনগণ আয়ু বেচে কিনে যারা
জমায় প্রচুর বিত্ত
এরা চোর, এরা শত্রু
মরবে টুঁটি-চেপা হাত বাড়ালে
ধরব চোর, ধরব চোর, ধরব।

সকলে :

২৪. এবার মোরা ঠিক করেছি

সবাই মিলে যুঝব,
নিজের গণ্ডি পেরিয়ে আমরা
পরস্পরকে বুঝব।
অনেক দুঃখ অনেক মৃত্যু বহু লাঞ্ছনা পেরিয়ে
মহামারীর ওই চিতাবহ্নিকে এড়িয়ে
নূতন রাজ্য গড়ব।

ষষ্ঠ দল :

২৫. আমরা ফিরি করি পথে বিড়ি পাকাই।
কলে ও কারখানায়
নিজেদের আয়ু বিলিয়ে যাই
আমরা মার খাই, তবু মার দিই
আর বেঘোরে মরি,
যুঝবই তবু গড়বই মোরা কাহারে ডরি।

সকলে :

২৬. আমরা জনসাধারণ, মোরা সাধারণ জনসাধারণ
আমরা খাটি, আমরা লড়ি, আমরা মরি,
আমরা উঠি আমরা পড়ি আমরা গড়ি।
অনেক দূতের মন্ত্রণা নিই কানে.
তাইতে ফিরি মোরা হাজার টানে,
কেউ বা বলে ভাঙো আগুন জ্বালো,
কেউ বা বলে গড়ো জ্বালাও আলো
হাজার টানে হয়রান মোরা আমরণ!

তৃতীয় পর্ব

তৃতীয় দল :

২৭. দেখ্‌ছ কি সবই উজাড় হোলো।
(আহা) ম্যালেরিয়ায় দেশ ছাইল
(আহা) মহারোগে দেশ ছাইল
দেখ্‌ছ কি সবই উজাড় হোলো।
এককালে সব ঘরে ঘরে

ছিল প্রাণের হাসি
এখন ঘরের লোককে চিতায় তুলে
হলেম শ্মশানবাসী।
ভেঙে গেল সোনার হাটে প্রাণের মেলা দেখছ কি
দেখছ কি সবই উজাড় হোলো।

প্রথম, দ্বিতীয় ও সপ্তম দল :

২৮. ভাঙ্‌তে দেব না সোনার গ্রাম
ভাঙ্‌তে দেব না এ শহর
দেব না কিছুতে দেব না
কান্নায় ভরা গ্রামেতে প্রাণের হাসিকে ফোটাব।

প্রথম, দ্বিতীয় ও সপ্তম দল :

২৯. মরে যেতে দেব না
আমরা প্রাণের অনুচর
ভেঙে গেলে ফের বাঁধি ঘর।
(মরে যেতে দেব না)
আমরা চিকিৎসক
ফুটো আয়ু মোরা জোড়া দিই
আর ছেঁড়া দেহে জুড়ি ত্বক।
আহত রুগ্‌ণ জীর্ণ ভগ্ন
সকলেরে দিই আশা
ওষুধের তূণও আছে অসংখ্য
রোগজয়ী বাণে ঠাসা।
(মরে যেতে দেব না)
কত গ্রাম কত জনপদ গেছে মুছে
শকুনিরা সব খেয়ে গেছে চেঁচে পুঁছে।
তবু—মরণের মুখে তুড়ি দিয়ে আনি
মৃতপ্রায় মনে আশা
আবার ফোটাব প্রাণের উপনিবেশে
নবজীবনের ভাষা।

তৃতীয় দল :

৩০. ওই বুঝি প্রভাতের প্রথম আলোর চূড়া দেখা যায়
তবু দেখো যেতে হবে দূর
পথ হবে খুব বন্ধুর
এখন তো বাঁধনের বোঝা
ঝেড়ে ফেলে যেতে হবে দূর।
ওই বুঝি আলোকের প্রথম তোরণ চূড়া
দূরে দেখা যায়।

পঞ্চম দল :

৩১. শুনেছি শুনেছি শুনেছি তো সেই গান।
আমরা বাঁধব কি সে সুরে মোদের প্রাণ
একি শুধু মিছে ছলনারই আহ্বান।

প্রথম দল :

৩২. নয় নয় এ তো ছলনা বাঁধন ছিঁড়েছে ওই ;
শিকল ভাঙার আর্তনাদ কি শুনি।
মানুষ জেগেছে বঞ্চিত পদানত
অধিকার তার জাগে বিশ্বের দ্বারে
শিকল ভাঙার মুক্তির ঝংকারে।

সমবেত :

৩৩. অসহ্য অসহ্য অসহ্য !!
ভেঙে ফেল ভেঙে ফেল
ভেঙে ফেল এই কারা,
শত পাকে ঘিরে বাঁধে নিষ্ঠুর লৌহ,
তবু প্রাণ পাক ছাড়া।
শুনেছি আকাশে মুক্ত পাখির গান
শুনেছি আকাশে ঝড়ে ঠাসা মেঘে
বজ্রের স্বরলিপি।
খণ্ড খণ্ড করে ফেল বিধিলিপি
(মোদের) পারবে না, পারবে না আর বাঁধতে।
ভাঙো ভাঙো ভাঙো

ভেঙে ফেল এই কারাগার
প্রাণ কল্লোলে গরজে মুক্তি পারাবার ॥

ঝঞ্ঝার গান

১ উন্মদ ঝঞ্ঝা ওই, উন্মদ ঝঞ্ঝা ওই, উন্মদ ঝঞ্ঝা ওই,
ওই ঝঞ্ঝা বুঝি আসে, ওই ঝঞ্ঝা বুঝি আসে।
উত্তাল তরঙ্গ দোলায়
নিথর মন ভোলায়।
দুরন্ত বাতাসের দুর্জয় আহ্বানে
উলঙ্গ এ আকাশ অট্টহাসে।

২ ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই।
মরণের পাল তুলে জীবন তো আসবেই, ভয় নেই।
ভাঙাগড়া দ্বন্দ্বের ঢেউ তুলে আসবেই, ভয় নেই।
আমাদের হাতে গড়া জীবন বহন করা
তরণী তো ভাসবেই, ক্ষয় নেই, ক্ষয় নেই, ক্ষয় নেই।
ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই।
ভাঙা খসা ভেঙে যাক খসে যাক,
ঝরে যাওয়া মরে যাওয়া উড়ে যাক।
ক্ষয়ের পাত্র ভরে জীবন তো আসবেই, ভয় নেই।

৩ আমার একাকী আকাশ,
কি বাঁশি বাজিয়ে গেছে রাত্রি দিনে।
একতারা তান সেধে সেই সুরে পথ রচি ;
নির্জন পাহাড়ী দেশে
বিবাগী বেশে।
কত কথা বলে গেল ধ্যানের মানুষ মোর

কত সুরে ভরে দিল প্রাণ।
প্রবল ঝড়ের ডাকে সে বাঁশির তান
ডুবে গেল হায়—ডুবে গেল হায়।
একতারা কলরোলে ডুবে গেল হায়।

৪ মিথ্যা এ হাহাকার,
ধ্যান ভাঙো, ধ্যান ভাঙো, ধ্যান ভাঙো।
ভেঙে যাক দূর নীল পাহাড়ের স্বপ্নের ঘোর।
ধ্যান ভাঙো, ধ্যান ভাঙো, ধ্যান ভাঙো।
একাকী থাকার দিন,
ভেঙে গেছে, ভেঙে যাক, ভেঙে গেছে, ভেঙে যাক।
ধ্যানের মানুষে আজ মিশে গেছে হাজার মানুষ।
মিথ্যা এ হাহাকার।

৫ বর্বর বাধা আছে, আসুক-না বাধা
ঝঞ্ঝার আড়ালে।
দৈত্যের দেশ থেকে আসুক বাধা সেনাদল।
সাগরের গান শোনা আমাদের কান, আমাদের প্রাণ,
আমরা প্রবল, আমরা মানি না কোনো বাধা।

৬ বিষাক্ত মন্ত্রণা নাগিনী বাহিনী সম
ঘিরে ফেলে চারিদিক, সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
এখনো মনে কি আনো ভয়
মনে মনে রচো সংশয়।
বিষ-মন্ত্রের ডাকে রচে চলো দ্বন্দ্ব, রচে চলো দ্বন্দ্ব।
বর্বর আঘাতে আমাদের জীবনের
সহজ নদীর নীল হয়ে যাবে লাল, হয়ে যাবে লাল।
শোষণের মরুভূমি হাতছানি দেবে,
সাবধান, সাবধান!

এসো মুক্ত কর

এসো মুক্ত কর, মুক্ত কর অন্ধকারের এই দ্বার,
এসো শিল্পী, এসো বিশ্বকর্মা, এসো স্রষ্টা
রসরূপ মন্ত্র দ্রষ্টা,
ছিন্ন কর, ছিন্ন কর বন্ধনের এ অন্ধকার ॥

দিকে দিকে ভেঙেছে যে শৃঙ্খল,
দুর্গত দলিতেরা পায় বল।
এ শুভ-লগ্নে তাই তোমারে স্মরণ করি
রূপকার
এসো মুক্ত কর হে এই দ্বার ॥

উঠেছে যে জীবনের লক্ষ্মী মৃত্যু সাগর মন্থনে,
নূতন পৃথিবী চায় শিল্পীর বরাভয় নব সৃষ্টির
শুভক্ষণে।
এসো সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে,
এসো জনতার মুখরিত সখ্যে,
এসো দুঃখ-তিমির ভেদি দুর্গম ধ্বংসের
নিষ্ঠুর ভয় করি চূর্ণ
(এসো) প্রাণের ভুবন কর পূর্ণ ॥

ছড়া : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
স্বর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

নিবুচন্দ্রের কাহিনী

কুট্টুস কট্টাস মট্টর ভাজা,
খাচ্ছেন নিবুচন্দ্র রাজা।
তার যে টিবুচন্দ্র মন্ত্রী,
নিয়ে ফেরেন শতেক যন্ত্রী।
কোতোয়াল সে ডালিম চোখে,
তালিম দিয়ে বিড়ি ফোঁকে।
সেই রাজারই জেলখানাতে,
উল্লুক ভল্লুক আড়ি পাতে।
চামচিকেরা চিম্‌টি মাড়ে
বাদুড় ঝোলে সারে সারে।
কয়দীরা সব ফোঁসে ফাঁসে
নিবুচন্দ্র মুচকি হাসে।
বাঘকে রাখি লোহার খাঁচায়,
মানুষ রাখি ইঁটের পাঁজায়।
মন্ত্রীর গোঁফে চাড়া দিয়ে,
তারিফ করে মায়ে ঝিয়ে।
বললেন নিবুচন্দ্রের মেসো,
বিষ্যুৎবারে তিনবার কেশো।
নইলে তোমার ইঁটের পাঁজা,
হবেই সাড়ে বত্রিশ ভাজা।
কোতোয়ালের মুখটি চূর্ণ।
রাজার বাজ্যি ভাজার গুণ।

(মূল ছড়ার যে লাইনের সামান্য বদল হয়েছে গানে :
'বলছে নিবুচন্দ্রের মেসো')

লাল পিঁপড়ের গান

পিঁপড়েকে বলে পিঁপড়েনী
আলুনি চুল বেঁধেনি।
সেই বিনুনির ডগায় ফুল
কালো মেঘে বাজের ত্বল।
হঠাৎ এল ধেয়ে—
দুড় দুড়াদুড়
গুড় গুড়াগুড়
দস্যি পাড়ার ডেঁয়ে।
ধাই খটাখট চরকি ভোঁ
বাজ শকুনির ঝটতি ছোঁ!
লক্ষ ধড়ের মুণ্ডু নেই
লাল পিঁপড়ের কামড়েই।
আয়রে পিঁপড়ে ঘরে যাই
চিনির দানা কিনে খাই,
আসবে না আর ডেঁয়ের পো
ভ্যাপ্পোর ভোঁপ্পোর ভোঁপ্প' পো

মূল ছড়ার যে দুটি লাইনের সামান্য রূপান্তর হয়েছে
১ 'আয় পিঁপড়ে ঘরে যাই'।
২ 'ভ্যাপ্পো ভোঁপ্পো ভোঁপ্পো ভোঁ'।

কথা/সুর : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

কাস্তেটারে দিও জোরে শান

তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান
কিষাণ ভাই রে,
কাস্তেটারে দিও জোরে শান ॥

ফসল কাটার সময় হলে কাটবে সোনার ধান
দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান—রে ॥

শান দিও, জোরসে দিও, দিও বারে বার
হুশিয়ার ভাই, কভু তাহার, যায় না যেন ধার—রে ॥

ও কিষাণ তোর ঘরে আগুন, বাইরে যে তুফান
বিদেশী সরকার ঘরে দুয়ারে জাপান—রে ॥

একতায় ভাই চীনের মানুষ হইল বলীয়ান
ছয়টি বছর জাপানীরে করলো যে হয়রান—রে ॥

এক হয়ে আজ দাঁড়াও দেখি মজুর কিষাণ
এক নিমেষে আসবে স্বরাজ, ঘুচবে অপমান—রে ॥

মাউণ্টব্যাটেন মঙ্গল কাব্য

মাউণ্টব্যাটন সাহেব ও
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে
থুইয়া গেলায় ও
তোমার সোনার পুরী আন্ধার কইরা ও ব্যাটন সাহেব

তুমি কই চলিলায়,
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।

সর্দার কান্দে, পণ্ডিত কান্দে, কান্দে মৌলানায়
কিরে হায়, হায়, হায়।
আর মাথাই এযে মাথা কুটে বলদায় বুক থাপড়ায়।

তোমার শ্যামা চেট্টি ভক্তবৃন্দে ও
তারা ধূলায় গড়াগড়ি যায়।
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।

কান্দে রাজা মহারাজা তোমার পোষ্য বাছা
ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কান্দে ও
কালা বাজারের প্যাট্লা হুতুম প্যাঁচা
তোমার নয়াদিল্লী ডুবু ডুবু ও
বুঝি ভঙ্গবঙ্গ ভেসে যায়
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।

যেইন তোমার পরবর্তী
আইলা গোপাল রাজ চক্রবর্তী
আইলা গান্ধীভস্ম তিলক মাথায়
ধুতি চাদর গায়
মরি হায় হায় রে—
ক্লাইভ কার্জনের বংশে বাতি বামুনে জ্বালায়
মরি হায় হায় রে—
বামুনের খুশী মন, হাপুস নয়ন
তোমার লেডির গাউন কান্দিয়া ভিজায়।
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।

রাম গেলা বনবাসে বেউলা হইলা রাঁড়ি

(আর) যুগল ব্যাটন বিলাত গেলা কান্দে গোপালাচারী
দিল্লী হইতে পুষ্পক রথে গেলায় উড়িয়া
করজোরে ভক্তবৃন্দ আসমানে চাইয়া
প্রভু নাই নাই রে।
কান্দিও না সর্দার পণ্ডিত
কাইন্দ না কাইন্দ না।
আমি যাহা দিয়া গেলাম নাই যে তার তুলনা—
(আমি যাই যাই রে)

যাইবার যদি এটলী বাপার তুমি কইও গিয়া
ডোমিনিয়ন প্রেমের ডোরে রাখে যেন বান্দিয়া।
(হায় নাই নাই রে)
মিছা কেনে ভাবনা কর, ভয়ের কিবা আছে
অশরীরী ছায়া আমার থাকবে কাছে কাছে
আমি যাই যাই রে ॥

তোমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গতিক ভালো নয়,
জান সে মোদের খাঁচা ছাড়া কখন কি যে হয় ॥
(প্রভু নাই নাই রে)।
আমরা আছি, মার্শাল আছে, আছে আমেরিকা
এই জাহাজের হও গাধা বোট নইলে বিষম ঠেকা।
(আমি যাই যাই রে)।

নয়া দিল্লীতে ঘোর কলিতে
আইলা কল্কি অবতার—কি বাহার
পতিত ভারত করিতে উদ্ধার।
বড় বড় দেশ নেতা দিলা পায়ে ধর্ণা
তপস্যায় লভিলেন বর স্বরাজ অন্নপূর্ণা
"হবে ধনধান্যে পূর্ণা" ॥
হবে ধনধান্যে পূর্ণা।

শুন শুন শুন সবে শুন দিয়া মন (ভালো বেশ বেশ)
স্বরাজের মাহাত্ম্য আমি করিব বর্ণন ॥ (ভালো বেশ বেশ)
পনেরো আগস্ট দিনে সাতচল্লিশ সন । (ভালো বেশ বেশ)
দশভুজা স্বরাজ দেবী কৈলা আগমন । (ভালো বেশ বেশ)
সাগর পারের বুড়া সিজ্মী রহিলা বাহন (ভালো···)
দশ হাতে দেখি নূতন দশ প্রহরণ । (ভালো···)
প্রথম হাতেতে ধরেন খড়্গ প্রহরণ (ভালো···)
অখণ্ড দেশের মুণ্ড করিলেন ছেদন । (ভালো···)
দ্বিতীয় হাতে বরাভয় অহিংস ব্যাটন (ভালো···)
সাধুরে দমন করেন চোরেরে পালন । (ভালো···)
তৃতীয় হাতে করেন দেবী কন্ট্রোল নিধন (ভালো···)
এক দৌড়ে চল্লিশ টাকায় ওঠে চালের মন । (ভালো···)
চতুর্থ হাতেতে করেন বসন হরণ (ভালো···)
ল্যাংটা শিবের ধর্ম দেশে করেন প্রচলন । (ভালো···)
পঞ্চম হাতে বশীকরণ মারণ উচাটন (ভালো···)
ক্ষুধার ভূত কাঁদুনে গ্যাসে করেন বিতাড়ন । (ভালো···)
ষষ্ঠ হাতে বন্ধ করেন জাতীয়করণ (ভালো···)
জাতিভেদ দূর, আসে বিজাতী মূলধন । (ভালো···)
সপ্তম হাতে করেন দেবী দালাল ইউনিয়ন (ভালো···)
কৃষকসভা, মজুর সংঘে পাঠান বিভীষণ । (ভালো···)
অষ্টম হাতে ভক্তজনে বর বিতরণ (ভালো···)
মন্ত্রিগিরি, কণ্ট্রাকটারী করিলেন বণ্টন । (ভালো···)
নবম হাতে গান্ধীভস্ম ঔষধ ধারণ (ভালো···)
রাষ্ট্রদ্রোহী সর্বরোগে বিশল্যকরণ । (ভালো···)
দশম হাতে নিরাপত্তার নাগপাশ বন্ধন (ভালো···)
লাল জুজু নিশম্ভুরে করিতে নিধন । (ভালো···)
কণ্ঠে তার গড সেভ দি কিং জনগণমন ।
দেশবাসী কর দেবীর গুণ সংকীর্তন ॥
এবার দেশবাসীগণ গাও স্বরাজ ভজন
রঘুপতি রাঘব মাউণ্ট ব্যাটন ।

জয় জয় রঘুপতি রাঘব মাউন্ট ব্যাটন।
টাটা বিড়লা তেরে নাম
জয় বল্লভ গোপাল রাজা রাম ॥
মজুর কিষাণ হ্যায় নিমক হারাম
মুঝকো মুনাফা দে ভগবান ॥
যে বাঁশেতে বাজলোরে ভাই স্বরাজের বাঁশরী
সেই বাঁশ যে ডাণ্ডা হইয়া মাথায় মারলো বাড়ি।
(আহা মরি মরি মরি)
মাটি চাইয়া লাঠি পাইলাম দিয়া বুকের খুন
হাসির বদল ফাঁসি পাইলাম দই-এর বদলে চুন ।
(আহা মরি মরি মরি)
চাকরী চাইয়া ছাঁটাই পাইলাম কাপড় চাইয়া দড়ি
এখন কলস যে ভাই কিনি হাতে নাইতো এমন কড়ি।
(আহা মরি মরি মরি)
হিন্দুস্তানে শ্বশুরবাড়ি পাকিস্তানে ঘর
মধ্যিখানে ভূতের ময়দান বউ যে হইল পর ॥
(আহা মরি মরি মরি)
রামরাজ্য চাইয়া পাইলাম হনুমানের বংশ
লেজের আগুন দিয়া সোনার লঙ্কা করে ধ্বংস ॥
(আহা মরি মরি)
ঠগের বাড়ি নিমন্ত্রণ, বুঝিলায় অবেলা
রাজভোগ খাওয়াইবো কইরা খাওয়াইলো কাঁচকলা ॥
(আহা মরি মরি)
মাথায় ভাঙ্গলো কাঁঠাল ভাইরে মুখে লাগলো আঠা
স্বরাজের মন্দিরে আমরা হইলাম বলির পাঁঠা ॥
(আহা মরি মরি)
মাউন্ট ব্যাটন মঙ্গল কাব্য হেথায় সাঙ্গ হইল
প্রেমানন্দে বাহু তুলে রাম রাম বলো।
এবার দেশবাসীগণ গাও স্বরাজ ভজন
রঘুপতি রাঘব মাউন্ট ব্যাটন ॥

[লর্ড মাউণ্ট ব্যাটনের ভারত ত্যাগের সময় রচিত। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীত্বে ছিলেন জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই পেটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।]

সুদূর সমুদ্দুর প্রশান্তের বুকে

সুদূর সমুদ্দুর প্রশান্তের বুকে
হিরোশিমা দ্বীপের আমি শঙ্খচিল
আমার দু'ডানায় ঢেউয়ের দোলা
আমার দু'চোখে নীল শুধু নীল ;
সাগরের জলে সিনানের শেষে প্রবালের সিঁড়ি বেয়ে
মৎস্যগন্ধা মেয়ে
ঝিনুক নূপুরে রুণু ঝুনু ঝুনু
যেতো সে সাগরিকা
ঝিলিক মিলিক নাচিয়ে গলায় মুক্তার মালিকা।

পূর্বাচলের প্রাঙ্গণে
সাগরিকার অঙ্গনে
দিগবধূরা খেলেরে—
সমুদ্রহিল্লোলে তার দোলে হৃদয় দোলে
শঙ্খচিলের সঙ্গীতে তার স্বপন দুয়ার খোলে
দারুচিনি বনের পাখায় সোহাগ চামর দোলে
দোলে হৃদয় দোলে…।

হঠাৎ সেদিন শুভ্রশরৎ সকালে
মায়াবী রোদের রূপালী ঝালর ছিন্নভিন্ন করে
কোন বিষাক্ত বাসুকীর ফণা দিগন্ত দিল ঢেকে।
প্রলয়ংকর নিঃশ্বাসে তার ধ্বংস ছড়াল দিক্‌বিদিক
আণবিক সে, দানবিক সে মৃত্যু-নৃত্য নেচে

ধ্বংস-নৃত্য নেচে।
দারুণ আগুন দহনজ্বালায় দগ্ধ ভস্মিভূতা—
প্রশান্তদুহিতা।

প্রশান্তদুহিতা, মরমিয়া মিতা কোথা সাগরিকা গো
বাতাসে ঝুরিছে বাদল ঝিরঝির আকাশে ঝুরিছে তারা
দিগবধূরা গুমরি গুমরি কাঁদিছে সঙ্গীহারা
বেলাভূমি বুকে আছাড়ি ঢেউ কাঁদে, কোথা সাগরিকা গো
আমার এ অঙ্গীকার, আমার এ অঙ্গীকার
আক্রান্ত প্রশান্তের অশান্তবিহঙ্গ দুরন্তদুর্নিবার।
ঝড়ের নিশানা আমার দু'ডানা চিরউড্ডীন, অক্লান্ত
প্রশান্ত হতে অতলান্ত
প্রতিরোধ, প্রতিশোধ, চিরক্ষমাহীন চিরক্ষমাহীন।
আমার শান্তিগানে বিদ্রোহবাণ আনে
আফ্রোএশিয়া আমেরিকায়
আমার ডানায় তোলে আঁধিয়া আকাশতলে
ঝনন ঝনন মরুঝঞ্ঝা সাহারায়,
নদনদী প্রান্তরে অরণ্য অন্তরে—পাহাড় গহ্বরে
রক্তে আদায় করি রক্তের ঋণ
আমি ভিয়েতমিন আমিই ভিয়েতমিন আমি ভিয়েতমিন।

বাজে ক্ষুব্ধ ঈশানী ঝড়ে রুদ্র বিষাণ

বাজে ক্ষুব্ধ ঈশানী ঝড়ে রুদ্র বিষাণ
ইনক্লাবী আহ্বান—
নিথর জলধিজলে জাগে উতরোল
বিষ-মন্থনে ওঠে জীবন হিল্লোল
ক্রূর বন্ধন ভেঙে ভেঙে তরঙ্গ রঙ্গে ওঠে
সমুদ্র কল্লোল, উঠিল সমুদ্র কল্লোল ॥ ২

বিদ্রোহী জাহাজ জঠরে
বয়লারে বয়লারে জলন্ত অঙ্গারে
আগুনের ফুল্‌কিতে নাবিকের প্রাণে প্রাণে
জ্বলিল মশাল
প্রাণে প্রাণে জ্বলিল মশাল ॥ ২

সেদিন ছেচল্লিশের শীতের কুয়াশা
ভেদি গোলামীর ঘোর অমানিশা
চূর্ণ করি কংসের কারাগার
সচকিত সাইরেনে নব অঙ্গীকার
আরব সাগরবাহী অতলান্তজয়ী
বোম্বাই বন্দরে বিদ্রোহী 'খাইবার'
ভিড়িল বিদ্রোহী 'খাই্‌বার' ॥ ৩

হাঁকে শাদূ‌র্ল সিং গফুর
বীর শাদূ‌র্ল সিং গফুর
কে আছ বাহাদুর
কামান গর্জনে
কামগার ময়দানে
রাজপথে ব্যারিকেডে সশস্ত্র মজদুর
দাঁড়ালো সশস্ত্র মজদুর ॥

দরিয়ার ডাকে দিল সাড়া মহাভারতের জনতা
উত্তাল ঢেউ-এ ঢেউ-এ কল্লোলিত মহানগর কলকাতা
কল্লোলিত মহানগর কলকাতা ॥ ৩

নীল সমুদ্র লাল করে গেল
নাবিকের রক্তধারা।
তোমরা কি শুধিবে রক্তের ঋণ
অলক্ষ্যে শুধায় তারা ॥

দরিয়ার ডাকে দিল সাড়া মহাভারতের জনতা
উত্তাল ঢেউ-এ ঢেউ-এ কল্লোলিত মহানগর কলকাতা
কল্লোলিত মহানগর কলকাতা ॥ ৪

(উৎপল দত্তের 'কল্লোল' নাটকের প্রস্তাবনা গীত ।)

আমরা তো ভুলি নাই শহীদ একথা ভুলবো না

আমরা তো ভুলি নাই শহীদ একথা ভুলবো না
তোমার কলিজার খুনে রাঙাইলে কে আন্ধার জেলখানা ।
যখন গহীন রাতে আন্ধার পথে চমকায় বিজলী
(তোমার) বুকের খুনের দাগে দাগে আমরা পথ চলি ;
সেই কালসাপেরই কুটিল গুহায় আমরা যে দেই হানা
তোমার বহুল বুকে ছোবল দিল যে নাগিনীর ফণা ॥

বলো কি করে ভুলি সে কথা
খুন করে গোপনে তোমার জ্বালাইল চিতা
সেই চিতার আগুন জ্বলে দ্বিগুণ
জ্বলে দিকে দিকে রে বন্ধু
জ্বলে বুকে বুকে রে বন্ধু
জ্বলে চোখে চোখে—
জ্বলে অগ্নিকোণে রক্তমেঘে কালবৈশাখীর ডানা ॥

তুমি ছিলায় গরীব কিষাণ এই মাটির সন্তান
হাতে নিলায় তাই তো বন্ধু দুঃখীর এই লাল নিশান
রে সাথী সবহারার নিশান
সেই লাল নিশানের মান রাখিতে দিলায় বন্ধু জান

বন্ধু, লুটাইলায় পরাণ
তোমার রক্তে রাঙা নিশান দিল পথের নিশানা ॥

ধীরে বহে ইয়াংসি

ইয়াংসি ও ইয়াংসি
ধীরে ধীরে বহে যাও
কতো রুধির অশ্রুধারা—ঢেউয়ে দোলাও
তুমি যে অপরাজেয়
তুমি যে অপরিমেয়
ইতিহাস রচে যাও ॥

তব পারে পারে যত মৃত্যু, যত অন্যায়
ডুবে গেলো ভেসে গেলো দুর্বার খর বন্যায়
দস্যুর তরী তীরে তীরে, যতো ভিড়লো, রণসজ্জায়
ডুবে গেলো ভেসে গেলো দুর্বার খর বন্যায়,
সে বীরগাথা আমারে শোনাও—আমারে শোনাও ॥

মিসিসিপি গঙ্গা নীল-নদী জলে
তব ঢেউ উদ্দাম এলো এলো কল্লোলে,
ত্রিধারা সে মহানদী—
মুক্তি সাগর মোহনায় ভেসে যায় ভেসে যায়
হেইয়ো হো হেইয়ো হো
পালে পালে পতাকা উড়াও।
পালে পালে পতাকা উড়াও

তোরা বল সখী বল বল বল আমারে

তোরা বল সখী বল বল বল আমারে
ও কে ঘরের বার, কুলের বার
করলো নারীরে ॥

ছিল ছায়ায় ঢাকা, পাখি ডাকা মায়ায় ঘেরা ঘর
স্বামীর সোহাগ ছিল কত সন্তানের আদর
সেই ঘরে কে আগুন দিল
সর্বস্ব ধন নিল হরে ॥

ছিল বাংলাবধূ বুকে মধু, অমৃতের খনি
আন্ধার ঘর উজল-করা নীলকান্তমণি
সেই বুকে কে গরল দিল
দংশিলো কোন বিষধরে ॥

ওরে হতভাগা দেশবাসী জাগবি কবে বল
সর্বনাশের রসাতলে সমাজ হইল তল
দেশমাতা হয় কুলটা
লম্পটের ব্যভিচারে ॥

পদ্মা কও, কও আমারে

পদ্মা কও, কও আমারে
(আইজ) মন-বাঁশুরী কাইন্দা মরে তোমার বালুচরে ॥

পদ্মারে, তুমি আমার ভালোবাসা
তুমি আমার স্বপ্ন আশা

কে বলেরে কীর্তিনাশা কুলভাঙা তোরে
ও যে-জন ভাঙলো কুল ভাঙলো বাসারে
সর্বনাশা চিন্‌নিলা তারে ॥

পদ্মারে, পরান মাঝি হাইল ধরিত
হুসেন মাঝি গুণ টানিত
ভাটিয়ালী সুর নাচিত ঢেউ-এর নূপুরে
কত চান্দের বাতি জ্বলতো জলেরে
রাইতের নিঝুম আন্ধারে ॥

পদ্মারে, কোন বিভেদের বালুচরে
তোর ময়ূরপঙ্খী ভাঙলো ওরে
কোন কালসাপে দংশিলো তোর
সুজন নাইয়ারে
আজ ভেলায় ভাসে বেহুলা বাংলারে
বধূর বিষের জ্বালা অন্তরে ॥

মন কান্দেরে পদ্মার চরের লাইগ্যা

আমার মন কান্দেরে পদ্মার চরের লাইগ্যা
দরদীরে, মন কান্দে পদ্মার পাড়ের লাইগ্যা
আমার শান্তির গৃহ, সুখের স্বপনরে
দরদী কে দিল ভাঙিয়া ॥

পানীত কান্দে, পানী খাউরি,
শুকনাত কান্দে টিয়া
আমার অভাইগ্যার অন্তর কান্দেরে
পোড়া দেশের লাগিয়া ।

দরদীরে, আমার আমগাছে ধরেনি মুকুল
আমার ঝিঙা মাচায় ফোটেনি ফুল
আয়নি বকুল তলায়
আউল্যা চুলে সন্ধ্যা নামিয়া
গহীন রাইতে একলা ডালেরে
দুঃখিনী ডাকেনি পাপিয়া ॥

কার্তিক মাসে বুকে ক্ষীর, ক্ষেতের ধানে ধানে
অঘ্রানে রান্ধুনী পাগল নয়া ভাতের আঘ্রাণে ;

দরদীরে আশ্বিন মাসে কত খুশীতে
ভাইধন আইতো নাইঅর নিতে
ভরা গাঙে রঙিলা নাও বাইয়া ;
আইজ কূলে আমার লক্ষীন্দর
বিষে অঙ্গ জরজর
আমি বেহুলা চলছি ভেলায় ভাসিয়া ॥

আজাদী হয়নি আজও তোর

আজাদী হয়নি আজও তোর
নব-বন্ধন শৃংখল ডোর
দুঃখ রাত্রি হয়নি ভোর
আগে কদম কদম চল জোর ॥

শত শহীদের আত্মদান
একি তারই প্রতিদান
দেশদ্রোহীর এ বিধান
চূর্ণ কর কর অবসান ॥

সাম্রাজ্যশাহীর পাতা ফাঁদ
খুনি ধনীকের এ বনিয়াদ
ভাঙরে ভাঙ শোষণের বাঁধ
শোন তেলেঙ্গানার সংবাদ ॥

ওরে ও কিষাণ মজদুর
আর মনজিল নয় নয় দূর
ওরে তবু তো পথ বন্ধুর
ডাকে উত্তাল জলসমুদ্দুর ।

বাঁচবো বাঁচবোরে আমরা

বাঁচবো বাঁচবোরে আমরা বাঁচবোরে বাঁচবো
ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়া
নয়া বাংলা গড়বো ॥

বিভেদ গাঙের বাঁধবো দুই কূল
বাঁধবো আবার মিলনের পুল
যত বাস্তুহারা সর্বহারা সুখের গৃহ গড়বো ॥

ঘুচবে দেশের অন্ধকার
আসবেরে প্রাণের জোয়ার
(আমরা) সবাই মিলে তালে তালে আনন্দের গান গাইবো ॥

গোলায় গোলায় উঠবে ধান
গলায় গলায় উঠবে গান
যত মায়ের বুকের শিশুর মুখে হাসির ঝলক আনবো ॥

দীন-দুঃখী অভাগার দল
মোছরে এবার চোখের জল
এল নিখিল বিশ্বে যত নিঃস্বের মহামুক্তির পর্ব ॥

বাংলা বন্যায়

আসমানেতে দেয়া ডাকে গুর গুর গুর গুর গুর
বুকের মধ্যে ঢেকি কুটে কুর কুর কুর কুর কুর ।
মাঝি যাইও না আইজ দূর ॥

মাছ মারিয়া যেজন খায় মাছ লইয়া যায় ঘর
পানির লগে জালোয়ার পীরিত পানিত কিবা ডর
আমার নাও-এ কর ভর ॥

পদ্মার পীরিতে আমার নাও-এর ছলাৎ ছলাৎ পানি
কন্যা তুমি শুনছনি—
ঢেউ-এর ঢলাঢলি রে মন-পরাণ যে নেয় টানি
আমার সঙ্গে যাইবানি ॥

আমি তো বুঝি মাঝি তোমার কিবা আছে মনে
পাগলি পদ্মার পীরিতে তোরে কেনে এমন টানে
তোমার কিবা আছে মনে ॥

আমি যে দেখেছি সেই দেশ

আমি যে দেখেছি সেই দেশ, উজ্জ্বল সূর্য-রঙিন
আমি যে দেখেছি 'শত ফুল বাগিচায়'
'পূবালী বাতাসে' কী সুবাস ছড়ায়
ভ্রমরের গুঞ্জনে শুনেছি প্রচার
'বিষাক্ত আগাছা' হয়েছে বিলীন।
উজ্জ্বল সূর্য-রঙিন ॥

আমি যে দেখেছি আহা রূপালী নদী
'আনসানে' 'উহানে' বয় নিরবধি
ফারনেসে ফারনেসে ইস্পাতী মন
নতুন প্রাচীর গড়ে অজেয় কঠিন।
উজ্জ্বল সূর্য-রঙিন ॥

দেখেছি অশ্রুমতী হোয়াংহোর জল
হাসির তরঙ্গ রঙ্গে হয়েছে নির্মল
সেতুবন্ধ ইয়াংসীর শুনেছি কল্লোল
চিরতরে ঘুচে গেছে বন্যার দিন।
উজ্জ্বল সূর্য-রঙিন ॥

দেখেছি 'ড্রাগনবাহী' কোটি শ্রমবীর
'পাহাড়ের চূড়া ভাঙে, বাঁক ফেরায় নদীর'
বিস্ময়ে দেখেছি 'কমিউনে কমিউনে'
নতুন মানুষ গড়ে 'তাচাই, তাচিং'
উজ্জ্বল সূর্য-রঙীন ॥

আমি যে দেখেছি তাঁরে 'থিয়েন আন মানে'
রেশমী লণ্ঠন আভায় রাঙা কুংতানে
সেই দেশের রূপকার মহাকারিগর

দু' চোখে বিশ্বের আলো—শঙ্কাবিহীন

॥

সিনকিয়াং প্রদেশের উইঘুর উপজাতির একটি বিখ্যাত লোকসঙ্গীতের সুর অবলম্বনে। শতফল বিকশিত হোক—সমাজতন্ত্রী সংস্কৃতি গড়ার পদ্ধতি। "পূবালীবাতাসে পশ্চিমী বাতাস পিছু হটে"—সমাজতন্ত্রের শক্তির কাছে ধনতন্ত্রের শক্তি পরাজিত হচ্ছে। 'বিষাক্ত আগাছা'—বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা। আনসান, উহান—চীনের দুটি বৃহৎ ইস্পাতকেন্দ্র। 'পাহাড়ের চূড়া ভাঙো, নদীর বাঁক ফেরাও'—দীর্ঘ পদক্ষেপের ধ্বনি। তাচাই—চীনের সমাজতন্ত্রী কৃষির আদর্শস্থল। তাচিং—চীনের আদর্শ তৈল উৎপাদন কেন্দ্র। কুংতান—চীনের প্রাচীন ঐতিহ্যের রেশমী লণ্ঠন। 'থিয়েন আন মান—'স্বর্গীয় শান্তির দ্বার' পিকিঙে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মণ্ডপ ও বাগ।

উদয়পথের যাত্রী

উদয়পথের যাত্রী
ওরে রে ছাত্রছাত্রী,
মশাল জ্বালো, মশাল জ্বালো, মশাল জ্বালো।
প্রেতপুরীর এই অন্ধকারায় আনো আলো ॥

পিশাচ নিশাচর
ঘিরিছে চরাচর
বাণীর পূজারী কাঁদে নিরন্ন বেদনায় জর্জর ;
আলোক মিনারে প্রদীপ শিখারে ওরা যে নিভালো।

শিক্ষাবিহীন গৃহহারা যারা কাঁদিছে আঁধারে
হে প্রগতির সৈনিক তোরা ভুলিবি কি তাদেরে।

কঙ্কালে প্রাণ দাও
জীবনের গান গাও
ভুলি ভেদাভেদ অন্ধআবেগ, হাতে হাত মিলাও
ধনপিপাসায় মূঢ় হতাশায় আগুন জ্বালো ॥

আরো বসন্ত বহু বসন্ত তোমার নামে আসুক

(মাও সেতুঙ-এর মহাপ্রয়াণে)

আরো বসন্ত, বহু বসন্ত
তোমার নামে আসুক
তুমি তো সূর্য অস্তবিহীন
চির-জাগরূক ॥

ঝড়ের রাতে, ক্ষিপ্ত বাতাসে
ঢেউ যদি ওঠে—উঠুক
পূর্ব দিগন্তে জাগরী নাবিকের
দীপ্ত মশাল মুখ।
চির-জাগরূক ॥

কারাগারে বন্দীর বন্দনায়
গভীর অরণ্যে, গেরিলার পথচলায়

আফ্রো-এশিয়ায়, লাতিন আমেরিকায়
দাবানল জ্বলে—জ্বলুক ;
চলমান তব, বিজয়ী সেনাদল
হাতে হাতে বন্দুক।
চির-জাগরূক ॥

এই সমাধিতলে কত প্রাণপ্রদীপ জ্বলে

এই সমাধিতলে কত প্রাণপ্রদীপ জ্বলে,
এই সমাধিতলে
হাজার মাণিক উজলে।

মৃত্যু হেথায় মহান হলো
জীবন অনুরাগে,
নিগৃহীত স্বপ্ন হেথায়
সত্য হয়ে জাগে॥

এই মাটিতে গভীর ক্ষতে
মৃতরুধির দাগে,
উঠলো ফুটে হাজার ফুল
লালফুলের এই বাগে॥

ঘাতক রাতে আঁধার-অসি
যাদের বক্ষ হানে
পূর্বাচল আজ মুখরিত
তাদের জয়গানে ;

তুষার ঝড়ে প্রাণের আগুন
জ্বালিয়ে গেল সবে
বিশ্ব আজি মেলে সেথায়
বসন্ত উৎসবে॥

লঙ্গর ছাড়িয়া নাও-এর দে দুঃখী নাইয়া

লঙ্গর ছাড়িয়া নাও-এর দে দুঃখী নাইয়া
বাদাম উড়াইয়া নাও-এর দে
ঢেউ-এর তালে, তালে তালে করতালি দে—কিরে হৈ, হৈ, হৈয়া
নয়া দিনের বইল রে বাও-মরা গাঙে ॥

তোর ঘর ভাঙিলো, কুল ভাঙিলো ভাসলি অকূলে
কোন মানুষ-মারা কুম্ভীর আইলো সর্বনাশের খালে-রে
তোর ঘর ভাঙিল, কুল ভাঙিল ;
তোর চক্ষের জলে সাঁতার পানি, বইলো বারে বারে
—কিরে হৈ, হৈ, হৈয়া
খুন দরিয়ায় আইলরে ঢল, জীবন জোয়ারে ॥

তোর মরণ কিসের, আজ বাঁচনের বিরাট খেলা
সবহারাদের ঘাটে ঘাটে সবপেয়েছির মেলারে—
আজ বাঁচনের বিরাট খেলা ;
তোর ধলা পালে মনপায়রার পাখ্না মেলে দে
—কিরে হৈ, হৈ, হৈয়া
বদর, বদর, বদর, বদর জয়ধ্বনি দে ॥

কারাগার বন্দী

কারাগার বন্দী
নাহি চায় সন্ধি
পাহাড় টলানো বীরদল
ভুলি নাই, ভুলি নাই
আঁধারের আলোকমল ॥

গূঢ় প্রাচীর অন্তরালে হত্যার অভিসন্ধি
নাগিনীদের নিঃশ্বাসে বাতাস বিষগন্ধী

বুকের খুনে উষ্ণ হলো প্রস্তর শীতল
পাহাড় টলানো বীরদল ॥

দেশে দেশে পরাজিত কুটিল ষড়যন্ত্র
জনতার পদক্ষেপে শোনো মুক্তির মন্ত্র
সিংহদ্বারের লৌহকপাট বিদীর্ণ-অর্গল
পাহাড় টলানো বীরদল ॥

বেহুলার ভেলায় যায় ভেসে যায়

বেহুলার ভেলায় যায় ভেসে যায়
অভাগী বাংলা মা
ভাসানের ঢাকে ছেয়েছে বাতাস
ভাসমান প্রতিমা ॥
মিথ্যা তোমার প্রগতিবন্ধু মিথ্যা জ্ঞানের গরিমা।
অভাগী বাংলা-মা ॥
ঘরে ঘরে আজ নিভেছে বাতি
ফিরে এল ওগো একি কালরাতি
শস্য শ্যামলা প্রান্তরে কালো মৃত্যুর পরিক্রমা
অভাগী বাংলা-মা ॥
কল্পনাতীত এ দুর্গতি
পরিকল্পনার একি পরিণতি
যে বাঁধ ভেঙেছে মানুষের দোষে
তার কি আছে ক্ষমা
অভাগী বাংলা-মা ॥
এ দুঃখের কিবা পরিমাপ
কারে তুমি বন্ধু কর অভিশাপ
এ আমার এ তোমার পাপ

ভুলেছি জনশক্তির মহিমা ॥
অভাগী বাংলা-মা ॥

আমি যাই শাওশান

আমি যাই শাওশান, আমি যাই শাওশান
বিদেশী বন্ধু তুমি কোথা ধাবমান
কার তরে মন তব এত আনচান ॥

দু'ধারে কেটেছি আমি শরতের ধান
বাতাসে ছড়িয়ে গেছে তারি আঘ্রাণ
একটু শোনো, একটু বোসো, আমার দাওয়ায়
গেয়ে যাও গান ॥

শিয়ার নদীর পারে ঐ মোর ঘর
তুমি তো আপন মোর, তুমি নও পর
একটু শোনো, একটু বোসো, আমার দাওয়ায়
এই অভিমান ॥

শাওশানেতে আছে এক পদ্মপুকুর
সেই পদ্মমধুর তরে আমি এলাম এতদূর
সেই পুকুর পারে পাহাড়-ঘেঁষা ছায়ায় ঘেরা ঘর
তারি মায়ায় পাগল আমি ভিনদেশী ভ্রমর
সে যে আমার ভালোবাসা
আমার স্বপ্ন, আমার গান
আমি যাই শাওশান, আমি যাই শাওশান।

(মাও সে-তুঙ-এর জন্মস্থান হুনান প্রদেশের এই পাহাড়-ঘেরা গ্রামে পদ্মপুকুর পাড়ে একটি মাটির ঘরে তাঁর জন্ম। এই গৃহ মুক্তিকামী মানুষের কাছে তীর্থ।)

তোর মরাগাঙে আইলো এবার বান

তোর মরাগাঙে আইলো এবার বান
ওরে ও কিষাণ
তোরা মরা গাঙে আইলো এবার বান ॥
নতুনদিনের নতুন কিষাণ নতুন বিধান
যায় যদি যায় যাক্‌নারে প্রাণ
দিব নাতো ধানরে ॥

ও তুই হাতে নে একতার শক্তিশেল
তোর পাকা ধানে পড়লো এসে
পাগলা হাতির মেল রে, নে একতার শক্তিশেল ;
শেষ লড়াই এ ছুটে কিষাণ বর্গীরা সাবধান
মোকাবিলা করবো এবার লড়াই-এর ময়দানরে ॥
ও তুই জীবনভরে সইলি কত দুঃখ
ফসল তুলে বছর বছর মিটলো না তোর ভুখরে
পাষাণ হইল বুক
আখেরি ফয়সলা হবে, কাস্তেতে দে শান
জুলুমবাজী অত্যাচারের করব অবসান রে ॥
চারদিকে আজ মিলছে জনগণ
হাজং, টিপরা, মনিপুরী, সাঁওতালী বর্মন—রে
মিলছে জনগণ
গোলাগুলির বালির বাঁধে রোখবে কি আর বান
মাটির ছেলে হবে খাঁটি মাটিব মালিকান রে ॥
কত শিবরাম সমীরুদ্দিন মরলো দেশের তরে
চাষীর ছেলে শহীদ হইলো প্রতি ঘরে ঘরে রে
মরলো দেশের তরে
তারা নিজে মরে মরার দেশে আনলো প্রাণের বান
আপন রক্ত দিয়া মিল করিল মজুর কিষাণ ॥

গুলিবিদ্ধ গান যে আমার খুঁজে খুঁজে মরে

(খাদ্য আন্দোলনের শহীদের উদ্দেশে)

গুলিবিদ্ধ গান যে আমার খুঁজে খুঁজে মরে
কোন অভাগিনী মায়ের সন্তান ফিরেনি ঘরে
তাঁরে খুঁজে খুঁজে মরে ॥

সান্ধ্য আইনের কুটিল অন্ধকারে
কৃষ্ণনগর হতে যায় যে কোন্নগরে
ঘুরে আউলী হয়ে বসিরহাটে
ইছামতীর চরে
কারে খুঁজে খুঁজে মরে ॥
কার বুকের ক্ষত হতে রে বন্ধু রুধির আজো ঝরে
কার দহন জ্বালা ধিকি ধিকি জ্বলিছে অন্তরে রে
বন্ধু রুধির আজো ঝরে ;
তাই ঘরে ঘরে নীরব কান্নায়
কণ্ঠ আমার স্বর খুঁজে না পায়
সে হতে চায় বাজ-বিজুলী কালবৈশাখীর ঝড়ে ;
তারে খুঁজে খুঁজে মরে ॥

এ মাটির এই ধূলিকণায়

এই মাটির এই ধূলিকণায়
কতো রক্ত-রেখা
এই মাটির এই ঘাসে ঘাসে
ইতিহাস লেখা ।

কতো মায়ের নিদ-হারা রাত আকুল নয়ন
কতো বধূর নিশুতি রাতের গোপন ক্রন্দন

হয়নি মিছে, রচিল সে আমারি স্বপন
ও সে আমারি স্বপন ॥

বারে বারে বন্যা এলো ঝঞ্ঝা ঝড় বাদল
এই মাটিকে ছিনিয়ে নিতে বন্য পশুর দল ;
প্রতিরোধে ফাঁসিরমঞ্চে শুনি মাটির গান
নীল সাগরের ওপার হতে ডাকে আন্দামান
আমার মাটি, আমার মা-টি
আমার অভিমান ॥

আমরা যুগের স্বপ্ন ওরে

বীর কিশোর দল
আমরা বীর কিশোর দল
আমরা যুগের স্বপ্ন ওরে আমরা জাতির বল ॥

আমরা দেশের মুক্তি-মুকুল,
রক্ত-উষার ফুটন্ত ফুল
সবুজ প্রাণের অবুঝ নেশায় চিত্ত যে চঞ্চল ॥
হতে পারি শিশু মোরা নইতো তবু হীন
মোদের মাঝে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ রঙীন ;
দুঃখ নিশায় আমরা দীপ
লাল তারকার পরেছি টীপ
চলার তালে পড়বে খুলে দাসত্ব শৃঙ্খল ॥

ঘরেতে আজ হাহাকার, দ্বারে দস্যুদল
আমরা কিরে দেখব বসে মায়ের চোখের জল ;
চীন রাশিয়ার বীর কিশোর

দেশের লাগি লড়ছে জোর
তাদের হাতে হাত মিলায়ে লড়ব মোরা চল ॥

মুক্তি শিবিরে হাঁকে বিউগ্‌ল্‌

সৈনিক, মুক্তিশিবিরে হাঁকে বিউগ্‌ল্‌
আহ্বান শোন ঐ সেনানীর।
তালে তালে ফেল পা কমরেড
শিরে তব গুরুভার ধরণীর ॥

সংকটে সুযোগের ইঙ্গিত
গাও সবে ঐক্যের সঙ্গীত
স্বদেশের স্বাধিকার নহে দূর
সমাপ্তি শাসকের শয়তানি ॥

সর্বহারা আজ সেনাদল
শ্রমিকের পাঞ্জায় তলোয়ার
জনগণ নহে আর হীনবল—
দুনিয়ার খুনীদল হুশিয়ার ;
মুক্তির ফৌজ চলে টলমল
প্রতিশোধ জ্বলে চোখে ঝল্‌মল্‌
শত্রুর সিঞ্চিত শোণিতে
রঞ্জিত কর ধূলি সরণির।
তালে তালে ফেল পা কমরেড
আহ্বান শোন এই সেনানীর ॥

হায়—হায়! ঘোর কলিকাল আইল আকাল

হায়—হায়!
ঘোর কলিকাল আইল আকাল সোনার বাংলায়
ক্ষুধার অনল দিকে দিকে ধিকিধিকি ধায়।
শ্মশান চিতায় ডাকে শকুনি
হা অন্ন হা অন্ন ধ্বনি চারিদিকে শুনি,
লোকের দুঃখ দেখে চোখের জলে বক্ষ ভেসে যায়।
ক্ষুধায় মানুষ ঘুরে ফিরে
মায়ের কোলে শিশু-সন্তান মরে অনাহারে
মৃত সন্তান বুকে নিয়ে কান্দে রে বাপ মায়।
শুনে ভাই রে পরাণ বিদরে
মরা মানুষ টানিয়া লয় শৃগাল কুকুরে;
নর-কঙ্কাল খাদ্য খোঁজে ময়লা ময়লা নর্দমায়।
শুনে ভাইরে দুঃখেতে মরি
অন্ন লইয়া নর-কুকুরে করে কাড়াকাড়ি
নিজ হাতে সন্তানেরে বিক্রি করে খায়।
দেশের সরকার করিছে বেইমানী
এই সুযোগে হামলা করে দস্যু জাপানী
জলে কুম্ভীর ডাঙায় বাঘ আমরা যাই কোথায়?
কি নিদারুণ আইল রে নিদান
মহামারী অনশনে দেশ হইল শ্মশান
দেশপ্রেমিক হিন্দু-মুসলিম তোমরা আজ কোথায়
এই সংকটে সমাধানে আয় রে ছুটে আয়।

[পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় লেখা।]

কথা : হেমাঙ্গ বিশ্বাস
সুর : পরেশ চক্রবর্তী

ভুলবো না, ভুলবো না

ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো না—
মহানগরীর রাজপথে যত রক্তের স্বাক্ষর,
অগ্নিশিখায় অঙ্কিত হলো লক্ষ বুকের 'পর
আমরা ভুলবো না।

হাতে শহীদের সমাধি ফলক,
ললাটে পরেছি রক্ততিলক.
—রক্তের ঋণ রক্তে শুধবো শপথ ভয়ঙ্কর
ভুলবো না, ভুকবো না, ভুলবো না।

উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
বুভুক্ষিতের অশ্রুজল,
পুঞ্জিত হয়ে এনেছে এবার কালবোশেখীর ঝড়
কালবোশেখীর ঝড় ;

আহত বক্ষে গর্জে ক্রোধ
চাই প্রতিরোধ ; চাই প্রতিরোধ,

রক্তে রাখি-বন্ধনে মোরা মিলেছি পরস্পর।
ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো না॥

কথা : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

সুর : দেবব্রত বিশ্বাস

জালিনাবাগের জালালাবাদের এসেছে আদেশ

জালিনাবাগের জালালাবাদের এসেছে আদেশ
চলো চলো বীর, পরো পরো বীর
          সৈনিকের বেশ ॥
স্বাধীনতা-সংগ্রাম হয়নি তো আজো শেষ ॥
   হত্যাকারীর আজো হয়নি বিচার
   হয়নি তো শোধ, দু'শতকের রক্তের যতো ধার
শোষণের কারাগার ঘিরে চারিধার
   ভ্রাতৃবিরোধে ডুবেছে স্বদেশ ॥
চলো চলো বীর……
এ তো নহে বন্দর
এ যে চোরা বালুচর
   দস্যুর ঘাটে তুমি ফেলেছ নোঙর
               যাত্রীরা হুঁশিয়ার—
কুচক্রী কালো মেঘ ঘিরে চরাচর
          যাত্রীরা হুঁশিয়ার—
ধ্বংসের দানবেরা মিলায়েছে হাত
স্বদেশে, বিদেশে মিলে একসাথ
হানো শেষ আঘাত, হানো শেষ আঘাত
বিষাক্ত নাগিনীরে কর নিঃশেষ ॥

[ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রারম্ভ-গীত· ৺বিনয় রায়ের নেতৃত্বে গীত।]

কথা / সুর : নিবারণ পণ্ডিত

গ্রামের মানুষ ধ্বংসের বন্যায় ভাসিয়া চলেছে হায়

গ্রামের মানুষ ধ্বংসের বন্যায় ভাসিয়া চলেছে হায়
কে বাঁচাবে তোরা, কে বাঁচাবে, ওরে আয়, ওরে আয় ।

সান্ধ্য প্রদীপ জ্বলেনারে আর
সোনার পল্লী হলো যে আঁধার
নিশ্চিহ্ন হইল কত পরিবার
গ্রামবাসী আজ অসহায় ॥

পল্লী বধূ আজ ভিখারিনী সেজে
দ্বারে দ্বারে ঘুরে অন্নবস্ত্র খোঁজে
কেউবা লাগিছে দাসীপনা কাজে
কেউবা পথের ধূলায় ॥

উঠানে উঠানে শ্মশান কবর
মানুষে মানুষে নাইরে খবর
কার বা বাড়ি কার বা ঘর
শিবা ডাকে আঙ্গিনায় ॥

চলে গেছে আজ বহু গ্রামি কান
চলে গেছে কত শিশু ও সন্তান
এখনো যাদের আছে ক্ষীণ প্রাণ
কে বাঁচাবি ওরে আয় ॥

(১৯৪৩ এর ভয়াবহ মন্বন্তরজনিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গানটি রচিত ।)

আমার মাঞ্জুর মায়ে তো কনট্রোল বুঝে না

আমার মাঞ্জুর মায়ে তো কনট্রোল বুঝে না।
রানতে গেলে কানতে বসে লবণ ছাড়া রানধে না॥
ও আহারে, কার্ড লইয়া কত ঘুরলাম
কত বাবুর পায়ে ধরলাম
ঠেলা ধাক্কা কত খাইলাম রে
ও আহারে, আমার ভাঙা ঘরে নেড়ার ছানি
মেঘ না হইতে পড়ে পানি
টেপ টেপানি গেল নারে
আমার টেপ টেপানি গেল না॥

(যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষের বাজারে নিদারুণ লবণাভাব দেখা দেয়। কন্ট্রোলে লবণ কিছু কিছু পাওয়া যেত, কিন্তু তা সংগ্রহ করা ছিল, অত্যন্ত কঠিন। ঐ সময় গ্রামের জনৈকা মাঞ্জুর মায়ের আক্ষেপের প্রতিফলন ও অবস্থা সম্পর্কে নিদারুণ শ্লেষ এই গানে ফুটে ওঠে। রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪৩-৪৪)

ভাব কি চমৎকার গো দেশের

ভাব কি চমৎকার গো দেশের ভাব কি চমৎকার
চোরেরা খায় মণ্ডা মিঠাই সাধু করে হাহাকার।

কত মানুষ গৃহহারা, ভাত পায় না দিনান্তে তারা
না পাইয়া কূল কিনারা ঘুরে দ্বারে দ্বার
কত বাবু এই সুযোগে লুটতেছে বাহার
ভাইয়ের রক্তে ভাইয়ে করে পাকা বাড়ি খেতখামার॥

বস্ত্রহারা উলঙ্গিনী ঘুরে ফিরে মা ভগিনী
সদায় ঝরিছে পানি দু নয়নে তার
বসন ভূষণ নাই কি নারীর লজ্জা ঢাকিবার
এই বুঝি রে সেই বাঙ্গালীর চরম খেলা সভ্যতার ॥

হিন্দুর বিধবা নারী পরুক কণ্ট্রোলের শাড়ি
কর‍্যাছে হুকুমজারী এই-দেশী সরকার
দাহন কাফন কাপড় ছাড়া কোন দেশে হয় কার
বাচ্যা থাক্যাও সুখ হইল না, মরলেও হবে কেলেঙ্কার ॥

সুখ হবে না মর‍্যা গিয়া, হবে না অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
লুকাইয়াছে কাপড় নিয়া যত মজুতদার
মড়ার কাপড় চাইলে তারা মুখ মুখখান ভার
মুখের জবাব পাইগো তাদের ঘুরতে ঘুরতে দু'চার বার ॥

দেশের যত ধনী মানী, তারা খাইল লবণ চিনি
এই কথাটা সবেই জানি বলতে হয় না আর
তবু কেন দেশের মানুষ হইল না হুঁশিয়ার
এই দেশটারে লুইট্যা খাইলো ঘুষখোর আর মজুতদার ॥

(যুদ্ধকালীন কালোবাজারী ও কণ্ট্রোল ব্যবস্থায় উদ্ভূত দুর্নীতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত।)

বঙ্গনারী হইল বিবসনা

বঙ্গনারী হইল বিবসনা
(তারা) দিবসেতে ঘর হইতে, বের হইতে আর পারে না।

কলসী কাঁখে অপরাহ্নে
যায় না রে জলের জন্যে
জলের ঘাটে গ্রাম্য ললনা—
(তারা) আঁধার হলে যায় রে জলে, দিনের আলোয় আর আসে না ॥
গ্রামের দুস্ত পুরুষ নারী
যারা ভিক্ষা করে বাড়ি বাড়ি—
ভিক্ষা ছাড়া যাদের দিন চলে না—
তারা লোক সমাজে মুখ দেখাতে লেংটা হইয়া আর পারে না ॥
ছিঁড়ে গেছে ক্ষীণ বসন
মিলে না আর বস্ত্র নূতন
বাজার হইল আজব কারখানা
কাপড় দিয়া সৌতো এখন দাহন করা আর চলে না ॥
লবণ কেরোসিন চিনি
আধসের (আর) দেড় ছটাক কিনি
রেশন কার্ডে কাপড় পাওয়া যায় না—
এমনি করে আর বা কত থাকবে দেশ বসন বিনা ॥

(১৯৪২-৪৩ সালে নিদারুণ বস্ত্রাভাব দেখা দেয়। ঐ সময় কবি এই গান রচনা করেন।)

বাবুদের নব্য বাবুয়ানা গো

বাবুদের নব্য বাবুয়ানা গো
বাবুদের নব্য বাবুয়ানা,
ঘণ্টায় ঘণ্টায় গরম জল আর উইলস্ মার্কা চুরট টানা ॥
পাইয়া কনট্রোলের বাজার কত হবু হইল অফিসার
কত গবুর হইল পাওয়ার দেখি ভাব নমুনা,

চাল চলন দেখিলে বাবুর চিনতে কষ্ট হয় না
হাতে ঘড়ি চশমা পরা ত্রিশ টাকা মাইনা ॥
নব্য সভ্য বাবুদের দেখতে পাবেন চায়ের ঘরে
ইংরেজীতে আলাপ করে বাংলা আর বলে না
দু এক কৌটা চুরট ছাড়া তাদের দিন চলে না
দৈনিক বিশ কাপ চা না হলে সেই বাবুদের মেজাজ হয় না ॥
হইলে মাস কাবার হিসাব দেখায় চা দোকানদার
বাবু বলেন কত তোমার হয়েছে পাওনা—
গত মাসের চিনির বস্তার দাম দিতে হবে না।
দেনা পাওনা নাই আর কারও চুরট খাওয়াও আর একখানা

(যুদ্ধের বাজারে কনট্রোল ব্যবস্থার দৌলতে ফুলে ওঠা একশ্রেণীর নব্য বাবুদের তীব্র আঘাত করে এই গান রচিত হয়।)

হারে ও কৃষক ভাই

হারে ও কৃষক ভাই
মোদের কি আর বাঁচবার উপায় নাই।

হায় হায়রে—
থালা বাসন হাঁড়িকুরি গৃহস্থের বেসার
ক্রমে ক্রমে বিক্রী করে চলিছে সংসার
অভাবগ্রস্ত প্রায় সমস্ত গৃহস্থ বেকার
অস্থি চর্মসার হইয়াছে থাকি অনাহার ॥

(পূর্ব পৃষ্ঠার গানটির প্রথমাংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৪৫ সালের মে মাসে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনায় সারাভারত কৃষকসভার নবম সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে এই গানটি রচনা করেন। এই গানটি কৃষকদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।)

একসাথে চল গড়বো মোরা রাঙ্গা দুনিয়া

একসাথে চল গড়বো মোরা রাঙ্গা দুনিয়া
সবে মিলে থাকবো সেথা বিভেদ ভুলিয়া
বিভেদ ভুলিয়া।

ভাবি সমাজ গড়বো মোরা দুঃখ করবো দূর
হাটে মাঠে তুলবো রে ভাই আনন্দেরি সুর
আলো করবো আঁধার রাতি
ঘরে ঘরে জ্বালবো বাতি
গাইবো নবগান, দুঃখ করবো অবসান
নূতন সমাজ গড়বে কে রে আয়রে ছুটিয়া
আয়রে ছুটিয়া ॥

শ্রমিক কৃষক সবাই সমান সবার দুঃখ এক
এক অবস্থায় দেশবাসী পড়েছি অনেক
দুঃখ সহিয়াছি ঢের
ভয় ভাবনা কিসের
আয়রে যত কৃষক শ্রমিক উঠরে জাগিয়া
উঠরে জাগিয়া ॥

(নেত্রকোণা সম্মেলনের পূর্বে এক মাস ধরে গ্রামাঞ্চলে প্রচারাভিযান

অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রচার ও সম্মেলনের মঞ্চে গানটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে গানটি সামান্য পরিবর্তিত হয়। এখানে পরিবর্তিত রূপটি দেওয়া হল।)

কপালের দুঃখ ঘুচবে কতদিনেরে

কপালের দুঃখ ঘুচবে কতদিনেরে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে।

হায় হায়রে—
বুঝলাম না বুঝলাম না ভাইরে ঘরে রইলাম বইয়া
চৈতন্য হইল শেষে সঙ্কটে পড়িয়া
অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া রোগে অনাহারে
মরছে কত মা বোন শিশু হাজারে হাজারে॥

হায় হায়রে—
সঙ্কটে পড়িয়া তখন হিন্দু মুশলীম যত
গ্রামে গ্রামে কিছু কিছু হইলাম মিলিত
খাদ্য দাও বলিয়া দেশে হইল আন্দোলন
দরখাস্ত পড়িল কত গভর্নমেণ্ট সদন
সস্তাদরে গরীবদেরে জিনিসপত্র দাও
অন্নবস্ত্র কুইনাইন দিয়া গরীব রে বাঁচাও রে॥

হায় হায়রে—
তারপরে চাপে পড়ে বুদ্ধিমান সরকার
মিটাইতেছি দাবী কিঞ্চিৎ করিল স্বীকার
ঘুষখোর আর চোরদের সামিলে রাখিয়া
ছালার মুখ বান্দিয়া ঢালে উভূত করিয়া

"দেড়ছটাক" কণ্টোলের দোকান গরীব বাঁচিবার
সাহীদার হইল যত প্রেসিডেন্ট মেম্বাররে ॥

হায় হায়রে—
মুখ চিনিয়া বিলি হইল কণ্ট্রোলের কুইনাইন
টেক্স নাই যার কার্ড পাইবানা সাহীদারের আইন
রিলিফের কাপড়ে হইল বালিসের উসার
কেউ পায় না ছিড়া তেনা কেউ করে বাহার রে ॥

তাই বলি ভাই চল সবাই হয়ে হুঁশিয়ার
সবে মিলে বন্ধ করি চোরাই কারবার
কণ্ট্রোল দোকান আনি আমাদের হাতে
সবাই এসে যোগদান করুক আমাদের সাথে
কি কি জিনিস নাই আমাদের কি কি জিনিস চাই
পূরণ করিতে দাবী আন্দোলন চালাই রে ॥

(নেত্রকোণা কৃষক সম্মেলন উপলক্ষে রচিত এই জারী গানটি বহুসংখ্যক কৃষক গায়কের একটি দল নৃত্য সহযোগে পরিবেশন করে।)

শুনেন যত দেশবাসী শুনেন ভাই গরীব চাষী

শুনেন যত দেশবাসী শুনেন ভাই গরীব চাষী শুনেন সর্বজন
কৃষক দরদী মণি সিংহের বিবরণ
সংক্ষেপেতে দুই এক কথা হে করিব বর্ণন ॥

একদিন মণি আচম্বিতে দেখে সুসুং রাজবাড়িতে হাজং বহুলোক
জঙ্গী চেহারা তাদের ভয়ে ভীতু মুখ

কারণ জানিতে মণি হে হইল উৎসুক ॥
ডাকি এক হাজং এরে নিয়া মণি কিছুদূরে জিজ্ঞাসে কারণ
কি কারণে তোমাদের ভয়ে ভীতু মন
বিস্তারিয়া কহ শুনি হে সব বিবরণ ॥
হাজংটি কাঁদিয়া বলে শুন বাবু তাহা হলে (আমরা) দোষী সর্বজন
ধান আনিয়াছিলাম নব্বুইয়ের ওজন
একশ তোলায় সের দিতে হে কয় পেয়াদাগণ ॥
নব্বুই তোলাতে সের, ধান দেই টংকের জানি সর্বদায়
এখন সের দিতে কয় একশ তোলায়
এই দোষে হইয়াছি দোষী হে ছাড়ে না পেয়াদায় ॥
আসিয়াছি কোন সকালে ক্ষুধায় এখন পেট জ্বলে পাইনা বিদায়
বিকালে আসিবেন বাবু বাহির আঙ্গিনায়
পেয়াদারা জানাইয়া গেল হে কর্কশ ভাষায় ॥
হাজং এর কথা শুনি অবাক হইয়া বলে মণি হবে প্রতিকার
রক্ষা করব তোমাদের প্রতিজ্ঞা আমার—
বন্ধ করব জুলুমবাজী হে অন্যায় অবিচার ॥
মণি আপন জমি বাড়ি সমিতিতে দান করি করেন আবেদন
কে কে হবে কৃষককর্মী বলো এইক্ষণ
সংগ্রাম চালাইতে হবে হে জীবন-মরণ ॥
তারপরে এক সভা হলো নিয়া হাজং কোচ ডালো যতেক কিষাণ
গাড়ো বানাই ছেলে মেয়ে হিন্দু মুসলমান
সবারে চিনাইলো মণি হে রক্ত নিশান ॥
ললিত হান্নানের মত কর্মী এলো শত শত ফৌজি দশ হাজার
মেয়েরা আসিল সেজে কয়েক হাজার
টংক প্রথাটি শেষে হে হইল চুরমার ॥

(টংকপ্রথার অর্থ হলো টাকা না দিয়ে ধানে খাজনা দেওয়া। টংকের হার একর প্রতি তিন মন থেকে বারো মন পর্যন্ত ধান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি তিন মন থেকে সাত মন পর্যন্ত ধান দিতে হতো। সেরের ওজন

ছিল ৮৫ তোলা থেকে ১০০ তোলা। সাধারণভাবে ৯০ তোলাতে খাজনা নেওয়া হতো। কৃষকরা নিজেদের খরচে খাজনার ধান জমিদার বাড়িতে জমা দিত। কিন্তু জমিদার বাড়িতে ওজনে কারচুপি করা হতো। তা অজ্ঞ কৃষকরা সবসময় বুঝতে পারত না। এক সময় পাইকদের কথায় কৃষকরা জানতে পারে যে তখন থেকে ১০০ তোলার হিসাবে খাজনা নেওয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯৪৬ সালে তা সংগঠিত রূপ নেয়। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। কৃষক নেতা মণি সিং ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও নেতা। নিবারণ পণ্ডিত তাঁর দল নিয়ে দিনের পর দিন এই আন্দোলনের পক্ষে প্রচারাভিযান সংগঠিত করেন, কখনও গোপনে কখনও বা প্রকাশ্যে।)

মোদের দুঃখের কথা কাহারে জানাই

মোদের দুঃখের কথা কাহারে জানাই
সারা বছর খাট্যা মরি পেটের ক্ষুধায় ভাই
শুনরে ও ভাই কৃষক যত হিন্দু মুসলমান
অন্নদাতা হইয়া আমরা কি পাই প্রতিদান।
মেঘে ভিজ্যা রোদে পুইড়া ফলাইলাম ফসল
সেই ফসলে পরের গোলা ভরিল কেবল,
ধনী বণিক জমিদার আর বিদেশী সরকার
চার ভূতে লুইট্যা খাইল মোদের সোনার সংসার।
করজা বাবদ ঋণের বাবদ মহাজনের ঘরে
লোটা বাটি গরু বাছুর লেইখ্যা নিল পরে
তামাক, লবণ, জলের ট্যাক্স দিয়া হইলাম খুন
তারপরে সুপারী গাছে লাগলোরে আগুন।
(মোদের) কিনতে লাগে যে সব জিনিস কিনি দশগুণ দিয়া
আমারি সব ধান চাউল নিল মাথায় বারি দিয়া

লেখাপড়া শিখতে পায়না মাইয়া ছেইলা যত
মূর্খ হইয়া পরাণ লইয়া থাকি পশুর মত।
(ঐ) যে জমিতে বাপ দাদাদের শ্মশান কবর ছিল
সেই জমিতে অধিকার নাই সইলেনি সয় বল ?
হালের মুঠি ছোঁয়না যারা সুখে করে বাস
তারাই হইল জমির মালিক আমরা ক্রীতদাস।
ময়মণসিং জিলাতে মোদের লেংগুড়া বাজারে
বাজার ভাইঙা নিতে আইল সুসুং জমিদারে
সেই গোল ভাঙ্গাতে গিয়াছিল কৃষক নেতাগণ
মণি সিং আর আলতাব আলি আরও কয়েকজন।
তাদের মাথায় দিল বারি পুলিস গুণ্ডার দলে
জোর করিয়া ধইরা নিল কাছারি মহলে
শুইন্যা দেশের পুরুষ নারী হাজারে হাজারে
লাঠি সোঁটা নিয়া গেল লেংগুড়া বাজারে।
বলছে সবাই করব লড়াই কেহ না ফিরিব
প্রাণ দিতে হয় দিব মোরা প্রতিশোধ তার নিব
ভয় পাইল গুণ্ডার দল আর পুলিস নায়েব যত
তারা কৃষক নেতা মণি সিংয়ের হইল পদানত।
ক্ষমা ভিক্ষা চাইল তারা সকলে মিলিয়া
ফিরে গেল জনতা সব নেতার কথা শুনিয়া
শুনরে ও ভাই কৃষক যত হওরে হুঁশিয়ার
এমন লীলা নাইরে কিন্তু সারা দুনিয়ায়।
রাশিয়াতেও ছিল একদিন এমন দুঃখ ক্লেশ
সেথায় মজুর চাষী মিল্যা গড়লো নতুন দেশ
নাইগারে আর শোষণ বিধি নাইরে অত্যাচার
সবে মিলি গড়লো একটি সোনার সংসার।
হল কুলাকুলি বাহু তুলি প্রতি ঘরে ঘরে
তুলছে তারা আনন্দের রোল হাজারে হাজারে
সেই আনন্দ আমাদেরও ঘরে তুলতে হবে
কৃষক শ্রমিক জনতা ভাই একত্র হও সবে।

(হাজং বিদ্রোহকে স্তব্ধ করার জন্য সুসং জমিদারেরা প্রতিশোধমূলক অত্যাচার চালাতে থাকে। পার্বত্য ময়মনসিংহের লেংগুরা বাজার ছিল কৃষক আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। জমিদার গুণ্ডার দল ঐ বাজার লুঠ করে।)

তোমরা এবার লও চিনিয়া

তোমরা এবার লও চিনিয়া—তোমরা এবার লও চিনিয়া
আসছে কত দেশদরদী ভোটাভোটির গন্ধ পাইয়া ॥
শুনতে পাই হাটবাজারে এবার যত জমিদারে
টাকা পয়সা খরচ করে ভোট নিবেন কিনিয়া
খদ্দর টুপি ধরেছেন কেহ কোলাব্বর ছাড়িয়া
আইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করেন কেমন আছেন সেলাম দিয়া

কেউ কেউ লীগের নাম ধরে বলছেন লম্বা উয়াজ পড়ে
এবার ভোট দাও আমারে মুসলমান বলিয়া
আমি আছি লীগের মেম্বার সাত বছর ধরিয়া
এবার ভোট না দিলে হিন্দু যাবে স্বরাজ লইয়া ॥

ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লাগে পিঠা যায় বানরের ভাগে
এই কথাটা বহু আগে গেছে স্পষ্ট হইয়া
কত মামু আছেন দেখ দরদী সাজিয়া
কোন বেহেস্তে নিবেন তারা লালু কালুর ভোটখান নিয়া ॥

(১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে গানটি রচিত হয়। স্বাধীনতা (১০/১/৪৬) ও জনযুদ্ধ (২০/১/৪৬) পত্রিকায় গানটি প্রকাশিত হয়েছিল। নির্বাচন চলাকালীন সময়ে কবি গানটির কিছু শব্দ ও লাইন পরিবর্তন করেন। এখানে সংশোধিত রূপটি দেওয়া হল।)

থাইকো সাবধানে রে ভাই থাইকো সাবধানে

থাইকো সাবধানে রে ভাই থাইকো সাবধানে
রইয়াছে ভাই ভূতের বাসা পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে।

ভূত নাই ঠিক সেওড়া গাছে ভূতের বাসার চিন্ পইর‍্যাছে
ভূত এখন ছাপ্যা আছে অতিশয় গোপনে
ভূতের বংশ ধ্বংস হয়না শুধু মন্ত্রের গুণে
নরসিং ডালের বাড়ি ছাড়া ভূত ছাড়বে না অল্পদিনে॥

যত দূরে ছিল আবর্জনা ভাঙ্গিয়াছে ভূতের ছানা
হইতেছে ভাই জানাশুনা উৎপাত যেখানে
ঝোপজঙ্গল ঝাড় জেগে উঠছে ক্রমে দিনে দিনে
ভূতেরা সব বাও বুঝিয়ে পাও ফেলতেছে কার সন্ধানে॥

বহুরকম ভূতের ছানা, বলি এক ভূতের নমুনা
কণ্ট্রোল দরে মাল মিলেনা যে ভূতের কারণে
আবার বস্তা বস্তা কেউ নিয়ে যায় মাপিয়া কামানে
খরিদ্দার কান্দে হায় আল্লা মাল পাইলাম না ভূতের কারণে॥

(স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে গানটি রচিত হয়।)

পেটের কথা কেউতো বলেনা

পেটের কথা কেউতো বলেনা
প্যাকিস্তান হিন্দুস্তান পাইয়ারে পেটেতো বোঝ মানেনা হায়রে—
পেটের কথা কেউতো বলেনা।

পেটওয়ালা আছে দুইরকম
চিকন মোটা দুই দলেতে ঝগড়া হয় হরদম
এক দলেতে তুললে দাবীরে অন্যদলে মানেনা ॥

পেটের কথা সবারে জানাই—
চল পেট পাগলারা মিলে একটি সমিতি বানাই
পেটের জ্বালা বড় জ্বালারে শুধু কথায় পেট ভরবেনা

পেট পাগলা যত বন্ধুগণ—
চলো সবে মিলে চালাই আমরা পেটের আন্দোলন
পেটাধম কয় আওয়াজ তুলোরে
আমরা পেটস্তান দাবী ছাড়বনা ॥

(১৩৪৯-৫০ সালে গানটি রচনা করেন, পরবর্তীকালে বাস্তুহারার মরণকান্না পুস্তিকায় গানটি প্রকাশিত হয়।)

এই দেশ ছিল দেশের সেরা

এই দেশ ছিল দেশের সেরা
(ছিল) সকল দেশের রানী এদেশ ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা।
ধন তো নিয়াছে চোরে
ধান নিয়াছে মজুতদারে
পুষ্প সব গিয়াছে ঝরে, মরে যাচ্ছে নূতন চারা ॥
ঢেউ খেলেনা ধানের মাঠে,
কে লাগায় ধান কে বা কাটে
মাঠের রাজা যায়না মাঠে, গায়নারে গান রাখালেরা ॥
আজও যারা যায়নি মরে

উঠতে নারে শয্যা ছেড়ে
ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে হয়েছেরে জিতে মরা ॥
এই দেশের সেই জেলে তাঁতী,
কাঁদে তারা দিবা রাতি
পায়না সুতা যন্ত্রপাতি, ভাত বেগরে মরলো তারা ॥
ঘুমটা দেওয়া বঙ্গনারী
পায়না ঘুমটা দিবার শাড়ি
লেংটা হলো বৌ ঝিয়াড়ী, হায় আজ দেহের এই চেহারা ॥

কই তোরা আজ দেশহিতৈষী ও দরদী ভাই ভগিনী

কই তোরা আজ দেশহিতৈষী ও দরদী ভাই ভগিনী
        কৈ তোরা আজ
(আজও) মাঝে মাঝে চমকে উঠিরে ভাই
        যেন নারায়ে তগদীর শব্দ শুনি ।
মোদের মায়ায় ঘেরা ঘর ছিলরে বুক ভরা খুব আশা
স্বাধীনতার দমকা হাওয়ায় ভাঙ্গলো সুখের বাসারে
        ভাঙ্গলো সুখের বাসা—
হয়ে বাস্তহারা কপালপুড়া রে ভাই
        (করি) দেশে দেশে আজ আনিগুনি ॥
পরের ঘরে আর ভিক্ষার চালে,
জীবন কি আর ধারণ চলে
        মানুষের হালে—
ঐ যে তিলের খাজা আর ঘুগনি দানারে ভাই
        কত করা যায় বিকিকিনি ॥
কোথায় আমি রইলাম পরে, কোথায় বা বোন ভাই
কত ভিটা উজার হলো, লেখাযোথা নাইরে
        লেখাযোথা নাই—

এখন বল কোথা যাই কোথায় দাঁড়াই রে ভাই
কই বাঁধি আজ ভিটাখানি
কই মুছি আজ চোখের পানি ॥

(১৯৫০-এর ডিসেম্বরে নিবারণ পণ্ডিত পশ্চিমবাংলায় আসেন। ঐ সময়ে আলিপুরদুয়ারে অবস্থানকালে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ছিন্নমূল মানুষদের দুর্দশা বর্ণনা করে গানটি রচনা করেন।)

নিশি অবসান জাগরে তোরা

নিশি অবসান জাগরে তোরা
ভোরের বাতাস যায়রে বয়ে
রঙ্গিন আলো আকাশ ভরা ॥

জাগবার কারো নাইরে বাকী
জাগলো কত বনের পাখী
তারা মধুর সুরে ঐ থাকি থাকি
গান গায়রে মন পাগল করা ॥

বারে বারে ভোর না হতে
ডাকে পাখী ঘুম ভাঙাতে
আর কতকাল কাল ঘুমেতে
থাকবিরে বল ঘুমে মরা ॥

রক্তজবা ফুল করবী—
দেখছে চেয়ে রঙ্গীন ছবি
উদয় হল প্রভাত রবি
করে গুণ গুণ গুন ঐ ভোমরা ॥

নয়া দিনের বৈঠা বাইয়া
মাঝি যায় শোন কি গান গাইয়া
দেখরে তোরা চোখ মেলিয়া
নূতন দিনের নূতন ধরা ॥

(১৯৪৯-এ চীন বিপ্লবের সাফল্যের সংবাদে রচিত।)

ভাঙ্গরে ভাঙ্, ভাঙ্গরে ভাঙ্

ভাঙ্গরে ভাঙ্, ভাঙ্গরে ভাঙ্
ভাঙ্গরে ভাঙ্ যত চোরের বাসা
ও গরীব ভাইরে চাষী মজুর ভাইরে
নইলেতো নাই কারো ভাই বাঁচিবার আশা।

স্বদেশী বিদেশী কারখানার মালিক
মজুর মেরে রাখে মুনাফা ঠিক
সবাই মিলে করো এদের কোণঠাসা ॥

গ্রামের অধিবাসী রয় যে উপবাসী
চোরগুলো যদি রাজা হয় বসি
সবাই মিলে করো এদের কোণঠাসা ॥

মিলে মজুর চাষী মধ্যবিত্ত

মিলে মজুর চাষী মধ্যবিত্ত
আনতে হবে বাঁচার অধিকার

চল সবে মিলে এক হয়ে আজ পথ ধরিরে বাঁচিবার।
ভূতের গোষ্ঠী যায়নি ছেড়ে, আছে তোমার আমার ঘরে
লক্ষ্য করে দেখরে একবার—
দেখ ধলা ভূতের কালো চেলারে ওরে আমার দেশবাসী ভাই
পরোক্ষে থাকিয়ারে ভূতে করতেছে ভূতের কারবার॥

ভূতে ধরা ভাঙ্গাবাড়ি, চল ভাই মেরামত করি
নূতন সাজে হইবে তৈয়ার—
দাও ভাঙ্গা চালে নূতন ছাউনিরে, ওরে আমার দেশবাসী ভাই
নূতন গান কণ্ঠে ধর, গঠন কর নূতন সংসার॥

কৃষকের ঘাড় হইতে, ভূতের বোঝা নামাইতে
আগে যেতে হইবে তোমার—
নেংটি পরা অর্ধমরারে, ওরে আমার দেশবাসী ভাই
এই চাষী বাঁচিলে হবে দেশের দশের উপকার॥

যে বোঝা আজ চাষীর ঘাড়ে
সে বোঝা নামিতে পারে
পাইলে চাষী চাষের ক্ষেতখামার—
নয়াচীনের চাষীর মতরে, ওরে আমার দেশবাসী ভাই
হাড্ডিসার এই চাষীরা করবে সোনার ফসল তৈয়ার॥

আজ মধ্যবিত্ত চায় চাকুরী
মজুর চায় তার হক মজুরী
কাজ চাইছে যত সব বেকার—
পেলে শিক্ষকেরা শিক্ষার মূল্যরে, ওরে আমার দেশবাসী ভাই
গ্রামে গ্রামে স্কুল কলেজে হইবে নূতন শিক্ষার প্রসার॥

কুটির শিল্পী জেলে তাঁতী
যদি তারা পায় মাল যন্ত্রপাতি

পন্থা হবে তাদের বাঁচিবার—
কমলে ট্যাক্সের উপর ট্যাক্সের বোঝারে, ওরে আমার দেশবাসী ভাই
যত লক্ষীছাড়া কপালপোড়া ছোট ছোট দোকানদার ॥

সবার বাঁচার দাবি নিয়া
চল সবে এক হইয়া
নূতন সাজে হইরে তৈয়ার—
খুব হুঁশিয়ারে চলতে হবে রে, ওরে আমার দেশবাসী ভাই
যেন সুযোগ বুঝে বিভেদ বুদ্ধি ঘাড় না মটকায় আর একবার ॥

শুনেন সবে ভাই সব

শুনেন সবে ভাই সব শুনেন দিয়া মন
টসার কাহিনী একখান করিব বর্ণন
টসায় বুঝে যাহা—
টসায় বুঝে যাহা করে তাহা কারো কথা না মানে
সময় সময় টসা আবার ধীরা কথাও শুনে
কথার মিল ধরে না—
কথার মিল ধরে না কওয়া যায় না ভালো মন্দ কথা
টসায় চলে আপন বুঝে শুনেন এক কবিতা
কোন একটি গ্রামে—
কোন একটি গ্রামে কালু নামে ছিল এক মহাজন
পরিবারের পাঁচটি লোক তার টসা পঞ্চজন
কানে কেউ শুনে না—
কানে কেউ শুনে না পুত্র কন্যা বধূ ও গৃহিণী
একদিনের ঘটনা বলি শুনেন সে কাহিনী
একদিন প্রভাত কালে—
একদিন প্রভাত কালে টসার ছেলে হাল জুড়িয়া ভাই

মন ভুলে দেখে সে তো পেন্টি আনে নাই
হালটা জুড়িয়া থুইয়া—
হালটা জুড়িয়া থুইয়া দৌড়ি যাইয়া বৌকে ডাকি বলে
পেন্টিখানা কোথায় আছে আনি দে সকালে
হালটা খাড়া আছে—
হালটা খাড়া আছে বৌ ভাবিছে খাইতে বুঝি এলো
বৌ তখন রান্নাঘরে ভাত বাড়িতে গেল
থালায় ভাত বাড়িয়া—
থালায় ভাত বাড়িয়া কাছে আসিয়া হাসি হাসি বলে
পান্তা না খাও তপ্ত আছে রান্ধিয়াছি সকালে
আস খাও আসি—
আস খাও আসি মুচকি হাসি বৌটি যখন কয়
রেগে বলে টসা একি মস্করার সময়
ধরে চুলের মুঠি—
ধরে চুলের মুঠি খুব কয়টি চড়চাপড় মারি
বলদ ফিরাইতে চললো লাগছে হুড়াহুড়ি
বৌটি কান্দি তখন—
বৌটি কান্দি তখন বলছে এমন দোষ করিলাম কি
সকালে উঠিয়া আমি ভাত রান্ধিয়াছি
তবু মারলো কেন—
তবু মারলো কেন আমায় যেন পাইছে কিনা নারী
দেখি আজি কেমন বিচার করেন মোর শাশুড়ী
চললো বিচার দিতে—
চললো বিচার দিতে কাঁদতে কাঁদতে শাশুড়ীর নিকটে
যেয়ে দেখে শাশুড়ী তার বসি সূতা কাটে
বৌটি কেন্দে বলে—
বৌটি কেন্দে বলে তোমার ছেলে মারলো কেন মোরে
খাইতে আসলো ভাত আমি দিলাম থালায় বেড়ে
তবু ধরিয়া মারে—
তবু ধরিয়া মারে চুলে ধরে মা করলো টানাটানি

আমি তো মা কোন দোষ করছি বলে না জানি
কেন মারল এখন—
কেন মারলো এখন বৌটি যখন বলিতে লাগিল
শাশুড়ী ভাবিল বৌ দোষ ধরিতে এলো
সূতা ভাল হয় না—
সূতা ভাল হয় না আমি পারি না কাটিতে ভালো সূতা
বৌ ধরিবে শাশুড়ীর দোষ এইটা কেমন কথা
বুড়ি এই বুঝিয়া—
বুড়ি এই বুঝিয়া বিচার নিয়া বুড়ার কাছে যায়
বুড়া তখন আগদুয়ারে তামাক ভরে খায়
(আর) ভাবছে মনে মনে—
ভাবছে মনে মনে আজ বিহানে মাছ ধরিতে না যাবে
শাক শুকটিতে আজকের দিনটা চলুক কোনভাবে
শরীলটা ভাল নয়—
শরীলটা ভাল নয় এমন সময় বুড়ি আসিয়া বলে
দুষ্ট লোকের ছাওয়া কেন ঘরেতে আনিলে
এমন পাজির বেটি—
এমন পাজির বেটি নষ্টের ঘুঁটি দুষ্ট লোকের ঝি
চিকন মোটা আমি কাটি তার বাপের কি
আমার দোষ ধরিল—
আমার দোষ ধরিল কি বলিল হাত নাড়ি নাড়ি
ঝাঁটা মারি পাঠাও বৌকে আজই বাপের বাড়ি
দেখি বুড়ির ধরন—
দেখি বুড়ির ধরন বুড়া তখন বুঝিয়া লইল
বুড়ি বুঝি মাছ ধরিতে বলিবার আসিল
বুড়া উঠে পড়ে—
বুড়া উঠে পড়ে রান্না ঘরে মেয়ের কাছে গিয়া
খলাইটা দিতে বললো কন্যার ডাকিয়া
কন্যায় কি বুঝলো শুনেন—
কন্যায় কি বুঝলো শুনেন মাপ করিবেন বেফাঁস দু-এক কথা

কন্যা বুঝলো মত নিতে বুঝি আসিয়াছেন পিতা
বুঝি তার বিয়ার কথা—
বুঝি তার বিয়ার কথা পিতামাতায় আলোচনা হইল
মত নিতে পিতা বুঝি তাহাকে ডাকিল
কন্যা লাজুক হইয়া—
কন্যা লাজুক হইয়া আড়াল গিয়া ধীরে ধীরে কয়
তোমাদের মত ভিন্ন আমার অন্য মত তো নয়
হবে হউক না কেনে—
হবে হউক না কেনে মাঘ ফাল্গুনে তাতে আর কি
আমার মত তো বৌদিকে সেদিন বলিয়াছি
টসায় বুঝে যেমন—
টসায় বুঝে যেমন করে তেমন আপন বুঝই সার,
টসার মত হইয়াছে মোর কংগ্রেসী সরকার
শুনে না ধীরা কথা—
শুনে না ধীরা কথা দুঃখ ব্যথা কাহারে জানাই
ভূমিহীনরা ভূমি চাহিয়া ভূমি পায় নাই
কমতেছে রুজি রোজগার—
কমতেছে রুজি রোজগার হাজার হাজার বাড়তেছে বেকার
মধ্যবিত্ত ঘরে চলছে দারুণ হাহাকার
উঠেছে জমিদারী—
উঠেছে জমিদারী আহামরি শুনতে চমৎকার
গরীব চাষীর ঘরে ঘরে চলছে অনাহার
চাষীরা জমি পায় নাই—
চাষীরা জমি পায় নাই মকুব হয় নাই পুরাতন ঋণ
খাজনা ট্যাক্স বৃদ্ধি হইয়া চলছে দিনের দিন
জিনিসের দাম বাড়িল—
জিনিসের দাম বাড়িল নোটিশ এলো লোনের টাকা দেন
ধীরা কথা সরকারকে কেমনে শোনাবেন
যদিবা দুঃখ ব্যথা—
যদিবা দুঃখ ব্যথা দারিদ্র্যতা দূর করিতে চান

আর একটু জোরেতে বন্ধুগণ আর একটু আগান
কবিতা শেষ হইল—।

(১৯৫৬-৫৭ সালে গানটি রচিত হয়। উত্তরবঙ্গের চলতি ভাষায় "টসা" শব্দের অর্থ বধির বা কালা)

কথা : নিবারণ পণ্ডিত
সুর : চুঁড়ো গীদাল

ও বাহে দেওয়ানির বেটা

ও বাহে দেওয়ানির বেটা, গ্রুপ (লোন) নেওয়া হইল ভীষণ লেঠা
হলুদ নোটিশ দিয়াছেন এখন,
ভাল মন্দ আর কইবেন কারে, চাষীর দুঃখ গেল নারে
(আবার) তোর্ষানদী ধর‍্যাছে ভাঙন ॥
টাকাগাছ ধলুয়াবাড়ি, ঝিনাইডাঙা ঘুঘুমারি
বহু আছে কইব কত নাম
কুনিডাঙা আমবাড়ি, ঘরঘরিয়া ডাউয়াগুড়ি
ধরলো নদী ফলিমারি গ্রাম ॥
পশ্চিমেতে ওদিওদি, বহুগ্রাম ভাঙিলেন নদী
কান্দেন চাষী সর্বহারা হইয়া
ষাট বিঘা যার জমি ছিল, সেও আজ ফকির হইল
এখন ভাবেন কপালত্ হাত দিয়া ॥
কোন্টে বা করিবেন বাড়ি কোন্টে পাবেন টাকাকড়ি
কাঁয় বা কার করেন খোঁজ খবর
জঙ্গলবাড়ি আর শ্মশানবাড়ি মধ্যত এখান ঘরকরি
আছেন তারা যেমন বাজিকর ॥
কপালের দোষ নয় ভাইরে কপালের গুণ কয় তারে

যেমন হইল কুচবিহার শহরে
নাটাকুড়া হাজরাপাড়া সাহায্য পাইলেন তারা
আছেন তারা দালান কোঠা করে ॥
পাথরের বাঁধ উঠিল শহরবাসী স্থান পাইল
আছেন তারা ঘরবাড়ি বান্ধিয়া
প্রায় বিশখানা গ্রাম আছে তোর্ষানদী ভাঙিয়াছে
সরকার আছেন একচক্ষু মুদিয়া ॥
সন ১৩৬১ সনে প্রবল বন্যার কারণে
সরকার কিছু টাকা দিয়াছিল
শহরবাসী খয়রাতি পাইল গ্রামে তাহা লোন হইল
ঐ টাকারও নোটিশ আসি গেল ॥
বাঁচি এখন কি খাইয়া তার উপর লোন লইয়া
সগার মাথা গিয়াছে ঘুরিয়া
নিদানকালে লোন নিল সরকার এখন হুমকি দিল
আদায় করবেন সার্টিফেট করিয়া ॥
স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার বিচার তাহার সুবিচার
খানে খানে হয় বিভিন্ন ধরন
কাউকে পিঠে কাউকে কোলে কারও ভীতি নাচান চক্ষু মেলে
গরীব চাষীর হইল মরণ ॥
হাহাকার বৃদ্ধি পাইল জিনিসপত্রের দাম বাড়িল
চাষীর আয় মোটেই বাড়ে নাই
কথাগুলি বুঝি লইয়া চল ভাই জুট বান্ধিয়া
নেহ্যকথা সরকারকে জানাই ॥

(১৯৫৬-৫৭ সালে কোচবিহার জেলায় তোর্ষানদীর ভাঙনে পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রাম বিপন্ন হলে গানটি রচনা করেন।
শব্দার্থ : কোনটে—কোথায়, সগার—সবার, ভীতি নাচান—ভয় দেখানো।)

কথা / সুর : নিবারণ পণ্ডিত

নীল বিদ্রোহের জারী গান

ধুয়া (১) : হারে ও নীলকরে করলো সর্বনাশ
ধনেপ্রাণে চাষীকুল হইল বিনাশ।

মূলগায়েন : হায় হায়রে
শুনা কথা বলছি ভাইরে শুন দিয়া মন
বহুদিনের কথা এটা অতি পুরাতন
প্রাচীন কাল হইতে বাংলায় চলতো নীলের চাষ
নীল চাষ করিয়া চাষীর চলতো বার মাস ॥

ধুয়া (১)

মূলগায়েন : হায় হায়রে
কোম্পানীর আমলে নীল সাহেবগুলা এলো
নীল চাষীদের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাইল
সেই আগুনে পুড়ে দেশটা হইল অঙ্গার
ছারখার হইল কত সুখের সংসার ॥

ধুয়া (১)

মূলগায়েন : হায় হায়রে
প্রথম প্রথম সাহেবগুলা নীলের গাছ কিনিয়া
নীল রং করিত তৈরী কুঠিতে আনিয়া
অল্প দিনেই নীলের লাভে হইয়া লালে লাল
থানে থানে বসায় কুঠি বিশাল বিশাল ॥

ধুয়া (২) : ভাইগো এই দেশে আর থাকবার উপায় নাই
ইষ্টিকুটুম ভাই বিরাদ রইল ঠাঁই ঠাঁই
কার কাছে কই দুঃখের কথা, কার দিব দোহাই।

মূলগায়েন : হায় হায়রে
ভাল জমি নীলকরেরা কিনিয়া লইল
জমি কিনে নীলের আবাদ আরম্ভ করিল
চলাফেরা করা চাষীর হইল ভীষণ দায়
যারে পায় তারে ধরে কুঠিতে আটকায়॥

ধুয়া (২)

মূলগায়েন : হায় হায়রে
আটক করে রাখে আর করায় নীলের চাষ
জাল দলিল করিয়া তারপরে বানায় ক্রীতদাস
সাহেবদের অবাধ্য হায়রে কেহ যদি হয়
ধনে প্রাণে রক্ষা নাই জানিও নিশ্চয়॥

ধুয়া (৩) : বাছারে ঐ পথ দিয়া ঘুর‍্যা বাড়ি যা
ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা যাইও বাছা, সোজা পথ ধইরো না
নীল দানবে পাইলে বাছা, যাওয়া আর হবে না॥

মূলগায়েন : হায় হায়রে
দাদনের প্রথা একটা হইল বাহির
চাষীদের মারিবার অন্য আর একটি ফিকির
দাদন একবার নিলেরে আর শোধবার নাই উপায়
শোধ করলেও নাম থেকে যায় সাহেবদের খাতায়।

ধুয়া (৩)

মূলগায়েন : হায় হায়রে
দাদন যদি না নিতে চাও তাহলে কি হবে
জোর জবরে সাহেবরা, টিপসই রাখি দিবে

স্বীকার যদি না করে হায়, পাবে না নিস্তার
আদালত কোন কথা, শুনবে না তোমার ॥

ধুয়া (৩)

মূলগায়েন : হায় হায়রে
সাহেবদের পক্ষেই হবে আদালতের রায়
ন্যায় বিচার পাইবার কোন কিছু নাই উপায়
সাহেবদের কুকাণ্ডের হায়রে বহু কথা আছে
কত লোকের মান ইজ্জৎ, সাহেবরা মার‍্যাছে ॥

ধুয়া (৩)

মূলগায়েন : হায় হায়রে
সে কথা হায় বহুকথা কথার নাইরে শেষ
দুঃখের দিনের শেষের দিকটা বলছি অবশেষ
একদিনে সব নীল ভূতেরা দেশ ছাড়িয়া যায়
পালাইয়া বাঁচলো আসি ঐ কলিকাতায় ॥

ধুয়া (৪) : হারে ভীমরুলের হাঁড়ি, হাঁড়িতে কে ঢিল ছুর‍্যাছে
পিছে পিছে আসছে ধাইয়া ঐ না ঝাঁকে ঝাঁকে
পালাইবার পথ নাইরে আর ঘিরিল চৌদিকেরে ॥

মূলগায়েন : হায় হায়রে
অত্যাচারের ফলে চাষী ক্ষেপিয়া উঠিল
জেলায় জেলায় চাষীরা সব জমায়েত হইল
লক্ষ লক্ষ চাষী মিলে করলো অঙ্গীকার
ভেঙেছে ভেঙেছে কুঠি, ভেঙেছে এবার ॥

ধুয়া (৪)

মূলগায়েন : হায় হায়রে
ময়মনসিং, রংপুর, পাবনা, নাটোর যশোহর

দিনাজপুর, নদীয়া, মালদা হইল অগ্রসর
লোকে হইল লোকারণ্য মুখে মার মার
একদিনে সব নীলের কুঠি করিল চুরমার ॥

ধুয়া (৪)

মূলগায়েন : হায় হায়রে
নীলের বিল্ডিন যত ছিল ধ্বংস করে দিল
একখান একখান করে ইট এক একজনে নিল
এই হে ভূত ছাড়িয়া গেল আসিল না আর
এইভাবে সেই নীলচাষীরা পাইল নিস্তার ॥

(গানটি নাচসহ পরিবেশিত হত।)

আরে ও দেশবাসী

আরে ও দেশবাসী
আরে ও গরীবচাষী
জীবনভরা হাল বাইলাম, কাল কাটাইলাম নিত্য উপবাসী ॥

(আমরা) মেঘে ভিজি রৌদ্রে পুড়ি ফসল ফলাই সোনা
ভাগ্যবানে সেই ফসল খায় আমরা উপাস উনারে ॥

শাওন ভাদ্রে ফলাই ফসল অঘ্রান পৌষে তুলি
ফাল্গুন চৈত্রে মহাজন আসি ভাণ্ডার করে খালিরে ॥

ঝড় বাদলে ভিজি মোরা থাকি ভাঙা ঘরে
ভাগ্যবানের দালান উঠে চাষীর ভাগ্য না ফিরে রে ॥

আগের চেয়ে বরং বেশী খাটছি দিবারাতি
ইলেকট্রিক বা কোথায় রইল জ্বলে না কেরোসিন বাতিরে ॥

কুমরণ আর মরব কত, চল মরার মত মরি
বাঁচার লড়াই করি সবে, ঝাণ্ডা উঁচা করিরে ॥

হামরাগুলা হালুয়া কিষাণ কামাই করি খাং

হামরাগুলা হালুয়া কিষাণ কামাই করি খাং
কাম নাই কাজ নাই কোটে এলায় যাং
দিন হাজিরা আড়াই টাকা যদি বা কাম পাই
দিনমনে সেই শুকান রুটি দাদারে ভাতের উদ্দিশ নাই ॥

ভাতের হাউস ছারছুং এলায় রুটির পাইসা না জুটে
টারি টারি ঘুরছং ফিরছুং কামাই না পাং কোনটে
হামরাগুলার মতন যাঁয়, তায় সে না দুঃখ বুঝে
হামার চেংড়াগুলার ঢং দেখিয়া দাদারে মরিয়া যাং লাজে

ঝাকুয়া চুল চেংড়াগুলা হামার টারিত রাখে
ঘোরাং ফেরাং করে দিনভর চা দোকানত থাকে
দুপুর রাইতত খাইতে আসিয়া রাগে গজগজ করে
মুখের আগত না কং কথা দাদারে কখন ধরিয়া মারে ॥

চাকরি বাকরি কামাই রুজি পাইবার আশায়
জিও জিও করি চেংড়ার দল মিটিং বাড়ি যায়
মিছাং ঐ দৌড়াদুড়ি সকাল আর বৈকাল
সার হইয়াছে ছিরথেট টানা, দাদারে চক্ষু দুইটি লাল ॥

দরদী মোর ভাই

দরদী মোর ভাই
চল করি চল বাঁচিবার লড়াই।
দিনে রাইতে খাটিয়া মরি, চিন্তিয়া কাটাই রাত
ওরে—মাইয়া ছাওয়ায় রুটি চাবাই না পাই পেটের ভাতরে ॥
অমিলন নয় কোন জিনিসের সব জিনিসই মিলে
ওরে—হাট বাজারেই সব পাওয়া যায় ডবল মূল্য দিলেরে ॥
ভাগ্যবানের বোঝা দেখংরে ভগবানেও বয়
ওরে—গরীব চাষীর বোঝা বইবার দরদী কাঁউ নয় রে ॥
ধনীর কান্দন ধনীরে কান্দে (আর) কান্দে ভগবানে
ওরে—সরকার কান্দেন মায়া কান্দন মোর কান্দন না শুনে রে
কাক মরিলে কাকেরে কান্দে জুটে এক জায়গায়
ওরে—গরীব মরিছে গরীব ভাই সব আয়রে ছুটে আয়রে ॥

ও দাদারে তাড়াও বাবুই রে

ও দাদারে তাড়াও বাবুই রে—
ক্ষেতের পাকিনা ধান খাইল রে।
উর‍্যা উর‍্যা আইসে বাবুই, পর‍্যা পর‍্যা খায়
তাড়া পাইলে উর‍্যা বসে বাবুর আঙিনায় ॥

কতক বাবুই কালিয়া, কতক বাবুই ধলিয়া
কতক বাবুইর মাথায় টোপর
বাবুইর বাসা দেশজোড়া দেখ কি সুন্দর ॥

বাবুই খাইলো ক্ষেতের ধান, ঘরে খায় ইন্দুর
চাল আটা খাইয়া খাইল, তেল সাবান সিন্দুর
চাল আটা খাইয়া ইন্দুর ভুসিও খাইল—
তোমার আমার পকেট কেটে শূন্য করিল।

মাঠে বাবুই ঘরে ইন্দুর, সব খাইয়া নিল
চেয়ে দেখ পাকা ধানে (এখন) বাবুই পড়িল।

শুনেন রে ভাই সমাচার

শুনেন রে ভাই সমাচার
ভাব ধরিল্ কি চমৎকার
মিঠা তেল হইল্ আঠারো টাকা সের
(আর) ডাইলের পোয়া একুশ আনা
পাথর থাকে চাবান যায় না
দাম বাড়িল্ ভাই শুকান মরিচের ॥

বউএর মাথার নারিকেল তেল
সেটারও দাম বাড়ি গেল্
মাছের দাম হইল্ যেমন সোনাদানা
বাদ দিনু সাবান চুড়ি
সাধারণ ধুতি শাড়ি
আর বুঝিরে পিন্দন যাবে না ॥

হাহাকার হইল্ শুরু
বেচি হইতেছে হালের গরু
বন্ধক রাখে কেউ বৌয়ের কানের সোনা
অনাহার অর্ধাহারে
কেউ চলিতেছে ধার করে
শাখাই বাড়ি কেউ করছে আনাগোনা ॥

এবার বৃষ্টি হইল ভারী
হয় নাই তরি তরকারি
হাটত্ যাইয়া কি জিনিস বেচাই
লাউ কুমড়া এটা ওটা
এসবে আর পাইসা কয়টা
বেচির জিনিস ঘরত কিছুই নাই ॥

কিনিতে চাই সস্তা দরে
জিনিসের দাম রোজই বাড়ে
দিল্লী বলে নামিছে বাজার
তুমি আমি বুঝি সেটা
সংসার চালান কিযে ল্যাঠা
মরণ হইলেক ভাই তোমার আর আমার ॥

মূর্খ্য গীদাল হামরাগুলা ভাওয়াইয়া গান গাই

মূর্খ্য গীদাল হামরাগুলা ভাওয়াইয়া গান গাই
হাল বাড়ির কামাই সারি দুতারা ডাঙাই
সুখ দুঃখের কথা খেলায় মনতে পড়িল
চট্কা সুরে দুতারা ডাং, বাজিয়ারে উঠিল ॥

স্বাধীন হইনু ঘর হারাইনু নাই তার ভিটামাটি
পরার ভুইয়ত ঘর বান্ধিয়া পরার ভুইয়ত খাটি
দিন মনে সেই আড়াই টাকা মজুরী পাইয়া
মাইয়া ছাওয়ায় রুটি চাবাই আন্ধ্যারত বসিয়া ॥

হামি হয়তো মরি যাইম ভাই না বাঁচিম বেশী দিন
ডাক্তারবাবু কইছেন হৃদরোগ বড়ই কঠিন

গান কবিতা বন্ধ হইল্ মোর আসর করা মানা
কেমন করি গান করি ভাই হইল্‌রে ভাবনা ॥

ভাবিনু না হয় ছাপি দিম মুই গান দুচারখানা
সেন্সারে কাটিয়া গানের ভাবে রাখিল্ না
মনের আগুন চোখের জলে নিভানর কথাখানা
সেন্সারে কয় আগুন শব্দ বলারে চলিবে না ॥

আগুন বাদ দিয়া শুধু জল দিয়া কি করে গান গাই
ভাবে বুঝিনু দুঃখ পাইলেও বলিবার উপায় নাই
হামার গান তোমরা ভাইরে সাঙ্গ ধরি নিও
সময় এলে আগুনে গান হাজারো কণ্ঠত গাহিও ॥

(জরুরীকালীন অবস্থার সময়ে বেতার কর্তৃপক্ষ "আগুন জ্বালো" শব্দটি থাকার কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে" গানটি নিষিদ্ধ করে। এই ঘটনা কবিকে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করে। তিনি এই গানটিতে সমগ্র সেন্সার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদে সোচ্চার হন। শব্দার্থ : গীদাল—গ্রামীণ গীতিকার তথা গায়ক ; ডাঙাই—বাজাই ; জেলায় —যখন, পরার ভুইয়ত—পরের জমিতে, হামার—আমার, কণ্ঠত—কণ্ঠে।)

আরে ও মোর বন্ধু দরদীয়া

আরে ও মোর বন্ধু দরদীয়া
(বুঝি দেখ) কাঁয় বনাইল্ তোমাক্ নবীন বাউদিয়া।

কোন দোষত্ গেইল্ তোর ভিটামাটি
বেচেয়া খাইলেক্ কুল্লে গয়নাগাঁটিরে
কোন দোষত্ শেষ থালাবাটি, খাইলেক তুই বেচেয়া

কাঁয় হরিল্ তোর ক্ষেতের ধান
কাঁয় কাড়িল্ তোর মুখের গানরে
দোষমনক তুই না রাখালু চিনিয়া ॥

ঐ পূর্ণগোলাটা পূর্ণ হইল্
হাজার ভিটা শূন্য হইল্ রে
(বুঝি দেখ) কাঁয় তোর বুকের রক্ত খাইলেক রে চুষিয়া ॥

কি আছে তোর ভয় ডর
বাঁচির বাদে লড়াই কররে
মরবি যদি মরি যা তুই বাঁচার লড়াই করিয়া ॥

যাঁয় তোমাক নিত্তি মারে
মুখের গ্রাস হরণ কররেরে
মূল দুষমনক্ বিনাশ কর তুই মরণ কামড় দিয়া ॥

(শব্দার্থ : কাঁয়—কে, দোষত—দোষে, বাঁচির বাদে—বাঁচার তরে,
নিত্তি—নিত্য।)

ও মোর শিং ডারিয়া হাউসের পাস্থন রে

ও মোর শিং ডারিয়া হাউসের পাস্থন রে
(পাস্থন রে হে—ও মোর পাস্থন)
হাউস করিয়া আনছুং পাস্থনার হে (তোক) বক্সির হাটত যায়া
বৈশাখ মাস না আসিতেরে পাস্থন গেলু মোক ছাড়িয়া রে ॥

চৈত্র মাসখান হাতত ছিল পাস্থন রাখছুং সাথে সাথে
ছাড়াছাড়ি হইলেক বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ না আসিতেরে ॥

জ্যৈষ্ঠ মাস কষ্টের মাস পাস্থন কিষাণক কাঁয় আর পুঁছে
(এলায়) ডেলি কোদাল ধরি ঘুরং রিলিফ কামাই কোনটে আছে ॥
তিনদিন ঘুরিয়া নাম লিখানু মুই তিনদিন রইনু বসে
(আর) তিনদিন ঘুরনু বাবুর পিছত, মোর নাম না এলায় আইলেরে

(শব্দার্থ : শিং ডারিয়া—মহিষের শিং-এর বাঁটওয়ালা ; পাস্থন—ক্ষেত নিড়ান হাতিয়ার ; হাউসের-প্রিয়, পুঁছে—ডাকে ; এলায়—এখন ।)

কথা : নিবারণ পণ্ডিত / আবদুল জব্বার
সুর : নিবারণ পণ্ডিত

আমরা দেশের গরীব চাষী ভাই

আমরা দেশের গরীব চাষী ভাই (ভাইরে)
হালের পাছুৎ হাল নাগেয়া
ভাল্ করিয়া জমিন চাষে যাই ।
হাল বই আমরা রোদে বাত্তায়
ঝড় বৃষ্টি মেঘ শীতে জারেরে
সারাদিন যায় খাটুনীতে আমার
খাবার সময় নাই ॥
লাঙ্গল আমার মার পেটের ভাই
তাক্‌বিনে আর গতি নাইরে
সঙ্গের সাথী বলদ জোড়া
সেটাও ভালো চাই ॥
জমিনে যখন ফসল ফলে
গিরির গোলায় দেই আগত তুলেরে
আগত খাওয়া গিরিটার যে
দেন শোধ করা চাই ॥

আগত গিরির দেন শোধ করিয়া
শেষত যা হয় পোয়াল মারিয়ারে
খুশী হইয়া আমরা তাই নিয়া
ঘরত যাই ॥
দুদিন বাদেই দেন করতে বিরাই
দেন ছাড়া যে গতি নাইরে
এই তো মোদের চাষীর জীবন
শুনেন বন্ধু ভাই ॥
কি যে দুঃখ চাষীর মনে
সে কথা আজ বুঝাই কেমনে রে
দুঃখের দুঃখী না হইলে
দুঃখ বোঝে না ভাই ॥
তাই বলি আজ দেশবাসী
মরছি আমরা গরীব চাষীরে
এবার যাতে বাঁচতে পারি
আমরা করব সে লড়াই ॥
চাষী যাতে বাঁচতে পারি
নাঙ্গল জোয়াল পেন্টি ধরিরে
যেন সুদের চাপে আর না মরি
আমরা নিজের জমি চাই ॥

কথা ও সুর : নিবারণ পণ্ডিত

ও কিরে হালুয়া দখল রাখ ভুঁই

ও কিরে হালুয়া
দখল রাখ ভুঁই দখল লেখাইয়া।

গিরিওলার ফান্দার ফুসুর তুই কেনে শুনিস না ?
কনে তুই দেখিয়াও দেখিস না, উয়ার দুমদুমি কোনা
হাল তুলিবার বুদ্ধি কত তোকে মারিয়া॥

হালুয়া নাম রেকর্ড হইবে, ভুঁইটা চাষ করিছে যে
নগদ জরীপ নামিবে, হালুয়া নামটা বসিবে
হালুয়া নাম রেকর্ড কর তুই জুট বান্ধিয়া॥

এবার যদি হালুয়া নাম রেকর্ডভুক্ত হয়
হালুয়া না পুছা আর নয়, নাই উচ্ছেদের আর ভয়
ব্যাঙ্ক সেলার ঋণ যোগাবে তোকে ডাকিয়া॥

(ভূমিনীতি ও অপারেশন বর্গাকে সমর্থন করে রচিত।)

কথা / নিবারণ পণ্ডিত / আবদুল জব্বার

সুর / নিবারণ পণ্ডিত

ও মোর দাদারে মোর দাদা

ও মোর দাদারে মোর দাদা
মোক হালুয়া জোড়া দে
তোর পেন্টি কোনা দে
আজি জোতং মুই চৌকাসুই মোর দোলাবাড়িতে।

দোলাবাড়িতে মূলা বুনং মুই
হইবে মোটাসোটা হইবে মোটাসোটা
(এবার) জরীপ নামিলেই পাইয়া যাইম মুই
খাস জমিনের পাট্টা।
সগায় বলছেন দখল রাখ তোমার চাষের জমিতে॥

যাঁয় বসাইছেন শ্যালুকল
তার খুবই টাকার বলরে
সার জল ভুঁইয়ে দিলে জোর ধরে ফসল রে জোর ধরে ফসল।
এবার এখান শ্যালু বসাইম মুই পাট্টার জমিতে॥

উঁচা জমিনের ভাদুই ধান
আছে বোরো জমিনে মোর বোনা
বাড়ির পাছত কুইশার গাড়ছুং
টাকা পাইম মুই দোনা
সার্কাস দেখিতে যাইম মুই এবার রাসের মেলাতে॥

কথা / নিবারণ পণ্ডিত

সুর / প্রচলিত চট্‌কা পয়ার

ওকি ও হো রে ইন্দিরা

ওকি ও হো রে ইন্দিরা, তুই করলু মোক্ ঘরের বাহিরা।
মেলা পুলিস আসিল বাড়ি, মোর ঝড়ুক নিলে ধরি—
সেদিন হতে মুই ছাড়িনুরে ঘরবাড়ি
ওকি ও হো রে ইন্দিরা, তুই করলু মোক্ ঘরের বাহিরা ॥

আশি টাকাত খাসী বেচানু, ভিটাখানা মোর বন্ধক থুইনু
ধার করিনু আরও টাকা দেড় কুড়ি—
কত নাগানু মুহুরী, উকিল মোক্তার, ধরিনু
দেওয়ানী ধরিনু সরকার
ঘুরিছুং কত না কোর্ট আর কাছারী
টাকাগুলা মোর ফাঁকত গেইল্, ঝড়ুর নাকি মিসা হইল্
মিসায় ধরিলে নাকি নাই ছাড়াছাড়ি
ওকি ও হো রে ইন্দিরা, তুই করলু মোক্ ঘরের বাহিরা ॥

এলায় ইন্দিরা সরকার ডুবি গেইল্ নতুন সরকার গদী পাইল
গদিত বসি সরকার করিছেন ঘোষণা
সগার এলায় ভাল্ হবে, বন্দীরা সব মুক্তি পাবে
উরাং ব্যারাং মনত্ মোর আসিল সান্ত্বনা।
ওকি ও হো রে ইন্দিরা, তুই করলু মোক্ ঘরের বাহিরা ॥

কথা ও সুর : গুরুদাস পাল

পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী

শুনেছো কী কলকাতার খবর
বুদ্ধদেবের শিষ্য যারা
অহিংসাতে মাতোয়ারা
ধরলো পেশা মানুষ মারা
বন্ধ করে ঘরের দোর।

নির্বিচারে নরনারী ছাত্র-ছাত্রী হত্যা,
এ যদি হয় শিশুরাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা
তাহলে আজ সবার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি :
পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী।

চাঁদেও কলঙ্ক থাকে পথে থাকে কীট

চাঁদেও কলঙ্ক থাকে পথে থাকে কীট
মগজে দুর্বুদ্ধি থাকে নড়লে চড়লে টিট।
লক্ষ্মী গাওয়া ভেজাল থাকে চালে থাকে কুড়ো
লেবেল মারা পাউডারেও খড়ি মাটির গুঁড়ো।

ফলিডল বিষেও ভেজাল মরে নাকো পোকা
বারো বছরের মেয়ে হ'য়েও হয়ে যাচ্ছে খোকা।
রাজ্য ভেজাল, রাজা ভেজাল, ভেজাল শাসনযন্ত্র
গজিয়ে উঠছে অপূর্ব এক ভেজাল সমাজতন্ত্র।

ভেজাল চাল আর ভেজাল ডালে, ভেজাল খিচুড়ি রেঁধে
তাই-না খেয়ে গোবরা মরলো পেটের ব্যথায় কেঁদে !

আমি কত্তা ভজার দলে

আমি কত্তা ভজার দলে
বাইরেতে বোষ্টুমী আমি, ভেতরে দুর্নীতি চলে।
বাস্তুহারার ক্যাম্পে গিয়ে ভাসি চোখের জলে
যদি কচে-বারো করতে পারি ইলিকশানটার তলে তলে :
আমি হিংসার ওপর বড্ডো চটা মাঝে মাঝে ক'রে ঘটা
বাক্যচ্ছটায় পটিয়ে লোককে ভেড়াই নিজের দলে ;
গরিব-গুব্‌রোর ওপর ঐ যে লাঠিগুলি চলে.
সেটা তোমরা বুঝলে কিনা, সেরেফ তাদের কর্মফলে ॥
আমি দিব্যি করে বলতে পারি, ঐ যে পুলিস-মিলিটারী
ওরা শান্তিরক্ষের ধ্বজাধারী, নায্য পথে চলে।
মাঝে মাঝে দুষ্টুলোকের কেলেঙ্কারীর ফলে
যত হাড়হাবাতের হুড় থামাতে, খাম্‌খা গোচ্ছার গুলি চলে ॥
লোকের মশাই এঁড়ে বায়না. তারা নাকি খেতে পায় না
না খেলে কী বাঁচা যায় না ? বলুক তো সকলে।
চোদ্দ বছর শুকিয়ে লক্ষ্মণের কি করে চলে ?
এ তো আমার কথা নয় রে বাপু, রামায়ণের নেকায় বলে।
আমি নাম ভাঙনের গুরুমশাই, চতুর্বর্গ জ্ঞানের গোঁসাই
বুদ্ধশিষ্যের অস্থি ভাসাই বারাণসীর জলে,
ইতরজনের সাইকোলজি বুঝতে পারার ফলে
আমার হোক-না গাড়ির চাকা ভাঙা, হটের হটরে তবু চলে ॥
যখন ফুটপাথে লোক টেঁসে থাকে খিদের ধকলে
পথের ধুলো উড়িয়ে আমার স্টুডিবেকার গাড়ি চলে
আমি একজন স্বদেশভক্ত, আমার দুটি হাতে নারী রক্ত
একটু শক্ত না-হলে কী তখত করা চলে ॥

ওগো কলকাতা, তোমায় আজ

ওগো কলকাতা, তোমায় আজ, জানাই নমস্কার ·
তুমি শিক্ষাদীক্ষা, সৃষ্টি কৃষ্টি, সব কিছুর আধার।
তুমি বাংলার ইন্দু, কেন্দ্রবিন্দু, যথা সিন্দুর নারী ভালে
তোমাকেই ঘেরি, প্রগতির ভেরী, বাজিয়াছে কালে কালে।
হে মহানগরী, তোমাকেই স্মরি, করি মোরা অভিযান
তুমি শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের সংগ্রামী ময়দান।
যবে দুর্যোগরাতি, দিশেহারা জাতি, অরাতি আপনজনে
সে যে কী ভীষণ, বিভীষণ সিঁদ কাটে গোপনে গোপনে
চৌদিকে ঘিরে, ভিতরে বাহিরে, মানব জাতির বৈরী
তুমিই করেছো সেদিন, সংগ্রামী মন তৈরি।
সেই প্রেরণায়, লাল পতাকায়, সজ্জিত শোভাযাত্রা
যতই আসিছে আঁধার নাশিছে, আলো আলো পুরামাত্রা।
কানায় কানায় যেন ভরে যায়, শোষিত গণ মিছিল
জায়গা নেই এক তিল···।

[অসম্পূর্ণ]

স্বভাব তো কখনো যাবে না

স্বভাব তো কখনো যাবে না
ও হো মরি
থাকিলে ডোবাখানা
হবে কচুরীপানা
বাঘে হরিণে খানা
একসাথে খাবে না।
জলের স্বভাব যেমন ধারা নিম্নদিকে যায়
আগুনের স্বভাব যেমন সব কিছু পোড়ায়।

ছারপোকার ঐ স্বভাব কেবল রক্ত চুষে খায়
কাঠেতে রাখে না বস্তু ধরলে উই পোকায়।
পাতি কাক পুষে ঘরে
যতোই পড়াও না তারে,
সে শুধু কা কা করে
রাধে কৃষ্ণ কবে না।
সাপের স্বভাব কেবল মারে বিষাক্ত ছোবল
ছেলেদের ওই স্বভাব কেবল পাকায় গণ্ডগোল।
বিড়ালগুলোর স্বভাব কেবল হাঁড়ির দিকে চায়
কখন শিকে পড়বে ছিঁড়ে তারই লালসায়।
বুনো ওল খেলে পরে
গলাটা কিট কিট করে
যখনই সিঁদেল চোর ধরা পড়ে
কবুল করে না।
জমিদারের স্বভাব করে চাষীর সর্বনাশ
খাতা ব্যবসায়ীদের স্বভাব খোঁজে চৈত্রমাস।
ধনীর স্বভাব গরীব মারার কলকাটি বানায়
বিভেদ বিষের আগুন নিয়ে খেলছে এ বাংলায়।
হিন্দু আর পাঞ্জাবী
এই সেদিন বাগমারীতে
ছিল লাগ লাগ লাগিয়ে দিতে
চিত্তেতে বাসনা
ভণ্ডযোগী জটাধারী তেলক ফোঁটা গায়
গণতন্ত্রের মন্ত্র দিয়ে ডুগডুগি বাজায়।
মুখেতে অহিংসার বুলি হাতে শিশুর খুন
গুণের গুণীর গুন গুন গুন চলতেছে রামধুন।
এ গুণের বেগুন কাঠে
জনতা তুলবে লাটে
চলছে মাঠে ঘাটে তার প্রস্তুতি জল্পনা।
(১৯৬৭ সালে পাঞ্জাবী-অপাঞ্জাবী দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে।)

বাবারে, ও বাবারে

বাবারে, ও বাবারে
কোন দিকে বা যাই
আমার একূল ওকূল দুকূল অকূল
বিলকুল কিনারা নাই।
বাবারে……
আমার এই ঠুনকো কপালে
মরি হায় কালে কালে
ঘটলো কি কাল সকাল বিকাল
নেই পানি হালে
আবার ঘুমের কালে ঘরের চালে
মশার ভাষণ শুনতে পাই
বাবারে……
বলি হায়রে মশারী
করলে আজ কি কেলেঙ্কারী
ভেবেছিলাম তুমি হবে
মোদের পারের কাণ্ডারী
এখন করছো নিজের পকেট ভারি
মোদের দিকে নজর নাই
বাবারে…
তোমার চতুর্দিকে ফাঁক
মশারী ঢুকিয়ে দেছে নাক
তাদের এক হাতে দুধের বাটি
আর অন্য হাতে তামাক
দুটোর চাপে তোমার দেমাক
ভাংছে তোমায় তুমি নাই

বাবারে……
কেবল বোঝাই ছারপোকায়
তোমার ছায়ায় থেকে আমাদের
রক্ত চুষে খায়
কামড়ে কামড়ে আমড়া চোষা
করলে মোদের বংশটাই
বাবারে……
এবার আসছে ইলেকশান
মশারী খুব থেকো সাবধান
রগড়ানিতে বিগড়ে গেছে সব
হিন্দু মুসলমান
তারাই দেবে এর সমাধান
ক'রে তোমায় রামছাঁটাই
বাবারে…

ভাইরে মৃত্যুকালে পাপী তো কৃষ্ণ বলে না

ভাইরে মৃত্যুকালে পাপী তো কৃষ্ণ বলে না
কয়লার ময়লা যায় না ধুলে
ছোকরা হয় না পাকা চুলে
শিমূল ফুলে সুবাস মেলে না।
যতই মাজো ঘষো তবু, ছুঁচোর গায়ের গন্ধ কভু
গোলাপ জলে ধুলেও যাবে না।
মাকালে চিনি মাখালে মিষ্টি হয় না কোনো কালে
আর শ্যাওড়া ডালে আঙ্গুর ফলে না।
কুকুরে কামড়ালে পরে, জল দেখে সে ভয়ে মরে
চেষ্টা করে বাঁচার তরে আক্ষেপ তার গলার স্বরে
রোজা বদ্যি কত ধরে, জলপোড়ায় যদি কাজ করে
শেষে যমের ঘরে করে রহনা।

জার্মানীতে হিটলার ছিলো, কত না তাবিজ বাঁধিল
আইন কানুন গুলী জেলখানা
কত সব বিদ্যুত-বাহিনী, শেষ পর্যন্ত কেউ বাঁচে নি
(আমার) কর্তারা কি খবর রাখে না!
(যখন) পিপীলিকার ওঠে পাখা, যায় না তারে ধরে রাখা
(করে) আগুনের দিকে রহনা
তেমনি ধারা মতিগতি যারা দেশের কোটীপতি
(মিলেছে) জমি-জমা শিল্প-কারখানা।
(ওরা) স্বপ্ন দেখছে মনের ভুলে, কাঁচকলা গাছ আঙ্গুল ফুলে
ডালে ঝুলে আছে বেদানা।
(যেদিন) স্বপ্নের ঘোর যাবে কেটে
(দেখবে) চলে গেছে কালের পেটে
তাকে ব্রহ্মাণ্ড ঘেটেও পাবে না।
ওরা কেউ দারোগা কেউ বা সিপাই
করছে সদাই খাই, খাই, খাই
বাবুদের খেয়ে পরে ভুঁড়ি ভরে না
আমাদের হাড় খেয়েছে, মাস খেয়েছে
চামড়াটুকু বাদ রেখেছে
(বোধ হয়) ডুগডুগি বাজাবার বাসনা।

এক পাঠশালাতে গুরু মশাই অঙ্ক দিতেছেন শিক্ষা
তাঁর প্রিয় ছাত্র ফটিকচাঁদকে করতেছেন পরীক্ষা
বললেন—ফট্‌কে, ইদিকে আয় দিকিনি সরে
একটা অঙ্ক দিচ্ছি, মুখে মুখে দে দিকিনি করে
ধর—তোর ঠাকুমার ঠাকুর ঘরে কলা আছ ছ-টা
তার মধ্যে তোর বোন খেয়ে ফেললো দু-টা
রইলো বাকী কটা ?
অঙ্ক শুনে ফটিকচাঁদ তো আকাশ পাতাল ভাবে
অলক্ষুণে অঙ্কটা যেন কেমন কেমন লাগে
অনেক ভেবে চিন্তে ফটিক বললো ঠিক করে—

একটাও থাকবে না দেখতেছি হিসেবে।
গুরুমশাই বললেন কেমন ?···
ফটিক বললো ছ-টার মধ্যে দু-টা যদি খেয়ে ফেলে বোনটা
বাকী চারটা তো আমি খাবো, রইবে নাকো একটা।
গুরু মশাই বললেন—সাবাস ছাত্র, ওরে সাবাস ছাত্র
দিল্লীর নজরে পড়া মাত্র
তোর পদোন্নতি ঘটবে।

তোকে রোখে সাধ্য কার
তুই ছিলি পূর্বজন্মে কংগ্রেসের ক্যাশিয়ার
এই তো দেখুন হাতের কাছে
কংগ্রেসী বাবুরা আছে
(ওরা) উঠলো গাছে পাড়তে বেদানা
(শেষে) আঁকশি শুদ্ধ হলো হাওয়া
যাচ্ছে যে সব খবর পাওয়া
(ওদের) ভাঙা ঘর আর ছাওয়া যাবে না ॥

কথা ও সুর : কবিয়াল শেখ গুমানী

সঙ্ঘের ভেরী বেজেছে রে ঐ

সঙ্ঘের ভেরী বেজেছে রে ঐ,
এগিয়ে চল সব শ্রমিক বীর,
বৈষম্যের হর্ম্য ভাঙিয়া উচ্চে তুলতে সাম্য শির।
এগিয়ে চল সব শ্রমিক বীর॥

আয়রে মজুর মুটোরী দল, বিক্ষত প্রাণে বাঁধিয়ে বল :
তোদের বাহুতে ধরণীতল
নিত্য লভিছে নব শরীর।
এগিয়ে চল সব শ্রমিক বীর॥

আয় রে কেরানী, বাঁধা গোলাম,
দিতে হবে তোর প্রাণেরই দাম
ক্লান্ত দেহেরও নাহি বিরাম,
শ্রম নাহিক যে দিবানিশির।
এগিয়ে চল সব শ্রমিক বীর॥

হাড় ভাঙা খেটে খাটুনী রে
শাক-ডাঁটা ছাড়া জুটেনি রে,
(তোদের) দুর্দিন আজও কাটেনি রে
মুছেনি নীরব-নয়ননীর।
এগিয়ে চল সব শ্রমিক বীর॥

(যদি) ক্ষুধার জ্বালায় তোল বুলি,
ভাঙা বুক ভেঙে করে গুলি

তোরা ধররে নিশান ধর তুলি, আজ নাশিবারে
মহারাত তিমির।
এগিয়ে চল সব শ্রমিক বীর॥

চরণের সাথে বুক পাতি, মরণের মুখে মার লাথি
পায়ের যাত্রী কর সাথী, ঐ রক্ত নদীর ওপারে তীর
এগিয়ে চল সব শ্রমিক বীর॥

ভারতবাসী গো

ভারতবাসী গো—জীবনহারা গরব তোদের শ্মশানে
জগৎ জুড়ে নাম জাঁকালে অশোকমার্কা নিশানে
আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ব্রিটেন জাপান ইস্পেনে
সবাই জানে ভারত স্বাধীন আমরাই শুধু জানি নে।
সীতা উদ্ধার করে শ্রীরাম স্বর্গে হলেন অধিষ্ঠান
রেখে গেলেন হনু-বানর নল-নীল আর জম্বুবান
(এরা) মাঠের ফসল গাছের পাতা ভরছে পেটে জুড়িয়ে মাথা
স্বাধীন দেশে দাঁড়াই কোথা কামলা রোগের রসানে।

কথা / সরোজ দত্ত

সুর / অনুপ মুখোপাধ্যায়

মরা গাঙে গর্জে ওঠে বান

ও……ও…… ও……

মরা গাঙে গর্জে ওঠে বান

পূর্ণিমা গরলে টলমল

গরবিনী নাগিনী আমার

রাজপথে ফণা তুলে চল

(রাজবন্দীদের মুক্তি দাবীতে মহিলাদের প্রথম মিছিলের উদ্দেশে রচিত।
রচনা সময় : ১৯৫৭।)

কথা / আবদুল করিম

সুর / আব্বাসউদ্দীন

বাঙালীর অধিকারের প্রথম গান

ও ভাই মোর বাঙালী রে
চতুর্দিকে জ্বলে সুরুয বাতি
তোমার ক্যানে বল আঁধার রাতি রে
হায়রে হায় পরের বোঝা তোমরা কদ্দিন বইবেন ভাই
ভাই মোর বাঙালী রে ॥

বালুটিটি পংখী কাঁদে
নিজের আহার খুঁজিব বাদে রে
হায়রে হায় তোমরা বুঝি নেও নিজের অধিকার
ভাই মোর বাঙালী রে ॥

একবেলা তোমার অন্ন জোটে
পেন্দোনোৎ তোমার কাপড় কোণ্টে রে
হায়রে হায় খালি করিছেন নেংটি সর্বসার
ভাই মোর বাঙালী রে ॥

তোমার হতোৎ ভাইরে কোদাল কাঁচি
তবু প্যাটোৎ পাথর বাঁধি আছেন বাঁচি রে
আর তোমরায় যোগান ভাত সর্বদুনিয়ায়
ভাই মোর বাঙালী রে ॥

কথা : দিনেশ দাস
সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

কাস্তেটা শান দিও বন্ধু

বেয়নেট হোক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু,
শেল আর বোম হোক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু !
বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে ?
চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে !

ইস্পাতে কামানেতে দুনিয়া
যারা কাল করেছিলো পূর্ণ,
কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে
নিজেরাই চূর্ণ-বিচূর্ণ।

চূর্ণ এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত সমুদ্রে
ক্ষয়িত, গলিত হয় মাটিতে
মাটির—মাটির যুগ ঊর্ধ্বে
দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই, চেয়ে দেখ বন্ধু।
কাস্তেটা রেখেছো কি শানায়ে
এ মাটির কাস্তেটা বন্ধু !

(এ গানের আরেকটি সুর আছে, সেটি করেছেন অজিত পাণ্ডে।)

আজকে ছোটো দোলনাখানি

আজকে ছোটো দোলনাখানি দুলিয়ে দাও
ঘুমের চামর বুলিয়ে দাও
জীবন দোলা দুলিয়ে দাও ॥

নীল আকাশের নীলগুলি সব নিংড়ে আনো
নতুন মেঘের সজল কালো মন ভুলানো
নিংড়ে আনো
হাজার কচি করুণ চোখে মেঘের কাজল বুলিয়ে দাও
ককিয়ে-ওঠা কান্নাগুলি ভুলিয়ে দাও ॥
আজকে ছোটো দোলনাখানি দুলিয়ে দাও।

আজকে দেশের এ-প্রান্তরে
তেপান্তরে
হাজার শত দেবতা-শিশু ককিয়ে মরে
অনাবৃত অনাদৃত
জীবন্মৃত স্তূপীকৃত।

আজকে পথে নীড়-হারানো
হাজার হাজার নতুন জীবন কুড়িয়ে আনো
কুড়িয়ে আনো
হাজার কচি শুকনো চোখে মায়ার কাজল বুলিয়ে দাও
কান্নাহাসির জীবনদোলা দুলিয়ে দাও ॥

(১৯৭৯ সালে গণশিল্পী সংসদের 'অর্জুন আসবে' নাটকে গানটি প্রথম ব্যবহৃত হয়।)

এই আকাশ স্তব্ধ নীল

এই আকাশ স্তব্ধ নীল
কোনোখানেই যুদ্ধ নেই
হেথা আকাশ রুক্ষ নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ মিছিল ॥

এখানে নেই টুকরো দূর দিগন্তের জ্বলন্ত
এখানে নেই আগুন-ফুল সে বৃন্তের ফলন্ত
হেথা আকাশ শুষ্ক নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ মিছিল।

কোনোখানেই যুদ্ধ নেই
তবু হাওয়ায় কিসের সুর
আহত আর মুমূর্ষুর—বিষণ্ণ
অন্ন নেই পণ্য নেই—বিপন্ন!

আকাশে দাগ কোথাও নেই
কঙ্কালের কলঙ্কের অসংখ্যের
খোলো নয়ন হে অন্ধ
এখানে আজ ঘোরে না সেই মহাসমর কবন্ধ?
এই দারুণ ক্রন্দনেই
যুদ্ধ নেই? যুদ্ধ নেই?
তবু আকাশ স্তব্ধ নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ মিছিল ॥

হাওয়াখানা চুপচাপ হাওয়াখানা চুপচাপ

হাওয়াখানা চুপচাপ (চুপচাপ চুপচাপ)
দূরে ঐ দেখছো না
আকাশের লাঞ্ছনা ?
ওড়ে ঐ ছেঁড়া কালো উড়নি
এলোমেলো, ঝড় এলো, ঝড় এলো
ঘুরপাক খায় লাখ ঘূর্ণি
ঢেউ ভাঙে ঝুপঝাপ
হাওয়াখানা চুপচাপ !

ঢেউয়ের মতই ঝড় মোচড়ায়
দুলে ওঠে ফুলে ওঠে আছড়ায় পাছড়ায়
পাল ভাঙে হাল ভাঙে ভাঙে পাল ভাঙে হাল (২)
ছেঁড়ে কাছি ছেঁড়ে মাঝি অস্থির
পড়ে তীর ওড়ে নীড় চৌচির
দেয়ালের আড়ালেতে জমে ঘুম
হাওয়াখানা চুপচাপ নিঝঝুম !

কান্না
পালকের মতো বুক,
ধুকপুক ধুকপুক
অসহায়, কাতরায় হাতড়ায়।
পিষে যায় মিশে যায়
ছোটো ছোটো কচি মুখ
ছোটো ছোটো চুনি আর পান্না—
প্রাণ বলে, আর না ! আর না !

তট ভাঙে পট ভাঙে দুপদাপ
হাওয়াখানা তবু চুপ, চুপচাপ !

একে একে তারা ফোটে রাত্রে
ভরে ওঠে আকাশের পাত্র
তারার মতই কত
চকচকে লাখো ক্ষত
আঁকা হলো এ মাটির গাত্রে
জানলো না কেউ কণামাত্র
রাতের শিশির কাঁদে টুপটাপ
হাওয়াখানা চুপচাপ !
হাওয়াখানা চুপচাপ !

এপ্রিল সংক্রান্তি শেষ, মে-দিন সূচনা

নাই
কোনো রোশনাই
এপ্রিল-সংক্রান্তি শেষ, মে-দিন সূচনা
আকাশে ঝড়ের আলোচনা।
গুরু
মেঘ গুরু গুরু
সবুজ আগুন আজো ধরেনি পাতায়
সরু সরু শাখা চমকায়।
দোলে
হাওয়ার বাদলে
শুকনো লতার হাড়, পাতা এক রাশ
বাদামী রঙের মরাঘাস।
ক্ষীণ
ছায়া-ছায়া দিন

আকাশ ময়ূর-নীল, ওল্টানো হ্রদ
ছায়া ফেলে, গ্রাম জনপদ।

নীচে
মাটির খনিজে
কৃষ্ণচূড়োর নীল শিকড়ে শিরায়
জাগে ফুল আলোর সাড়ায়

লাল
ফুলের সকাল
টকটকে লাখো জিভে জীবনের গান
পুরনো যুগের অবসান

জলে
আলো টলটলে
একটি গোলাপী শিখা হীরক-অন্তরে
আলো জলে আলোর ভিতরে

এরা আসে, দীর্ঘশ্বাসের মতো আসে

এরা আসে···
দীর্ঘশ্বাসের মতো আসে
চোখের জলের মতো মুছে যায়
এরা যায়···

মাটির সবুজ শিরা বেদনায় হয়েছে কি নীল?
পৃথিবী কি অশ্রুতে হয়েছে ফেনিল?
ব্যথার বাষ্পের মতো
ফুলে ওঠে ঈশান আকাশে
এরা আসে···এরা আসে···

আসে কালো কুয়াশার মতো
ম্লান অবনত
তবু চিরে যায়, ছিঁড়ে যায়
শাণিত সূর্যের ক্ষুরধারে
বারেবারে…বারেবারে‥

দীর্ঘশ্বাসের মতো আসে
চোখের জলের মতো মুছে যায়
এরা যায়…এরা আসে…এরা যায়…

গানটি গণশিল্পী সংসদের 'অর্জুন আসবে' নাটকে ব্যবহৃত হয়েছিলো।)

কথা ও সুর : বিনয় রায়

শোন ওরে ও শহরবাসী

শোন ওরে ও শহরবাসী, শোন ক্ষুধিতের হাহাকার
দেশবাসী না এগিয়ে এলে দেশ বাঁচানো বিষম ভার।
ক্ষুধার জ্বালায় পাগল হ'য়ে, মা বেচে দেয় ছেলে মেয়ে
শেষ সম্বল ইজ্জৎ বেচেও জোটে না ক্ষুধার আহার।
হাজার হাজার লক্ষ কোটী, মরণ পথে চলছে ছুটি
ভেদাভেদ আজ দূর করে নাও, দেশ বাঁচানোর সকল ভার।
অন্ন, বস্ত্র, অর্থ দাও, ক্ষুধিতের সেবার ভার নাও
জনরক্ষা, আত্মরক্ষা, সাহায্য চায় সবাকার।

ফিরাইয়া দে, দে, দে মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে

ফিরাইয়া দে, দে, দে মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে।
মালাবারের কৃষক সন্তান, (তারা) কৃষকসভার ছিল প্রাণ
অমর হইয়া রহিবে তারা দেশের দশের অন্তরে॥

কৃষক মায়ের রাখতে ইজ্জত মান, (তারা) ফাঁসী কাষ্ঠে দিল প্রাণ
ফিরিয়া পাবোনারে মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে॥

লজ্জার কথা থুইব রে কোথায় ?
তাদের বাঁচাইতে নারিলাম হায়
তাদের ছাইরা দিতে বাধ্য করতে
নারলাম দেশের অবুঝ সরকারে রে॥

শোন্‌রে দেশের কৃষক-সন্তান
শোন্‌রে দেশের দেশপ্রেমী সন্তান
শোন্‌রে দেশের বীরের মায়ের প্রাণ
অক্ষমতার দেরে প্রতিদান।
ফিরাইয়া দে তাদেরে দেশের কাজে হাজারে হাজারে॥

চার কায়ুরের বদলে আজ ভাই
(মোদের) হাজার হাজার কায়ুর চাই
ফিরিয়া পাবোরে মোদের কায়ুর শহীদদেরে॥

নবজীবন তরঙ্গাঘাতে হ'ল বঙ্গভূমি সিঞ্চিত

নবজীবন তরঙ্গাঘাতে হ'ল বঙ্গভূমি সিঞ্চিত
চাহিল জনমন কলি আঁখি মেলিয়া প্রাতে।
হের বিশ্বকবি রবি জাগি নবদৃপ্ত তেজে ছাইল
ভাসিল বঙ্গভূমি দেশপ্রেমের বন্যাতে।
শুরু হ'ল জাতীয় জাগরণ মুক্তির রণদারুণ
সেথা পুরোভাগে বঙ্গ জাগে ভারতে।
যেথা উজলা চাঁদের হাটে লক্ষ তারার ছিল মেলা,
সেথা ঘোর অন্ধকারে দুর্গম হ'ল পথ চলা।
সেথা স্বার্থে স্বার্থে চলে বিষাক্ত সর্পের খেলা।
ধনি বণিকের ক্রূরমতি পদে পদে জানায় তারা নতি
(ক্রূর মনে বক্রভীরু গতি)
বিদেশীর খুনে রাঙা চরণে।

বজ্রসম এ আঁধারে চমক লাগায় মনে
ভরসা জাগায় জনতা,
কোটি কোটি কাঁধে কাঁধে কদম বাড়ায়
ঐ স্বাধীন পরাণ জনতা।

নরকের সর্বগ্রাসী দ্বার হতে বিজয় মনোরথে
স্বরগের পথে যাত্রা শুরু দীন হীন জনতার,
মোহ জাল ছিন্ন আজি বাংলার।
বঙ্গ আজি নবরূপ রস ফুল ফলে জাগেরে।

অহল্যা মায়ের গান

আর কতকাল বল, কতকাল সইব এ মৃত্যু অপমান।
প্রাণ আর মানে না॥
শহরে বন্দরে চাষীর কুটিরে
নরখাদক দলের অভিযান।
প্রাণ আর মানে না॥
কমলাপুর শহীদ ডাকে, আয়রে আয় আয়রে,
ডোহাঁজোড়ার শহীদ স্বরেন
তাদের পানে চায়রে চায়রে
চন্দন পিঁড়ির সরোজিনী অহল্যার মা—
তাদের খুনের অর্পণ হল না
সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে ফলাল সে সোনা
তার মা বোনের রক্তে হল সোনার মাটি লোনা,
রক্তের ধার বেঁধে মোদের প্রতি গ্রামে গ্রামে
কবে বল কবে শুধব তা
প্রাণ আর মানে না॥
শুনি নাকি স্বরাজ এখন, এই কি তার নমুনা
মা-বোনের ইজ্জত লোটে কোন স্বরাজের সেনা
চরখা নয় খদ্দর নয় আর—নয় অহিংসার বুলি
বুকে বেঁধে গরম সীসার গুলি—এ আর সহে না।
অহল্যা মা, তোমার সন্তান জন্ম নিল না
ঘরে ঘরে সেই সন্তানের প্রসব যন্ত্রণা
শত কংস ধ্বংস করে, যে শিশু জন্মিবে

মাঠে মাঠে তারই জল্পনা।
এ আর স'ব না॥

সপ্তকোটি জনরঙ্গভূমি

সপ্তকোটি জনরঙ্গভূমি
বঙ্গদেশ বীর প্রসবিনী
হতমানা শৃঙ্খলিতা দলিতা, শতাব্দীর সঞ্চিত ভীরু জড়তা,
দীনতা ত্যাজি নবযৌবন ভরে জাগো জাগোরে।

চাঁদ কেদার রায় সন্তান
ইস্‌লাম তিলক ঈশা খান
প্রতাপাদিত্য সেন বল্লাল
রাণী ভবানী কন্যা দুলাল।
বার ভুঁইয়া বীর গাঁথা স্মরিয়া জাগো জাগোরে।

কোথা সুখ সমৃদ্ধি আজ
স্বাধীন রাজ নবাব সিরাজ
পলাশীর আম্রকুঞ্জ হল কাল
সফল হল দেশবৈরী কুতজাল
রাখিল বীর মীর মদন—মোহনলাল সম্মান।
শুরু হল দেশ জোড়া
রাজ্য ভাঙাগড়া—ঘোর অন্ধকার
পশে সস্তা পণ্য সাথে
গোরা সৈন্য সাথে—বণিকের কারবার (পশিল)

গেল মস্‌লিনের ব্যাওসার, সেথা আসে "ল্যাঙ্কাশায়ার"
নীলকর সাহেবের কুঠি কৃষকের হ'ল কারাগার।
গোস্বামীর সর্বগ্রাসী জঠরে

বণিকী অত্যাচারে লাজে ভয়ে ডরে
দেশের দশে ডোবে ঘোর হতাশায়
তথাপি আশার আলো ঝলকায়
বঙ্গ আজি মোহনিদ্রা ত্যাজি জাগে পুনরায়।

জরাজীর্ণ সমাজে ব্রাহ্মরূপ দিল রাজা রামমোহন,
দীনবন্ধু রচিল নীলকুঠি স্মরি নাটক নীল-দর্পণ।
হাজী মহম্মদ মহসীন, এলো বিদ্যাসাগর ও নবীন
বঙ্কিম বঙ্গজনে বন্দেমাতরম্ করিল অর্পণ।

হোই হোই হোই, জাপান ঐ

হোই হোই হোই, জাপান ঐ
আইসে বুঝি, হামার টারীত
বাইর‍্যাও গাঁওয়ের গেরিল্লা জুয়ান।

আইস রহিম আয় রহমান
আইস যোগেস আয়রে পরান
গাঁওয়ের যতেক হিন্দু মুসলমান।

দা কুড়্যাল আর ছোরা লাঠি
বর্শা কোঁচ তীর ধনুক বঁটি
শক্ত হাতে ধর হাতিয়ার।

শোনো লক্ষ্মী শোন্ ফতিমা
শোনো চাচী শোনো বউমা
শোনো গাঁওয়ের বেটী ছাওয়ার ঘর

আইসের বুটি ধার‍্যাও থালি
তৈয়ার রাখো ধুলা বালি
বজ্জাত গুল্যা ঘরে না সোঁদায়।

চুপ্ চুপ্ চুপ্ হুশিয়ার খুব
ঝোপে ঝাড়ে আগ্যাও ধীরে
বজ্জাত গুলা য্যান্ না হদিস পায়।

কুড়্যাল ছুরি চালাও বঁটি
তীর ধনুক কোঁচ চালাও লাঠি
হোই্ হুশিয়ার একটাও না পালায়।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ
হোলো দশ্ দুষমণ বরবাদ
হাতেত্ দশটা বন্দুক রোখে কাঁয়।

আইসা ক্যানে শতেক জাপান
শোয়াবো পাট খ্যাতের নাকান
ভীত্ না খাই মুই দেখি বোম কামান।

আইসুক না কোন ব্যাপের ব্যাটা
কোরব এমনি কচু কাটা
স্বাধীন হইমু হামরা সোগ্ কিষাণ।

৯

ক্ষুধিতের সেবার ভার

ক্ষুধিতের সেবার ভার
লও লও কাঁধে তুলে।
কোটি শিশু নরনারী
মরে অসহায় অনাহারে,
মহাশ্মশানে জাগো মহামানব
আগুয়ান হও ভেদ ভুলে।

মানুষের মাঝে মরে ভগবান
পিশাচ দুয়ারে হাসে খল খল
দীনতা হীনতা ভীরুতারে কর দূর
আশার আলো ধর তুলে।

কথা ও সুর : কবিয়াল রাইগোপাল দাস

ও ভাই কৃষক ও ভাই শ্রমিক

ও ভাই কৃষক ও ভাই শ্রমিক
দল বেঁধে সব রুখে দাঁড়া।
নাগিনী তুলেছে ফণা, স্বভাব ধর্মে মানুষ মারা॥
কালো বর্ণ জাতি সাপ,
ফোঁস করে দেখায় প্রতাপ।
ভয় করিলে পাবে না মাফ
পেছন দিকে করে তাড়া।
ধর্মের নামে ডাক ছাড়ে, দেয় মাঝে মাঝে অঙ্গ ঝাড়া॥

স্বার্থের নেশায় রক্ত চুষে
টাকা দিয়ে দালান পুষে।
বাধা পেলে দ্বিগুণ রুষে
লেজের উপর হয়ে খাড়া।
মুখ দিয়ে তার ঝড়ে পরে, সাম্প্রদায়িক বিষের ধারা॥

দেশকে বিষাক্ত করে।
সেই বিষেতে গরীব মরে,
হাসি ফুটে ধনীর ঘরে।
আহ্লাদে হয় মাতোয়ারা।
গরীবে গরীব মারে, দংশনেতে জ্ঞান হারা॥

কালো সাপের এমনি খেলা।
এ সাপ সাদা সাপের চেলা।

ভিন্ন দেখায় রংয়ের বেলা
অভিন্ন ভাব কাজের দ্বারা।
সাপের শোষণ বিভেদ দাঁত ভেঙে, বাঁচতে হবে গরীব যারা ॥

(১৯৫০-এর দাঙ্গার সময় রচিত।)

যারা দেশের দরদী

যারা দেশের দরদী
তাহারা রয়েছে দূরে দেখা পাই যদি ॥
মনের কথা জানাইতাম,
দেখলাম না আজ অবধি ॥
কত শত নেতা হল স্বাধীনতার পর
অখ্যাত কুখ্যাত কত হল মাতবর,
দেশপ্রেম নাই তুই রত্তিভর, তারা পেল মস্‌নদি ॥

দেশের লাগি বুকের রক্ত দিয়েছে যারা,
তারা হল দেশের শত্রু ঘর বাড়ি হারা,
গরীবের দুঃখ বুঝতে কারা, নাই তাদের প্রতিনিধি ॥
জোর করিয়া দেশ দরদী দেশেতে যে দল,
গরীবগণের চামড়া নিয়া বাজায় মাদল,
জীবন নৌকা পড়তেছে তল,
শোষণের ভরা নদী ॥

(পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি যখন বেআইনী হয় তখন এই গান রচিত হয়।)

কৃষকেরে বাড়াতে কয় উৎপাদন

কৃষকেরে বাড়াতে কয় উৎপাদন,
কেমনে উৎপাদন বাড়ে, জানে না কি বন্ধুগণ।
উৎপাদন বাড়াতে হলে যোগান দিতে হবে তার,
চাষের গরু বীজধান লাঙ্গল
কৃষি ঋণ বৈজ্ঞানিক সার,
ঠিক সময় করলে ব্যবহার,
জমিনে বাড়ে ফলন।
দশ টাকা মন ইউরিয়া, আশী টাকা হয়েছে
বিনা পয়সার ঔষুধের সের চল্লিশ টাকায় উঠেছে,
কেরোসিনে প্রেম করেছে,
হয় না আর পোকার মরণ।
উৎপাদনে ব্যয় করিতে, টাকার সংকট ঘুচে না।
জমিনের নাই মালিকানা, ত্রুটিপূর্ণ ঋণ বণ্টন।
কৃষকের উৎপন্ন ফসল, যখন বেচে বাজারে,
উৎপাদন দাম পায় না তার, খরচ পোষাইতে নাড়ে,
কৃষক ঠকে বারে বারে,
বাড়িতেছে ধনীর ধন।

আর কতদিন ঘুমিয়ে রবে

আর কতদিন ঘুমিয়ে রবে, বাংলাদেশের কৃষকগণ
শোষকেরা লুট করে খায় ফাঁকি দিয়ে অনুক্ষণ।
স্বাধীনতার সুফল যত,
করে তারা কুক্ষিগত,

তোমাদের করে বঞ্চিত,
বাড়াইতেছে ধনীর ধন।

চাষীর রক্তে মাটি জলে,
বাংলা দেশের ফসল ফলে,
শোষক শ্রেণীর যাঁতাকলে,
বাঁচে না চাষীর জীবন।
কৃষকের আশা মনেতে,
উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে,
পারে না তার যোগান দিতে,
ঘুচে না অভাব অনটন।
জোঁকে জানে রক্ত খেতে।
জানে না সে রক্ত দিতে,
বাঁচতে হলে করতে হবে
সংগঠন আর আন্দোলন।

ভূমিহীন কৃষকের ভাগ্যের পরিবর্তন হল না

ভূমিহীন কৃষকের ভাগ্যের পরিবর্তন হল না।
কেমন করে বাঁচতে পারে ভাই বন্ধুগণ বল না॥
পরাধীন আমলের মতো পরের জমিন্ চাষ,
চাষ করিয়া বর্গা দিয়া কষ্ট বার মাস,
স্বাধীনতার শীতল বাতাস, তাদের গায়ে লাগল না॥
জমির মালিকানা স্বত্বে কৃষকের নাই অধিকার,
হালে গরু বীজধান লাঙ্গল সব কিছু চাষার,
মালিক—ফসল বোনা ফসল কাটার,
খরচের দায় রাখল না॥
যাদের গুণে খাদ্য ফসল উৎপাদন দেশে,

ঋণে বদ্ধ মাথা নত শোষণ নাগপাশে,
উৎপাদন বাড়িবে কিসে,
কেহ ভেবে দেখল না ॥
শোনরে ভাই গরীব চাষী খেত মজুরের দল,
বাঁচার দাবি নিয়ে এবার লড়াই করি চল,
চিনতে পারবে আসল নকল,
শোষণ-কারীর ছলনা ।

কথা/সুর : পরেশ ধর

ও ভাইরে বন্ধু

ও ভাইরে বন্ধু, বলতে কি পারো
আমার বুকের খুনে কেন হাত রাঙ্গালে
বল কোন অপরাধে কার লাভের আশে
প্রতিবেশীর চির চেনা ঘর জ্বালালে

তোমায় আমায় চেনে দেশের প্রতি ধূলিকণা
যুগে যুগে পাশাপাশি রয়েছি দুজনা
সকাল সাঁঝে সবুজ মাঠে খেটেছি এক সাথে
একযোগে বাঁধা ছিলাম কলে কারখানাতে
একি ছিলোরে কপালে

পূজাপার্বণ মহরম আর ঈদেরও উৎসবে
মেতেছি দুজনে মোরা প্রীতির কলরবে
কৃষ্ণলীলা গাজীর গানে কণ্ঠ মিলায়েছি
পীর পুরোহিতের কাছে বিপদে গিয়েছি
আজি কলঙ্ক মাখালে

কতবার যে মোদের বুকের আগুন বয়ে বয়ে
বিদেশী রাজপ্রাসাদ চূড়ায় ফেটেছে বাজ হয়ে
তুমি আমি শত্রু নই তাই তোমার আমার মাঝে
বিভেদ হেনে নিরাপদে নিজেরা বিরাজে
তাহা কেমনে ভুলিলে

সাগর পারে শ্বেত বরণ কালনাগের বাসা
এদেশে এখনও আছে সে যে সর্বনাশা
সেথা আবার ঢুকেছে ভাই স্বদেশী সাপেরা
এসো তুমি আমি মিলে ভাঙ্গি তাদের ডেরা
মোরা মরবো তা না হলে।

এমন একটা আসছে-রে দিন

এমন একটা আসছে-রে দিন
কেউ রবে না ক্ষুদ্র
শশকেরা সিংহ হবে
বদ্ধ ডোবা সমুদ্র।

ধূলিকণা সাপের ফণা
তৃণ তরবারি
জোনাকিরা সূর্য হয়ে
আকাশ দেবে পাড়ি।
শান্ত কোমল ছিল যারা
হবে তারা রুদ্র।

খঞ্জ ছুটে যাবে তখন
অন্ধ পাবে দৃষ্টি
শুরু হবে চতুর্দিকে
নব জীবন সৃষ্টি।

উপল হবে বিরাট পাহাড়
মেঘে মাথা রবে
মৃদু বাতাস দেখবে হঠাৎ
প্রবল ঝঞ্ঝা হবে।

উচ্চ মানুষ হবে তারা
ছিল যারা শুদ্র।

প্রাণে প্রাণে মিল করে দাও

প্রাণে প্রাণ মিল করে দাও
তুফানের ঘূর্ণি ঘোরাও
জীবনের ঝরাপাতা উড়িয়ে দিয়ে
পুড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব কাঁপাও॥

মোরা যে পথের ধূলি মাথায় তুলি দারুণ রোষে
বুকে আজ আগুন-রাঙা পাহাড়-ভাঙা বজ্রকোষে
শোষকের স্বার্থনীড়ে উচ্চশিরে পড়বে খসে
আজই তার রত্নপ্রাসাদ ধুলায় নামাও॥

আমাদের রক্তকণা সাপের ফণা ঝরাও যদি
তোমাকেই ধরবে ঘিরে বক্ষ চিরে ফেলবে বধির
মোরা যে ক্ষিপ্ত নখর দৃপ্ত কেশর সিংহ ক্রোধী
গ্রাসিব তোমায় আজি কোথায় পালাও।

আমাদের একটি জীবন যেথায় নিধন করবি তোরা
যেখানে লক্ষ হয়ে জন্ম নিয়ে জাগবো মোরা
ফোটাবো আশার চমক গানের গমক পাগল ঝোরা
আজি সেই নূতন দিনের গান শুনে যাও॥

এমন রাত্রি নেই যা প্রভাত হয় না

এমন রাত্রি নেই যা প্রভাত হয় না
এমন ঝড় নেই যা শান্ত হয় না।

মেঘ তো এমন নেই যা চিরকাল
আকাশ ভরে
বরষা যে চিরকাল নাহি তো ঝরে।
জোয়ার ভাটা নদীতে বন্ধ হয় না

দেশ তো এমন নেই যে চিরকাল
স্তব্ধ থাকে
নিজেরে যে চিরকাল আনত রাখে
বিস্ফোরণের শুভক্ষণ লুপ্ত হয় না।

ফুলের মত ফুটল ভোর

ফুলের মত ফুটল ভোর,
ভাঙল মাঝির ঘুমের ঘোর,
যাত্রা শুরু হবে এবার হ'ল যে সময়,
ঝিকিমিকি জল নদী টলমল জোয়ার বয় রে বয়॥
ঐ হাঁকছে মাঝি চোখে যাদের ঘুম,
ঐ চতুর্দিকে প্রতিধ্বনির ধুম।
আয়, ফেলে দে মনের যত পিছু টানার সতর্ক সংশয়॥
দৈত্য-তুফান এসে যদি ঢেউয়ের পাহাড় গড়ে
লক্ষ দাঁড়ের আঘাতে সেই পাহাড় ভেঙে পড়ে।

ঐ হাঁকছে সুদূর ডাকছে নীল গগন,
ঐ হাতছানি দেয় শান্তির স্বপন,
আয়, পালের তোর বাতাস যদি খেলে তবে আবার কিসের ভয়

মোদের গানের অঙ্গনে যদি

মোদের গানের অঙ্গনে যদি মানুষ না পায় ঠাঁই,
গানের আসর ভেঙে দাও তবে, আমরা সেথায় নাই ॥
মরা-মাটি যদি গানের ধারায় না পায় সবুজ প্রাণ,
মোদের গানের সুরে যদি পাখি না গায় নতুন গান,
কবি যদি বলে, 'আগামী দিনের ভরসা খুঁজে না পাই'
গানের আসর ভেঙে দাও তবে, আমরা সেথায় নাই ॥
কিষাণের হালে, নাবিকের পালে, মরু ও সাগর ঘিরে
মোদের গানের রাগিণী যদি না ঝড়ে ও সমীরে ফিরে,
জনতার প্রাণে যদি নাহি আনে সৃষ্টির প্রেরণাই
গানের আসর ভেঙে দাও তবে, আমরা সেথায় নাই ॥
নিখিলের প্রাণে শান্তি-মন্ত্র এ-গান যদি না তোলে,
বিপ্লবী যদি এ-গানে কভু না প্রাণের মমতা ভোলে,
মুক্তি-সেনানী যদি নাহি বলে, 'সবার মুক্তি চাই'—
গানের আসর ভেঙে দাও, তবে, আমরা সেথায় নাই ॥

এটা যে নাই রাজার দেশ

এটা যে নাই রাজার দেশ
আমরা হেথায় হাওয়া খেয়ে সুখে আছি বেশ

ভাত নাই কাপড় নাই চাকরি মোদের নাই
মাথা গোঁজার ঠাঁই নাই ফুটপাথে ঘুমাই
কয়লা নাই বিদ্যুত নাই বন্ধ হল কল
দেশটা জুড়ে এমন কি ভাই নাই খাবার জল
জনগণের দুর্দশা যে কবে হবে শেষ

ট্রামে বাসে জায়গা নাই অফিস যাওয়া দায়
হাসপাতালে সিট নাই রোগীর প্রাণ যায়
শুকনো মাঠে শস্য নাই গোলায় নাই ধান
গাছে গাছে ফুল নাই নাই পাখির গান
অভাবের এই ফিরিস্তিটা কোথায় করি শেষ

শ্রদ্ধা নাই ভক্তি নাই নাইরে হৃদয়
স্বার্থত্যাগের কথা নাই একী দুঃসময়
অফিসে আর আদালতে নাই রে সততা
নিরাপত্তা নাই জীবনে সর্বত্র ব্যর্থতা
লড়াই ছাড়া এই জীবনে ঘুচবে না তো ক্লেশ

ক্ষুদিরাম, ও ক্ষুদিরাম

ক্ষুদিরাম, ও ক্ষুদিরাম
তুমি বলে গিয়েছিলে ফিরে আসবে
লাখো লাখো হয়ে তুমি আমাদের শত্রু নাশবে
তুমি আসবে তাই জাগি নিশি-ভোরে
মুক্তিমশাল রাখি বুকে ধরে
তুমি এসে ডাক যদি দেশমাতা আবার যে হাসবে
আমরা রয়েছি বন্দী এখনো
আমাদের হাহাকার শোন শোন
তুমি যদি ভাঙ যদি বেড়ী চোখে চোখে স্বপ্ন যে ভাসবে

মুরগী ক্যারক্যারায়

মুরগী ক্যারক্যারায়
মুরগী ক্যারক্যারায় ক্যারক্যারায় আণ্ডা পাড়ে না
মিথ্যে বুলি কপচায় তবু ঠমক ছাড়ে না

বলেছিলে তুমি যদি দেশের গদী পাও
দুধে ভাতে খাবো দুঃখ হবে যে উধাও
(কিন্তু কি হল ?)
একবেলা খাই আরেক বেলা অন্ন জোটে না

বলেছিলে জমির মালিক চাষীরা হবে
নিজের জমি নিজের ফসল নিজেরই রবে
(কিন্তু হয়েছে উল্টো !)
এই জমি থেকে চাষী উচ্ছেদ বন্ধ হচ্ছে না

মজুর হবে কলের মালিক তাও বলেছিলে
শোষণ বন্ধ হবে তুমি শাসন হাতে নিলে
(কিন্তু কি দেখছি—)
ধনী ছাড়া কলের মালিক হতে পারে না

বলেছিলে বেকারেরা চাকরি যে পাবে
রোয়াকবাজী বন্ধ করে অফিসে যাবে
(কিন্তু······)
দিনে দিনে বাড়ছে বেকার চাকরি পাচ্ছে না

সমাজতন্ত্র আসবে দেশে বলেছিলে কত
এখন দেখছি মালিক তোষণ তোমার মহান ব্রত
কালোবাজার ছাড়া কোন জিনিস মেলে না

(কিন্তু এরকম বেশীদিন চলবে না···)
এই চাষী মজুর একজোটে ভাই রুখে দাঁড়াবে
আর সিংহাসনের থেকে তোমায় টেনে নামাবে
মনে রেখো তুমি কিন্তু পার তো পাবে না

একবার বিদায় দাও

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি
আমি হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী

আবার অনেক বছর পরে
জন্ম নেব ঘরে ঘরে, মাগো
তখন চিনতে যদি না পারো মা দেখবে গলার ফাঁসী

এখন আমি মোটে একজন
লক্ষ হয়ে আসবে তখন, মাগো
তখন রোদনভরা চোখে তোমার ফুটবে সুখের হাসি

ওই দেশের মজুর কিষাণ যারা
ক্ষুদিরাম যে হবে তারা, মাগো
তখন মুক্ত হবে ভারতভূমি সকল শৃঙ্খল নাশি

কথা / সুর : গাজীউল হক

ভুলব না, ভুলব না এ একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না

ভুলব না, ভুলব না এ একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না,
লাঠি, গুলি আর টিয়ার গ্যাস, মিলিটারী আর মিলিটারী
ভুলব না।
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এ দাবীতে ধর্মঘট,
বরকত সালামের খুনে লাল ঢাকার
রাজপথ—
ভুলব না॥
স্মৃতিসৌধ ভাঙিয়াছে জেগেছে
পাষাণে প্রাণ,
মোরা কি ভুলিতে পারি খুনে রাঙা
জয় নিশান?
ভুলব না।

(একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের ওপর প্রথম গান। ১৯৫৩ সালে সুর দেওয়া হয়েছিল ‘দূর হাটো, দূর হাটো ঐ দুনিয়াওলা, হিন্দুস্থান হামারা হায়’ অনুকরণে।)

কথা : মোহিনী চৌধুরী

সুর : কৃষ্ণচন্দ্র দে

মুক্তির মন্দির সোপানতলে

মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হলো বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে।

কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা
বন্দীশালার ঐ শিকল ভাঙা
তারা কি ফিরিবে আর
তারা কি ফিরিবে এই সুপ্রভাতে
যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে।

যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে
স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি
এসো স্বদেশব্রতের সহ দীক্ষালোভী
সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণচুমি।

যারা জীর্ণজাতির বুকে জাগালো আশা
মৌন মলিন মুখে জাগালো ভাষা
সাজি রক্তকমলে গাঁথা মাল্যখানি
বিজয়লক্ষ্মী দেবে তাঁদেরি গলে॥

কথা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুর : সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেনিন শুধু লেনিন বলে লোকে

লেনিন শুধু লেনিন বলে লোকে
যেন তাদের বুক জুড়ে আজ লেনিন ;
যেন সুখে দুঃখে তাদের লেনিন—
সে ছাড়া আর এত কাছের কে ?
লেনিন শুধু লেনিন বলে লোকে।

দূরের ভাই, কাছের ভাই, ভাই
তবু লেনিন ; যত দূরেই থাকে
লেনিন শুধু লেনিন বলে লোকে—
ঘর আঁধার, বাইরে রোশনাই ;
যেন আলোয় আজও লেনিন ডাকে।

লেনিন শুধু লেনিন বলে লোকে
যেন শীতের আগুন হাতে লেনিন—
যেন চোখের জল শুকাতে লেনিন ;
সে ছাড়া আর ঝড়ের রাতে কে ?
সমস্ত রাত পথ দেখাতে লেনিন।

কথা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুর : কালী দাশগুপ্ত

লাল টুকটুক নিশান ছিল

লাল টুকটুক নিশান ছিল
হঠাৎ দেখি, শ্বেত কবুতর
উড়ছে ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে
ভুখ মিছিলের মাথার ওপর।

বিপ্লব হোক দীর্ঘজীবী,
কিন্তু এখন 'শান্তি, শান্তি !'
প্রেতের মতো ধুঁকছে মিছিল
উড়ছে পায়রা নধরকান্তি।

(এ-গানের আর একটি সুর আছে। সুরটি করেছেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়।)

কথা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

পাথরে পাথরে নাচে আগুন

পাথরে পাথরে নাচে আগুন। আগুন হাতে
ত্যাখোরে মানুষ নাচে। নাচে রাত, শীত নাচে
পাথরে পাথরে নাচে : শীতের পাহাড় নাচে
রাতের পাহাড় নাচে। আগুনের মত লাল

হাজার হাজার লাল পতাকা রাত শেষের
বন্দীর চোখে নাচে : নাচে রে, স্বপ্ন নাচে…

কথা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুর : বিনয় চক্রবর্তী

তোর কি কোনো তুলনা হয়?

তোর কি কোনো তুলনা হয়?
তুই
চোখ বুজলে হিম সাগর, চোখ মেললে অনন্ত নীল আকাশ!
বুকের মধ্যে সমস্ত রাত তুষারে ঢাকা পাহাড়
সমস্ত দিন সূর্য ওঠার নদী…
তোর কি কোনো তুলনা হয়?
তুই
ঘুমের মধ্যে জলভরা মেঘ, জাগরণে জন্মভূমির মাটি!

(এ-গানের আর একটি সুর আছে। সুরটি করেছেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়।)

মানুষরে তুই সমস্ত রাত জেগে

মানুষরে তুই সমস্ত রাত জেগে
নতুন ক'রে পড়
জন্মভূমির বর্ণ পরিচয়!
পায়ের নীচে তোর
গভীর হচ্ছে চোরাবালির চেয়ে ভীষণ
ঘুমের শূন্যতা;
তুই
সারাজীবন শিখলি পরের মুখের কথা
শুধুই কথা!

রাজেশ্বরী জননী তোর তাই উপোসে
রাত্রি কাটায়।
বোঝে না তোর মুখের ভাষা!

একদিন মাকে দিয়েছিলাম দোষ

একদিন মাকে দিয়েছিলাম দোষ
মা আমার আধা ভিখারী।
'না-হয় আমরা ঘরে করবো উপোস,
তাই ব'লে কি যাবে রাজার বাড়ি?'

ছেলে আমার ছেলে।
ঘুঁটে কুড়িয়ে পেট তো ভরে না!
দোষ যদি হয় রাজার বাড়ি গেলে,
ছেলের উপোস দেখবে কি তার মা?

একদিন মা-কে দিয়েছিলেম দোষ,
ছিলেন তিনি আধা ভিখারী।
এখন আমার সঙ্গে রাজার ভাব,
মায়ের সঙ্গে আমার আড়ি!

স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম তাকে

স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম তাকে
মাটির সরায় আঁকা আমার মা।
মাথার ওপর কোজাগরীর আলো
পায়ের পদ্মে জলের যন্ত্রণা।

কোলের ওপর লুটিয়ে দিলাম মাথা।
মাগো কোথায় শান্তি কোথায় সুখ ?
দেখিস্‌নে তুই অনাহারের জ্বালা
চোখ চাইতে কাঁপে না তোর বুক ?

স্বপ্ন ভাঙলো ; তেরো নদীর জলে
বুক ডুবিয়ে ক্ষুধার মিছিল চলে ॥

(এ-গানের আর একটি সুরও আছে। সুরটি করেছেন অনুপ মুখোপাধ্যায়।)

অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা

অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা ,
অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা।
অন্ন চিন্তা অন্ন গান অন্নই কবিতা,
অন্ন অগ্নি বায়ু জল নক্ষত্র সবিতা ॥
অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সবধর্মসার
অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওঙ্কার।
সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে
ধ্বংস করো ধ্বংস করো ধ্বংস করো তারে ॥

আমার মা যখন মাটিতে মুখ থুবড়ে

আমার মা যখন
মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছ
আপনি তখন
মস্কো বা মহেঞ্জদরোয়

তীর্থে বেরিয়েছে।
আপনার জমি
লাঙল দিয়ে চষ্‌ছি
আপনি যেমনটি বলেছিলে
মোদের দুঃখই থাকবে না।
আমার মা তবু
মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছ
আপনার পা দুটি জড়িয়ে
মার জীবন ভিক্ষা নেব
সেই পা দুটিও যে—
দেশান্তরে।
মোদের খিদের দেবতা
কভু যান না—
দেশান্তরে।

রাত ভোর আগুন জ্বেলে

রাত ভোর আগুন জ্বেলে
শীত তাড়াস তোরা মানুষ,
রাত ভোর উপোসে তবু কাঁপিস।
আগুন পারে দারুণ শীত
জাগিয়ে দিতে গানের পাখী
এক থালা গরম ভাত হাজার ফুল ফোটায়,
তোরা শুধুই খুঁজিস
শীতের গরম জামা
সারারাত।
আগুন তোদের করবে রাজা।

কথা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুর : অমিত রায়

নীল কমল আর লাল কমল খুঁজছে তাদের সত্যিকারের মা

নীল কমল আর লাল কমল
খুঁজছে তাদের সত্যিকারের মা
লুকিয়ে যিনি মানুষ খাবেন না
সত্যিকারের মা ।

এই দেশে নয় ওই দেশেও নয়
কোথায় আছে সত্যিকারের দেশ
সত্যিকারের আকাশ, সত্যিকারের বাতাস
খুঁজছে তারা খুঁজছে তারা
কোথায় আছে ভোরবেলার
অমল আলোর মতো
সত্যিকারের মা ।

কথা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
স্থর : অজিত পাণ্ডে

এমন একটা পৃথিবী চাই

এমন একটা পৃথিবী চাই
মায়ের আঁচলের মতো
আর যেন ঐ আঁচল জুড়ে
গান থাকে
যখন শিশুদের ঘুম পায়।

যেন অনেকক্ষণ
শিশুরা শান্তিতে ঘুমোয়
যখন তারা ঘুম থেকে জেগে উঠবে
যেন তাদের জন্য
মায়েদের বুক খোলা থাকে।

এমন একটা পৃথিবী চাই—
শুকনো কাঠের মতো মায়েদের
শরীরে কান্না নিয়ে নয়
বুকভর্তি অফুরন্ত ভালোবাসার
শস্য নিয়ে।

কথা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুর : হাবুল দাস

কালনাগিনী পদ্মা রে

কালনাগিনী পদ্মা রে
নীল কমলের মা
তোর ছোবলের আদর রে
ভীষণ যন্ত্রণা।

ও কালো মেঘ, বজ্র রে
মাদল বাজাও কে ?
ঘর ভাসল, পথ ভাসল
পদ্মা নেচেছে।

সর্বনাশী পদ্মা রে
তুই কি আমার মা ?
চোখের জলে বুক ভেসে যায়
নাচ তো থামে না।

একা আমি নীলকমল
মেঘ আমার কে ?
বজ্র আমার কে ?
তুই-মা আমার কে ?
তোদের জন্যে ভাই আমার
এদেশ ছেড়েছে।

হোক পোড়া বাসি ভেজাল-মেশানো রুটি

হোক পোড়া বাসি ভেজাল-মেশানো রুটি
তবু তো জঠরে বহ্নি নেবানো খাঁটি
এ এক মন্ত্র : রুটি দাও, রুটি দাও !
বদলে বন্ধু, যা ইচ্ছে নিয়ে যাও !
সমরখন্দ বা বোখারা তুচ্ছ কথা
হেসে দিতে পারি স্বদেশের স্বাধীনতা।
শুধু দুইবেলা দু-টুকরো পোড়া রুটি
পাই যদি তবে সূর্যেরও আগে উঠি।
ঝোড়ো সাগরের ঝুঁটি ধরে দিই নাড়া
উপড়িয়ে আনি কারাকোরামের চূড়া।
হৃদয়, বিষাদ, চেতনা তুচ্ছ গণি
রুটি পেলে দিই প্রিয়ার চোখের মণি।

মারতে জানা যত সহজ

'মারতে জানা যত সহজ
মরতে জানা তত সহজ নয় ?
তাই কি ভাবিস, তাই কি দেখাস ভয় !'

এইটুকু তো বুকের মণি
তাকেই আবার টুকরো করা চাই ?
ভুলেই গেছিস ওরা আমার ভাই !'

'মরতে জানা সত্যি সহজ,
মরতে জানা আরো সহজ যে—
নে রে মূর্খ আমার জীবন নে।'

এই বলে সে চলে গেল, রক্তে-ভাসা বুকের মণি তার
কাঁপিয়ে দিল বুড়িগঙ্গার ভাগীরথীর পাষাণ অন্ধকার।

(ভ্রাতৃহত্যার প্রতিরোধকালে নিহত আমীর হোসেন চৌধুরীর স্মৃতিতে নিবেদিত।)

কথা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গীতিরূপান্তর / সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

আয় কালবৈশাখী হাওয়া, উড়িয়ে নে

আয় কালবৈশাখী হাওয়া, উড়িয়ে নে
শুকনো আবর্জনা ধুলো, মৃত্যু অপমান।
আন বুকে স্পর্ধা আন কণ্ঠে জীবনের গান
বোবা অন্ধ আমার স্বদেশে।

আয় কালবৈশাখী হাওয়া আন ঝড় আন
বুকের ভেতর, ভারতবর্ষ দেখি অন্যভাবে
শপথে আলোকে,
ভারতবর্ষ দেখি অন্য ভাবে।
কে আর অনন্ত কান্না পুষে রাখে, পুড়ে যায় শোকে
চারদিকে নবজন্ম, দেশে দেশে শঙ্খ বাজে,
দিকে দিকে শোনা যায় মানুষের গান।

(এ-গানের আর একটি সুর আছে। সুরটি করেছেন বিনয় চক্রবর্তী।)

কিবা আসে-যায় আশ্বিনে যদি

কিবা আসে-যায় আশ্বিনে যদি আকাশ বিদায় কালো মেঘে
শরতের রোদ মুছে নিয়ে যায় মরা শ্রাবণের মেঘে মেঘে
হেমন্ত যদি বাতাস ফোঁপায় কিংবা পঙ্গপাল আসে
অসময়ে গাঁয়ে খামারে গঞ্জে বস্তিতে বাঁকা শীত হাসে
তাতে আমাদের কতটুকু ক্ষতি, মিতে!
এসো, তালি-দেওয়া জুতোজোড়ায় সযত্নে বাঁধি ফিতে!

কিবা আসে-যায় বন্দর যদি শ্মশানের ছাই গায়ে মাখে
ঘরে ঘরে মরা শিশুর কান্না ক্ষুধিত মায়েরা মনে রাখে
কাব্যের ফাঁকে 'নেই নেই' ঢোকে, জাত-কবিদের ভাত মারে
কিংবা শিল্পী স্বপ্ন বানায় হাজার শিশুর মরা হাড়ে
আমাদের দিন বদলায় নাকো, মিতে!
হাঁ-করা জুতোটা অবাধ্য বড়ো, ভালো করে বাঁধো ফিতে!

কিবা আসে-যায় চাঁদ যদি ফেরে লজ্জায় ঘরে উঁকি দিয়ে
কড়িকাঠে ঝোলে বিবসনা নারী হবু-কবিদের ফাঁকি দিয়ে
কিংবা সাগর ফুলে ফেঁপে ওঠে, গর্জায় আর চোখ রাঙায়
উজিরের ঘুম ভাঙে অসময়ে, কোটাল সভয়ে বিদেশ যায়
আমাদের চলা এতেই কি শেষ হয়?
দাঁতালো পেরেক, তালি-খাওয়া জুতো অনেক কথাই কয়!

ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায়

ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায়।
যদিও তার খিদেয় পুড়ছে গা
ফুটপাতে আজ লেগেছে জোছনা—
চাঁদ হেসে তার কপালে চুমু খায়।

লুকিয়ে মোছেন চোখের জল, মা।

কথা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
স্বর : বিপুল চক্রবর্তী

পাহাড় পাহাড় পাহাড় রে

পাহাড় পাহাড় পাহাড় রে
পাথর সমুদ্দুর
রাত ফুরোলেই বাহার রে
মুখ ভরা রোদ্দুর।

পাহাড় পাহাড় পাহাড় রে
পাশাবতীর ঘর
রাত ফুরোলেই বাহার রে
বুক ভরা ঈশ্বর।

ইনি বলেন, মানুষ হ

ইনি বলেন : মানুষ হ
উনি বলেন : মানুষ হ
সবাই বলেন : মানুষ হ

কিন্তু কাকে বলেন তারা
মানুষকেই তো
মানুষ যদি, মানুষ ছাড়া
আর কি হতো ঐ শিশুরা

ভাবতে ভীষণ ভয় লাগে
ওদের জন্য ভয় লাগে
ঐ শিশুরা
মানুষ দেখলে হাত বাড়ায়
ওরা কি কেউ মানুষ না !

হাট্টিমা টিম্‌টিম্‌

হাট্টিমা টিম্‌টিম্‌
তারা সভায় পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম্‌টিম্‌ ।

ভোর না হ'তেই কাকের ডিম
বলছে বকের ডিমকে—
ভোট দিও না হাট্টিমাকে
ভোট দাও টিমটিমকে ।

ভোট দিও না হাতিকে
ভোট দাও তার নাতিকে
ভোট দিও না গাধাকে
ভোট দাও তার দাদাকে ।

(তিনটি ছড়াকে এই গানে একত্রিত করা হয়েছে ।)

কথা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

রাজা আসে যায়

রাজা আসে যায় রাজা বদলায়
নীল জামা গায় লাল জামা গায়
এই রাজা আসে ঐ রাজা যায়
জামা কাপড়ের রং বদলায়
দিন বদলায় না !
গোটা পৃথিবীকে গিলে খেতে চায়
সেই যে ন্যাংটো ছেলেটা
কুকুরের সাথে ভাত নিয়ে তার
লড়াই চলছে চলবে
পেটের ভিতর কবে যে আগুন জ্বলেছে এখনো জ্বলবে !
রাজা আসে যায়···দিন বদলায় না !

পাগলা মেহের আলি দু-হাতে দিয়ে তালি
এই রাস্তায় ঐ রাস্তায় এই নাচে এই, এই গান গায়
সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায় !

জননী জন্মভূমি
সব দেখে সব শুনেও অন্ধ তুমি !
সব জেনে সব বুঝেও বধির তুমি !
তোমার ন্যাংটো ছেলেটা
কবে যে হয়েছে মেহের আলি !
কুকুরের ভাত কেড়ে খায়, দেয় কুকুরকে হাততালি
তুমি বদলাও না, সেও বদলায় না

শুধু পোশাকের ঢং বদলায়
শুধু মুখোশের ঢং বদলায়
এই রাজা আসে ঐ রাজা যায়
নীল জামা গায় লাল জামা গায়
দিন বদলায় না !

কথা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুর : অমিত রায়

ঘর ফুটপাত আহার বাতাস

ঘর ফুটপাত আহার বাতাস
ন্যাংটো ছেলেটা দেখছে—দেখছে—
দেখছে আকাশ।
সেখানে এখন টেক্কা সাহেব বিবি গোলাম
রাজ্যের তাস—
করছে সবাই চাঁদ সূর্য তারাদের চাষ
সবাই চাইছে রাজত্ব
সবাই লিখছে দারুণ গল্প
সে শুধু ফুটপাতের ন্যাংটো ছেলে
তাই তার বুদ্ধি অল্প
দূর থেকে তাই দেখছে দৃশ্য
দেখছে, এবং দিচ্ছে সাবাশ!

কথা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুর : হাবুল দাস

হাতি হাতি হাতি রাজ্যপালের নাতি

হাতি হাতি হাতি
আমার আদ্যিকালের সাথী
কাছে গেলে এখন ছোঁড়ো জোড়া পায়ের লাথি,
কারণ তুমি রামরাজ্যের রাষ্ট্রপতির নাতি।

হাতি হাতি হাতি
তিনটে নফর সাতটা দাসী মাথায় ধরে ছাতি।
পাড়ায় তোমার রইল না কেউ বংশে দিতে বাতি ;
পোলাও খেয়ে বাড়ছো তুমি, খাদ্যমন্ত্রীর নাতি।

হাতি হাতি হাতি
রাজ্যপালের নাতি…।

কথা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

তার ঘর পুড়ে গেছে

তার ঘর পুড়ে গেছে
অকাল অনলে ;
তার মন ভেসে গেছে
প্রলয়ের জলে।
তবু সে এখনো মুখ
দেখে চমকায়,
এখনো সে মাটি পেলে
প্রতিমা বানায়।

কথা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুর : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

কালো রাত কাটে না

১

কালো রাত কাটে না, কাটে না
এত ডাকি, রোদ্দুর এই পথে হাঁটে না—
ঘরে না, মাঠে না।
সূয্যি ঠাকুর, শোনো, সূয্যি ঠাকুর গো,
আমাদের খোকাখুকু তোমারও কি পর গো?

২

মাগো, এত ডাকি খিদের দেবতাটাকে
বেশি নয় যেন দু'বেলা দু'মুঠো নুনমাখা ভাত রাখে—
তুই আর আমি দুঃখ ভুলবো, ভুলবো পেটের জ্বালা;
খিদের দেবতা, সে কী একেবারে কালা!

বাছা রে, আমরা অচ্ছুৎ, তাই যেভাবে যতই ডাকো
কোনো দেবতাই বস্তিতে আসে নাকো।

৩

আয় রোদ্দুর, আয়।
আয় আমাদের ন্যাংটা খুকুর নোংরা বিছানায়।
আয় রোদ্দুর, বস্তিতে—
আধমরা ঐ খুকুর ঠোঁটে একটু চুমুর স্বস্তি দে।
আয় লক্ষ্মী, আয় রে সোনা!
এইটুকুতেই জাত যাবে না।

৪

আয় রোদ্দুর, আয়।
দারুণ শীতে খুকু মোদের ঠাণ্ডা হয়ে যায়।
আয় রে শীত মাড়িয়ে—
ভয়ের জুজু ডাইনী বুড়ীর চুল ধ'রে দে তাড়িয়ে।
আয় লক্ষ্মী, আয় রে সোনা।
রাত গেলে কী ভোর হবে না?

৫

শূন্য উঠান শূন্য মাচা
শূন্য ভাঁড়ার ঘর;
এমন দিনে বাছা রে তোর
এ কোন কঠিন জ্বর?
এর ঝাঁটা ওর লাথি খেয়ে
বেড়েছিস্ তুই ছেলে;
বাঁচবি কি তুই এই জ্বরেও
উপোসে দিন গেলে?

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর···
আমি কি তোর মা?
চোখের জলে ঘর ভেসে যায়
তাপ তো কমে না।

ক্ষুধার আগুন দাউ দাউ দাউ
কান্না-ভেজা ঘরে;
মায়ের কোলে দুধের শিশু
দুধ ছাড়া আজ মরে।

বাইরে বাতাস আছড়ে পড়ে…
আমি কি তোর মা ?
ঝাঁটা সইলাম, লাথি সইলাম
কী-জন্যে সোনা !

(পৃথকভাবে এর অংশ নিয়ে আর একটি সুর করেছেন বিপুল চক্রবর্তী ।

কথা / সুর : সাধন দাশগুপ্ত

আরে দে দে স্ট্যালিন ভাই

আরে দে দে স্ট্যালিন ভাই, পায়ে পড়ি ছাইড়া দে,
আর্য হেটলার মরি লাজে তে ॥

আমরা যত জার্মান পুরুষ ছিলাম নাজী দলে
সবার শক্তি হরণ কইরা ললি রে কোন ছলে ॥

ভাইবা ছিলাম তুমি বুঝি নাগর কানাই,
এখন দেখি পুড়ল কপাল কাহারে জানাই ॥

তুমি তো সুন্দর স্ট্যালিন কত শক্তি ধর,
ক্যান অভাগা হেটলারের সাথে চাতুরালী কর ॥

তুমি তো জুয়ান স্ট্যালিন পিরথিমিতে বড়,
তোমার মাইরের চোটে হইলাম মরমর ॥

কি কুক্ষণে ঢুইক্যা ছিলাম রাইশ্যার ভিতরে।
ঠাণ্ডার চোটে জইম্যা গেলাম কেমন শীতরে ॥

ছাইড়া দাওরে স্ট্যালিন দাদা, ছাইড়া দাওরে ভাই,
তুমি আমার বাপ, ওরে তুমি আমার ভাই ॥

ছাইড়া দাওরে স্ট্যালিন দাদা, ছাইড়া দাওরে ভাই,
ধলা মুখে কালি লইয়া ঘরে ফিরা যাই ॥

কে জানিত স্ট্যালিন তুমি এমন শক্তিমান,
লাল সেনানীর হাতে পইড়া হারাইলাম দুই কান ॥

ভরোশিলভ টিমোশিঙ্কো তোমারি দুই চ্যালা,
বুদেনীরে সঙ্গে লইয়া মারলো বিষম ঠ্যালা ॥

রাশিয়াতে থাক স্ট্যালিন, কেরেমলিনে ঘর,
তোমার পিরীতির লাইগা হইলাম দেশান্তর ॥

আমি তো অভাগা হেটলার তুমি ভাইগ্যমান,
লাল সেনানীর হাতে আমি হইলাম লবেজান ॥

আপনি বাঁচলে বাপেরই নাম সকল লোকে বলে,
বাপের নামটা ভুইল্যা গেলে বাঁচবোরে কোন ছলে ॥

দোহাই রে তোর স্ট্যালিন দাদা সিন্নি দিমু তরে,
ছাইড়্যা দিলে সালাম দিয়া চইল্যা যামু ঘরে ॥

এতেক শুনিয়া স্ট্যালিন হেটলারেরে কয়,
তর মত পাপিষ্টের কথা পরাণে না সয় ॥

ক্ষমা নাইরে ওরে হেটলার ক্ষমা নাইরে তর,
যমের দুয়ারে বইস্যা খুনের হিসাব কর ॥

কই গেলরে মুসুলিনী কোথায় হারামজাদা,
গুঁতার চোটে অখন বুঝি হইলাম আমি দাদা ॥

লাখে লাখে মানুষ মাইরা চক্ষে পড়ে পানি,
এমন পিরীতির কথা আমি তো না জানি ॥

তোদের চোখে জল দেখিলে জুড়ায় আমার হিয়া,
তর কবরে শকুন যেন পড়ে উড়াল দিয়া ॥

চোখের থনে পড়লে পরে জরজরাইয়া পানি,
সেই পানিতে ভাইস্যা যাইব জাপানের শয়তানি ॥

আমার যত লাল সেনানী ঠাণ্ডা করবে তরে,
পাপীরে ছাড়িয়া দিমু ভাবলি কেমন কবে ॥

কেমন রে তর দলবল, কেমন তাদের হিয়া,
কে তরে পাঠাইয়া দিল বন্দুক ঘাড়ে দিয়া ॥

জলের তলে বাইন্ধা ছিলি বাবুই পাখির বাসা,
কে তরে বাঁচাইতে পারে, নাইরে কোনও আশা ॥

লজ্জা নাইরে ওরে হেটলার, লজ্জা নাইরে তর
গোয়েরিংরে গলায় বাইন্ধা জলে ডুইবা মর ॥

দয়ার কথা পরে হইব, আগের কথা কই,
আগে তগো গলা টিপ্যা বিষ ছাড়াইয়া লই ॥

আমার পিতা মহা লেনিন, কেবা রে তর পিতা,
রাইখের ঘরে লাকড়ি দিয়া বানাইমু তর চিতা ॥

আদেশ পাইয়া লালসেনারা ছাড়েন মেসিন গান,
গুল্লি খাইয়া মরতে আছে যতেক জারমান ॥

চীন দেশে বীর মাও-সে-তুং আর কমরেড চু-তে,
জাপ দস্যুদের খেদায় যত চীনা ভাইদের সাথে ॥

ভারতবর্ষে কমরেড যোশী কেমন বাপের ব্যাটা,
জাপানীদের রুখতে করে সবাইরে এক কাঠঠা ॥

কংগ্রেস লীগ এক হইয়ে হিন্দু মুসলিম যত,
ফ্যাসিষ্ট শক্তি ধ্বংস কর চীনা ভাইদের মত ॥

বাঁচার মত বাঁচতে হলে ভারতবাসী ভাই,
সবার সাথে হাত মিলায়ে হওরে এক ঠাই ॥

(ঢাকার ছাদ পিটানো গান 'আর দে দে কানাইয়া লাল বসন আমার হাতে দে / কুল নারী মরি লাজেতে' এক সময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল। এই গানটির মর্ম অনুসরণ করে এবং সুর গ্রহণ করে গানটি রচিত। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশীর মতে এই গানটি প্রথম রাজনৈতিক কৌতুক-গীতি গণসংগীতের ধারায়।)

উড়াবে উর্ধ্বে লাল নিশান

উড়াবে উর্ধ্বে লাল নিশান !
বাজারে ডঙ্কা বাজা বিষাণ,
জাগোরে ছাত্র, মজুর, কিষাণ,
জাগ জাগ জাগ তোরা জাগ ॥

কোমর বেঁধে সব তৈরী হও,
ঘুম কেড়ে ভাই হুঁশিয়ার হও,
হুঁশিয়ার হও, হুঁশিয়ার হও
জাগ জাগ জাগ তোরা জাগ ॥

এ ঝাণ্ডা উর্ধ্বে তুলিয়া লও,
জুলুমবাজী আজও কেনরে সও
আজও কেন ভাই ঘুমায়ে রও,
জাগ জাগ জাগ তোরা জাগ ॥

সংগ্রামে এলোরে নতুন ধরন,
শোনরে দুনিয়ার জনগণ
এ যুদ্ধ আজিকার মুক্তির রণ,
জাগ জাগ জাগ তোরা জাগ ॥

চাষী দে তোর লাল সেলাম

চাষী দে তোর লাল সেলাম তোর লাল নিশান রে,
আন্ধার পথে আলো দেয় সে মুসকিল আসান করে ॥
আমরা মাটির মানুষ ভাই
মাটির জয়গান গাই
হাজার কিষাণ বাজাই বিষাণ, নূতন দিনের ভোরে ॥
মোদের মাঠে সোনার ধান,
আমরা মানুষ সোনার প্রাণ,
আমরা রুখি দুখের বান, এই আকালের ঝড়ে ॥
কাস্তে মোদের বুকের বল.
লাল সুরুযে ঝলমল,
দীন দুনিয়ার মালিক আমরা কাস্তের দৌলতে রে ॥

আমরা নহি একা আজ,
মজুর কিষাণ এক আওয়াজ,
মোদের চলার পথে পথে রক্ত নিশান ওড়ে ॥
মোদের গরব কায়ুর বীর,

ফাঁসীর মঞ্চে দিল শির,
তাঁদের খুনে রক্তরাঙা নিশান তুলি ধরে ॥

(১৯৪৫-এ ময়মনসিংহ নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত সারাভারত কিষাণসভার সম্মেলনে পতাকা উত্তোলনের গান।)

শহীদ সোমেন চন্দের উদ্দেশে রচিত

তোমার বুকের খুনে পথ কে ভাসায় বন্ধু, একবার বল না
(আহা) ছোবল মারিল প্রাণ হইরা নিল কোন সে সাপের ফণা।
সেদিন তোমার হাতে যে নিশান ছিল বন্ধু, মোদের লাল নিশান,
লাল নিশানের মান রাখিতে দিলা তোমার প্রাণ,
মইরা বন্ধু শহীদ হইলা পথ দেখাইলা,
রাইখা গেলা জয়ের নিশানা ॥

তুমি ছিলা কথাশিল্পী সঙ্কেত তোমার দান,
মজুর সভার ছিলা তুমি পরাণ সমান,
অমর হইয়া রইল বন্ধু তোমার সুনাম, তোমার কথা,
তোমার রচনা ॥

দেশের ডাকে দিলা বন্ধু সাড়া,
সেই ডাকেতে দিল সাড়া সর্বহারা ছিল যারা
পথে আইসা দাঁড়ায় তারা, মরণ ঘুম ছাইড়া বন্ধু সামনে চল না ॥
আসুক দেশের সকল কবি, আসুক পটুয়া,
শহীদ সোমেনের নামে আসুক নটুয়া,
জ্ঞানের মশাল লইয়া হাতে তুলুক অসির ঝনঝনা ॥

চলতে যখন হবেই তখন পথেই চলো

চলতে যখন হবেই তখন পথেই চলো,
লড়তে হলে শক্ত করেই পাঞ্জা তোলো,
পথেই চলো বন্ধু এবার, পথেই চলো ॥

দেখছ না কি মুখে মুখে শপথ আঁকা
ইস্তাহারের শব্দ দিয়ে যায় না মাপা,
অজগরের টুঁটি চেপে মাত করেছে,
ঢেউ জাগানো জলের হিসাব ঠিক ধরেছে,
শহীদনামার দেউড়ীতে তাই জমছে আলো ।

মাথার ওপর লাল মশালের নিশান ওড়ে,
পায়ের চাপে পাথরগুলো যাচ্ছে নড়ে,
শহর গ্রামে জালিয়াতের জাল ছিঁড়েছে,
রক্তঢালা লড়াই করে যায়রে মিছে,
বুকের দেওয়াল জুড়ে এবার লিখন জ্বালো ॥

পাকে পাকে অনেক বাঁকে পথ ঘুরেছে,
ঘামে ঝরা মাঠের ধুলোয় ঝড় উড়েছে,
মেঘের মাঝে প্রতিবাদের বাজলো রে ঢাক,
ভুখা পেটের মিছিলগুলো দিচ্ছে যে হাঁক,
বাঁচতে হলে যুদ্ধ করেই বাঁচা ভালো ॥

শহীদ মিনারে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি

শহীদ মিনারে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি
পৃথিবীর পশ্চিমে অনেক দূরে
প্রশান্ত সাগরে অশান্ত ঢেউগুলো
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ওঠে পড়ে ;
সশব্দ গরজনে কারা যেন ডেকে বলে—চিলি চিলি ;
হঠাৎ ঠিকানা ভুলে মন বলে—এক সাথে মিলি ॥

শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে শুনি
অসংখ্য আত্মার অতৃপ্ত শ্বাস
উত্থিত হতে চায় শত আক্রোশে
ভবিষ্যতের কাছে চায় আশ্বাস ;
সশব্দে গরজনে··· ॥

শহীদ মিনার ঘিরে অনেক দেখি
মুক্তির প্রহরীরা সমুদ্ধত,
যুদ্ধের বণিকেরা ভয়ে সন্ত্রাসে
অন্তিম বিবরে প্রত্যাগত ;
সশব্দ গরজনে··· ॥

শহীদ মিনার থেকে শপথ শুনি
অসংখ্য সত্তার আলোকের গান,
চেতনার সংকেতে প্রাণের মোহনা ঘিরে
জীবনের মিছিলে মহা আহ্বান ;
সশব্দ গরজনে কারা যেন ডেকে বলে—চিলি চিলি ;
হঠাৎ ঠিকানা ভুলে মন বলে—এক সাথে মিলি ॥

(চিলির গণসংগীত নায়ক শহীদ ভিকতর জারা-র স্মরণে নিবেদিত।)

আমাদের প্রশ্ন যদি করতে আসে

আমাদের প্রশ্ন যদি করতে আসে কেউবা
কোন মাটিতে জন্ম নিলাম কোথায় মোদের দেশ,
আমরা বলি দিল্লী, হ্যানয়, আফ্রিকা কি কিউবা,
সাদা কালো পীত লোহিতের একটি মহাদেশ,
ভালোবাসার একটি ভাষায় হলাম অনিঃশেষ।
(কোরাস) আমাদের যৌবন দুরন্ত সৈনিক,
কোটি হাতে ঘেরি পৃথিবীরে দৈনিক,
আমাদের মাটিতে শান্তির পাহারা
আমাদেরই এক নাম চে-গেভারা ॥
আমাদের প্রশ্ন করে লাভ কিছু নেই আজ,
আমরা চলি সূর্য মুকুল জীবন সন্ধানে.
শ্যামল মাটির ভবিষ্যতে আমরা মহারাজ,
আমাদের জবাব শোনো কৃষ্ণচূড়ার গানে,
পারাবতের পাখায় পাখায় রৌদ্রঝরা প্রাণে।
(আমাদের যৌবন…)

আমাদের আঘাত যদি করতে আসে কেউ,
দিকে দিকে প্রতিরোধের জাগবে তলোয়ার,
মুক্ত স্বাধীন আন্দোলনের বিশাল ভাঙা ঢেউ,
দেখব এবার যুদ্ধ করার সাধ জেগেছে কার
হিমালয়ের শিখর ছোঁয়া মোদের অঙ্গীকার।
(আমাদের যৌবন…)

জীবনের দুর্গে দাঁড়িয়ে

জীবনের দুর্গে দাঁড়িয়ে
আঁধারের সীমানা ছাড়িয়ে
সহস্র বাহুতে করতালি দিই মোরা প্রাণের নাবিক ;
মোরা সৈনিক,
মুক্তির শান্তির সৈনিক
জনগণনাট্যের সৈনিক ॥

বিদ্রোহ বিপ্লবে আন্দোলনে,
মেহনতী মানুষের সম্মেলনে
দিগন্তে দিগন্তে দুরন্ত জীবনে
অনন্ত দুন্দুভি বাজবেই, নির্ভিক, মোরা নির্ভিক
জনগণনাট্যের সৈনিক ॥
(তাল ফেরতা) মোদের নেইকো দলাদলি,
সহজ কথা বলব বলে সহজ পথে সোজা চলি ;
রিক্ত শাখে ফোটাই মুকুল,
সিক্ত পথে ছড়াই বকুল,
সবুজ সুধার ধারায় ধারায় জাগাই আশার কুন্দকলি ॥
(তাল ফেরতা) জাগছে ঐ জাগছে
পথ দুর্গম মরু প্রান্তর জাগছে
গিরি-কন্দর মরা বন্দর জাগছে
কত কুয়াশায় ঢাকা অন্তর জাগছে
আমাদের আহ্বানে জাগছে ঐ
রৌদ্রজ্জ্বল দশদিক ॥
(মোরা) সাম্যের মন্ত্র পড়েছি,
জীবনের সৌধ গড়েছি,

আশার পতাকা তুলে সমুদ্রে কল্লোলে প্রাণের নাবিক
জনগণনাট্যের সৈনিক।

(গণনাট্য সংঘের আদর্শকে ভেবে রচিত।)

আয়রে আয়, যৌবনের বন্যায়

আয়রে আয়, যৌবনের বন্যায়,
ঘিরে দাঁড়া পতাকারে রৌদ্র মেঘ-ছায়ায়
সৈনিক চল যাত্রায়, মুক্তির রণযাত্রায় ॥

মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন কর,
পৃথিবীর দুর্গে জীবন গড়,
আনো আলো, আনো আলো
সূর্যেরে জ্বালো জ্বালো
বজ্রেরে বাঁধিতে দুর্জয় মন শুধু চায় ॥

জাগ তোরা জাগ, দূর কর কর দূর ভয়,
অমর হয়েছে মাটির মানুষ নাই আমাদের ক্ষয় ;
ঝঞ্ঝার মাঝে ঐ পতাকা নাচে,
নবীন আশা সেথা লুকায়ে আছে,
ভাঙো জীর্ণ দুয়ার, আনো প্রাণের জোয়ার
উজ্জ্বল রশ্মির ধার,
মুক্তির যাত্রী দুর্জয় অভিযানে যায় ॥

(১৯৪৪-এর এই গানটির 'সৈনিক চল যাত্রায়, মুক্তির রণযাত্রায়' অংশটুকুর পরিবর্তে পরে যুক্ত হয়েছিলো : 'সৈনিক চল যাত্রায়, ক্রান্তির পথ যাত্রায়'।)

কথা / সুর : টগর অধিকারী

দিনের শুভা সুরজ

দিনের শুভা সুরজ রে
রাত্তোর শুভা চাঁদ
আর চাষীর শুভা হাল-কৃষি
জমিনের শুভা ধান।

(রংপুরে অন্ধ দোতারা-বাদক। ১৯৪৫-এর ফ্যাবিলেশিস উৎসবের সময় কলকাতায় আসেন। ব্যাপক পরিচিতিও লাভ করেন। বিজন ভট্টাচার্যের 'মরা চাঁদ' নাটক টগর অধিকারীকে নিয়েই লেখা।)

কথা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুর : সুধীন দাশগুপ্ত

তুমি আমার মিছিলের সেই মুখ

তুমি আমার মিছিলের সেই মুখ
এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত যাকে খুঁজে
বেলা গেল
ফিরে দেখি সে আগন্তুক
বসে আছে পিলসুজে।

দিনে দূরে ঠেলে দিনান্তে নিলে কাছে
ঠা ঠা রোদ্দুরে পাইনি কোথাও ছায়া
নীল সমুদ্র পুড়ে গেছে সেই আঁচে
চোখ মুছি তুমি স্বপ্ন নাকি তুমি মায়া

আমাকে কঠিন বাহু দিয়ে বাঁধো তুমি
গলুক বুকের অশ্রু জমাট শিলা
দাও তুমি ভালবাসাকে জন্মভূমি
ঘৃণার ধনুকে আমি টেনে বাঁধি ছিলা

দিগন্তে কারা আমাদের সাড়া পেয়ে
সাতটি রঙের ঘোড়ায় চাপায় জিন
তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি লাল টুকটুকে দিন।

স্ট্রাইক স্ট্রাইক যেখানেই থাকো

স্ট্রাইক স্ট্রাইক যেখানেই থাকো ময়দানে হবো
সকলে সামিল আজকে
স্ট্রাইক স্ট্রাইক একবার লাখো হাত এক হোক
দেখে নেবো পশুরাজকে।
স্ট্রাইক স্ট্রাইক ডাক—তার ভাই টেলিফোন বোন
ভয় নেই ভয় নেই পাশে আমরা
স্ট্রাইক স্ট্রাইক দুঃশাসনের পাঁজর খসাবো
গা থেকে খুলবো চামড়া।
স্ট্রাইক স্ট্রাইক আর সব ডাক বন্ধ
একটি ডাক শুধু চালু থাকবে
স্ট্রাইক স্ট্রাইক আগুনের মুখে একটি জবাব
সকলে তৈরী রাখবে।
স্ট্রাইক স্ট্রাইক এক পা-ও পিছু হটবো না
কেউ করুক রক্তারক্তি
স্ট্রাইক স্ট্রাইক পথে পথে আজ হোক মোকাবিলা
দেখি কার কত শক্তি।
স্ট্রাইক স্ট্রাইক সাদাকে করবো কালাপানি পার
তবে যুদ্ধের শান্তি
স্ট্রাইক স্ট্রাইক শৃঙ্খলে চিড় ধরে ভিত নড়ে
মাথা উঁচু করে ক্রান্তি॥

আমরা যেন বাংলাদেশের চোখের দুটি তারা

আমরা যেন
বাংলাদেশের চোখের দুটি তারা
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে
থাকুক গে পাহারা।

দুয়োরে খিল
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানলা
এপারে যে বাংলাদেশ
ওপারেও সেই বাংলা।

কথা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সুর : কল্যাণ ঘোষ

এ এক ভারী অদ্ভুত সময়

এ এক ভারী অদ্ভুত সময়।
পুরনো ভিতগুলো যখন বালির মত ভাঙছে
আমরা ভাই বন্ধুরা ঠিক তখনই
ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছি।

কে তার আস্তিনের তলায় কার জন্যে
কোন হিংস্রতা লুকিয়ে রেখেছে
আমরা জানি না, আমরা জানি না।
কাঁধে হাত রাখতেও এখন আমাদের ভয়।

অন্ধকারে চেরা জিভগুলো যখন
হিস হিস শব্দ করে
তখন মনে হয়
অদৃশ্য করাত দিয়ে কেউ আমাদের
খুব মিহি করে কাটছে

যখন
একসঙ্গে হাত মুঠো করে দাঁড়াতে পারলেই
আমরা সব কিছু পাই—
তখন
বিভেদের এক টুকরো মাংস মুখে ধরিয়ে দিয়ে
চোরের দল
আমাদের সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে।

কথা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুর : অজ্ঞাত

বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ

বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ
রুখবো দস্যু দলকে আজ
দেবে না জাপানী উড়ো জাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।

এদেশ কাড়তে যেই আসুক
আমরা সাহসে বেঁধেছি বুক
তৈরী এখানে কড়া চাবুক
চলছে কুচ্‌কাওয়াজ।

একেলা তবু তো পাঁচ বছর
চীনের গেরিলা লড়ছে জোর
তাই তো শহরে গ্রামে কবর
পাচ্ছে জাপ-বর্বর।

আমরা নই তো ভীরুর জাত
দেবোনাকো হতে দেশ বেহাত
আজকে যদি না হানি আঘাত
ডুববে ভাবী সমাজ।

কথা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

ভাই আমাকে বকুক ঝকুক

ভাই আমাকে বকুক ঝকুক দিক গে যতই খোঁটা
যমের দুয়ারে দিচ্ছি কাঁটা, ভাইয়ের কপালে ফোঁটা।

ভাইয়ের সঙ্গে আড়ি আমার, ভাইয়ের সঙ্গে ভাব
সেলাই করি তারই মাপে রাজার কিংখাব
কাঠ কুড়োচ্ছি বলে, ভাই রয়েছে রণে
নিজের হাতে বেঁধে দিয়েছি তরোয়ালের খাপ।

দিনের স্মৃতি বুকে রেখেছি, স্বপ্ন চোখের কোলে
কখন যে ভাই ফিরবে ঘরে ঘুমে পড়ছি ঢলে।

ফুল তুলেছি বনে, দেখে রেখেছি কনে
হাত পুড়িয়ে রেঁধে রেখেছি ভাইকে দেবো বলে

ভাই এনেছে লক্ষ্মীর ঝাঁপি, খুলে ফেলেছে তালা
দেখো ও ভাই তোমার জন্যে গেঁথে রেখেছি মালা

ভাই আমাকে নাই বা দেখুক, মারুক লাথি ঝাঁটা
ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে কাঁটা॥

যখন তোমার আঁচল দমকা হাওয়ায়

যখন তোমার আঁচল দমকা হাওয়ায়
একা একা উড়ছিলো
তখনও নয়।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে
বিন্দু বিন্দু ঘাম তোমার মুখে যখন
মুক্তোর মতো জ্বলছিলো
তখনও নয়।

যখন, কি একটা কথায়
আকাশ উদ্ভাসিত করে তুমি হাসলে যখন
তখনও নয়—
দমকা হাওয়ায় তোমার আঁচল
একা একা উড়ছিলো, তখনও নয়, তখনও নয়।

যখন
ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি একটি করে ইস্তাহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিলো
যখন
তোমাকে আর দেখা গেল না
তখনই
আশ্চর্য সুন্দর দেখালো তোমাকে
আশ্চর্য সুন্দর দেখালো তোমাকে…

কথা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুর : অসিত রায়

ডাকে বান ভাঙে বাঁধ

ডাকে বান ভাঙে বাঁধ
হাতে হাত রাখো ভাই
দলে দলে কাঁধে কাঁধে
চলো একসাথে ভাই

যে আজও পিছিয়ে আছে
তাকে ডেকে আনো কাছে
যে রয়েছে নীচে পড়ে
তুলে আনো হাত ধরে
আনো দিন হাতুড়ীর
আনো দিন কাস্তের
খাদ্যের শিল্পের শিক্ষার স্বাস্থ্যের

নতুন দিনের আলো লেগে করে ঝলমল ঝলমল
বঞ্চিতদের সাধ আহ্লাদ
আমাদের লাখো লাখো পদভরে টলমল টলমল
নড়ে ওঠে ধানপদ
পার হতে বাকি শেষ লড়াইয়ের ময়দান
দুর্দমনীয় বেগে হই আগুয়ান ॥

কথা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সুর : বিনয় চক্রবর্তী

ম ভীষণ ভালোবাসতাম

আমি ভীষণ ভালোবাসতাম
আমার মাকে
কখনো মুখ ফুটে বলিনি
টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে
কখনো কখনো কিনে আনতাম
কমলালেবু—
শুয়ে শুয়ে মার চোখ
জলে ভরে উঠত।
আমার ভালোবাসার মাকে
কখনো আমি মুখ ফুটে
বলতে পারিনি।
হে দেশ হে আমার জননী
কেমন করে তোমাকে আমি বলি,
যে মাটিতে ভর দিয়ে
আমি উঠে দাঁড়িয়েছি
আমার দু-হাতের দশ আঙুলে
তারি স্মৃতি।
আমি যা কিছু স্পর্শ করি
সেখানেই হে জননী তুমি।
আমার হৃদয়-বীণা
তোমারি হাতে বাজে
হে জননী তুমি।

শতকোটি প্রণামান্তে

শতকোটি প্রণামান্তে
হুজুরে নিবেদন এই
মাফ করবেন খাজনা এ সন
ছিটেফোঁটা ধান নেই।

মাঠে ঘাটে কপাল ফাটে
দৃষ্টি চলে যতদূর
খাল শুকনো বিল শুকনো
চোখের কোলে সমুদ্দুর

হাত পাতবো কার কাছে কে
গাঁয়ে সবার দশা এক
তিন সন্ধ্যে উপোস দিলাম
আজ খাচ্ছি বুনো শাক।

পরনে যা আছে তাতে
ঢাকা যায় না লজ্জা
ঘটি বাটি বেচেছি সব
আছে বলতে ছিল যা।

এ দুর্দিনে পাওনা আদায়
বন্ধ রাখুন মহারাজ
ভিটেতে হাত দেয় না যেন
পাইক আর বরকন্দাজ

আমরা কয়েক হাজার প্রজা
বাস করি এ মৌজায়
সবাই মিলে পথ খুঁজছি
কেমন করে বাঁচা যায়।

পেট জ্বলছে ক্ষেত জ্বলছে
হুজুর, এই জেনে রাখুন
খাজনা এবার মাফ্ না হলে
জ্বলে উঠবে আগুন॥

কথা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুর : অজিত পাণ্ডে

দেশশুদ্ধ লোক যতদিন খেতে পায়নি কমলালেবু খাননি লেনিন

দেশশুদ্ধ লোক যতদিন
খেতে পায়নি কমলালেবু
খাননি লেনিন।

সেই গল্প
বলেছিলেন ধর্মভীরু বাবার বন্ধু
আমার তখন বয়স অল্প
পরে যখন বড হলাম
পৃথিবী আর কমলালেবুর
এক আকারে জড়িয়ে গেল লেনিনের নাম।

চতুর্দিকে তুমুল তর্ক
কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে
কমলালেবুর ছবিও নাকি
থাপ খায় না ভূগোল চিত্রে!

আমার কাছে ছেলেবেলার
সেই গল্পই চিরসত্য—চিরসত্য!
পৃথিবী আর কমলালেবুর
এক আকারে লেনিনের নাম
মৃত্যুঞ্জয় মনুষ্যত্ব।

কথা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুর : সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পালাবার পথে ধুলো ওড়ানোর দঙ্গলে ভাই

পালাবার পথে ধুলো ওড়ানোর দঙ্গলে ভাই
আমিও ছিলাম একজন ; আজ প্রাণপণে তাই
ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওড়াই ॥

গা থেকে পাঁকের গলিত গন্ধ ধুয়ে মুছে দাও
স্বপ্ন জড়িত জীবনের দ্বিধা চাবুকে ছোটাও
হাঁটু ছিঁড়ে যাক, দু-পায়ে রক্ত কদম ফোটাও ॥

চাপা-বিদ্যুতে খেলে দুশমন বজ্রমুষল ;
অভুক্তদের মৃতদেহ, চোরগুদামে ফসল
ঝঞ্ঝায় মাথা উঁচু রাখি, জানি যাত্রা কুশল ॥

হতাশার কালো চক্রান্তকে ব্যর্থ করার
শপথ আমার, মৃত্যুর সাথে একটি কড়ার—
আত্মদানের ; স্বপ্ন একটি পৃথিবী গড়ার ॥

চোরাবালি টানে তাদের মুগ্ধ সমাধির দিকে
ফিরলো না যারা, স্মরণে আমার তারা সব ফিকে
শুধু ভুলি নাকো ক্রান্তিকালের সাথী সঙ্গীকে ॥

কথা / সুর : বিশুয়া সম্প্রদায়, মালদহ

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
একজোড়া কাপড়ের ত্রিশ টাকা দাম।
পতিত পাবন সীতারাম
জয় জয় রাম বলো, যায় যায় রাম।

(১৯৫১ কলকাতায় অনুষ্ঠিত যুব-উৎসবে মালদহের বিশুয়া সম্প্রদায়ের গম্ভীরা-গান। এই গানটি সে সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।)

কথা : ননী ভট্টাচার্য

সুর : হাবুল দাস

তোলো লাল নিশান

তোলো লাল নিশান তোলো লাল নিশান
শেষ লড়াইয়ের বাজে বিষাণ।

জাগো মজদুর জাগো কিষাণ
নাইরে নাইরে নাই ভয়।
কাঁপে দুষমন ভয়ে কাঁপুক
কারার আঁধারে প্রাণ জাগুক
স্বপ্নময়।

যারা মানুষকে ক্রীতদাস বানায়
সেই লোভীদের কসাইখানায়
আসে প্রলয়।
লক্ষকণ্ঠে দে'রে শ্লোগান
: মানুষের চেয়ে কোনো ফরমান
মহান নয়।

হাতুড়ি কলম কাস্তে শানা
ভাঙরে পাপের কয়েদখানা
হবেই জয়!
মড়া আগলিয়ে বৃথাই শোক
মুক্ত মানব সমাজের হোক অভ্যুদয়।

কথা : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

বাঘের সঙ্গে কেই বা আপোস করে

বাঘের সঙ্গে কেই বা আপোস করে ?
হালুম হুলুম মানুষখেকো যে বাঘ ?
চাকা চাকা দাগ গায়ে, ঝোপঝাড়ে চরে,
সবার ভাগেই বসাতে চায় যে ভাগ ?
আমরা সভ্য মানুষ—তাই না ? তাই
আমরা বাঘশিকারীরা শিকারে যাই।

গোখরো সাপের সঙ্গে কে ঘর করে ?
ভাঙা ঘরে পোড়ো ভিটেয় গর্ত থেকে
যে সাপ রাতবিরেতে ওঠে ফনা ধরে
হিসহিসে, কিলবিল করে এঁকেবেঁকে ?
আমরা সভ্য মানুষ—তাই না ? তাই
বিষদাঁত ভাঙি আমরা সাপুড়ে ভাই।

তবু যদি ধরো, আজ কেউ এসে বলে
মনের দুঃখে বাঘ যে ভালোমানুষ
সব ছেড়েছুড়ে হিমালয়ে যাবে চলে।
কিংবা : মনুর বিধানে গজালো হুঁশ
সাপের মগজে, তাই কাশী তাকে ডাকে
এমন যে লোক, কী জবাব দেবো তাকে !

আমরা সভ্য মানুষ—তাই না ? তাই
বলবো : গোখরো সাপের চোখ প্রবাল
বশীকরণের, ও চোখে চেয়ো না ভাই,
টলটল বিষে সর্বনাশ আড়াল,

সবুর, হাতের আড়ালে যে বাঘনখ।
সবুর, সবুর, আমরা মারতে পারি
সাপকে, বাঘকে—যত যে চতুর হোক ;
আমরা সাপুড়ে, আমরা বাঘশিকারী।

কথা/সুর : সলিল চৌধুরী

হেই সামালো, হেই সামালো

হেই সামালো, হেই সামালো
হেই সামালো, ধান হো
কাস্তেটা দাও শান হো
জান কবুল আর মান কবুল
আর দেবো না আর দেবো না
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো।

চিনি তোমায় চিনি গো
জানি তোমায় জানি গো
সাদা হাতির কালো মাহুত তুমিই না।
পঞ্চাশে লাখ প্রাণ দিছি
মা-বোনেদের মান দিছি
কালো বাজার আলো কর তুমিই না!

মোরা তুলবো না ধান পরের গোলায়
মরবো না আর ক্ষুধার জ্বালায় মরবো না।
তার জমি যে লাঙ্গল চালায়
ঢের সয়েছি আর তো মোরা সইবো না
লাঙ্গল ধরা কড়া হাতের শপথ ভুলো না॥

(১৩৪৬ সালে কাকদ্বীপে তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে গানটি রচিত।)

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা—
আজ জেগেছে এই জনতা
তোমার গুলির তোমার ফাঁসির
তোমার কারাগারের পেষণ শুধবে তারা ওজনে তা
এই জনতা।

তোমার সভায় আমীর যারা
ফাঁসির কাঠে ঝুলবে তারা
তোমার রাজা-মহারাজা করজোড়ে মাগবে বিচার
ঠিক জেনো তা এই জনতা।

তারা নতুন প্রাতে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে
তারা ক্ষুদিরামের রক্তবীজে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে
তারা জালিয়ানের রক্তস্নানে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে
তারা ফাঁসির কাঠে জীবন দিয়ে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে।

নিঃস্ব যারা সর্বহারা তোমার বিচারে
সেই নিপীড়িত জনগণের পায়ের ধারে
ক্ষমা তোমায় চাইতে হবে নামিয়ে মাথা হে বিধাতা
রক্ত দিয়ে শুধতে হবে নামিয়ে মাথা হে বিধাতা
ঠিক জেনো তা এই জনতা।

ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে

ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে, আলো ফুটছে, প্রাণ জাগছে,
গুরু গুরু গুরু গুরু ডম্বরু পিনাকীর বেজেছে, বেজেছে, বেজেছে।

মরা-বন্দরে আজ জোয়ার জাগানো ঢেউ, তরণী ভাসানো ঢেউ উঠছে
শোষণের চাকা আর ঘুরবে না—ঘুরবে না,
চিম্‌নীতে কালো ধোঁয়া উঠবে না—উঠবে না,
বয়লারে চিতা আর জ্বলবে না—জ্বলবে না,
চাকা ঘুরবে না, চিতা জ্বলবে না, ধোঁয়া উঠবে না।
লাখে লাখ করতালে হরতাল হেঁকেছে
হরতাল! হরতাল! হরতাল!
আজ হরতাল! আজ চাকা বন্ধ্‌।

পারবে না ভোলাতে মধুমাখা ছুরিতে
জনতাকে পারবে না ভোলাতে,
আর পারবে না দোলাতে মরীচিকা-মায়াতে
বিভেদের ছলনায় ছলিতে।
মিছিলের গর্জন দুর্জয় শপথে গর্জে ঐ গর্জে,
আজ হরতাল! আজ চাকা বন্ধ্‌।

(১৯৪৬-এর সর্বভারতীয় ডাক ও তার ও রেল ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত।)

ও আলোর পথ যাত্রী

ও আলোর পথ যাত্রী এ যে রাত্রি এখানে থেম না
এ বালুর চরে আশার তরণী তোমার যেন বেঁধ না॥
আমি শ্রান্ত যে তবু হাল ধরো
আমি রিক্ত যে সেই সান্ত্বনা
তব ছিন্নপালে জয় পতাকা তুলে সূর্যতোরণ দাও
আহা বুক ভেঙে ভেঙে পথে ঢেলে শোণিত কণা।

কত যুগ ধরে ধরে করেছে তারা সূর্য রচনা ॥

আর কত দূর ঐ মোহানা

এ যে কুয়াশা এ যে ছলনা

এই বঞ্চনার দ্বীপ পা'র হলেই পাবে জনসমুদ্রের ঠিকানা

আহ্বান, শোন আহ্বান

আসে মাঠ ঘাট বন পেরিয়ে

দুস্তর বাধা প্রস্তর ঠেলে বন্যার মতো পেরিয়ে।

যুগ সঞ্চিত সুপ্তি দিয়েছে সাড়া, হিমগিরি শুনলো কি সূর্যের ইশারা

যাত্রা শুরু, উচ্ছল রোলে, দুর্বার বেগে তটিনী

উত্তাল তালে উদ্দাম নাচে মুক্ত শত নটিনী

এ শুধু স্বপ্ন যে নবপ্রাণে জেগেছে রণসাজে সেজেছে

অধিকা'র অর্জনে, আহ্বান, শোন আহ্বান ॥

ধন্য আমি জন্মেছি মা তোমার ধূলিতে

ধন্য আমি জন্মেছি মা তোমার ধূলিতে

আমার জীবনে-মরণে তোমায় চাই না ভুলিতে।

আ'মি তোমার তরে স্বপ্নে রচি আমার যত গান

তোমার কারণেই দেবো জীবন বলিদান।

ওগো জন্মভূমি মাগো মা!

মাটি তোমার সোনা খাঁটি, মাঠে সোনার ধান

ক্ষেত-খামারের কলে খাটে কোটি সোনার প্রাণ।

তবু নিজভূমে পরবাসী হায়রে দিনমান

মাগো তোমার পানে চেয়ে যায় ॥

(তাই) হিমালয় আর নিদ্রা নয়

কোটি প্রাণ চেতনায় বরাভয়

জাগো ক্রান্তির হয়েছে সময়

আনো মুক্তির খরবন্যা ॥

তোমারই সন্তান মোরা তোমারই সন্তান
তুচ্ছ বিভেদ বিষে কত হয়েছি হয়রান।
তখন দেখি নি মা ঘরে ঘরে কেঁদে কাটাও কাল
আর গোপনে মরণে কাটে সর্বনাশের খাল ॥
ওগো জন্মভূমি মাগো মা!
আজ তোমার ঘরে শিশুর হাসি, মায়ের যত প্রাণ
বন্ধ্যা মাটি, না ফোটা প্রেম, অগীত সব গান,
দিয়েছে ডাক এবার মোরা পেলাম সমাধান
মাগো সবার মিলন মোহনায় ॥
আমাদের দেশ, আমার মাটি
ক্ষেত-খামারে কলে আমরা খাটি
আমাদের দেশে যা কিছু খাঁটি—
হবে সবার পরশে ধন্য ॥

কোন এক গাঁয়ের বধূ

কোন এক গাঁয়ের বধূর
কথা তোমায় শোনাই শোনো
রূপ কথা নয় সে নয়।
জীবনের মধুমাসের কুসুম ছিঁড়ে
গাঁথা মালা
শিশির ভেজা কাহিনী শোনাই শোনো।

একটুখানি শ্যামল ঘেরা
কুটিরে তার স্বপ্ন শত শত
দেখা দিত ধানের শিষের ইশারাতে
দিবা শেষে কিষাণ যখন আসত ফিরে
ঘি মউ-মউ আম কাঁঠালের

পিঁড়িটিতে বসত তখন

সবখানি মন উজাড় করে

দিত তারে কিষাণী

সেই কাহিনী শোনাই শোনো।

ঘুঘু ডাকা ছায়ায় ঢাকা

গ্রামখানি কোন মায়া ভরে

শ্রান্তজনে হাতছানিতে

ডাকত কাছে আদর করে

সোহাগ ভরে,

নীল শালুকে দোলন দিয়ে

রঙ ফানুসে ভেসে

ঘুমপরী সে ঘুম পাড়াত

এসে কখন জাদু করে

ভোমরা যেত গুনগুনিয়ে

ফোটাফুলের পাশে

আকাশে বাতাসে সেথায় ছিল

পাকা ধানের বাসে বাসে

সবার নিমন্ত্রণ।

সেখানে বারোমাসে

তেরো পাবণ

আষাঢ় শ্রাবণ কি বৈশাখে

গাঁয়ের বধূর শাঁখের ডাকে

লক্ষ্মী এসে ভরে দিত

গোলা সবার ঘরে ঘরে

হায় রে কখন

এলো সমন

অনাহারের বেশেতে

সেই কাহিনী শোনাই শোনো।

ডাকিনী যোগিনী
এলো শত নাগিনী
এলো পিশাচেরা এলো রে
শতপাকে বাঁধিয়া
নাচে তাথা তাথিয়া
নাচে তাথা তাথিয়া
নাচে রে।
কুটিলের মন্ত্রে
শোষণের যন্ত্রে
গেল প্রাণ শতপ্রাণ গেল রে।
মায়ার কুটিরে
নিল রস লুটিরে
মরুর রসনা এলো রে
হায় সেই মায়াঘেরা সন্ধ্যা
ডেকে যেত কত নিশিগন্ধা
হায় বধূ সুন্দরী
কোথায় তোমার সেই
মধুর জীবন মধুছন্দা।
হায় সেই সোনাভরা প্রান্তর
সোনালি স্বপনভরা অন্তর
হায় সেই কিষাণের
কিষাণীর জীবনের
ব্যথার পাষাণ আমি বহিরে।

আজও যদি তুমি
কোন গাঁয়ে দেখো
ভাঙা কুটিরেরও সারি
জেনো সেইখানে
সে গাঁয়ের বধূর
আশা-স্বপনের জীবন্ত সমাধি॥

হয়তো তারে দেখেনি কেউ

হয়তো তারে দেখেনি কেউ,
কিম্বা দেখে ছিল,
ছিন্নশত আঁচল ঢেকে জীর্ণ দেহখানি
ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে
কি জানি কি ঝড়ে,
গেছে বুঝি ঝ'রে
জীবনের তরু থেকে—
তখন গগন ছড়ায় আগুন দারুণ তেজে
সেই মেয়ে।
দুটি শীর্ণ বাহু তুলে,
ওসে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে,
অন্ন মেগে মেগে ফেরে প্রাসাদ পানে চেয়ে।
কে জানে হায় কোথায় বা ঘর
কি নাম কালো মেয়ের।
হয়তো বা সেই ময়নাপাড়ার মাঠের কালো মেয়ে—
মেঘলা দিনে কবির স্বপ্নের সেই মেয়ে—
জীবন নদীর খরস্রোতে ভাসা
মহাকালের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা
কেন কবির স্বপ্ন কুসুম বিফল হয়ে ঝরে ?
হয়তো তাকে কৃষ্ণকলি বলে কবিগুরু তুমি চিনেছিলে
কল্পলোকের মাধুরিমার কুসুম কে হায় গেল দলে।
তার দুটি কালো হরিণ চোখে চোখে,
শুধু বেদনার দহন ঝলকে
বাঁকা দুটি ভুরু ধনুর টঙ্কারে
আমি যে দেখেছি মরণ শঙ্কারে
ঘিরেছে নিঃসহায়ে।

হয়তো বা সেই ময়নাপাড়ার মাঠের কালো মেয়ে,
মেঘলা দিনে কবির স্বপ্নের ছবি সেই মেয়ে।

আবার কোনো দিন যদি তুমি
তারে দেখ পথে ;
বোলো তারে বোলো তারি তরে
ময়নাপাড়ার থেকে খবর আছে
তারি কাছে রে—
সে যেন ফিরে যায় রে।
সেখানে গাছে গাছে
রাঙা ফুল ফুটিয়াছে,
রাঙা মেঘ রাঙায় কন্যার আশা।
পৌষালি মাঠে মাঠে,
সোনালি ফসল কাটে
গড়বেই নতুন জীবনের বাসা।
আহা, বুঝি কবি কবিতা তোমার
নতুন ছন্দে হবে গাঁথা,
সে বারতা তারি তরে,
সে যেন ফিরে যায় রে॥

আয়রে ও আয়রে

আয়রে ও আয়রে
ভাইরে ও ভাইরে
ভাইবন্ধু চলো যাই রে
ও রাম রহিমের বাছা
ও বাঁচা আপন বাঁচা
চলো ধান কাটি, আর কাকে ডরি
নিজ খামার নিজে ভরি কাস্তেটা শানাই রে।

চাষী হবে জমির মালিক স্বরাজ হলে শুনি
এখন মালিক যত ঘুঘু শালিক পেশাদারী খুনি
আর নেতা বড় বড়, সব বক্তৃতাতে দড়
এখন নিজহাতে ভাগ্য গড়ার এসেছে সময় রে।

লাল বাঁদরের পোষা হাতির অত্যাচারে কত
ভেঙেছে ঘর মরেছে ভাই মা বোন লক্ষ শত
ঐ কমলাপুর বড়া, আর কাকদ্বীপ ডোঙ্গাজোড়া
এসেছে ডাক চল না সবাই সোনা তুলি ঘরে।

ও গাঁয়ের যত জোয়ান মরদ লাঠি নিও হাতে
ঐ খুনে রাঙা ঝাণ্ডা যেন থাকে সবার সাথে
আর দুষমন যদি আসে, যেন চোখের জলে ভাসে
যেন লুটে খাবার ক্ষুধা তাহার মেটে একেবারে।

ও গাঁয়ের যত মা বোন আছ, তোমরা থেক ঘরে
ঐ আঁশবটি আর কাটারিটা রেখো হাতে করে
যেন দালাল বেইমান যত, পায় শিক্ষা উচিৎ মতো
এই বাংলা দেশের মা বোন কত শক্তি হাতে ধরে।

নাকের বদলে নরুন পেলুম

নাকের বদলে নরুন পেলুম টাক ডুমাডুম ডুম
আর জান দিয়ে জানোয়ার পেলুম লাগল দেশে ধুম

আমরা হলাম বোকা ছেলে কি বা বল বুঝি
মোদের যেমনি চালাও তেমনি চলি চোখে ঠুলি গুঁজি
আর ঘুর ঘুর ঘুরে ঘুরাই ঘানি বুঝিনে তেলানি
ও একচেটে তোমাদের রইল, চোখ বুজে মোরা রামনাম জপলুম।

তোমরা বল, আমরা শুনি মিঠে কড়া বুলি—
তাই সত্যি ভেবে পাঁচু রহিম খেয়ে মরল গুলি
বড় বোকা ছিল দাবাবোড়ের চাল বোঝেনি তারা
আজ কিস্তি মাত করেছ, আমরা যেই ঘুঁটি সেই ঘুঁটিই রইলুম।

আমার বাবাও বোকা ছিল আমি তো তার ছেলে
সে বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে গিয়েছিল জেলে
আর তোমরা কেমন দিশী সুতোয় বানালে গাঁটছড়া
তার এক কোণ বাঁধলে গাউনের সাথে, আর এক কোণ গলায় দিয়ে ঝুললুম।

তবু তোমরা আমরা প্রভেদ কি আর রামরাজত্বের দেশে
এই একঘাটে জল খাবে বুঝি বাঘেতে আর মেষে
তাই তোমরা রাজভোগ খেলে আমরা ঢেকুর তুলি কষে
আজ তোমরা প্রাসাদ চূড়ায় রইলে, আমরা তাহার ইটকাঠ বইলুম।

আমার ছেলে মেয়েয় পড়ে বুড়ো আঙুল চোষে
সে বোকা ছেলে খিদে পেলে হঠাৎ কেঁদে বসে
ও সে বোঝে না তো আইন কানুন, বড্ডো বোকা কিনা
তোমার ক্ষুধাহরণ গুলি বিষ, চোখেতে আর আসবে না ঘুম।

আমার ভিটেয় চড়ল ঘুঘু ডিম দিল তোমাকে
সেই আজব ডিমের আজব শিশু খাস দিল্লীতে থাকে
শোন, শিশুর পরিচয়—ও সে যেমন তেমন নয়কো শিশু, মস্ত মহাশয়
এই মোদের গায়ের চামড়ায় তার কাঁথা সেলাই হয়
ওই হিটলার তাহার জ্যাঠা ছিল মুসোলিনী মেসো
মোর মার্কিন দেশের ট্রুম্যান চাচায় পাঠায় খেলনা ডলার ঝুমঝুম।

মানবো না এ বন্ধনে

মানবো না এ বন্ধনে
মানবো না শৃঙ্খলে
মুক্ত মানুষের স্বাধীনতা অধিকার
খর্ব করে যারা ঘৃণ্য কৌশলে।

দুই শতাব্দীর নাগপাশ বন্ধন
নিঃস্ব হলো কত অগণিত প্রাণমন
দুঃশাসন ভেঙে মুক্তির তরে হায়
লাখো শহীদের অমূল্য প্রাণ যায়
মূল্যে তার যারা মসনদে গদীয়ান
জনতার দাবী দুই পায়ে দলে।

আজ দিকে দিকে আর্তের হাহাকার
হায়রে মাতা শিশু কাঁদে ঘরে ঘরে অনাহার
বিদেশীর পাতে উচ্ছিষ্টের ভোজে
স্বার্থবাদী তার লুটের স্বরাজ খোঁজে
অন্ন দেয় নাকো বুভুক্ষু জনতায়
কণ্ঠরোধ করে লাঠি ও রাইফেলে।

আজ দিকে দিকে জনগণ তৈয়ার
মুক্ত চীন জাগে বর্মা মালয় আর
শোষণের যত গোলামীর দাসখত
পায়ে দলে গড়ে নতুন ভবিষ্যৎ
বিশ্বযুদ্ধের চক্রান্তের জাল
ছিন্ন করে যারা আমরা সেই দলে।

জমা আছে মনে রক্তের যত ধার
প্রতি বিন্দুও শোধ দিতে হবে তার

জেনে রেখো তুমি বিদেশীর তাঁবেদার
তোমাদের দিন শেষ হবে এইবার
শেষ যুদ্ধের দুর্বার আঘাতে
সারা ভারত জুড়ে হবে তেলেঙ্গানা।

মাগো বাংলা আর কত দিন
নিজভূমে পরবাসী প্রতিদিন
রবো, পদে পদে গঙ্গা পদ্মা হায়
রক্ত নদী হয়ে বয়ে বয়ে যায়
মাগো তোর কোটী কোটী সন্তানে
নেয় প্রতিজ্ঞা আর সবো না ॥

ও ভাইরে ভাই

ও ভাইরে ভাই
মোর মতন আর দেশপ্রেমিক নাই।
শোনো, বিষুদবারের বারবেলাতে
জন্মেছিলাম আমি, রে ভাই…
আর, বলবো কি ভাই
ঠিক তখনি সূর্যি গেল থামি
আকাশে…
আর ডজন খানেক ব্যাং
ও ভাই ডাকলো গ্যাঙর গ্যাং
শুনে, বললে সবাই স্বর্গ থেকে
এসেছেন নিমাই !
মোর মতন আর দেশপ্রেমিক নাই ॥

আমার, দেখতে বটে শরীরখানা

ভুঁড়ি জালার মতো, রে ভাই···
কিন্তু দেশের কথা ভেবে ভেবে অন্তরেতে ক্ষত
কত যে—
আমার রাত্তিরে ঘুম নাই
ওঠে ঘন ঘন হাই
আর, রাবড়ি মালাই খেতে গিয়ে
বড্ড বিষম খাই !
মোর মতন আর দেশপ্রেমিক নাই।

আমি, খাই নি বটে গুলিগোলা
যাই নি বটে জেলে, রে ভাই···
ও ভাই, কিন্তু সেটা এই ভেবে যে আমি মারা গেলে
কি হবে ?···
দেশে রইবে কে বা আর,
কে করবে দেশোদ্ধার ?
তাই মরতে আমি বলি সদাই
নিজে মরি নাই !
মোর মতন আর দেশপ্রেমিক নাই ॥

শোনো, দেশপ্রেমিক না হলে ভাই
পত্রিকাতে কেন রে ভাই···
ওই, প্রথম পাতায় ছবি আমার প্রত্যহ ছাপানো থাকে রে···
আমি কি দিয়ে ভাত খাই
আর কোথায় কোথায় যাই
ওরা ছাপে, আমার পাঁচড়া হলে কি মলম লাগাই।

আমাদের নানান মতে নানান দলে

আমাদের নানান মতে নানান দলে দলাদলি
কেউ বা চলে ডাইনে বা কেউ বাঁয়ে চলি
এক সাগরে তুলেছি ঢেউ
কেউ বা ধর্মী বিধর্মী কেউ
সবার চোখে স্বপ্ন ভাসে স্বাধীন সুখী দেশ
শান্তি ঘেরা ঘরে ঘরে প্রাণের পরিবেশ
মোরা সবাই তখন একসাথে ভাই মিলি।

যখন প্রশ্ন ওঠে ধ্বংস কি সৃষ্টি
আমাদের চোখে জ্বলে আগুনের দৃষ্টি
আমরা জবাব দিই সৃষ্টি, সৃষ্টি, সৃষ্টি।
যখন প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধ কি শান্তি
আমাদের বেছে নিতে হয় নাকো ভ্রান্তি
আমরা জবাব দিই শান্তি, শান্তি, শান্তি।

আর রক্ত নয়, নয়
আর ধ্বংস নয়, নয়
আর নয় মায়েদের শিশুদের কান্না
রক্ত কি ধ্বংস কি যুদ্ধ আর না।

আমাদের দেশের কোটি হাতে হাতে কাজের ক্ষুধা
খনি পাহাড় অগাধ মাটি ভরা সুধা
তবুও আকাল মহামারী
ঘরে ঘরে অনাহারী
বাস্তুহারা বেকার মরে হায়রে সোনার দেশ
অশান্তির এই দেশে গড়ি প্রাণের পরিবেশ
মোরা সবাই যখন একসাথে ভাই মিলি।

শুনি আজ মুষ্টিমেয় পিশাচ মাতে রণসাজে
দুনিয়া যায় রসাতলে লুটের কাজে
আমরা তখন দুনিয়াতে শান্তিপ্রিয় সবার সাথে
কণ্ঠ মেলাই প্রতিবাদে "যুদ্ধ বরবাদ"
যুদ্ধবাদীর টুঁটি টেপা বাড়াই কোটি হাত
মোরা সবাই তখন একসাথে ভাই মিলি।

ঝংকারো ঝংকারো রুদ্রবীণা

ঝংকারো ঝংকারো রুদ্রবীণা
তার সাম্য শান্তি রাগিনী
জাগো যারা জাগো নি।
এই দুঃখের দুর্দিন দূর হয়ে যাবে
আশার মরুনদী স্রোতে বয়ে যাবে।

দূর দুস্তরে আমরা দ্বিধাহীন যাত্রী
ভেদ বিভেদের দ্বন্দ্ব কেটে যাবে রাত্রি
হাসি আর গান মিলে যাবে তান
রুদ্ধ-দ্বার ভেঙে কোটি কোটি প্রাণ
একই তান একই ছন্দে আনন্দেরই গান॥

কলে কারখানায় সৃষ্টির আনে যারা বান
মাঠে প্রান্তরে অন্ন বোনে যে কিষাণ
ঘরে ঘরে আজ নওজোয়ান
আমাদের কোটি কোটি সন্তান
একই তান একই ছন্দে আনন্দেরই গান

দেশ বিদেশে স্বপ্ন কত না রঙীন
কোটী অন্তরে ছুটে চলে প্রতিদিন
আমাদের গান সেই স্বপ্নের
পূর্ণতারই অঙ্গীকার
একই তান একই ছন্দে আনন্দেরই গান ॥

নওজোয়ান নওজোয়ান

নওজোয়ান নওজোয়ান
বিশ্বে জেগেছে নওজোয়ান
কোটি প্রাণ একই প্রাণ
একই স্বপ্নে মহীয়ান।
তুচ্ছ ভয় সন্ত্রাসে
রক্তপিপাসু দানবের
একতার হিম্মতে
শান্তি শপথে বলীয়ান।
আমাদের মুক্তি স্বপ্নে সূর্যে রঙ লাগে
যৌবনের অভ্যুদয়ে হিমালয় জাগে
আমাদের শান্তি মিছিলে সিন্ধু চলমান
যুদ্ধখোর সভ্যতার শত্রুরা সাবধান ॥

আমরা মিলেছি মানবতার মহত্বে গরিমায়
মজুরে কিষাণে মধ্যবিত্তে সারা দুনিয়ায়
সাধ্য কোন্ দুশমনের যুদ্ধ ফের বাধায়
রক্তের তাণ্ডবে বিশ্ব ফের মাতায়
সারা দুনিয়ায়।
আমাদের মুক্তি স্বপ্নে···

আমরা মরুর ধুলিতে স্বর্গ উদ্যান গড়ি।
শ্মশানে মশানে মরণবিজয়ী সভ্যতা গড়ি
ধরণীর আর্তনাদ হাসিতে ভরি
সখ্যের সঙ্গীতে বিশ্ব মুখরি
সভ্যতা গড়ি।
আমাদের মুক্তি স্বপ্নে…

আর গান গেয়ে কি হবে

আর গান গেয়ে কি হবে বলো ?
যদি শিশুদের কান্নায়
দশদিশি ভরে যায়
আর্তের হাহাকার
শৃগালের চিৎকার
অসুরেরা নেচে নেচে গায়।
সুর সপ্ত সুরেই বাঁধা থাক
ফুল ফুল-বাগিচায় ফুটে থাক।
যত কল্পলোকের কবিরা
আজ সব হয়ে থাক নির্বাক।
যদি চাঁদ ওঠে আজ
তাকে বোলো ফিরে যাক্
মেঘে মেঘে তার মুখটি লুকাক ॥
আর পূর্ণিমা কি হবে বলো ?
যদি প্রেমিকার প্রেমিকের
বাহুডোর ছিঁড়ে যায়
ফুলশয্যায় সব শকুনের উৎসব
প্রজাপতি মরে মরে যায়।
আমি তাই ভেবেছি আর না

ঘরে বসে কান্না আর না
যদি ব্যথায় করে সে ছলছল
চোখে আনবো অগ্নিবন্যা।
যত ফুল, যত সুর
যত প্রেম যা মধুর
কিছুদিন দূরে দূরে থাক না।
আর ফুলে ফুলে কি হবে বলো?

তোমার বুকের খুনের চিহ্ন খুঁজি

তোমার বুকের খুনের চিহ্ন খুঁজি
ঘোর আঁধারের রাতে।
ও দেশের বন্ধু শহীদ
ঝড় বাদলের রাতে॥

যেন পথ না হারায় পাঁকে
মোদের নিশানা ঠিক থাকে
জেলো দেশপ্রেমের মশাল চোখে
দিও অস্থির বাজ হাতে॥

যেমন থাকে আঁধার কেশে
সিঁথির সিঁদুর রেখা
আঁধার মেঘে জ্বলে যেমন
বিজুলীর লেখা।
যেন তেমনি চোখে থাকে
দেশের জটিল কুটিল বাঁকে
তোমার খুনে রাঙা পথের যে দাগ
সবাই যাই যেন এক সাথে॥

দুস্তর পারাবার আয় কে হবি রে পার

দুস্তর পারাবার
আয় কে হবি রে পার
এই নিস্তরঙ্গ গাঙে
ওই এলো রে জোয়ার
বালুচরের মায়াতে আর বাধা থাকে না
দাও তরী ভাসাইয়া হেই মারো জোয়ান।
হেঁইও রে হেঁইও বাইয়ো রে নাও বাইয়ো।
ধর্ কষে হাল দাও তুলে পাল
বদর বদর গান গাইয়ো—হো হো হো।

এই তরণী তোমার আমার আশা নিয়ে যায়
রাঙা পালে ওড়ে নিশান আয়, আয়, আয়,
কার ঘরে জ্বলে নি প্রদীপ থেমে গেছে গান,
দাও তরী ভাসাইয়া হেই মারো জোয়ান॥

এইবারে পণ নবজীবন গড়ার ভরসায়
পুরনো দিন পিছে ফেলে আয়, আয়, আয়
থাক না মিছে মায়ার বাঁধন
স্নেহের পিছুটান।
দাও তরী ভাসাইয়া হেই মারো জোয়ান॥

গৌরী শৃঙ্গ তুলেছে শির

গৌরী শৃঙ্গ তুলেছে শির
বহিছে সিন্ধু গর্জমান
ভল্গা যমুনা রাইনে নাইলে
মিসিসিপি মিলে তুলেছে তান—নওজোয়ান।

শতযুগের বঞ্চনায়

শৃঙ্খলের ঝন্‌ঝনায়

সমাধির পরে যায় শোনা

আগামী দিনের ঘরে ঘরে

নবপ্রভাতের বীণা গায় যে গান—নওজোয়ান।

দুনিয়ার দিকে দিকে মুক্তির মন্ত্রে

প্রাণ উচ্ছল ছলছল—ছলছল

আমাদের শক্তি শান্তির বলে বলিয়ান—বলিয়ান প্রাণ

আমাদের মুক্তি দেশে দেশে মিলনের গান—মিলনের গান

বিশ্বের নব মানচিত্রের স্রষ্টা যে

আমাদের কোটি কোটি প্রাণ।

যদিও এদেশে অন্ধকার

অনাহারে শিশু ক্রন্দমান

যৌবন পথে পথে ধুঁকে মরে

বন্ধনে কাঁদে কত না প্রাণ—নওজোয়ান।

তবু এই ঘোষণায় লক্ষ প্রাণ পণ জানায়

এদেশে আনবো প্রাণের বান

শান্তি তীর্থ গড়বোই মোরা

দু হাতে ছড়াবো হাসি ও গান—নওজোয়ান॥

চলো চলো হে মুক্তি সেনানী

চলো চলো হে মুক্তি সেনানী

বিভেদ সর্প শির দলি

মিলন মন্ত্র সম্বলি

কে রোখে এই তেজ দীপ্ত
মিলিত মিছিল বন্যাকে
এক সাথে কোটি হাতে
আঘাতে চূর্ণ করি
ক্লেদ ঘৃণ্য দস্যুকে…চলো চলো ॥

কুটিল চক্রী বিষ ছড়ায়
মরণ ফাঁদে জীবন জড়ায়
জীবন নূতন গড়বে কে
মরণ পণে লড়বে কে
করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে
গর্জে সেনানী কদম বাড়াও…চলো চলো।
হুঁশিয়ারী আলো চোখে চোখে জ্বালো
দস্যু না পালায়
তস্কর যেন গ্রাম লুটে নিয়ে
আঁধারে না লুকায়
ভাঙা বুকে ফিরে শান্তি পেতেছি
এ ঘর না জ্বালায়
বর্বর যেন পায় নাকো ছাড়া
কড়া পাহারার বাঁধ বাঁধি…চলো চলো।

ও মোদের দেশবাসীরে

ও মোদের দেশবাসীরে—
আয়রে পরাণ ভাই আয়রে রহিম ভাই
কালো নদী কে হবি পার।
এই দেশের মাঝেরে পিশাচ আনেরে
কালো বিভেদের বান,

সেই বানে ভাসেরে মোদের দেশের মান।
এই ফারাক নদীরে বাঁধবি যদি রে
ধর গাঁইতি আর হাতিয়ার
হেঁইয়া হেই হেঁইয়া মার, জোয়ান বাঁধ সেতু এবার।
এই নদী তোমার আমার খুনেরি দরিয়া
এই নদী আছে মোদের আঁখিজলে ভরিয়া
এই নদী বহে মোদের বুকের পাঁজর খুঁড়িয়া
মোরা বাহু বাড়াই দুই পারেতে দুজনাতে থাকিয়া
ওরে এই নদীর পাকে পাকে কুমীর লুকায়ে থাকে
ভাঙে সুখের ঘর ভাঙে খামার,
হেঁইয়া হেই হেঁইয়া মার, জোয়ান বাঁধ সেতু এবার।
বুকেতে বুকেতে সেতু অন্তরের মায়া ঘিরে বাঁধিরে
কুটিলের বাধা যত ঘৃণার নিষ্ঠুরাঘাতে ভাঙ্গিরে
সাম্যের স্বদেশ ভূমি গড়ার শপথ নিয়ে বাঁধিরে
হেঁইয়া হেই মারো জোর বাঁধি সেতু বাঁধিরে
বাঁধি সেতু বাঁধিরে ॥

শ্যামল বরণী ওগো কন্যা

শ্যামল বরণী ওগো কন্যা
এই ঝিরঝির বাতাসে ওড়াও ওড়না
মেঘের অলক দোলায়ে কোথা যাও ?
কত হাসির ফোয়ারা তোমার ঝরনা
এসো ঐ ভুবন ভোলানো রূপে পরাণে—
ওগো মোর শ্রান্ত দিবস সন্ধ্যা
তোমার আসার আশায় চেয়ে যায়
কবে আমার ভাঙা ঘরের আঙিনায়
চপল চকিত চরণে আসিবে ?

তোমারে দেখেছি সন্ধ্যার আকাশে
তারায় তারায় প্রদীপ জ্বালাতে
বধূদের চোখে মায়া অঞ্জন পরাতে, ওগো…
শ্যামল বরণী তোমার জন্যে
কত নদী বহে ফুল ফোটে অরণ্যে
ক্ষেতে সোনার প্লাবন খেলে যায়
জাগে ঘরে ঘরে কত না রাজকন্যে
রাজার কুমার দেয় জীবন অবহেলে
ওগো, তুমি বুঝি মোর বাংলা।
আমার জীবন ধন সাধের সাধনা
তোমায় কে দিয়েছে ব্যথা আমায় বল না ?
সুনীল নয়ন কেন ছলছল
তোমারে দেখেছি আজি গৃহহারা
পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিছ
ঘরে ঘরে যত সন্তানদের জাগাতে, ওগো·

হেঁইয়ো হো হো

হেঁইয়ো হো হো হেঁইয়ো
ও মাঝি ভাইও বাইয়ো রে নাও বাইয়ো
খর নদীর ওপারে স্বপ্নের দেশে যাইও।
হেঁইরে—আকাশে আজ বাদল বড় ভারী
হেঁইয়ো—ঢেউয়ের তালে তুফান নাচে—মরণ মহামারী,
হেঁইয়ো হো বল মাভৈঃ যাবই খর নদীর পারে ॥

কে বেঁধেছ মায়ার ঘর ভুলের বালুচরে
নিভেছে কার আশার প্রদীপ কুসুম গেছে ঝরে
আহা রে, এবার ভাঙা পাঁজর শপথ শিখায় জ্বালো
আনো আরো আলো—হেঁইয়ো হো।

মহাকালের খরস্রোতে আশার তরী ভাসে
জীবন নায়ে ধর না হাল মরণ যদি আসে
আহা রে, তোলো ছেঁড়া পালে জয়ের পতাকা
আশার রঙে আঁকা ॥

আমার প্রতিবাদের ভাষা

আমার প্রতিবাদের ভাষা
আমার প্রতিরোধের আগুন
দ্বিগুণ জ্বলে যেন দ্বিগুণ
দারুণ প্রতিরোধে
করে চূর্ণ, ছিন্নভিন্ন শত ষড়যন্ত্রের জাল যেন
আনে মুক্তির আলো আনে
আনে লক্ষশত প্রাণে…আমার

আমার প্রতি নিঃশ্বাসের বিষে
বিশ্বের বঞ্চনার ভাষা
দারুণ বিস্ফোরণ যেন ধ্বংসের গর্জনে হানে
যত বিপ্লব বিদ্রোহের আমি সাথী
আমি মাতি যুদ্ধের হেথায় সেথায়
মানুষের মুক্তির বিপন্নতায়
আমারি রক্ত ঝরে দেশে দেশে বন্দরে
শত মরু কন্দরে গিরি শিখায়
মিলনের তীর্থের সন্ধানে ॥

উর্-র তাকা তাকা তাকা

উর্-র তাকা তাকা তাকা তাকা
তাধিনা তাধিনা ধিনা ধিনা রে—
উর্-র জাগা জাগা জাগা জাগা
জাগিনা জাগিনা গিনা গিনা রে—
উ-র্ জাগ জাগ—উর্-র জাগ জাধিন্
উর্-র তাক্ তাক্—উর্-র তাক্ তাকিন্
উর্-র জাগ্ জাগ্ জাগ্—
গুরু গুরু মেঘের মাদল বাজে
তাতা থৈ থৈ মনের ময়ূর নাচে।
আষাঢ়ের বরষা এলো, পরশে তারি রুক্ষ মাটি সরস
হল রে—
আয় লাঙ্গল ধরি, মোরা লাঙ্গল চালাই, ফসল বুনি মোরা
ফসল ফলাই আয়, আয়রে আয়…
এই মাটির গানে দূরে যাবে যতো ক্ষুধার বালাই
ঘরে ঘরে রবে সোনার ধানে ভরে।

উর্-র জাগ্ জাগ্—উর্-র জাগ্ জাধিন্
উর্-র তাক্ তাক্—উর্-র তাকিনা তাকিন্
উর্-র জাধিনা জাধিনা জাধিনা জাধিন্
তাকিনা তাকিনা তাকিনা তাকিন্।
মোরা বীজ বুনি বুনি সোনার স্বপন বপন করি গো শ্রাবণে
ও এই মাটির অন্তরে ফসলের গান শোন কি ? শুনি গো—
তোমার আমার আশা নিয়ে মাঠে মাঠে ধান বোনো কি ?
বুনি গো—
ভাই মোদের মাটির সীতায় যেন হরণ করে না রাবণে।

পথে এবার নামো সাথী

পথে এবার নামো সাথী
পথেই হবে এ পথ চেনা
জনস্রোতের নানান মতে
মনোরথের ঠিকানা
হবে চেনা হবে জানা।

অনেক তো দিন গেল বৃথা এ সংশয়ে
এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে
তোমার আমার সবার স্বপন
মেলাই প্রাণের মোহনায়
কিসের মানা
হবে চেনা হবে জানা।

তখন এ গান তুলে তুফান
নবীন প্রাণের প্লাবন আনে দিকে দিকে,
কিসের বাধা বিপদ বরণ মরণ-হরণ
চরণ ফেলে সে যায় হেঁকে।

তখন তো আর শোষণ বাঁধন মানবো না
সবার এ দেশ সবার ছাড়া তো জানবো না
পরোয়া নেই আকাশ বাতাস
হবেই আশার পরোয়ানা
কিসের মানা
হবে চেনা হবে জানা॥

এ জীবন বেশ চলছে

এ জীবন বেশ চলছে
সব কিছু বেশ চলছে
একটু শুধু যা অন্ন নাই
মা ও বোনেদের বস্ত্র নাই
কর্ম নাই এ বেকার জীবন
আর সব ঠিকঠাক বেশ চলছে ॥

বাজারেতে সব কিছু আকাশ ছোঁয়া
কয়লা বিনাতেই ভাই উঠছে ধোঁয়া
বড় বড় নেতা জনতার হাতে
ধরিয়ে যে দিচ্ছে ভাই মুড়ির মোয়া
আর কি কবো ?
চারিদিকে চুরি আর ঘুষখোরী
কালোবাজারীতে দেয়া নেয়া
আর সব ঠিকঠাক বেশ চলছে ॥

মোড়ে মোড়ে মস্তানী দাদাগিরি
একটুতে বোমা আর চলছে ছুরি
মুনাফাখোর পেটমোটা ব্যবসাদারী
দুই হাতে ঢালছে টাকা দেদারি
আর কি কবো ?
শুধু গালাগালি আর দলাদলি
মা বোনেদের পথ চলা কি ঝকমারি
আর সব ঠিকঠাক বেশ চলছে ॥

পথে পথে ভরে গেছে ভিখারী
বিল্ডিংস উঠছে ভাই সারি সারি
লাখে লাখে কত না ডিগ্রীধারী

পারছে না ঘোচাতে তার বেকারী
আর কি কবো ?
সব কিছু বুঝে মুখ বুজে বুজে
সয়ে যাবো আমরা কি করতে পারি ?
আর সব ঠিকঠাক বেশ চলছে ॥

শুনেছি এই দেশে জন্মেছে সুভাষ
কবিগুরু দেশবন্ধু আর যতীন দাস
পরাধীনতার জ্বালা ঘোচাতে লাজ
লাখে লাখে গলায় পরেছে ভাই ফাঁস
আর কি কবো ?
আমরা কি তার উত্তরাধিকারী
লজ্জায় মাথা কাটা যায় যে আজ।
আর সব ঠিকঠাক বেশ চলছে ॥

ধিতাং ধিতাং বোলে

ধিতাং ধিতাং বোলে,
কে, মাদলে তান তোলে,
কার আনন্দ উচ্ছলে
আকাশ ভরে জোছনায়।
আয় ছুটে সকলে
এই মাটির ধরাতলে
আজ, হাসির কলরোলে
নূতন জীবন গড়ি আয়।
আয়রে আয়, লগন বয়ে যায়
মেঘ গুরু গুরু করে চাঁদের সীমানায়
পারুল বোন ডাকে চম্পা ছুটে আয়।

বর্গীরা সব হাঁকে কোমর বেঁধে আয়
আয়রে আয়, আয়রে আয় ॥

ধিনাক্ নাতিন্ তিনা
এই বাজারে প্রাণ বীণা
আজ সবার মিলন বিনা
এমন জীবন বৃথা যায়।
এদেশ তোমার আমার
আর আমরা ভরি খামার
আর, আমরা গড়ি স্বপন দিয়ে
সোনার কামনায়।

এই দেশ এই দেশ

এই দেশ এই দেশ
আমার এই দেশ
এই মাটিতে জন্মেছি মা
জীবন মরণ তোমার স্মরণ
তোমার চরণধূলি দাও মা ॥
কত অসন কত বসন
কত রঙিন ভাষায় ভাষণ
তবু আসন একই সবার
তোমার চরণ তলে গো মা ॥

নানান ধরম নানান ভরম
আলাদা হোক একই করম্
একই সাধনা—
হিমালয়ের শীর্ষ যেমন

এদেশ উঁচু হবে তেমন
সাধের সাধন স্বাধীনতা
সাম্যে সফল হবে গো মা ॥

কত না যুগ ধরে ধরে
ছিলে গো মা শিকল পরে
তা কি জানি না—
তোমার লাখো লাখো ছেলে
দিল জীবন অবহেলে
তারা রক্ত ফেলে জন্মভূমি
পুণ্যভূমি করেছে মা ॥

এমনি চিরদিন তো কভু যায় না

এমনি চিরদিন তো কভু যায় না
এই যে সর্বনাশা, চারিদিকে এই নিরাশা,
এই যে অথৈ জলে ভাসা
কিনারা মন পায় না।

ভেবেছো কি কি-ই বা পেলে
সোনা ফেলে আঁচলেতে
খুব কষে ভাই গেরো দিলে,
আলেয়ার আলোয় মেতে,
ভাবলে আঁধার গেল কেটে ;
পায়ের শিকল ফেলেও কেটে
খাঁচা যে তোর যায় না।

এবারে চিত্ত তোমার মুক্ত করো
দুই নয়নে অগ্নি জ্বালো,
আর না তারে সিক্ত করো।
দুই পায়ে হয়ে খাড়া,
একবার ফিরে রুখে দাঁড়া
জীবন গেল খেয়ে তাড়া,
তোমার শোভা পায় না ॥

জীবন যখন শুধু দুদিন

জীবন যখন শুধু দুদিন
দুদিন তবু সে মুক্তি পাক
পাহাড় ঘেরা সবুজ বনে
নদীর মতো ছুটে বেড়াক ॥

এই বন্ধ দ্বার মনে মনে দেশে দেশে খুলে যাবে
মানুষ মানুষ অবিশ্বাসের হানাহানি ভুলে যাবে
নতুন ভুবন নতুন জীবন আনন্দ গানে হোক সবাক
সে ফুল ফোটাক ঘরে ঘরে শিশুর হাসিতে ভরে যাক ॥

এই অন্তরাল তোমার আমার দ্বন্দ্ব আর দ্বিধায় দুলে
অন্তরীণ হয়ে আছি যে অন্তরের মায়ায় ভুলে
ক্ষুদ্রতার তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে সবার স্বার্থ থাক
এই অর্থহীন ব্যর্থতায় অনর্থ আজ অর্থ পাক ॥

এসো এবার যা আছে যার উজাড় করে ভালবাসায়
গড়ি নবীন শোষণবিহীন সমাজ নতুন নতুন আশায়
এ পৃথিবীর নতুন ছবি নতুন কবি গানে ভরাক
কে রুশ কে চীন বা মার্কিন—মানুষ পরিচয়ে সে থাক ॥

চলছে আজ চলছে কাল

চলছে আজ চলছে কাল
শান্তির এই মিছিল
যত না দিন যুদ্ধবাজ ফেলবে অস্ত্র তার
নারীঘাতী শিশুঘাতী চলবে অত্যাচার
যত না দিন সব স্বাধীন
মুক্তির অধিকার
হবে দেশে দেশে
রঙে রূপে রসে
ভরবে এই নিখিল ॥

শোনরে দুনিয়াদার আজকে হুঁশিয়ার
বিশ্বময় জুড়ে আমরা যে তৈয়ার
যুদ্ধ আর ধ্বংস ধরাতে আনতে দেবো না
সভ্যতার অগ্রগতিকে ভাঙতে দেবো না
বইতে দেবো না আর
রক্ত রুধির ধার
দীপ্ত অঙ্গীকার
কোটি কোটি প্রাণ কোটি কোটি মন
বিশ্বে আজ সামিল ॥

এই সারাটা দেশ জুড়েই আমার ঘরবাড়ি

এই সারাটা দেশ জুড়েই আমার ঘরবাড়ি ঘরবাড়ি
কখনো বাঙালী, আমি কখনো ওড়িয়া
পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী ও অহমিয়া
আমি তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালায়লম বলি
হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ধর্মী রকমারী।

কোল, ভিল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, আমি আদিবাসী
একই ব্যথায় কাঁদি, একই আনন্দেতে হাসি
আমি নাগা, খাসী, কুকী, আমি মণিপুরী
নানান সুরে গান গাই আর নানান পোশাক পরি
ঘরে ঘরে মা ভাই বোন আত্মীয়স্বজন
কাশ্মীর থেকে যদি যাও কন্যাকুমারী।

চাষ-বাস মাঠেতে করি আমি কলে খাটি
খনি থেকে কয়লা তুলি আমি মাটি কাটি
নগর শহর আমি গড়ি, আমি তো বিজ্ঞানী
যা কিছু সম্পদই দেশের, তাতে আমি ধনী
হিমালয়ের শীর্ষ থেকে ভারত মহাসাগর
পুণ্যভূমি জন্মভূমি সে যে গো আমারই।

আরো দূরে, দূরে দূরে যেতে হবে

আরো দূরে
দূরে দূরে যেতে হবে
বঞ্চনার বন্দী তুমি যে এ বন্দরে
পাল তোলো আগে চলো
শত স্বপন রাঙানো সে দেশ পেতে হবে
দূরে যেতে হবে
যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে...

এসো দারুণ প্লাবন তুলি
প্রভেদ বিভেদ ভুলি
বন্ধ দুয়ার যত
শিকল হাতুড়ী মেরে খুলি

যত যুগের জমানো দেনা
এবারে তা শুধে নিতে হবে
দূরে যেতে হবে···

জানি সে দেশ এখানে আছে
সবার স্বপন মাঝে
আগামী দিনের কাছে
মুকুতি শোষণ থেকে যাচে
দিয়ে আপন যা কিছু আছে
সে দেশ গড়ে যে নিতে হবে
দূরে যেতে হবে···

আর দূর নেই

আর দূর নেই দিগন্তের বেশী দূর নেই
সব ক্লান্তির অন্ত এবার
এই রাত্রির সীমান্তের যারা যাত্রী
সংক্রান্তির লগ্ন এবার।

ধরো তুলে ধরো যুগান্তের জড়ো যতো সাধনা
পরো মাথে পরো রক্ত তিলকে পরো
যতো বেদনা
ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে সে কি মাতন তোলে
জনকল্লোলে আনে বন্যা॥

যত আছে ক্ষত শতাব্দীর শত জমা অপমান
এসো আজ তবে ভাঙতে ভাঙতে হবে
যত অসমান

এসো সন্তাবে তো বুকে বুকে পাবে
দধীচির অস্থির সন্ধান ॥

অধিকার কে কাকে দেয়

অধিকার কে কাকে দেয় ?
পৃথিবীর ইতিহাসে কবে কোন অধিকার
বিনা সংগ্রামে শুধু চেয়ে পাওয়া যায় ?
কখনোই নয় কোনোদিনও নয়
অধিকার কেড়ে নিতে হয়
অধিকার লড়ে নিতে হয় ।

মুক্তির অধিকার
মানুষের মতো করে বাঁচবার অধিকার
শিক্ষার অধিকার
হক কথা সোচ্চারে বলবার অধিকার
শান্তির অধিকার
শিশু শিশু কুঁড়িদের ফোটবার অধিকার
এ সব তো আমাদের জন্মগত
তবে কেন এত হাহাকার ?

ঘরে বসে বসে ক্রন্দনে নয়
অধিকার জিনে নিতে হয়
রক্তে কিনে নিতে হয় ॥

পুরানো দিন পুরানো মন

পুরানো দিন পুরানো মন
পুরানো সব কিছু পিছনে ফেলে
আয় ছুটে চলে
নতুনের ডাক শোনা যায় ঐ
আগামীর দিগন্ত খুলে যাবে
সব ফেলে আয় আয় আয়…

পথের নিশানা পথেই তো খুঁজে পাবে
জানা অজানা দুদিনে ভুলে যাবে
একই বেদনায় একই সাধনায়
হারানো দিন হারানো মন
হারানো সব কিছু আবার ফিরে
পেতে যে হবে
নতুনের ডাক শোনা যায় ঐ
আগামীর দিগন্ত খুলে যাবে
সব ফেলে আয় আয় আয়…

আকাশে আসে দুরন্ত দুরন্ত ঝড়
পিছনে ফেলে ঘুমন্ত ঘুমন্ত ঘর
পেতে যে হবে পেতে যে হবে
সোনালী দিন সোনালী মন
সোনালী সব কিছু নতুন করে
গড়তে যে হবে
নতুনের ডাক শোনা যায় ঐ
আগামীর দিগন্ত খুলে যাবে
সব ফেলে আয় আয় আয়…

একটু চুপ করে শোনো

একটু চুপ করে শোনো
তাহলেই শুনতে পাবে
কোলাহল ছাপিয়ে, কান্নার রোল ভেসে আসে
অসহায় মানুষের—শিশু আর নারীদের
আর্ত আর্তনাদে ভরে গেছে
এই সুন্দর পৃথিবীতে
পাখীদের গান আর কোনো কোনো
নদীর স্রোতে হাহাকার
মিশে গেছে, মিশে গেছে, মিশে গেছে···

আর শুনবে বিস্ফোরণ
মহা মারণাস্ত্রের ঝনাঝ্ঝন
পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ভেসে
আসে অসহায় মানুষের ক্রন্দন
যুদ্ধের থর ষড়যন্ত্রে হানাদারী শকুনের চিৎকার
শুনতে পাবে যদি তুমি শোনো
অন্তরালে বসে শোনো···

একটু চোখ খুলে ছাখো
তাহলেই দেখতে পাবে
কত না অন্যায়—স্বার্থের হানাহানি
মানুষে মানুষে কত বিভেদ
জাতপাত কত নিষেধ
দেখবে বঞ্চনার রক্তে গড়া
কত না প্রাসাদ কত সম্পদ
একদিকে বিলাসের কি ব্যভিচার
অন্যদিকে অনাহার
দিকে দিকে, দিকে দিকে, দিকে দিকে·

আরও দেখবে কত অবিচার
মানুষের ন্যূনতম অধিকার
কেড়ে নিয়ে শাসনের নামে শোষণ চলে
আজও পৃথিবীর দেশে দেশে
কেউ অস্পৃশ্য কেউ সাদা কালো
বঞ্চনার ছল চলছে ভালো
দেখতে পাবে যদি তুমি দ্যাখো
একটু চোখ খুলে দ্যাখো…

একটু মন দিয়ে ভাবো
তাহলেই বুঝতে পাবে
এ আকাশ এ বাতাস
অরণ্য নদ-নদী
ফুলে ফলে ভরা পৃথ্বী
সবার জন্যে প্রকৃতি
লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ
পৃথিবীর গড়ে যত সম্পদ
তবে কেন তাই কেড়ে মুষ্টিমেয়
দেশে দেশে মুনাফার গড়ে পাহাড়
একটু ভাবো বুঝতে পাবে
একটু ভাবো, একটু ভাবো, একটু ভাবো…

সেই দিন আজ কত দূরে

সেই দিন আজ কত দূরে
যখন প্রাণের সৌরভে
সবার গৌরবে
ভরে রবে

এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে
আনন্দেরই গানে গানে সুরে
সেই দিন আজ কত দূরে…

গ ম প ধ প প র্স প ধ গ ম প ধ প প
ন ন ন র্স র´ র্গ র´ র´ র্স নধন প ধ ন র্স র্স র্স ন ধ
গ ম প ধ প প ম গ র র গ ম ধ প
আ…আ…
কত না দিন, কত রঙীন
কত না যে স্বপন করে বপন
ফিরে চলে গেছে কত না জন হায়
সেই স্বপন ফুলে ফলে দাও ভরে
সেই দিন আজ কত দূরে…

প প প প ধ প প র্স প প ধ ন র্স ন র´
ধ ধ ধ ধ ন ধ ধ র´ ধ ধ ন স´ গ´ র´ স´
র্স র্প র্ম র্গ র´ স´ ন প ন স´ র´ স´ ন প ধ ন ধ প ম গ র
এ দেশ আমার এ দেশ তোমার
বুকেরই ধন কর যতন
যেন না কেউ ভাঙে এই রতন হায়
বিভেদ বিচ্ছেদ শেষ দাও করে
সেই দিন আজ কত দূরে…

কথা : সলিল চৌধুরী
সুর : প্রবীর মজুমদার

গ্রাম নগর মাঠ পাথার বন্দরে তৈরি হও

(তাই) গ্রাম নগর মাঠ পাথার বন্দরে
তৈরি হও !
কার ঘরে জ্বলেনি দীপ চির আঁধার
তৈরি হও
ঘরে ঘরে ডাক পাঠাই তৈরি হও
জোট বাঁধো
মাঠে কিষাণ কলে মজুর নওজোয়ান
জোট বাঁধো
এই মিছিল সব হারার সব পাওয়ার
এই মিছিল
স্বামীহারা অনাথিনীর চোখের জল
এই মিছিল
শিশুহারা মাতাপিতার অভিশাপের
এই মিছিল
এই মিছিল সব হারার সব পাওয়ার
এই মিছিল
হও সামিল ! হও সামিল !
হও সামিল !

কথা : সুকান্ত ভট্টাচার্য

সুর : সলিল চৌধুরী

রানার ছুটেছে তাই

রানার ছুটেছে তাই ঝুম ঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে,
রানার চলেছে, রানার !
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার .
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার ।

রানার ! রানার !
জানা-অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে ;
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয় ।
তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ—বুঝি হয় লাল ও-পূর্ব কোণ ।
অবাক রাতের তারারা আকাশে মিট্‌মিট্‌ করে চায় :
কেমন করে এ রানার সবেগে হরিণের মতো যায় !
কত গ্রাম, কত পথ যায় সরে সরে—
শহরে রানার যাবেই পৌছে ভোরে ;
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্‌, জোনাকিরা দেয় আলো
মাভৈঃ, রানার ! এখনো রাতের কালো ।

এমনি করেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে,
পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌছে দিয়েছে 'মেলে' ।

ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।
অনেক দুঃখ, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।

রানার! রানার!
এ বোঝা টানার দিন হবে শেষ কবে?
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?
ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া,
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে
কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে
এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,
এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।
দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি,—
এ-কে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি—
রানার! রানার! কি হবে এ বোঝা বয়ে?
কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে?
রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে—আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?
রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার।

অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি

অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।
অবাক পৃথিবী আমরা যে পরাধীন
অবাক কি দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন।
অবাক পৃথিবী অবাক করলে আরও
দেখি এই দেশে অন্ন নেইক কারও।
অবাক পৃথিবী অবাক যে বারবার
দেখি এই দেশে মৃত্যুই কারবার।
হিসাবের খাতা যখনই নিয়েছি হাতে
দেখেছি লিখিত রক্ত খরচ তাতে।
এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম
অবাক পৃথিবী, সেলাম তোমাকে সেলাম।

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে
আমি যাই তার দিনপঞ্জিকা লিখে।
এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ।

স্বপ্নচূড়ার থেকে নেমে এস সব
শুনেছ, শুনেছ উদ্দাম কলরব ?
নয়া ইতিহাস লিখেছে ধর্মঘট
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত আর পদানত
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত।
তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি বাঁচি
তাইতো চলেছি দিনপঞ্জিকা লিখে
বিদ্রোহ আজ—বিপ্লব চারিদিকে।

ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু

ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু—
ঠিকানার সন্ধানে,
আজও পাওনি? দুঃখ যে দিলে করব না অভিমান?
ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু,
পথে পথে বাস করি,
কখনো গাছের তলাতে
কখনো পর্ণকুটির গড়ি।
আমি যাযাবর, কুড়াই পথের নুড়ি,
হাজার জনতা যেখানে, সেখানে
আমি প্রতিদিন ঘুরি
বন্ধু, ঘরের খুঁজে পাই নাকো পথ,
তাই তো পথের নুড়িতে গড়ব
মজবুত ইমারত।
বন্ধু, আজকে আঘাত দিও না
তোমাদের দেওয়া ক্ষতে,
আমার ঠিকানা খোঁজ করো শুধু
সূর্যোদয়ের পথে।
ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া
রুশ ও চীনের কাছে,
আমার ঠিকানা বহুকাল ধরে
জেনো গচ্ছিত আছে।
আমাকে কি তুমি খুঁজেছ কখনো
সমস্ত দেশ জুড়ে?
তবুও পাওনি? তাহলে ফিরেছ
ভুল পথে ঘুরে ঘুরে।
আমার হদিশ জীবনের পথে
মন্বন্তর থেকে
ঘুরে গিয়েছে যে কিছু দূর গিয়ে

মুক্তির পথে বেঁকে।
বন্ধু, কুয়াশা, সাবধান এই
সূর্যোদয়ের ভোরে;
পথ হারিও না আলোর আশায়
তুমি একা ভুল করে।

বন্ধু, আজকে জানি অস্থির
রক্ত, নদীর জল,
নীড়ে পাখি আর সমুদ্র চঞ্চল।
বন্ধু, সময় হয়েছে এখনো
ঠিকানা অবজ্ঞাত
বন্ধু, তোমার ভুল হয় কেন এত?
আর কতদিন দুচক্ষু কচলাবে,
জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু
সে পথে আমাকে পাবে,
জালালাবাদের পথ ধরে ভাই
ধর্মতলার পরে,
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে।

বন্ধু, আজকে বিদায়!
দেখেছ উঠল যে হাওয়া ঝোড়ো,
ঠিকানা রইল,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা করো।

(এ গানের আরেকটি সুর আছে, সেটি করেছেন দিলীপ সেনগুপ্ত)

কথা : সুকান্ত ভট্টাচার্য

সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

জাগবার দিন আজ

জাগবার দিন আজ
দুর্দিন চুপিচুপি আসছে…আসছে…
যাদের চোখেতে আজও
স্বপ্নের ছায়াছবি ভাসছে
দুর্দিন চুপিচুপি আসছে…
তাদেরই যে দুর্দিন পরিণামে আরো বেশী জানবে
মৃত্যুর সঙ্গীণ তাদের বুকেতে শেল হানবে
আজকের দিন নয় কাব্যের
আজকের সব কথা পরিণাম আর সম্ভাব্যের
নয় কাব্যের ॥
শরতের অবকাশে শোনা যায় আকাশের বাঁশরী
কিন্তু বাঁশরী বৃথা, জমবে না আজ কোনো আসরই
আকাশের প্রান্তে যে মৃত্যুর কালো পাখা বিস্তার
মৃত্যু ঘরের কোণে,
আজ আর নেই জেনো নিস্তার
মৃত্যুর কথা আজ ভাবতেও পাও বুঝি কষ্ট
আজকের এই কথা জানি লাগবেই অস্পষ্ট
তবুও তোমার চাই চেতনা
চেতনা থাকলে আজ দুর্দিন আশ্রয় পেতো না
আজকে তোমার চাই চেতনা
চেতনা থাকলে আজ দুর্দিন আশ্রয় পেতো না
তাই যাদের চোখেতে আজও
স্বপ্নের ছায়াছবি ভাসছে…
জাগবার দিন আজ
দুর্দিন চুপিচুপি আসছে…আসছে…

কথা : সুকান্ত ভট্টাচার্য
সুর : বিপুল চক্রবর্তী

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো
পদ-লালিত্য ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো !

প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা
কবিতা, তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

কথা : সুকান্ত ভট্টাচার্য
সুর : মণিলাল মজুমদার

হিমালয় থেকে সুন্দরবন

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলা দেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে
সে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।

হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলা দেশের প্রাণ।

'হয় ধান নয় প্রাণ' এ শব্দে
সারা দেশ দিশাহারা
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা॥

সাবাস, বাংলা দেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয় :
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়কো, রক্তে রঙিন ধান,
দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলা দেশের প্রাণ॥

কথা : সুকান্ত ভট্টাচার্য
সুর : দিলীপ সেনগুপ্ত

এই হেমন্তে কাটা হবে ধান

এই হেমন্তে কাটা হবে ধান
আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান—
পোষ পার্বণে প্রাণ কোলাহলে ভরবে
গ্রামের নীরব শ্মশান।

তবুও এ হাতে কাস্তে তুলতে কান্না ঘনায়
হাল্কা হাওয়ায় বিগত স্মৃতিকে ভুলে থাকা দায়;
গত হেমন্তে মরে গেছে ভাই, ছেড়ে গেছে বোন
পথে প্রান্তরে খামারে মরেছে যত পরিজন
নিজের হাতে জমি ধান বোনা
বৃথাই ধুলোতে ছড়িয়েছে সোনা
কারোরই ঘরেতে ধান তোলবার আসেনি শুভক্ষণ—
তোমার আমার ক্ষেত ফসলের অতি ঘনিষ্ঠজন।

এবার নতুন জোরালো বাতাসে
জয়যাত্রার ধ্বনি ভেসে আসে
পিছে মৃত্যুর ক্ষতির নির্বাচন—
এই হেমন্তে ফসলেরা বলে : কোথায় আপন জন?
তারা কি কেবল লুকানো থাকবে
অক্ষমতার গ্লানিকে ঢাকবে
প্রাণের বদলে যারা প্রতিবাদ করেছে উচ্চারণ?

এই নবান্নে প্রতারিতদের হবে না নিমন্ত্রণ?

এ বন্ধ্যা মাটির বুক চিরে

এ বন্ধ্যা মাটির বুক চিরে
এইবার ফলার ফসল
আমার এ বলিষ্ঠ বাহুতে
আজ তার নির্জন বোধন।

এ মাটির গর্ভে আজ আমি
দেখেছি আসন্ন জন্মেরা
ক্রমশ সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে
দুর্ভিক্ষের অন্তিম কবর।
আমার প্রতিজ্ঞা শুনেছ কি ?
এই মাটিতে জন্ম দেব আমি
অগণিত পল্টন্ ফসল।

ঘনায় ভাঙন দুই চোখে
ধ্বংস স্রোত জনতা জীবনে
আমার প্রতিজ্ঞা গড়ে তোলে
ক্ষুধিত সহস্র হাতছানি
দুয়ারে শত্রুর হানা
মূর্ঠিত আমার দুঃসাহস
কর্ষিত মাটির পথে পথে
নতুন সভ্যতা গড়ে পথ।

কথা : সুকান্ত ভট্টাচার্য
সুর : অনাথবন্ধু দাস

এখনো আমার মনে

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি
এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে
এখনো স্বগতঃ ভাবাবেগে
মনের গভীর অন্ধকারে
তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে।

তবুও নিশ্চিত উপবাস
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস!
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি
মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়
আমার বিনিদ্র রাতে
সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে
দুই হাতে।

তাই আজ আমার বিশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
তাই আজ চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত

ঘরে ঘরে ঘরে ঘরে
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে
সংগ্রামের তরে…

(এ গানের আরেকটি সুর আছে, সেটি করেছেন সলিল চৌধুরী)

কথা : সুকান্ত ভট্টাচার্য
স্বর : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

হে সাথী আজকে স্বপ্নের দিন গোনা

হে সাথী আজকে স্বপ্নের দিন গোনা
ব্যর্থ নয় তো ব্যর্থ নয় তো বিপুল সম্ভাবনা
দিকে দিকে উদযাপন করছে লগ্ন
পৃথিবী সূর্য-তপস্যাতেই মগ্ন।

আজকে সামনে নিরুচ্চারিত প্রশ্ন
মনের কোমল মহল ঘিরে কবোষ্ণ
ক্রমশ পুষ্ট মিলিত উন্মাদনা
ক্রমশ সফল স্বপ্নের দিন গোনা।

স্বপ্নের বীজ বপন করেছি সদ্য
বিদ্যুৎ বেগে ফসল সংঘবদ্ধ
হে সাথী, ফসলে শুনেছো প্রাণের গান ?
দুরন্ত হাওয়া ছড়ায় ঐকতান।

বন্ধু, আজকে দোদুল্যমান পৃথ্বী
আমরা গঠন করবো নতুন ভিত্তি
তারই সূত্রপাতকে করেছি সাধন
হে সাথী, আজকে রক্তিম অভিবাদন।

কথা/সুর : অতীন্দ্র মজুমদার

জাগাও আনন্দে গান

জাগাও আনন্দে গান :
মূর্ছিত মৃত এ স্বদেশ
কল্লোলে আনো নব তান ॥
এ মহা আঁধারে জাগো শিল্পী কর্মী
জাগো কবি—
আলোকতীর্থে নবজীবন—সূর্যকর লভি',
সংগ্রামে জয়, সংগ্রামে জয়—এই
অভয়মন্ত্র করো দান ॥

মৃত্যুকে কে মনে রাখে
জীবনের মহাকলরবে,
দুঃস্বপনের বিভীষিকা
আলোকে লুপ্ত হবে হবে ॥

বিষণ্ণ মৃত্যুর চরণচিহ্ন মুছে নিয়ে
স্বর্গকে আনবোই জীবনের রাজপথ দিয়ে
বন্ধনভয় সংঘাতে ক্ষয় করে
স্পর্ধার দাও আহ্বান ॥

এই মৃত্যুর সমুদ্র পার হয়ে ভাই

এই মৃত্যুর সমুদ্র পার হয়ে ভাই
আকাশের সীমানা যে নাই—
ভেঙে বন্ধদ্বার মুছে অন্ধকার
চলো স্বপ্নের দূর দেশে যাই ॥

যত বঞ্চনা লাঞ্ছনা জিনে
সংগ্রামে জয়পথ চিনে
নবজীবনের গান, জয়ী জনতার গান চলো
স্থবিরের সমাধিতে গাই ॥

এই অন্ধকার-ঘেরা দ্বারে
দৃপ্ত জীবন কড়া নাড়ে,
চিরনির্ভয় চিরদুর্জয় নিঃসংশয়—
এসো মরণে বরণ করি তারে ॥

রাঙা নিশানে নিশানে পাল তুলে
সাগরের পারে নব কূলে,
গাই সাম্যের গান, গাই ঐক্যের গান,
চলো মানুষের জয়গান গাই ॥

কোন্ গর্জনে নেমে আসে ঝড়

কোন্ গর্জনে নেমে আসে ঝড়
ধরণীর মুখ ম্লান :
এ তো ঝড় নয়, রিক্ত নিঃস্ব প্রাণের দীর্ঘশ্বাস—
এ ঝড় ওড়াবে ফুৎকারে যত অলস সুখবিলাস।

দেখ্ পায় প্রাণ, পায়রে পথের ধূলি,
উধাও হাওয়ার জয়গান গায় আকাশে দু'হাত তুলি'
বিশাল ভয়াল আকাশে ছড়ায় দারুণ অট্টহাস।

ক্লান্ত পৃথিবী স্তব্ধ যে তার গান
মেঘের আড়ালে ছায়াপথ ম্রিয়মাণ :

এ আঁধার ছিঁড়ে উর্ধ্বে ওড়াবে কে
জীবনের রঙে রঙীন লালনিশান ॥

শোন্, ওরে মন, এই তো সময় তোর,
শাসনে শোষণে পীড়নে কঠিন নির্মম যতো ডোর,
—ভেঙে ফেল্, হোক্ ভাঙনের গানে
সৃষ্টির অধিবাস।
ওড়াও ওড়াও ফুৎকারে যতো অলস সুখবিলাস ॥

ভাঙবো মোহের এই কারাগার

ভাঙবো মোহের এই কারাগার ভাঙবো—
প্রতি জনপদে নবজীবনের বাসর বসাবো।
লৌহকঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা প্রাণ
জাগবেই তবু জাগবেই জয়ী প্রাণ,
কোটি কোটি হাতে প্রাণের মশাল জ্বালাবো ॥

আমরা রয়েছি প্রাণের অগ্রদূত
ঝঞ্ঝার তেজে বুক ভরে আছে
চোখে নাচে বিদ্যুৎ।
রয়েছে শিল্পী রয়েছে গায়ক
রয়েছে লেখক দ্রষ্টা,
আছি এক সাথে মজুর চাষীতে
মোরা নবযুগস্রষ্টা।
সারা দুনিয়ার হতভাগাদের
হাতে হাতে হাত মেলাবো ॥

গুরু গুরু গুরু গুরু দামামা বাজে

গুরু গুরু গুরু গুরু দামামা বাজে
ঝড় এলো ঝড় এলো ঝড় এলো রণসাজে—
জাগো চাষী ভাই আর জাগো মজদুর :
ঈশানে বাজলো ঝড়ের বিষাণ—
বাজে ভাঙনের সুর ॥

তালে তালে তার জোরে করতালি দাও
নতুন আশায় ভাই বুক ভরে নাও।
মাঠে মাঠে কারা দেয় ডাক—
সাড়া দাও সাড়া দাও, দাও জোরে হাঁক।
খুলবোই খুলবোই নতুন দুয়ার
পথ হয় হোক বন্ধুর ॥

সইবো না সইবো না এই অপমান
আমি দেব চাষ আর বাবু পাবে ধান—
সইবো না সইবো না এই অপমান
কারখানা কলে পাবে মুনাফা মালিক
আর আমি দেব প্রাণ!

দুনিয়ায় ভিড় করে জমে ওই
মরবার ঠাঁই নেই কারা ওই কারা সবহারা ওই—
ওরাই তো আনবেই নতুন জোয়ার
জীবনের গানে ভরপুর ॥

এই নদী ছিল অন্ধ আর বন্ধ

এই নদী ছিল অন্ধ আর বন্ধ ছিল
চারিধারে বালির কারাগার—
কখন এলো যে পাহাড়-ভাঙা রাঙা জলের জোয়ার .
এই নদী হল দেখ্‌রে পারাবার ॥
তার তীরের বাঁধন গেল টুটে
মাঠে দেখ্‌ স্রোত গেল ছুটে
প্রবল কোলাহলে,
ওরে মাঠ যে ভাসে ক্ষেত যে হাসে
ফসলের গান ওঠে অনিবার—
এলো রে ওই পাহাড় ভাঙা রাঙা জলের জোয়ার
নদী হল দেখ্‌ রে পারাবার ॥

এই জীবন ছিল অন্ধ আর বন্ধ ছিল
চারিধারে ভয়ের কারাগার—
কখন এলো যে আঁধারভাঙা রাঙা আলোর জোয়ার
জীবন দেখ্‌ রে হল পারাবার ।
তার দেহে মনে জাগলো তুফান
করে আলোর বন্দনাগান
খোলা আকাশতলে—
তার ভয়ের বাঁধন গেল টুটে আলোরই স্রোত এল ছুটে
প্রাণের কোলাহলে—
ওরে ঘর যে ভাসে মন যে রাঙে
প্রেমেরই জয় গায় সে অনিবার :
এলো রে আঁধার-ভাঙা রাঙা আলোর জোয়ার
জীবন হল দেখ্‌ রে পারাবার ॥

এসো একবার একসার হয়ে

এসো একবার একসার হয়ে ময়দানে যাবো মিশে
তুমি আমি আর আরও যারা আছে বেড়া-ঘেরা সীমানায়,
হাতুড়ির হাত কাস্তের হাত কলমের হাত গায়কের হাত
কোটি কোটি হাতে মশাল জ্বালাবো প্রাণের
সুর বাঁধবোই নবজীবনের গানের ॥

কোথা বিদ্যুৎ বলো চমকায় মেঘে
আলো কাঁপে তার সিক্ত মাটির
শঙ্কিত অনুপ্রাণে :
ওযে মেরুমরালের ডানার ঝাপট
এগিয়ে চলার নিশ্চিত আহ্বানে
তোমাকে আমাকে ডাকছে—.
এই হঠাৎ-ঝড়ের গর্জনে আর
ক্ষুব্ধ মেঘের তর্জনে নব-
জীবন আমাকে ডাকছে।
তাই একসার হয়ে দাঁড়াবো—
জেলেতে মজুরে চাষীতে ছুতোরে
বাঁকা পথে পদ বাড়াবো ॥

এ পথ গিয়েছে দূর হতে দূরে
খোঁজে সে দীপ্ত সূর্যের গাঢ় লাল,
বজ্রে যে তার আহ্বান বাজে নিবিড় তিমিরে অন্ধ চক্রবাল।
আজ তাই শেষবার
দুঃখসাগরে তরী, ভাসালাম ঊর্ধ্ব আকাশে উড়িয়ে আশার পাল
সপ্তসাগর মন্থন করে
এসো দেখবোই কোন্ প্রান্তরে
নতুন ধানের সোনায় রঙীন নতুন আগামীকাল ॥

কথা / সুর: শক্তিপ্রসাদ শর্মা

মিছে আর কেন বসে বসে

মিছে আর কেন বসে বসে লড়াইয়ের কাল গোনা ?
রাজার রাজত্ব পেরজার চক্ষের জলে লোনা—
আহা জনমভূমি বেচ্যা বাইন্যার নাগর পরে সোনা ॥

পশুশালার পশু আজ ভাই রামরাজত্বের সেপাই
মায়ের চক্ষের জলে আগুন ঝলে কোলের শিশু জবাই
(আহা-হা আহা-হা)
রাজা আছেন রসুইশালায়, রাজ্য চালায় বোনাই
ভিয়ান যোগায় মাউস্যার পো আর যত চেনাপোনা ॥

ভাইরে, বাঘে কভু খায় না ঘাস, খায় না কাঁকর দানা
এতকাল খাওয়াছো তারে চক্ষে বাইন্ধ্যা ত্যানা
(আহা-হা আহা-হা)
আপন খুনে হইল যে তার রক্তের স্বাদ জানা ।
গর্জিয়া ভাঙিল পিঞ্জর, শিয়াল খোঁজে কোনা ॥

মিছে আর কেন বসে বসে লড়াইয়ের কাল গোনা ॥

কথা / সুর : অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

জোট বাঁধিরে আয় রে আয়

জোট বাঁধিরে, আয় রে আয়
সবাই মিলে আয় রে আয়
নতুন দিনের লগন বয়ে যায়
সবাই মিলে জোট বাঁধিরে আয়।

আজ নতুন করে শপথ নেবার লগন এসেছে
আজ মরা নদীর কূলে কূলে জোয়ার জেগেছে
আজ সবাই মিলে মিলতে হবে
নতুন মোহনায়
সবাই মিলে জোট বাঁধিরে আয়।

আজ প্রাণে প্রাণে মিল করে দে
মিলের আনন্দে
আজ ঐকতানের সুর ভরে নে
গানের ছন্দে, মিলের আনন্দে।

আজ নতুন সড়ক ডাক দিয়েছে, শোন রে আহ্বান
আজ লক্ষ প্রাণের ঐকতানে দুঃখ ভাঙার গান
আজ সবাই মিলে মিলতে হবে
নতুন মোহনায়
সবাই মিলে জোট বাঁধিরে আয়।

পেট্রোগ্রাড থেকে ভলগার তীর থেকে

পেট্রোগ্রাড থেকে ভলগার তীর থেকে
কমরেড লেনিনের আহ্বান
বাঁধ-ভাঙা বন্যায় ঘুম-ভাঙা ঝঞ্ঝার
দুর্জয় কল্লোল গান।

যেই গান শুনেছি জীবনকে জেনেছি,
মৃত্যুই শেষ কথা নয়
সংগ্রামে সংগ্রামে রক্তের কেনা দামে
জীবন যে অমৃতময়
গঙ্গার বুকে তাই ভলগার ঢেউ চাই
নতুন পথের সন্ধান।

রুশিয়ার বিপ্লব আলোর মশাল জেলে
অন্তরে আলো জেলেছে
শ্রমজীবী জনতার দুর্জয় সংগ্রামে
শোষণের বাঁধ ভেঙেছে।

দুনিয়ার ঘরে-ঘরে ক্ষেতে কলে প্রান্তরে
মুক্তির আলো দেখা যায়
শোষিতেরা দলে দলে শোষকের চিতা জ্বালে
ক্রান্তির দামামা বাজায়
ভেদাভেদ দূর হবে, মানব সমাজ পাবে—
মানুষের মত সম্মান।

কার্ল মার্কস ফ্রেডারিখ্ এঙ্গেলস্

কার্ল মার্কস ফ্রেডারিখ্ এঙ্গেলস্
অবিস্মরণীয় নাম
নির্যাতীত মানুষের প্রিয়জন,
কার্ল মার্কস ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস্ ॥

সারা পৃথিবী জাগে   মার্কস্ এঙ্গেলসের নামে।
শোষিত জনতা জাগে   মার্কস্ এঙ্গেলসের নামে।
সাম্যবাদের দৃপ্ত সংগ্রামে
বিশ্ব জুড়ে উড়ছে লাল নিশান ॥
নির্যাতীত মানুষের প্রিয়জন
কার্ল মার্কস ফ্রেডারিখ্ এঙ্গেলস্ ॥

মার্কস এঙ্গেলসের নামে   শয়তানদের বুক কাঁপে
শোষণের-পেষণের ঘাঁটি   ভাঙে জনতার চাপে ॥

ক্রান্তির বিজয় নিশান হাতে   মার্কস এঙ্গেলসের নামে
বিপ্লবী জনতা মাতে   মার্কস এঙ্গেলসের নামে
নতুন সমাজ গড়ার শপথে
জাগে মেহনতি মজুর ও কৃষাণ ॥
নির্যাতীত মানুষের প্রিয়জন
কার্ল মার্কস ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস্ ॥

আওয়াজ তোলো

আওয়াজ তোলো আওয়াজ তোলো
ঘরে ঘরে তোলো আওয়াজ।

যতো গ্রাম থেকে শহর থেকে
একসাথে তোলো আওয়াজ ॥

আর মানবো না　　এই বন্ধন
আর জানবো না　　কোনো ক্রন্দন
যতো লাঞ্ছনা বঞ্চনা জীবনের যন্ত্রণা
ভাঙবোই, ভাঙবোই আজ ॥

কতো দিন চলে যায়
কতো রাত চলে যায়
কতো যুগ যুগ ধরে
সহি অবিচার ।
চাই　　সাম্যের অধিকার
মুক্তির অধিকার
মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার ॥

জানি সংগঠনে আছে শক্তি
জানি সংগ্রামে আছে মুক্তি ;
মেহনতি জনতার সংগ্রাম গড়বেই
নতুন মানব-সমাজ ॥

কথা / সুর : সুধীন দাশগুপ্ত

ঐ উজ্জ্বল দিন ডাকে স্বপ্ন রঙীন

ঐ উজ্জ্বল দিন ডাকে স্বপ্ন রঙীন
ছুটে আয়রে লগন বয়ে যায় রে মিলন বীণ
ঐ তো তুলেছে তান
শোন ঐ আহ্বান ॥

তারই সুরে সুরে বাজে গুরু গুরু
হোক গানে গানে পথ চলা শুরু
আজ অন্তর অন্তরে প্রান্তর প্রান্তরে
কণ্ঠে ছড়াবো এই গান ॥

আয় আয়রে ছুটে আয় বাঁধন টুটে
আনি মুক্ত আলোর বন্যা
আয় সুপ্তি ভাঙাই আয় শান্তি জাগাই
এই শ্যামলী ধরণী হবে ধন্যা ॥

ঐ আকাশে বাতাসে দোলা লাগলো
আজ জীবনে জোয়ার বুঝি জাগলো
নব উচ্ছল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম উল্লাসে
ছন্দে জাগাবো এই গান ॥

স্বর্ণঝরা সূর্যরঙে আকাশ যে ঐ রাঙলো রে

স্বর্ণঝরা সূর্যরঙে আকাশ যে ঐ রাঙলো রে
ঝর্ণাধারার বন্যা যেন পাষাণ হৃদয় ভাঙলো রে।

চম্পা জাগো জাগোরে
কেন গো পারুল ডাকোরে ॥

গান বেঁধে নিই সুর সেধে নিই
সূর্য ওঠার লগনে
দুঃখের দিন করবো বিলীন
মুক্ত আলোয় প্লাবনে
চম্পা জাগো ভাই
পারুল ডাকে তাই ॥

আজকে ধরা স্বপ্নে ভরা
বাজলো রে বীণ ঝঙ্কারে
আয়রে তোরা ক্লান্তিহরা
জয় করে নে শঙ্কারে।

চম্পা জাগো জাগোরে
এলো যে ঢেউ সাগরে।

আনবো জোয়ার খুলবো দুয়ার
রইবো না আর বন্ধনে
ফিরবো প্রাণের ছন্দে গানের
এই জীবনের সন্ধানে
চম্পা জাগো ভাই
সময় যে আর নাই ॥

কথা / সুর : অনল চট্টোপাধ্যায়

আজ বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার

আজ বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার
চাষের জমি পড়ে আছে চাষীর ঘরে অনাহার
গ্রামের লোকে পায় না খেতে জমিদারের গোলায় ধান
গোপন পথে আঁধার রাতে শহর মুখে যায় চালান
শহরেতে চালের পাহাড় লুকিয়ে রাখে মজুতদার

গ্রামে গ্রামে নেমে এল মহামারীর ছায়া
পেটের জ্বালায় পাগল মানুষ ভোলে স্নেহ মায়া
কোথায় গেল গোলা ভরা রূপশালী সোনার ধান
ঘাসপাতাও মানুষে খায় এমনি বিধির বিধান
কত যে ঘর ভেঙে গেল দেখেও দেখে না সরকার

না—না—না—না—
এমন করে শুকিয়ে মরা চলবে না।
দুর্ভিক্ষে সোনার মানুষ মরবে না, মরবে না, মরবে না
(মোরা) তুলবো ধান পরের গোলায়—
দুলবো না আর মরণ দোলায় রে
পঞ্চাশের ঐ বিভীষিকা আবার ডেকে আনবো না
চাষী মজুর একসাথে আজ রুখবো আকালকে
কোটি বুকের পাঁজর ভেঙে গড়ব বাংলাকে
কাস্তে ধরা কড়া হাতে রুখবো সবাই অত্যাচার।

কথা : অনল চট্টোপাধ্যায়
সুর : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক ভুলের মাশুল তো ভাই দিলাম

অনেক ভুলের মাশুল তো ভাই দিলাম জীবন ভরে,
অনেক তো দিন কাটলো, বৃথা দলাদলির ঘোরে।
ভুলের মাশুল দিলাম ॥
আর কতদিন এমনিভাবে, নানান দ্বিধা আসবে যাবে ;
দিন বদলের লগ্ন কি আর সত্যি অনেক দূরে,
(তবে) পদধ্বনি কিসের শুনি আকাশ বাতাস জুড়ে—
ভুলের মাশুল দিলাম।
তোমার ছেলে মেসিন চালায় বুকের রক্ত ঢেলে,
প্রতিদানে প্রায় দিনই তার অনাহারই মেলে।
তোমার ছেলেও মাঠে মাঠে সারা বছর শুধুই খাটে
রোদে জলে ধান বোনে সে পরের গোলায় দিতে,
(তবু) তুমি আমি শত্রু শুধু মতের গোঁড়ামিতে।
ভুলের মাশুল দিলাম।
তোমার ছেলে মরল কত পথে গুলি খেয়ে
অত্যাচারে পাষাণ হল ইলার মত মেয়ে
তোমার ছেলেও দারুণ রোগে তিলে তিলে নিতুই ভোগে
আমার খোকাও দুধ না পেয়ে কুঁকড়ে ধুঁকে মরে
(তবু) তোমার আমার মাঝের পাঁচিল গড়ছি কঠিন করে
ভুলের মাশুল দিলাম।
পারব না কি তোমার আমার
দু'হাতকে একসাথে মিলিয়ে দিতে
হাজার হাজার মুঠির বজ্রাঘাতে
(মোদের) শত্রু যখন এক,
(মোদের) দুঃখ যখন এক,
তখন গর্জে যদি উঠি সবাই

একই রকম করে,—
দিন বদলের লগ্ন কি আর
থাকবে দূরে সরে !

এই সম্মেলনে সমবেত হয়ে গাই

এই সম্মেলনে সমবেত হয়ে গাই জীবনের জয়গান
গাই জীবনের জয়গান
ভাসে স্বপ্নে রঙীন ঐ শান্তির দিন
মিলি হাজার প্রাণের প্রাণ মোহনায় ॥

উচ্ছল প্রাণমন উত্তাল এ জীবন
যৌবন পথে পথে আজ মিলেছি
সূর্যের সাতরঙ সিন্ধুর গর্জন
বজ্রের ইঙ্গিতে প্রাণ ভরেছি
শত দেশ বলীয়ান এক শপথে
শান্তি মিছিল গড়ি পথে পথে
প্রান্তর হতে প্রান্তরে আয়
মিলি হাজার প্রাণের প্রাণ মোহনায় ॥

মৈত্রীর বন্ধন ছিঁড়বে যে দুশমন
আজ নেই একজনও এই দুনিয়ায়
জানি আছে হাহাকার মৃত্যুর বন্ধন
যৌবন আজ মরে পথের ধূলায়
তবু সেই মরু বুকে আনবো জোয়ার
স্বপ্ন সফল হবে তোমার আমার
শান্তির যুদ্ধ ডাক দিয়ে যায়
মিলি হাজার প্রাণের প্রাণ মোহনায় ॥

কথা : নির্মলেন্দু চৌধুরী / ভাস্কর বসু
সুর : নির্মলেন্দু চৌধুরী

মালতী মা

ধন্য তুমি বঙ্গ জননী,
তুমি মোদের প্রাণ—মাগো
মাগো, তুমি মোদের প্রাণ।

এই মাটিতে জনম নিলাম
এই মাটির গান পাই।
তুমি যে মা বীর প্রসবিনী
কত গরবিনী মা [২]।
তারি মধ্যে একটি মেয়ে
মালতী তাঁর নাম—মাগো
(সে যে) তোমারই সন্তান।

[কে এই মালতী—কিবা তাঁর পরিচয় ?]
বীরভূমের মালডিহা গাঁয়ের
কিশোরী মালতী
স্বপ্ন দেখেছিল ; যেমন দেখে
সব কুলবতী—মাগো
নাম ছিল মালতী—
স্বামী স্বজন সুখের সংসার
সোনার স্বপ্নে বোনা
আর কিছুকাল পরে কোলে
আসবে কচি সোনা—মাগো।
সেই গাঁয়ে ছিল কৃষক সভা
যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে থাকে
মালতী মা ধরিয়ে দিল

লাল ঝাণ্ডা সবহারাদের হাতে
ভাইরে—সবহারাদের হাতে ॥
পঞ্চায়েতে হেরে গিয়ে
গাঁয়ের জোতদারে
যুক্তি করে শানায় বর্শা আর টাঙ্গিটারে
মালতীরে খুন করিবারে ॥

বিজয় মিছিল নিয়ে যখন
হাজার কিষাণ চলে
সবার আগে যায় মালতী মা
ঝাণ্ডা উচা করে।
যেমন ঝাঁসীর রাণী চলে ॥

মালতীর হাতে তখন
লাল নিশান উড়ে।
টাঙ্গি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল
জোতদার শয়তান দলে
আরে হত্যা করিবারে—মালতী
বিপ্লবিনী মালতী মা ঝাণ্ডা নাহি ছাড়ে
টাঙ্গির ঘায়ে লুটিয়ে পড়ল
ধূলা পথের ধারে—
কুপিয়ে মারে মালতী মাকে
আর নেপাল দাসকে
মালডিহার দুইটি প্রদীপ
নিভল কুবাতাসে।

শোন শোন দেশবাসী
শোন সর্বজন
তোদের মালতী আর নাই
তোদের লাল সেলাম জানায়

লাল ঝাণ্ডার মান রাখিতে
হিন্দুমুসলিম এক হয়রে ভাই
নইলে তোদের বাঁচার উপায় নাই
পেটে আছে শিশু আমার
তারেও লইয়া যায়
তোদের মালতী আর নাই।
আমার শেষ বিদায় জানাই

মালতীর সেই সন্তান।
পৃথিবীর আলো দেখিতে না পাইল
অকালে হলো অবসান
মালতী সেই সন্তান

মালতীর খুনে শিশুর খুনে
দিল হাত কালো শয়তান [মালতীর]
কিষাণের বাহুতে কিষাণীর আয়ুতে
জন্ম নিয়েছে মালতীর সেই সন্তান…
মালতীর সেই সন্তান…
সে যে রক্তবীজের ঝাড়
মরে বাঁচে বার বার
হাজারে হাজারে মরে তবুও বেঁচে উঠে।
শিশু মরে নাই—মরে নাই
হাটে মাঠে গ্রামে নগরে বন্দরে
সেই শিশু বাড়ে ঘরে ঘরে
সে যে রক্তবীজের ঝাড়…

কথা : প্রবীর মজুমদার
সুর : কৃষ্ণ বসু

শোন গো ও দূরের পথিক

শোন গো ও দূরের পথিক ! এপথে যেতে
একবার থেমে যাওগো ॥
এই যে সমাধি পরে তারার প্রদীপ জ্বলে,
কত শহীদ ঘুমে মগন এরই মাটির তলে।
আমার ক্ষেতের ধান বাঁচাতে যাদের খুনে রাঙলো মাটি
তাদেরকে আজ একটু আশা দাও গো ॥
এখানে এই বটের শাখে ভোরের পাখীর গাওয়া,
ধানের শীষের দোল জাগানো ঝিরঝিরি এই হাওয়া।
ওরাই এদের সান্ত্বনা দেয়, সারা দিনের ভাষা যোগায়
তোমার সুরে তাদেরই গান গাও গো ॥
রুধির রাঙ্গা এই প্রাঙ্গণে ধূলিকণার মাঝে,
অহল্যা মার প্রসব ব্যথা আজও জেগে আছে (ভাইরে)
ঘরে ঘরে বধূ যখন সিঁথেয় সিঁদুর পরে,
অহল্যা মার রক্ত লেখায় সে দাগ যেন ভরে।
প্রতিরোধের যে আগুনে অহল্যা মার জ্বলল চিতা
সবার প্রাণে সেই আগুন জ্বালাও গো ॥

কথা / সুর : প্রবীর মজুমদার

আমরা এই বিশ্বের বুকে গড়বো রঙমহল

আমরা এই বিশ্বের বুকে গড়বো রঙমহল
সৃষ্টির নবমন্ত্রে মোরা করবো দিনবদল
এসো আজ শিল্পী এসো স্রষ্টা
এই মঞ্চে হাত মেলাই।
এসেছি নতুন নতুন প্রাণ
শোনাতে নতুন নতুন গান
এসেছি নতুন নতুন প্রাণ
শোনাতে নতুন নতুন নতুন গান ॥

রঙ্গলোকের অন্ধকার লক্ষ তারার এই জোয়ার
ঘুচিয়ে দেবে আজ
মাঠে ঘাটে প্রান্তরে লক্ষ জনার অন্তরে আজ
ছড়িয়ে দিতে চাই
এসেছি নতুন…

শ্রমের ভারে ক্লান্তকে, ব্যথায় শোকে আর্তকে
আজ জানাই নিমন্ত্রণ
নাট্যগীতের উৎসবে আনন্দেরই গৌরবে
সব ভুলিয়ে দিতে চাই
এসেছি নতুন…

কথা : হরিপদ দাস (গণনাট্য সংঘ)
সুর : পরিমল পাঠক

কাঞ্চনজংঘা ললাট আমার

কাঞ্চনজংঘা ললাট আমার মেহনত আমার হিমালয়
মজদুর কিষাণ দুই ভুজ আমার, হিম্মত আমার দুর্জয় ।
মাটি আমার ভারতভূমি, উজ্জ্বল এ নীল আসমান
মেহনত আমার, হিম্মত আমার, আমার এ হিন্দুস্থান ॥

ছিন্ন করি লাঙলের ফালে মাটি আসমুদ্র হিমাচল,
তাতে দুই হাতে সিঞ্চন করি এ গঙ্গা-যমুনার জল
বুকের দরদ ঢালি মাঠে, ফলাই সোনালী ধান,
তবু যুগে যুগে মোরা বুকে বহি বঞ্চনার এ পাষাণ ॥

শৃঙ্খল ভাঙবার পণ আমার, মেহনত আমার সম্বল,
বন্দর নগর তৈয়ার আমার, ইতিহাস আমার উজ্জ্বল ।
নয়া দিনের ইনসান আমি, আজ শোনো মোর আহ্বান—
মেহনত আমার, হিম্মত আমার, আমার এ হিন্দুস্থান ॥

কথা / সুর : দিলীপ সেনগুপ্ত

এ লড়াই বাঁচার লড়াই

এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে
এ লড়াই খেতখামারে কারখানাতে লেগেই রবে ॥

যতদিন শত্রুকে না মেশাতে পারি ধুলায়
ততদিন জ্বলবে বুকে ক্রোধের আগুন দ্বিগুণ জ্বালায়।
যতদিন ক্ষেতে কিষাণ কলে মজুর মরবে ধুঁকে
ততদিন চলবে লড়াই মৃত্যু জয়ের শপথ রেখে।
এ লড়াই দিকবিদিকে সবার প্রাণে ছড়িয়ে যাবে ॥

ক্ষমা তোর নেইরে পিশাচ, জোতদার, মুনাফাখোর
ক্ষমা নেই বেইমানেরে সাধু সেজে ঠকায় যে চোর।
চেয়ে দেখ্ কল-খামারে জাগছে মজুর-কিষাণ
দিন বদলের পালারে ভাই, তারি আজি বাজছে বিষাণ
জেনে রাখ দেশের মানুষ তোদের আজি কবর দেবে ॥

এ দেশ আমার এ দেশ তোমার এ দেশ সবার

এ দেশ আমার এ দেশ তোমার এ দেশ সবার
এ দেশের যা কিছু সব আমাদের
সব কিছুতেই আমাদের অধিকার ॥

আমাদের শ্রমে গড়ি স্বর্ণ মিনার
আমাদের ঘামে গড়ি ফসল পাহাড়
তবু কেন মরি ধুঁকে অনাহারে শোষণের এই অবিচার ॥

তবে কেন হানাহানি তুচ্ছ বিভেদ
ভাষা জাতি ধর্মের এতো ভেদাভেদ
শোষিতের খুনে রাঙে শোষিতের হাত
জীবনের পথ ছেড়ে মৃত্যু আঁধার
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার
তোমার আমার শ্রমের মূল্যে
গড়ে ওরা সোনার পাহাড়
বিনিময়ে তার কতটুকু পাই
জোটে শুধু অনাহার।
তোমাতে আমাতে বিভেদ গড়ে
ওরা শুধু মুনাফার হিসাব করে
(বল) আর কতদিন হবো ওদের শিকার ॥

এসো তবে আজ হাত মিলাই
চোখের তারায় তারায় মশাল জ্বালাই
সেই আগুনে পুড়ে হবে ছাই
কুচক্রীর কুমন্ত্রণা ॥

ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌ এই কারা ভাঙ্‌

ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌ এই কারা ভাঙ্‌
জীবন জোয়ারে ভাসিয়ে তরী
যাব যে অকূল পার ॥

যারা গেছে আঁধার পথে
আলোর ঠিকানায়,
বুকে জ্বেলে আশার মশাল
প্রাণের মোহানায়।

ও সাথী রে—
শিকল ভাঙার ঐ গান শুনেছি
ভয় করি না আর ॥

পথে অনেক জটিল কুটিল
মরণেরই ফাঁদ,
ক্ষণে ক্ষণে পিছুটানা
হতাশারই বাঁধ।
ও সাথী রে—
জীবন দিয়ে আজ খুলবো মোরা
সূর্য তোরণ দ্বার ॥

আমরা এই তুনিয়ায় জীবনের গান শোনাই

আমরা এই তুনিয়ায় জীবনের গান শোনাই
মুক্তির গান শোনাই
আমাদের গানে প্রাণে ঝড় ওঠে
সূর্যের রক্তিম ফুল ফোটে
আমাদের গানে মৃত্যু শিহরায়
সুরের পরশে প্রাণ পায়
আশার দীপ জেলে আঁধারে—
আমরা তাই পথে পথে গেয়ে যাই ॥

ভাঙো বাধা নিরাশার অন্ধকার
শোষণের বন্ধনের কারাগার
এসো এই জীবনের মিছিলে
কোটি প্রাণ ঐকতান যায় মিলে
সখ্যের সাম্যের এই গান
আমরা তাই পথে পথে গেয়ে যাই ॥

পথে আজ নামতে হবে

পথে আজ নামতে হবে
এ পথ জানতে হবে
বাধা আজ ভাঙতে হবে
দু'হাত ঐ শক্ত করে।

এ পথে কখনো আলোর বন্যা
কখনো ঝরে কার অশ্রু-পান্না
এ পথে কত না সূর্যমুখী প্রাণ
সয়েছে লাঞ্ছনা, মৃত্যু অপমান।
এ পথে কখনো আঁধার নামে
কত না তুফান ঐ ঝড়ে।

এ পথ কত না গেছে এঁকেবেঁকে
কতনা শহীদের রক্ত ধূলি মেখে
এ পথ সৃষ্টির নয়া ইতিহাস
মিছিলের গানে প্রাণের উচ্ছ্বাস
এ পথ নিশানা জীবনের পানে
পথ চলার ডাক ঘরে ঘরে।

কথা : শঙ্খ ঘোষ

সুর : অজিত পাণ্ডে

আগে বলবেন, গা রে খোকা

আগে বলবেন, গা রে খোকা
পরে বলবেন, মাপ করো—
সামনে থেকে যা সরে যা
নামার পথটা সাফ করো
গাবো না তাই গান
(আমি) গাব না তাই গান···

আগে বলবেন, গতর খাটো
পরে মারবেন লাথি
আগে কথার ধুল ওড়াবেন
পরে দাঁতকপাটি
গাবো না তাই গান
(আমি) গাবো না তাই গান···

বেশ করেছি ভেক ধরেছি
বাঁচিয়ে রাখি জান
দূরের থেকে দেখি সবার
দরদভরা টান
গাবো না তাই গান এবার
গাবো না আর গান।

কথা : শঙ্খ ঘোষ

সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

সুন্দরী লো সুন্দরী

সুন্দরী লো সুন্দরী
কোন মুখে তোর গুণ ধরি,
দিব্যি সোনার মুখ করে তুই
তুই বেলা যা খাস
ঘাস বিচালি ঘাস।

ঘাস বিচালি ঘাস
ঘাস বিচালি খাস
কিন্তু মুখে জ্বলবে আলো
পদ্মাভসঙ্কাশ।
নেই কোনো সন্ত্রাস
নেই কোনো সন্ত্রাস
ত্রাস যদি কেউ বলিস তাদের
ঘটবে সর্বনাশ।
ঘাস বিচালি ঘাস।
ঘাস বিচালি ঘাস।

কথা/সুর : শ্যামল গুহ

ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু দুর্বিপাক

ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু দুর্বিপাক
ভয় যারা পায় তাদের ছায়া দূর মিলাক
আমরা অগ্নি গহনে দীপ্ত দহনে
জীবন করেছি জয়
আর শত নিষেধের বাধা বন্ধনে
দুঃখে করেছি লয়,
এবার নয় কাঁদন ক্ষয় বাঁধন সামনে দিন
আজ শঙ্কাহীন মৃত্যুহীন এই চলা ॥

শহীদ স্মরণে আপন মরণে
রক্ত ঋণ শোধ করো,
চারিদিক হতে নাগপাশ যত রোধ করো।
আমরা চিনেছি মিত্র শত্রু চিনেছি
জেনেছি তাদের ভয়
আর জেনেছি এবার মোদের সবার
মৃত্যু হবার নয়
তাই ব্যর্থ নয় ব্যর্থ নয় এই চলা
আজ স্বপ্ন শেষ দুঃখ ক্লেশ দূর মিলাক ॥

আগে চলো বাহিনী

আগে চলো বাহিনী (২)
মিছে ভয় পিছে পড়ে রয়
ঝঞ্ঝার বেগ আজি উচ্ছলিয়া ওঠে

দুরন্ত দুর্বার জয়
মিছে ভয় পিছে পড়ে রয় ॥

বিপ্লবী বীর এসো নির্ভীক
সংঘ-শক্তি বলো ঠিক পথ ঠিক
আঘাতে আঘাতে করো
শোষণের ক্ষয় নিশ্চয় ॥

লাখো লাখো যুগ ধুঁকে ধুঁকে কাটে
ভুখে ভুখে মরে দেশ
দুখে দুখে তাই জাগে সে লড়াই
সুখে সুখে তার শেষ।

সর্ব শোষণ হতে মুক্তি যে চাই
দেশী পরদেশীর নাই ক্ষমা নাই
সঘন সংঘাতে আসুক শক্তি অক্ষয় ॥

কথা : সাধন গুহ
সুর : দিলীপ মুখোপাধ্যায়

সারা পৃথিবীর বজ্রমুঠির অগ্নি শপথে

সারা পৃথিবীর বজ্রমুঠির অগ্নি শপথে লাল সেলাম
তারই সাথে আজ সারা ভারতের
কোটি কোটি জনমন দিলাম।
লাল সেলাম ভিয়েতনাম লাল সেলাম ॥

ঐ মার্কিনী যত দস্যুর চক্রান্তের জাল ছেদিয়া
তোমরা উঠালে আকাশে নতুন সূর্য
রাত্রির বুক ভেদিয়া।
তাই মাটিতে পাহাড়ে প্রতিরোধ
জ্বলে চোখের আগুনে প্রতিশোধ
আজ তোমার মাটিতে চিতার আগুনে
যুদ্ধের শেষ পরিণাম আমি লিখে দিলাম ॥

কান পেতে শোন্ শপথে বজ্র
গুরু গুরু গুরু গরজে ঐ
ক্রোধে কম্পিত মাটি ও পাহাড়
সাগরে ঊর্মি নাচে তাথৈ।
আজ রক্তপিপাসু যত দস্যুর
মেটাবো আমরা রণের সাধ।
কোটি কোটি ঐ কম্বু কণ্ঠে ওঠে নিনাদ
ভিয়েতনাম জিন্দাবাদ
হো-চি-মিন জিন্দাবাদ ॥

কথা / সুর :   সাধন গুহ

শোন কাকদ্বীপ রে

শোন কাকদ্বীপ রে
এই চন্দনপিঁড়ি শ্মশানে
অহল্যা মার চিতার আগুন জ্বলেরে।
আহা কিষাণী মার প্রসব যন্ত্রণা
বাতাসে বাতাসে গুমরিয়া কান্দেরে ॥
ও সেই অহল্যা মার সন্তান শোন বন্ধু জনম নিল না।
বন্ধুরে—নতুন শিশু এই ধরণী দেখতে পেল না ॥

চোখের লোনা জলে সেথায়
সরস হইল মাটি
তারই মাঝে সোনার ফসল
ফলায় আঁটি আঁটি।
আহা সেই ফসল যায় পরের গোলায়
চাষী তো ধান পেল না ॥

শোন রক্তে রাঙা সেই ইতিহাস
প্রতিরোধ পণে সারা কাকদ্বীপ বলেছিল ডেকে
আমরা দেব না এমন সোনার ধান।
না না না না দেব না সোনার ধান
রক্তে বুনেছি ফসল মাটিতে রক্তে বুনেছি ধান।
ফসল মোদের মান ফসল মোদের জান
ফসল মোদের ঘরের লক্ষ্মী ফসল প্রাণের গান ॥

শোন তার পর—
এল ঝড় দুরন্ত দুর্বার।
মৃত্যুর পদাঘাত সারা কাকদ্বীপ তোলপাড়।

এল যত্তেক কিষাণ তারা বাজায় বিষাণ
বলে যায়—যদি যাক প্রাণ তবু দেব নাকো ধান
তোলপাড় কাকদ্বীপ তোলপাড় ॥

শোন যত দেশবাসী শোন সে কাহিনী
বিনা দোষে জীবন দিল অহল্যা কিষাণী।
গর্ভবতী মায়ের বুকে লাগলো সীসের গুলি
অভাগিনী স্বাধীন দেশে দিল জীবন বলি।
মাগো অহল্যা কিষাণী
তোমার খুনে রাঙাই নতুন পথের নিশানই।

কথা : স্বপন চক্রবর্তী
সুর : অজ্ঞাত

শহীদ তোমায় ভুলিনি মোরা

শহীদ তোমায় ভুলিনি মোরা
ভুলবে না সংগ্রামী জনতা
ভুলবে না রক্তে রাঙা ঐ লাল নিশান
ভুলবে না মুক্তিত্রাতা।

তোমার রক্ত ব্যর্থ হবে না
জ্বলবে বিপ্লবী হৃদয়ে
তোমার রক্তের রাঙা ছটা
পূবের ঐ সূর্যোদয়ে।

শপথ নিলাম করবো মোরা
শত্রুর রক্তে স্নান
মানছি না মানবো না আর মোরা
তোমার এ অপমান।

কথা/সুর : সুরেশ বিশ্বাস

শত শহীদের রক্তে রাঙা পতাকা

শত শহীদের রক্তে রাঙা পতাকা
আজ আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি
মৃত্যুভয় জয় করে ঝঞ্ঝা ঝড় ভেদ করে
বিপদ বাধা দূর করে এগিয়ে চলেছি কমরেড

আমরা সর্বহারা আমরা শোষিত
তাই তো তুলেছি হাতে মুক্তি পতাকা কমরেড

বিশ্বটা করবো জয় আমরা একদিন
সমতা একতা গড়বো একদিন—একদিন
জনতার সমাজ গড়ার
শপথে একসাথে
দুনিয়ার নিপীড়িত জনতা একসাথে
হাতে নিয়ে হাতিয়ার এগিয়ে চলেছি কমরেড

পৃথিবীর বুকেতে শান্তি হাসি গান
ছড়াবো দুহাতে আনবো নতুন প্রাণ—নতুন প্রাণ

থাকবে না শোষণ শাসন
দাসত্বের কঠিন বাঁধন
শোষণহীন সমাজ গড়ার
স্বপ্ন দেখি বারবার
তাই তো মোরা মুক্তির গান গেয়ে চলেছি কমরেড।

আমার ময়না মাসী লো

আমার ময়না মাসী লো
আমি খাই পান্তা ভাতে ঘি
আমার পেটের ছেলে রাজা হল
গরবে মরি

চাষী মজুর ভোট দিয়ে ঐ বানালো নেতা
আমার শোবার ঘরে নতুন হল যতেক ছেঁড়া কাঁথা
এখন আমার ছেলের টেকো মাথায়
কুসুম তেলের গন্ধ কি

নিত্যনিত্য খায় যে খোকা
ঘি দুধ মাখন মেওয়া
সে যে হিল্লী-দিল্লী ঘুরে বেড়ায়
যায় না টিকি ছোঁওয়া
আমার মাটির দেয়াল পাকা হল
এখন আমার ভাবনা কি

আগে যেতাম পায়ে হেঁটে
কালীঘাট বাজারে
এখন আমি বাজার করি
রিক্সাগাড়ি চড়ে
আমি বুড়ী নাকে নোলক পরে
নাচি তা ধিন ধিনতা ধিন

ভোট দিয়ে ঐ করলো বড়
যারা মোর ছেলেরে
তারা বুনো ওলের ঘণ্ট খেয়ে
গাল কিটিয়ে মরে

এখন আমার ছেলে নিজে যে খায়
মাছের মুড়ো গাওয়া ঘি

আমার বাড়ি চাষী মজুর
আসে শত শত
তারা মোর ছেলেরে মান্যিগণ্যি
করে দেখি কত
আমি রানী সেজে টিভি দেখি
আমার বাড়ি খাটে দশটা ঝি

আমার ছেলে মন্ত্রী হল গরীব লোকে বলে
কত আমলা পুলিস সেলাম করে
কপালে হাত তুলে
কত ধনী এসে প্রশ্ন করে, বড়দা ভাল আছ কি
কত ধনী এসে হ্যাণ্ডশেক করে
ঘুষ দিয়ে যায় কত কি…

আমার ময়না মাসী লো
আমি খাই পান্তা ভাতে ঘি…

কথা/সুর : জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

অনেক শহর গ্রাম ছাড়িয়ে

অনেক শহর গ্রাম ছাড়িয়ে
অনেক দূর সে গ্রাম
কেউ জানো কি তার নাম ?
সে গ্রামের আজব খবর কানে আসে
সেখানের মানুষ নাকি মানুষ পেলে ভালবাসে ।

সে গ্রামে নেই তো কারো ঘরের অভাব
কেননা ঘরে ডাকাই তাদের স্বভাব
সেখানে কথায় কথায় হয় না কোনো কথার নীলাম ।

সে গ্রামের ছবি আহা—জীবন ভরে
দেবো না মুছে যেতে হঠাৎ ঝড়ে
যেখানেই থাকো তুমি বন্ধু
তোমায় একথা দিলাম ।

সে গ্রাম…
কেউ জানো কি তার নাম…

কথা : আজিজুল হক

সুর : বিনয় চক্রবর্তী

চুপ করো তোমরা

চুপ করো তোমরা
এখানে ঘুমিয়ে আছে আমার ভাই
বিষণ্ণ হৃদয়ে মলিন মুখে ডেকো না, ওকে
ও যে নিজেই হাসি।

ফুলে ফুলে ভরিও না ওর দেহ
ফুলে ফুল বাড়িয়ে কী লাভ ;
পারো যদি ওকে সমাধি কর হৃদয়ে—
হৃদয়-পাখীর কলরবে
তোমার সুপ্ত হৃদয় উঠবে জেগে
পারো যদি দিও অশ্রু
দিও তোমার শরীরের সব রক্ত।

কথা : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর : শুভেন্দু মাইতি

কাঁদিছে আকাশ মাটি বন পাহাড়িয়া

কাঁদিছে আকাশ মাটি বন পাহাড়িয়া
লুইত জলে রাঙা কাঁপন
মান্দাই হইলো শ্মশান রে
কাঁদিছে দেশের মাটি মন গুমরিয়া।
উঠেছে আওয়াজ ঐ মারণ অস্ত্র হাতে
"ভীন দেশী চলে যাও—এ মাটি আমার"
বসুন্ধরার বুকে রঙালি বিহুর সুরে কথা ফোটে না!
চল নামা পাহাড়ের জোছনার সাগরে
রিয়াঙের বোল ওঠে না!

ধিন তাক তাক ধিন তাক তাক ধিগিন তাক
ঢোলের বোঝা কান্ধে মঘাই
বোল তুলেছে ঢোলেতে
ভয় বিদ্বেষ কান্না মরণ ভাঙতে সুরের ঘায়েতে।
ও বিহু রঙালি বিহু
ও চাকমা রিয়াঙ ত্রিপুরী
বাউল ভাটিয়ালী আর ভাদু গানের পসারী
মঘাই ওঝার নিশান ধরে গগন কাঁপাও দুলারি
সাঁওতালী মাদল বাজে বিভেদ জয়ের লহরী।
লুইত জলের বুকে রাঙা পালে কাঁপন লাগে
সারি সারি মোহনায় মিলতে
শ্মশানের বুক চিরে শত শত রাঙা ফুল
মাথা তোলে পরিজন চিনতে॥

[লুইত—আসামের একটি নদী।
মঘাই ওঝা—আসামে গণনাট্য আন্দোলনের সংগঠক ও ঢোলের কিংবদন্তী]

কথা : কমলেশ সেন

সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ এমনই এক দেশ

ভারতবর্ষ এমনই এক দেশ,
যেখানে বুকের নীচে
লুকোনো ফসলের খেত
যেখানে পায়ের নীচে
তিরতির তিরতির অদৃশ্য নদী।

যেখানে খালি পেটে মানুষ হাসে,
কথা বলে, গান গায়।
যেখানে চোখে চোখে বিলি হয়
সাহস, ভালোবাসা, ঘৃণা।

ভারতবর্ষ এমনই এক দেশ,
ভারতবর্ষ এমনই এক অদৃশ্য নদী।

কথা : কমলেশ সেন

সুর : মেঘনাদ

এ কী ভালবাসা, গভীর ভালবাসা

এ কী ভালবাসা, গভীর ভালবাসা
হৃদয়তন্ত্রী কেঁপে কেঁপে ওঠা অশ্রুসজল এ কী ভালবাসা,
এ কী ভালবাসা সাঁজোয়া গাড়ির কামানের মুখে
গোলা বারুদ আর বন্দুকের মুখে
নির্ভাজ পথে, মানুষের চোরা চাহনি নীচে
এ কী ভালবাসা, গভীর ভালবাসা।

এ কী ভালবাসার গভীর টানে
রাত্রির ঘন কুয়াশা ঘেরা
শহরের যত বাসিন্দারা
একে একে এসে জমাট বাঁধে
জমাট বাঁধে খোলা আকাশের বিশাল নীচে
রক্তে ভেজা নিহত জনের সবুজ ঘাসে।

কামানের মুখে কলহাস্যে এ কী ভালবাসা
সাঁজোয়া গাড়ির হিংসার মুখে এ কী ভালবাসা
চমকে-ওঠা কৃপাণের মুখে এ কী ভালবাসা
শুদ্ধ মানুষের নির্বাক চোখে এ কী ভালবাসা।

গোলা বারুদের বিশাল স্তূপে এ কী ভালবাসা
লাফিয়ে-ওঠা মরণ যজ্ঞে এ কী ভালবাসা
নিহত জনের বুকের ক্ষতে এ কী ভালবাসা।

এ কী ভালবাসা, গভীর ভালবাসা
হৃদয়তন্ত্রীতে এ কী বেজে ওঠে
এ কী বেজে ওঠে গভীর ভালবাসা।

যখন আমার পিছনে চাপ চাপ রক্তের দাগ

যখন আমার পিছনে
চাপ চাপ রক্তের দাগ
আমার সামনে যখন ভেঙে পড়ছে
আমারই দেশের আর্তনাদ
তখন তুমি
সেই অবিশ্বাস্য মুহূর্তে
আমার কাছে এলে।

তুমি তোমার
ফুলের চেয়েও নরম
আকাশের চেয়েও নীল
নদীর চেয়েও স্বচ্ছ
তোমার চোখ দুটি
আমার চোখের গভীরে রাখলে
বললে,
তোমার বেঁচে থাকার মধ্যেই
আছে আমার সমগ্র সত্তা
আমার ভালবাসা
আমার সংগ্রাম।

তোমার সেই কথায় আমার মুখ
আগুনের মতো জ্বলে উঠলো,
তোমার হাতে হাত রেখে
খুঁজে নিলাম,
আমার দীর্ঘ অতীতের সংগ্রাম
আমার বর্তমান
আমার ভবিষ্যৎ।

সেই অবিশ্বাস্য মুহূর্তে
তুমি পূর্ণতায়
তুমি ভালবাসায়
আমারই বুকের কাছে
মর্মরিত হয়ে উঠলে।

আমি আকাশের চেয়েও নীল
নদীর চেয়েও স্বচ্ছ
তোমার চোখের গভীরে
খুঁজে নিলাম
আমার সেই বেদনাহত কথা
আমার সেই নিহিত ভালবাসা॥

ওরা টানটান করে পেতে দিল বুক

ওরা টান টান করে
পেতে দিল বুক
রক্তজবার মতো লাল লাল টকটকে
ভালবাসার বুক।
ওদের ভালবাসার গভীর বুকে উঠে এসেছে
গুরু গুরু মেঘের গর্জন।
মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ
চন্দ্র সূর্যের আকাশ
নীল ছোপ ছোপ আকাশ।

ওদের চোখের অনন্ত গভীর থেকে জ্বলে উঠেছে
আগুন
দাউ দাউ আগুন

ওদের ভালবাসার অনন্ত গভীর থেকে জেগে উঠেছে
ঘৃণা
দারুণ ঘৃণা।
ওদের বুকের অনন্ত গভীর থেকে উঠে এসেছে
সাহস
অসীম সাহস।

ওরা মৃত্যুকে মৃত্যু দিয়েই
বুঝে নিল
জীবনকে জীবন দিয়েই
বুঝে নিল।

জীবনের জন্যেই ওরা জীবনকে টানটান করে
পেতে দিল
জীবনের জন্যেই ওরা জীবনকে
গভীর মমতায় ডুবিয়ে দিল।
ওরা ফুল হয়ে ঝরে পড়লো
ওরা ফুল হয়ে ফুটে উঠলো।

ওরা বেঁচে রইলো
ওরা বুকভরা ভালবাসা নিয়ে
বেঁচে রইলো
চিরদিন বেঁচে রইলো।

কথা / সুর : দিলীপ বাগচী

হিমালয়ের সোনা গলা জলের ছোঁয়ায়

হিমালয়ের সোনা গলা জলের ছোঁয়ায় ফসল দোলে—
আষাঢ় শ্রাবণ আসে রে—
ধানের ফুলের বাসে রে—
আমার মনের আশা রে—
আমার সোনার বাসা রে—
তড়াইয়ের ধান তুলবে আধিয়ারে,
ধনের গান গাহিবে ঘরে ঘরে।

হো হো হো হো হৈরে, হো হো হো হো হৈ
নাগিনী নিশাস লাগে ধানে রে
লালা ঝরে গিরির নয়ানে রে
আঁকাবাঁকা সড়ক ধরিয়া ওরা আসে রে
ওরা মারিবার চাহে ধনে প্রাণে রে ॥

ধান না দিম্, মান না দিম্
দিস্ হাঁসুয়ার ঘা
তীরের ফলাত্ লোভখান্ মিটাস্
দূর হটিয়া যা—
তর পুলিস লয়্যা যা
তর মন্ত্রী লয়্যা যা—
হামার মাটি, হামার ফসল, হামার লাল নিশান রে—
লাঠির আগাত্ মাটিখান নিস্, ভাঙ্গিম্ গদীখান রে—

হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় রোদের ছাঁয়ায় মানিক জ্বলে—
রক্ত রাঙা চুনী রে
মুক্ত দিনের মণি রে—

ডায়না নদীর জলে রে—
হোয়াং হো ঢেউ তোলে রে—
তরাইয়ের গান দুনিয়ার ঘরে ঘরে।

সুবর্ণ রেখার সোনা সোনা জলে

সুবর্ণ রেখার সোনা সোনা জলে
সাগরের নোনা নোনা হাওয়া
শাল গমহারের ছায়া কাঁপে
কাঁপে কাঁপে কাঁপে রে
শাল গমহারের ছায়া কাঁপে॥

শোলা বাঁধা ভেলায়
খেলা খেলা নায়ে
জেলেদের ভেসে ভেসে যাওয়া
রূপালী ইলিশের রূপে,
কাঁপে কাঁপে কাঁপে রে
শাল গমহারের ছায়া কাঁপে॥

ঢেউ খেলানো নদী
(আর) ঢেউ খেলানো জমি
ধানের শিষে ঢেউ কাঁপে
ঝিলিমিলি গ্রামে
মেঘভাঙা রোদ নামে
সাঁওতালী মাদলের আলাপে,
কাঁপে কাঁপে কাঁপে রে
শাল গমহারের ছায়া কাঁপে॥

সুবর্ণরেখার রাঙা রাঙা জলে
পাহাড়ের থরথর যৌবন
দু-পারের গাঁয়ের সীমা কাঁপে
কাঁপে কাঁপে কাঁপে রে
শাল গমহারের ছায়া কাঁপে ॥

তীর ভাঙানো ঢেউ
(আর) ঘর ভাঙানো ঢেউ
ধানভাসি ঢেউয়ের বিলাপে
ঝিলিমিলি গ্রামে
রক্তঝরা ঘামে
হেঁইয়া হো বাঁধ বাঁধে দাঁত চেপে
হাজারো ভুখা হাতেরে ॥

সুবর্ণরেখা রে—
আমার বুক ভাঙা নদী—
আমার ঘর ভাঙা নদী—
আমার ধানভাসি নদী—
আমার ঘর বাঁধার নদী—
আমার বুক বাঁধার নদী—
আমার ফসল তোলার নদী—
নদীরে—
সুবর্ণরেখা রে—

কথা : চিররঞ্জন দাস

সুর : দিলীপ সেনগুপ্ত

শত বরষের শত পদ্ম ফুটছে

শত বরষের শত পদ্ম ফুটছে
লাঞ্ছিত লৌহ শৃঙ্খল টুটছে
দুনিয়ার দেশে দেশে প্রাণের গভীর জুড়ে
বাঁধন ভাঙার গান উঠছে ॥

ভল্গার কলতানে
গঙ্গার প্রাণে প্রাণে
সাম্যের মহান ঢেউ উঠছে।

ম্যাক্সীম শানিত শলাকা
ম্যাক্সীম জীবনের সারথি,
সব্‌হারার রূপকার ম্যাক্সীম
বিবেকের স্থির পতাকা ॥

কথা / সুর : অজিত পাণ্ডে

চন্দনপিড়ির অহল্যা গো

চন্দনপিড়ির অহল্যা গো
দৈবকিনী মা জননী
মলেন কংসরাজের অত্যাচারে গর্ভে নিয়ে চক্রপাণি।
আহা বোনকে মেরে কংসরাজা আপনাকে কি রাখা যায়
বল কৃষ্ণে কি ঐ কংসকারায় বেঁধে রাখা যায়।
আহা মাঠে মাঠে লক্ষ কৃষ্ণ অগ্নি বাঁশের বাঁশি বাজায় ॥

গঞ্জে গাঁয়ে পথে মাঠে বিবস্ত্রা দ্রৌপদী কাঁদে গো
ওরে ভাই, দেখো ভীম জনগণ হয়ে আগুয়ান দিতে দুঃশাসনে শেষবিদায়
দিকে দিকে জাগছে কারা পাচ্ছে না কি তার ইশারা
ওরে ভাই, দেখো লেংটি-পরা সর্বহারার জয়ধ্বনি দিক্ কাঁপায় ॥

রাতকে বিত্যায়লাম হো

রাতকে বিত্যায়লাম হো
দিনকে বিত্যায়লাম হো
তেবেও আমার মনের মানুষ আইলো না
এই চাসনালার খনিতে মরদ আমার ডুব্যা গেল গো।

এই পাঞ্চেতের পাহাড়ে
মেঘ জম্যাছে আহা রে
এমন দিনে হায় হায়
মরদ আমার ঘরে নাই
গ্যান্দা ফুলেও রঙ নাই
এই চাসনালার খনিতে মরদ আমার হারাইং গেল গো।

এই টুস পরবে যাবক্ নাই
বাপ নাই ভাই নাই
কর্মা পূজায় যাবক্ নাই
দুইগ্যা পূজায় যাবক্ নাই
মহরমে যাবক্ নাই
পীরের মেলায় যাবক্ নাই
খোঁপায় ফুল গুজব নাই
চুড়ি আলতা পরব নাই
এই চাসনালার খনিতে মনের মতন মানুষ নাই গো।

কথা : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর : ভূপেন হাজারিকা

গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা

গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা
তার দুই চোখে দুই জলের ধারা
মেঘনা যমুনা।

একই আকাশ একই বাতাস
এক হৃদয়ে একই তো শ্বাস
দোয়েল কোয়েল পাখির ঠোঁটে
একই মূর্ছনা।

এপার ওপার কোন পারে জানি না
ও আমি সব খানেতে আছি
গাঙের জলে ভাসিয়ে ডিঙা
আমি পদ্মাতে হই মাঝি,
শঙ্খচিলের ভাসিয়ে ডানা
আমি দুই নদীতে নাচি।

একই আশা ভালবাসা
কান্নাহাসির একই ভাষা
দুঃখ সুখের বুকের মাঝে
একই যন্ত্রণা ॥*

কথা : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সুর : ভি. বালসারা

আজ যত যুদ্ধবাজ দেয় হানা

আজ যত যুদ্ধবাজ দেয় হানা হামলাবাজ
আমাদের শান্তি সুখ করতে চায় লুঠতরাজ
জোট বাঁধো তৈরী হও
যুদ্ধ নয় তোলো আওয়াজ
তোলো আওয়াজ তোলো আওয়াজ
যুদ্ধ নয় যুদ্ধ নয় তোলো আওয়াজ ॥

সাজঘরের নীল আলো, আজকে হোক বিপ্রতীপ
উদ্ধত শ্বাস ফেলে হিংস্রতার সরীসৃপ
আ...আ...
এই যে বিংশ শতাব্দী গুলিতে ছিন্নভিন্ন আজ
তোলো আওয়াজ তোলো আওয়াজ
যুদ্ধ নয় যুদ্ধ নয় তোলো আওয়াজ ॥

যুদ্ধবাজ জাত যত আজ দেখায় রক্তচোখ
প্রেম প্রীতি আর স্নেহের ভাঙতে চায় শিল্পলোক।

সব শিশুর বাসভূমি এই সবুজ মৃত্তিকায়
নিঃশ্বাসের হাওয়াতে বারুদের বিষ ছড়ায়, আ...আ...
হিংসা নয় যুদ্ধ নয় ফুল ফোটাও গন্ধরাজ
তোলো আওয়াজ তোলো আওয়াজ
যুদ্ধ নয় যুদ্ধ নয় তোলো আওয়াজ ॥

কথা : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সুর : ওয়াই. এস. মুলকি

ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম

ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম
আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে
লীলাচঞ্চল সমুদ্রে অবিরাম
গঙ্গা যমুনা ভাগীরথী যেথা মেশে ॥

ভারতবর্ষ মানবতার এক নাম
মানুষের লাগি মানুষের ভালবাসা
প্রেমের জোয়ারে এ ভারত ভাসমান
যুগে যুগে তাই বিশ্বের যাওয়া আসা
সব তীর্থের আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে
প্রেমের তীর্থ ভারততীর্থে মেশে ॥

ভারতবর্ষ সাম্যের এক নাম
অস্পৃশ্যতা হিংসা ও দ্বেষ ভুলে
কণ্ঠে সবার একতার জয়গান
ভেদাভেদ ভুলে বক্ষে নিয়েছে তুলে
দেবতা এ দেশে মানুষ হয়েছে জানি
মানুষকে দেখি গণদেবতার বেশে ॥

কথা : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সুর : সুধীন দাশগুপ্ত

তোমার আমার ঠিকানা

তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যমুনা
মেকং ভল্গা ঘুরে
গঙ্গার স্রোত ধরে
পেয়েছি চলার নিশানা

কণ্ঠের সুর কোনো
মানে না ভাষা
হৃদয়ের ভাষাতেই মেটে পিপাসা
সাত মহাসাগরের উজানে ভেসে
আমরা যেখানে থামি
সেই সীমানা।

যেখানে কান্না আর রক্ত মেখে
আঁধারের বাঁধ ভেঙে
সূর্য ওঠে আকাশে আবার
সেখানে নিশানা আছে
এগিয়ে যাবার।

যখন আখের স্বাদ
নোনতা লাগে
লবঙ্গ বনে ঝড়ের হাওয়ারা জাগে
এক বুক ভালবাসা উজাড় করা
যেখানে ফসল ফলে
প্রাণের সোনা॥

কথা : মোহম্মদ ইসলামউদ্দীন

সুর ; অজ্ঞাত

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার গান

হিন্দু এসো মন্দিরে যাই
জুড়ি দুই হাত
মুসলিম চলো মসজিদে যাই
করি এই মোনাজাত
চন্দ্র সূর্য জমিন আসমান
জলবায়ু দিনরাত
সারা জাহানের মালিক তুমি
ঘুচাও এই অবসাদ।
মানুষের প্রাণে কেন আজি খোদা
দানব নিয়েছে ঠাঁই
ওহে করুণাধারার করুণা তোমার
আজি মানবের চাই
জুড়ি দুই হাত করি প্রণিপাত
মিটাও ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব
উঠাইয়া হাত করি মোনাজাত
এ খেলা কর বন্ধ।

[১৯৪৬ সালের অগস্টের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার গান। বাটানগরের শ্রমিক ইসলামউদ্দীনের রচনা। পরে সুর দেওয়া হয়।]

কথা : সিকান্দার আবু জাফর

সুর : সেখ লুৎফর রহমান

জনতার সংগ্রাম চলবেই

জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।
হতমানে অপমানে নয়, সুখসম্মানে
বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাস্যের নির্মোক ছাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।
জনতার সংগ্রাম চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ॥
বাঁচবার অধিকার কাড়তে, দাস্যের নির্মোক ছাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ॥

প্রতারণা প্রলোভন প্রলেপে
হোক না আঁধার নিশ্ছিদ্র
আমরা তো সময়ের সারথী
নিশিদিন কাটাবো বিনিদ্র।
দিয়েছি তো শান্তি আরো দেবো স্বস্তি
দিয়েছি তো সম্ভ্রম আরো দেবো অস্থি
প্রয়োজন হলে দেবো এক নদী রক্ত
হোক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত।
অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে

একদিন সে পাহাড় টলবেই টলবেই টলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ॥

এই কালো রাত্রির সুকঠিন অর্গল
কোনোদিন আমরা যে ভাঙবোই
মুক্ত প্রাণের সাড়া আনবোই আনবোই আনবোই
আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে
নতুন সূর্যশিখা জ্বলবেই
জ্বলবেই জ্বলবেই জ্বলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই

[এ গানের আরও একটি সুর আছে। সুরটি করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত]

কথা/সুর : আবদুল লতিফ

রফিক শফিক বরকত নামে

রফিক শফিক বরকত নামে
বাংলা মায়ের দুরন্ত কটি ছেলে
স্বদেশের মাটি রঙিন করেছে
আপন বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে।

ওরা কয়জনা আলোকের পথযাত্রী
পার হয়ে গেছে আঁধারের কাল রাত্রি
বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে
অভয় বুকের পাঁজরে আগুন জ্বেলে।

ওরা শোনে নাই পিছনের মায়াক্রন্দন,
ওরা মানে নাই বেয়নেট বুলেট বন্ধন,
জুলুমের কারা ওরাই ভেঙেছে
অশেষ ঘৃণায় নির্ভয়ে অবহেলে।

[১৯৫৩ সালে ভাষা-আন্দোলনের গান লিখে বাংলাদেশে বিখ্যাত হয়েছেন।]

প্রতিরোধ প্রতিবাদ সংগ্রাম

প্রতিরোধ প্রতিবাদ সংগ্রাম
শ্রমিকের বাঁচবার এক নাম।
জুলুমের প্রতিবাদ করবো
প্রতিদিন প্রাণপণ লড়বো
চাই তেজ প্রদীপ্ত উদ্দাম।

দুনিয়ার শ্রমিকের বাঁচবার
একতাই মুক্তির হাতিয়ার
বহুবার দিয়েছি তো রক্ত
পিছল করেছি মাটি
এইবার ফিরে চাই তার দাম।

ও আমার এই বাংলা ভাষা

ও আমার এই বাংলা ভাষা
এ আমার দুখ ভুলানো বুক জুড়ানো
লক্ষ মনের লক্ষ আশা।

এই ভাষাতেই স্বপ্ন দেখি,
এই ভাষাতেই লিখন লিখি
এই ভাষাতেই মাকে ডাকি
জানাই প্রাণের ভালবাসা।

এই ভাষাতেই দোয়েল কোয়েল
সবুজ বনের পাখি,
হাজার কথার কাকলীতে
নিত্য উঠে ডাকি।

এই ভাষাতেই মায়ের মুখে,
রূপকথা গান শুনি সুখে,
এই ভাষাতেই শিল্পী কবি
সবার কাঁদা সবার হাসা।

কথা : আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী
সুর : আবদুল লতিফ

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলতে পারি।
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলতে পারি।
জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশুহত্যার বিক্ষোভ আজ কাঁপুক বসুন্ধরা
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রাখে মানুষের দাবী
দিনবদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি ?
না না না না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।

সেদিনো এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকানন্দা যেনো,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপাবুনো।

সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলী ছোঁড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবীকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি

একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগে মানুষের সুপ্তশক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।

কথা / সুর : আলতাফ মাহমুদ

এই বঞ্চনা মোরা রুখবো

এই বঞ্চনা মোরা রুখবো
এই বন্যা মোরা রুখবো
মায়েদের বোনেদের শিশুদের
অশ্রু মুছবোই।

কত অবহেলায় মোরা কেঁদেছি
কত ভাঙা বীণায় সুর সেধেছি
কত পাষাণ দিয়ে বুক বেঁধেছি।

আর তো মোরা শুনবো না
কোনো বাধা মানবো না
আমাদের পাওনা
হিসাবের খাতাতে তুলবোই।

আর অশ্রু নয় নয়
আর দুঃখ নয় নয়
আর নয় মায়েদের শিশুদের কান্না
অশ্রু ভিজা আর না।

কত বাসনারে পিষে মেরেছি
কত কামনায় জ্বলে পুড়েছি
মিছে প্রতারণার মোহে ঘুরেছি।

চাই না কোন সান্ত্বনা
নেব না তো আর বঞ্চনা
রক্তের ঋণ মোরা রক্ত দিয়েই
আজ শুধবো।

কথা : মতলুব আলী
সুর : শেখ লুৎফর রহমান

রাখবো না, রাখবো না শোষণের চিহ্ন

রাখবো না, রাখবো না শোষণের চিহ্ন
রাখবো না, রাখবো না কলুষতা দৈন্য
থাকবে না দারিদ্র্য দীনতার ভয় (না)
জয়ে নিপীড়িত মানবের জয় (জয়)।

মানুষের বাঁচবার অধিকার কেড়ে নিয়ে
যারা করে জীবনের পথ অবরুদ্ধ
অসহায় শোষিতের সঞ্চিত শক্তিতে
ভাঙে তার শোষণের মহলটা শুদ্ধ।

মেহনতী জনতার ঐক্যে
আমরা এগিয়ে যাই লক্ষে
ক্ষমতার দম্ভের তাই পরাজয় (আজ)
জয় মানবতা সাম্যের জয় (জয়)

কথা/সুর : সুখেন্দু চক্রবর্তী

ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাঘডাসে

ডিম পাড়ে হাসে, খায় বাঘডাসে
শুনছনি ভাই শুনছনি
বুঝছনি ভাই বুঝছনি
আসল কথা বুঝছনি ?
এক গেরামের গরীব চাষী
কালা মিয়া নাম
সবার পেটে ভাত জোগাইতে
খেতে ঝরায় ঘাম।
ও-তার ছাওয়াল কান্দে ক্ষুধার জ্বালায়
মহাজনরা হাসে॥
বর্ষা শীতে ডুবাই জলে
মাছের নৌকা ভরি
মজুতদার আর আড়তদারে
লুটে তাহার কড়ি
এবার ভাঙে নৌকা ছিঁড়ে যে জাল
ডাকে সর্বনাশে।
আন্ধার রাইতে সুত্যা কিন্যা
তাঁতী বোনে শাড়ি
আর ভদ্রলোকে কিনে
উলি সিফনের বাহারী
ও ভাই দেশী শিল্পের বাজার গেল
বিদেশী বিলাসে।

কথা : হাসান হাফিজুর রহমান
সুর : শেখ লুৎফর রহমান

মিলিত প্রাণের কলরবে

মিলিত প্রাণের কলরবে
যৌবন ফুল ফোটে রক্তের অনুভবে।
শহীদ মুখের স্তব্ধ ভাষা
আজ অযুত জনের বুকের আশা
ওদের মরণে প্রাণ পেলাম আজ আমরা সবে

কৃষ্ণচূড়া ভোলে নাই
মুক্তির ইশারা ফিরে এলো
বাঁচার মন্ত্রের উৎসবে।

ওরে মরণ জয়ী ডাক শুনে
ঘরে বসে থাকবি কি কাল গুনে
প্রতি দিনের মনের কথা
সরব হল ফাল্গুনে

কথা / সুর : কমল সরকার

রুখবে কে আর উদ্দাম এই প্রাণের জোয়ার

রুখবে কে আর উদ্দাম এই প্রাণের জোয়ার
হাতের মুঠোয় নিয়ে হাতিয়ার আজ আমরা মিছিলে এসেছি
তিল তিল মরণেও জীবনের গান গাই
জীবনকে এত ভালবেসেছি
আজ আমরা মিছিলে এসেছি।

একা নই সাথে আছে অনেক মানুষ
আলো ভরা পৃথিবীতে বাঁচার আশায়
মুখরিত প্রতিবাদে জ্বলে ওঠে কোটী চোখ
অগ্নিগর্ভ এই গানের ভাষায় ॥

আমরা গড়েছি দেশ ভরেছি খামার
আমাদের ঘরে তবু অসীম আঁধার
আমাদের ঘরে কেন এত অনাহার
এসেছে লগ্ন আজ জবাব নেবার।
রুখবে কে আর উদ্দাম এই প্রাণের জোয়ার
পায়ে পায়ে আগুনের হল্কা ছুটিয়ে আজ আমরা মিছিলে এসেছি
শত্রুর ভীরু চোখে শঙ্কার ছায়া দেখে
উত্তাল কলরোলে হেসেছি
আজ আমরা মিছিলে এসেছি ॥

রাত্রি যত কঠিন কালো

রাত্রি যত কঠিন কালো, ততোই উজল ভোরের আলো
পথের আঁধার পথেই থাকে, আলোর রেখা পথের বাঁকে
তাই প্রাণের মিছিল আজো চলছে
ছাখো আমাদের এ মিছিল চলছে…

এ মিছিল আঁধারের পার হয়ে
আলোকের দেশে মোরা সব অভিযাত্রী
আজ ঘনায় যদি বা অমারাত্রি
(তাই) কত শত বঞ্চনা শঠতার নাগপাশ
এ মিছিল পদভারে দলছে
তাই প্রাণের মিছিল আজো চলছে
আমাদের এ মিছিল চলছে
তাই প্রাণের মিছিল আজো চলছে
ছাখো আমাদের এ মিছিল চলছে…

কে কোথায় সাড়া দাও, কে আছ গো ঘুমিয়ে
অলস-স্বপ্নে আঁখি মগ্ন
কে লুকিয়ে গৃহকোণে এসো পায়ে পা মেলাও
আসে ঐ প্রভাতের লগ্ন।

এ মিছিল আমাদের, পার হয়ে
মরণের পারাবার সেই দিনই থামবে
যবে জীবনের আলোধারা নামবে
সেই ইশারার উচ্ছ্বাসে মিছিলের কোটী চোখ
উদ্ধত ধিকিধিকি জ্বলছে
তাই প্রাণের মিছিল আজো চলছে
আমাদের এ মিছিল চলছে
তাই প্রাণের মিছিল আজো চলছে
ছাখো আমাদের এ মিছিল চলছে…

কথা : দীপংকর চক্রবর্তী
সুর : দিলীপ মুখোপাধ্যায়

লেনিনের ডাক শুনি

লেনিনের ডাক শুনি
পৃথিবীতে লেনিনের ডাক—
ক্ষমা নেই ক্ষমা নেই
শত্রুর ক্ষমা নেই—
ঘরে ঘরে লেনিনের ডাক।
সর্বহারা যারা বঞ্চিত শোষিত
পেয়েছো তো রক্তের আহ্বান
মন্দ্রিত আলোকে ঝলমল বিশ্ব
সংগ্রামী জনতার অভিযান
ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই
শত্রুর ক্ষমা নেই—
ঘরে ঘরে লেনিনের ডাক।
মহীরুহ লেনিনের সবুজ পাতায়
সংগ্রাম লেখা শুধু সংগ্রাম
বন্ধনমুক্তির ইসারায় জানলাম
মিত্রকে জানলাম
শত্রুকে চিনলাম
বাঁচবার স্পন্দনে রঞ্জিত কৃপাণে
ঘরে ঘরে লেনিনের ডাক।

কথা : সমীর রায়

সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

জননী গো কাঁদো

জননী গো কাঁদো…
জননী গো আরো কাঁদো তুমি
শত শহীদের মা
হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী
কান্নার সুরে তোলপাড় হোক্ না
শত শহীদের মা ॥
তারপরে মাগো, ছেলের স্বপ্নে বিভোর
কেটে যাক্, কেটে যাবে
কত রাত কত ভোর
তারপরে মাগো, চোখ মেলে দ্যাখো
আমরা তো আছি বেঁচে
আমাদের মনে রেখো
রণজয়ী নই, রণে আছি তবু মেতে
ঘর বেঁধে আছি চিমনীর পাশে
সোনালী ধানের ক্ষেতে ॥
তুষার সাগরে আগুন জলে না
পাথর প্রতিমা স্বপ্ন দেখে না
জননী গো এসো, ঝর্ণার সাথে
তুমি আমি কথা বলি
হিমালয় হয়ে ভোরের আকাশে জ্বলি ॥

[এ গানের অন্য একটি সুরও আছে। সেই সুরটি করেছেন কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়।]

কথা : সমীর রায়

সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

আলু বেচো ছোলা বেচো

আলু বেচো ছোলা বেচো বেচো বাখরখনি,
বেচো না বেচো না বন্ধু, তোমার চোখের মণি।
কলা বেচো কয়লা বেচো বেচো মটরদানা,
বুকের জ্বালা বুকেই জ্বলুক, কান্না বেচো না।
ঝিঙে বেচো পাঁচসিকেতে, হাজার টাকায় সোনা,
বন্ধু তোমার লাল টুকটুকে স্বপ্ন বেচো না।
ঘর দোর বেচো ইচ্ছে হলে, করব নাকো মানা,
হাতের কলম জনমদুখী, তাকে বেচো না।

কথা / সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

লড়াই কর লড়াই কর

[অনুপ্রেরণা : মাও সে তুং]

লড়াই কর লড়াই কর লড়াই কর লড়াই
যতদিন না বিজয়ী হও।
যদি একবার হারো বারবার লড়ো বারবার লড়ো বারবার
যতদিন না বিজয়ী হও।
কিসের ভয়, হবেই জয় দূর করে ফেল যত সংশয়
এবার তৈরী হও।

এই তো যুক্তি জনগণের,
এ পথে মুক্তি জনগণের,
অমিত শক্তি জনগণের,
তুমি তো তাদেরই একজন, তুমি একাকী কখনও নও,
তাদের সঙ্গে এক হয়ে আজ মুক্তি-শপথ নাও,
যুদ্ধে সামিল হও আজ এই যুদ্ধে সামিল হও।

মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি

[একটি চীনা গানের সুর অবলম্বনে]

মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি, সেদিন সুদূর নয় আর,
দেখ লাল সূর্যের আলোয় লাল পূর্ব সমুদ্রের পার।
সে আলো ছড়ায় দিক্‌বিদিকে কেটে যায় রাতের আঁধার।

লাল সূর্যের আলোকধারায় করবে মাতৃভূমি মুক্তিস্নান।
উঠবে গেয়ে মুক্তির গান যুগযুগনিপীড়িত মজুর কিষাণ ;
উড়বে হাওয়ায় আকাশছোঁয়া গৌরব-উজ্জ্বল রক্তনিশান—
সেই আলোভরা দিন আনতে হবেই, ঢালো কমরেড সব শক্তি তোমার।

মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি, সেদিন সুদূর নয় আর
মহান্ ভারতের জনতা মহান ভারত হবেই জনতার।

জন্মিলে মরিতে হবে রে

[অনুপ্রেরণা : মাও সে তুং]

জন্মিলে মরিতে হবে রে, জানে তো সবাই—
তবু মরণে মরণে অনেক ফারাক আছে ভাই রে
সব মরণ নয় সমান।

রক্তচোষার উস্‌কানিতে
জনতারই দুশমনিতে
সারাজনম গেলে কেটে মরণ যদি আসে—
ওরে সেই মরণের ভার দেখে ভাই পাখির পালক হাসে রে
সব মরণ নয় সমান।

জীবন উৎসর্গ করে
সবহারা জনতার তরে, মরণ যদি হয়—
ওরে তাহার ভারে হার মানে ওই পাহাড় হিমালয় রে
সব মরণ নয় সমান।

জনগণের সেবাই যাদের

[মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রচলিত সুর অবলম্বনে]

জনগণের সেবাই যাদের জীবনের পণ,
(ওরে) হাসিমুখে করল যারা (ভাই) বিপদ বরণ।
(গাও জয় জয় রে)

হিমালয় হইতে মহান যাহাদের মরণ,
সকলে আজ করি সেই সকল শহীদের স্মরণ,
(গাও জয় জয় রে)

মোদের মুক্তির তরে করল যারা জীবন বলিদান
সবে মিলি করি সেই সকল শহীদের জয়গান।
(গাও জয় জয় রে)

ঊর্ধ্বে তুলি ধর রে আজ তাদের লাল নিশান।
তাদেরই রক্তচিহ্ন ধরে মোরা আজ হইব আগুয়ান
(আর নাই ভয় রে)

এই তপ্ত অশ্রু দিক শক্তি

[অনুপ্রেরণা : থাকিন থান টুন ও মাও সে তুং]

এই তপ্ত অশ্রু দিক শক্তি
এই শোকের আগুন, জ্বালাক দ্বিগুণ
চিরশত্রুর 'পরে ঘৃণার আগুন
জ্বলুক জ্বলুক দাবানল।
দাবানল জ্বলুক দাবানল

দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ুক বিপ্লবের দাবানল।

শোনো শহীদের ডাক, সাহসী হও
সংগ্রামের পথে সাহসী হও,
হাজার বাধার মুখে সাহসী হও,
আত্মত্যাগের পথে সাহসী হও,
উন্নতশির চলো জয়যাত্রায়
হও মুক্তি-পণে অবিচল।
দাবানল জ্বলুক দাবানল,

সামনে মোদের কত বীর শহীদ
মুক্তিযুদ্ধে দিল জীবনবলি
এসো, তাদের পতাকা তুলে ঊর্ধ্বে তাদেরই
রক্তচিহ্ন ধরে এগিয়ে চলি।

শোনো শহীদের ডাক, সাহসী হও
সংগ্রামের পথে সাহসী হও
হাজার বাধার মুখে সাহসী হও,
আত্মত্যাগের পথে সাহসী হও,
উন্নতশির চলো জয়যাত্রায়
হও মুক্তিপণে অবিচল।
দাবানল জ্বলুক দাবানল।

১৯৬৯—১৯৭০

এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকায় জনযুদ্ধের গান

[অনুপ্রেরণা : মাও সে তুং]

যুদ্ধকে মুছে ফেলতে চাই,
আমরা যুদ্ধে নেমেছি তাই,
বন্দুক হতে মুক্তি চাই
বন্দুক হাতে নিয়েছি তাই।

শেকল ভাঙার করেছি পণ,
তাই শৃঙ্খলে বেঁধেছি মন।
দু-চোখে মোদের স্বপ্ন, তাই
রুক্ষ মাটিতে নিয়েছি ঠাঁই।

সুখ যে দিয়েছে হাতছানি,
দুঃখের পথ চিনেছি তাই।
দেখেছি আলোর ঝলকানি,
তাই তো আঁধারে পা বাড়াই।

ফোটাব যে ফুল রাশি রাশি,
(ফোটাবই ফুল রাশি রাশি)
ফুল খেলা আজ ভুলেছি তাই।
জীবনকে মোরা ভালবাসি
জীবন তুচ্ছ করেছি তাই।

জনতার সাথে মিলে মিশে
লড়ছি আমরা দেশে দেশে
বন্ধুর হাতে হাত মেলাই
শত্রু-বিজয়ে এগিয়ে যাই।

১৯৮২

আমার মাগো

আমার মাগো, তোর চোখে কেন জলের ধারা।
দুশমনে রুখিতে তোর এক পুত্র দিল প্রাণ।
দেখ আজ তোরে মা বলে ডাকে হাজার সন্তান—
আমার মাগো, কে বলে তুই সন্তানহারা—
আমার মা,
আমার মাগো, তোর চোখে কেন জলের ধারা।

ধন্য বীরমাতা বীরপুত্রগরবিণী, আমার মা,
সাহসী সন্তানদের শক্তিস্বরূপিণী, আমার মা।
দলে দলে আমরা মা তোর আশিস নিয়ে মাথে,
সংগ্রাম করিব হিংস্র দানবের সাথে—
আমার মাগো, আঁখি মুছে উঠে দাঁড়া—
আমার মা,
আমার মাগো, তোর চোখে কেন জলের ধারা।

কার্ল মার্ক্স প্রয়াণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত গান

ভিনদেশী এক পাগল মরে না মলে
দেখ না একশ বছর যায় চলে।
ভিনদেশী···

কেন পড়ে পড়ে গরীবরা খায় মার,
জ্ঞানসাগরে ডুবুরী যে করল ব্যাখ্যা তার।
কেন পড়ে পড়ে গরীবরা খায় মার
জ্ঞানসাগরের ডুবুরী পাগল করল ব্যাখ্যা তার,
কী করে হয় মজুর পেষাই মালিকের জাঁতাকলে।
ভিনদেশী···

ধন আর উপকরণ আছে যার,
শ্রমের জন্য মজুর তারা করে ব্যবহার।
যা দেয়, করে ঢের বেশি আদায়,
রুটির জন্যে খাটে মজুর হয়ে নিরুপায়।
সেই কম মজুরীর গোপন চুরি
মুনাফা হয় যার ফলে।
মালিকের মুনাফা হয় যার ফলে।
ভিনদেশী…

কেমন করে টেঁকে পেষাই-কল
দেশের শাসনযন্ত্র মালিক করে নেয় দখল।
নড়নচডন হবার উপায় নাই,
শান্তি রাখতে আছে পুলিস, আর আছে তার সেপাই।
একসাথে হয় শোষণ-শাসন,
যদি আসন না টলে,
প্রভুদের যদি আসন না টলে।
ভিনদেশী…

এমন দশা পাগল মানে না,
শেষ না দেখে ভাবুক সাধক থামতে জানে না।
মরিয়া হয়ে পাগল খোঁজে পথ,
বুঝল কোন নিয়মে চলে মহাকালের রথ।
তার লক্ষ্য আসল দুনিয়া বদল
(শুধুই) তত্ত্বে সত্য না মেলে।
ভিনদেশী…

ধনপতির মাথায় পড়ে বাজ,
পাগল বলে আসবে বিশ্বে সবহারাদের রাজ।
দুনিয়া জুড়ে গড়ে নতুন দল,
সেই পাগলের ভাবনা দিল দুর্বলেরে বল,

সেদিনের ছন্নছাড়া সবহারা-রা,
সেদিনের ছন্নছাড়া সবহারা সব
মিলল এক নিশানতলে,
নতুন এক লড়াইয়ের নিশানতলে
লড়াইয়ের লালরঙা নিশানতলে।
ভিনদেশী···

দুনিয়ার মজদুর এক হও, হও তৈয়ার,
হাতের শেকল ছাড়া তোমার কিছু নাই তো হারাবার।
জয় করতে আছে বিশ্বখান
যুগ-যুগান্ত পেরিয়ে শোনো, সেই পাগলের আহ্বান।
পণ করে প্রাণ হও আগুয়ান
ভয় কি তুফান বাদলে,
মজুরের ভয় কি তুফান বাদলে
কিষাণের ভয় কি তুফান বাদলে
জনতার ভয় কি তুফান বাদলে,
ভিনদেশী···

ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে

ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে সাথীরে, ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে
পুবের আকাশ রাঙ্গা হল সাথী, ঘুমায়ো না আর, জাগোরে।
ভাসাও ডিঙ্গা সাগরে,
ভাসাও রে ডিঙ্গা সাগরে—
(ও) ডাঙ্গার টানে পরাণ ছিল বাঁধা কেন রে বন্ধু এতকাল,
ছিল পরাণ বাঁধা এতকাল।
গরজি গুমরি ডাকে শোনো ওই তরঙ্গ উথালপাথাল,
ওই তরঙ্গ উথালপাথাল।

পাল তুলে দাও, হাল ধর হাতে দুস্তর সাগর হব পার।
জাগায় মাতন, ঢেউয়ের নাচন, মরণ-বাঁচন একাকার।
ডিঙ্গা ভাসাও...

বলো সাথী, সবদিনই আমাদের পয়লা মে

বলো সাথী, সবদিনই আমাদের পয়লা মে
(বোলো সাথী, হররোজ হমারা পহেলা মায়)
দুনিয়ার মজদুর এক হও—এই ডাক শুনি যে দিন,
সেদিনই মে-দিন সাথী, সেদিনই মে দিন—
বলো সাথী...

মে-দিন মানে না জাতি, রঙ হলদে সাদা কালো,
মে-দিনের রঙ লাল, সব মজদুরকে মেলালো।
আর সইব না গোলামি, মজদুর তোলে আওয়াজ,
বুলন্দ আওয়াজে কাঁপে, দুনিয়ার মুনাফাবাজ—
বলো সাথী...

কী করে আজ ভুলি, সেই আট ঘণ্টার লড়াই,
লড়াই তো যায়নি থেমে, পথ চড়াই উৎরাই
শহীদের খুনে রাঙা (এই) লাল নিশান ওড়াই
(আর) ঠিক রেখে নিশানা
আগে কদম কদম বাড়াই—
বলো সাথী...

পথের ধারে খোকা ঘুমায়

পথের ধারে খোকা ঘুমায় ঘুমায় খোকা ঘুমায় রে
কোথায় মাগো, ভরিয়ে দিবি মুখখানি তার চুমায় রে
খোকা ঘুমায়, খোকা ঘুমায় ঘুমায় খোকা ঘুমায় রে,
রক্তপলাশ খোকার বুকে, যে ফুল সবার প্রাণ রাঙায়,
ভাঙে না ঘুম খোকার চোখে, যে ঘুম সবার ঘুম ভাঙায়

খাদে ঠকি, কলে ঠকি

খাদে ঠকি, কলে ঠকি, ঠকি ওই শুঁড়িখানায়
আমরা যখন নেশায় বেহুঁশ,
কশাই তখন ছুরি শানায়।

ছিটেফোঁটা হপ্তা পেলে
দিচ্ছি মদের নালায় ঢেলে,
নেশার ঘোরে ভুল বকি, আর
মালিক হাসে ঠোঁটের কানায়।
আমরা যখন···

লড়াই লড়াই যতোই বলি,
যদি হই নেশার বলি
ঘুমজড়ানো চোখে কি আর
লড়াইয়ের কথা মানায় ?
আমরা যখন···

ভেঙে ফেল মদের বোতল,
মরণ-নেশা কর রে কোতল,
মাতি আয় বাঁচার নেশায়,
রুখি দুশমনের হানায়।
আমরা যখন···

কথা : শান্তনু ঘোষ

সুর : অজিত পাণ্ডে

ও ভাই ও সত্যি বলছি ভাই

ও ভাই ও
সত্যি বলছি ভাই মিথ্যে কথা নয় সত্যি
লটকে দিয়ো মোরে ল্যাম্পপোস্টে ভাই
মিথ্যে পেলে এক রত্তি

এই বোলে—বোলে—বল্লে—
এ আজব গণতন্ত্র ॥

গণতন্ত্র ভাই, ঝুটাতন্ত্র ভাই, চোরতন্ত্র ভাই—
গণ্ডাতন্ত্র ভাই পুলিসেরি তন্ত্র ॥

রাজা যারা ভাই এদেশে
তার টিকি বাঁধা ম্যারিকায়
ভালবেসে* চারশো আশিতে
দেশমাতারে বিকায়
আর সেই গমেরি ধার মেটাতে
দেশমাতা ঝুলে শিকায় ॥

স্বাধীন দেশে চাকরি খুঁজে মরে
জোয়ান মরদ যত
আর পেটের জ্বালায় অসতী হয়
মা বোনেরা শত
এদিকে মদ কোর্মা টেনে
ঢেঁকুর তোলে মন্ত্রীরা অবিরত ॥

তুমি যদি সত্যি বলো
হবে তোমার জেল
টাটা বিড়লা মানুষ মেরে
পায় পদ্মভূষণ টাইটেল
একেই বলে রে ভাই
দেশপ্রেম আর ডি. আই. আর.-এর খেল ॥

* পি. এল. ৪৮০ : মার্কিন চালানী গম ॥

তরাই কান্দে গো, কান্দে আমার হিয়া

তরাই কান্দে গো, কান্দে আমার হিয়া
আর লাল তরাইয়ের মায় কান্দে
সপ্তকন্যার লাগিয়া।

খুন ঢেলেছে হাজার চাষী একটু জমিন চাই
নীল ক্ষেতেরই খুনেতে খুন মিশালো তরাই।

নেমেছে বান কার বা খুনে বাঁশের কেল্লা লাল
কোন তিতুমীরের রক্তে রাঙা তরাই-এর কপাল।

দুধের বাছা ঘুমের ঘোরে পায় না খুঁজে মা
ফিরছে ডেকে তরাই কন্যা
তোমরা, আর ঘুমায়ো না (২)।

তরাই কান্দে গো, কান্দে আমার হিয়া
আর নকশালবাড়ির মায়ে কান্দে
সপ্তকন্যার লাগিয়া।

কথা : স্নেহাকর ভট্টাচার্য
সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

মাগো আমার মরতে এখন

মাগো আমার মরতে এখন এতটুকু ইচ্ছে করে না
মাগো আমার মরতে এখন ইচ্ছে করে না

একটি হেলিকপ্টার ওড়ে ছায়া জলে ভাসে
আকাশ থেকে দেবতা কি খাবার দিতে আসে ?
ঐ যে চলে যাচ্ছে দেখি দেবতাদের পাখি
এসো মাগো তাড়াতাড়ি দু'হাত তুলে ডাকি
তোমার ছোট মেয়ে যে আর খিদে সইতে পারে না।

ছেঁড়া ন্যাকড়ার সেই যে পুতুল, বুকের বনমালা
গাঙের জলে ভাসিয়ে দিলাম পরাণ ফালাফালা
আমিও তো মা তোমার পুতুল আমায় ধরে রাখ
ঘুমে যদি জড়ায় ও চোখ তবুও জেগে থাক
তোমার পুতুল আমার মত জলে ভাসিয়ে দিও না।

শরীর যে আর বয় না মাগো কখন যাব ঘরে
বুকে রেখেও বুঝছো না কি কাঁপছি আমি জ্বরে ?
চোখের জলে পুড়ছি, সারাজীবন পোড়ো তুমি
কোটি কোটি মানুষ পোড়ে এ কার জন্মভূমি ?
চোখের জলে এত আগুন
চোখের জলে এত আগুন
তবু কেন সারা দেশে আগুন জ্বলে না ?

কথা / সুর : অলক সান্যাল

গুনগুনাইয়া ভোমরা ওড়ে আমের মুকুলে

গুনগুনাইয়া ভোমরা ওড়ে আমের মুকুলে
আর পেরজাপতি উড়ে বেড়ায় নতুন ফুলে ফুলে,
এমনি করে বসন্ত যায় বসন্ত ফের আসে
বাসুদেবপুরের মাটি ভরে নতুন ঘাসে ঘাসে
তবু বছর বছর ভোলে না মন কোন দিনের তরে
বন্ধু আমার শহীদ হইল সেবার তেয়াত্তরে।
তাই হায়রে হায়, অর্জুন-এরাদতের লেগে
হায়রে হায় পরাণ আমার কেমন কেমন করে॥

সেবার তেয়াত্তরে—
সেবার তেয়াত্তরের নভেম্বরে হিমেল সকালে
কেউ কি জানিত বন্ধু এই ছিল কপালে॥
আহা, আকালের ফাঁদে পড়ে মানুষ ছিল রেগে
বাংলা বন্ধের আন্দোলনে আসে ঝড়ের বেগে॥
পাকা সড়ক রেলের লাইন ছিল আড়াআড়ি
সেখান দিয়ে যাচ্ছিল তাই মাল বোঝাই এক গাড়ি
গাড়ির গতি রুখে দাঁড়ায় ক্ষুব্ধ জনগণ
এমন সময় কোথা হোতে এল বিভীষণ॥

মারল পাথর ছুঁড়ে বোমা ছুঁড়ে
দেশের শত্তুর যারা
জখম হইল কত মানুষ,
এল সি. আর. পি.রা।
ওদিকে, কামরূপের টেরেন এসে
দাঁড়ায় লাইন জুড়ে
পুলিস বলে চালাও গাড়ি মানুষের উপরে।

ড্রাইভার বলে, মানুষ আমি—মানুষ তো মারি না
কলের চাকা চালাইরে তাই, জহ্লাদি করি না।
পুলিশ চালায় গুলি তড়িঘড়ি
জনতার উপরে
অর্জুন-এরাদতের দেহ লুটায় ধূলোর 'পরে ॥

হায় মাটি মায়ের বুক রাঙালো
দুটো তাজা খুন
রক্তজবা বুকে নিয়ে ছড়ালো আগুন—
তাই হাজারে হাজারে লোক
দুর্গম পথ ভেঙে এল রে

এল রে এল রে ওরা এল রে
এল দুর্বার দুরন্ত এল রে ;
এল বুভুক্ষিত নিরন্ন গাঁয়ের কিষাণ
এল ক্ষেতের মজুর আর বিড়িমজদুর
এল দুর্বার দুরন্ত এল রে—

শহীদের শপথ নিয়ে ওরা তাই যায় এগিয়ে
এ লড়াই বাঁচার লড়াই এ লড়াই জিততে হবে ॥

সে আমার রক্তে ধোয়া দিন

সে আমার রক্তে ধোয়া দিন
চেতনায় হানছে আঘাত···(৩)
জাগ জনতা দুরন্ত সঙ্গীন
কারা মোর ঘর ভেঙেছে স্মরণ আছে···(২) ॥

ইতিহাস রচবো মোরা
আমাদের রক্তে ঘামে
অবিচার শেষ কথা নয়
ভাবীকাল সবহারাদের।

বেয়নেট রাইফেলে আজ
সে সাথীর প্রাণ নিয়েছে
সে প্রাণের বদলা নিতে
প্রাণে প্রাণ আজ মিলেছে।

কথা / সুর : সাগর চক্রবর্তী

টানতে টানতে লইয়া গেছে জেলে

টানতে টানতে লইয়া গেছে জেলে
সোনার চান্দেরে, দিদি গো,
বচ্ছর মাস যে হয়্যা গেল পার।
আমার সোনার চান্দ ফিরলো না ঘরে
ঘর যে আমার অন্ধকার
দিদি গো, বচ্ছর মাস যে হয়্যা গেল পার॥

ও দিদি গো···
চারিদিগে শাস্তর বাণী মুন্ত্রী সান্ত্রীর কানাকানি
শান্তির বাণী শুনলে লাগে ডর।
শ্মশানের শান্তি বোন ভাইর‍্যা আছে গৃহকোণ
শান্তির বিষে সবাই জরোজর॥

ও দিদি গো···
জেলের ভিতর অন্ধকারে ক্যামনে জানি রাখছে তারে
চিঠিপত্তর কোনো সম্বাদ নাই।
মুন্ত্রী যায় মুন্ত্রী আসে আগুন দিয়া ভিজা ঘাসে
আমার বুকের আগুন জ্বলে সর্বদাই॥

ও দিদি গো···
এই জেলখানার ঘ্যাশেতে আমরা ক্যামনে বাঁচাই পিঠের চামড়া
মাইরের বদলায় ফেলাই চোক্ষের জল।
এবার চোক্ষের জল ফুরায়্যা গেছে পঞ্চ-আত্মায় টান ধর‍্যাছে—
শুক্‌না হাড়েই লড়াই দিমু চল॥

শুক্‌না হাড়েই লড়াই দিমু চল···

ও শহিদের মা

ও শহিদের মা
তুমি আর কাইন্দো না
মাগো, চাইয়া ছাখো সমস্ত ছাশটাই আজ জেলখানা।

গণতান্ত্রিক ছাশের মানুষ নিজ ছাশে পরবাসী
ছাশকে ভালোবাসলে আইজও জেল হাজত আর ফাঁসী মাগো
মাইনষের চোক্ষের জলে পাষাণ গলে গণতন্ত্র টলে না।
চাইয়া ছাখো…

স্বাধীন স্বাধান বলেন সবাই—স্বাধীনতা কি ?
চোক্ষের জল আর বুকের খুনে আমরা জাইনাছি।

মাগো, মানুষ কি আর মানুষ থাকে বসলে উঁচা গদিতে
বিবেক-বুদ্ধি প্রতিশ্রুতি ভাসাইয়া দেয় নদীতে মাগো

দুঃখের রাত্রি পোহায় কি মা
ঘুণ ধইরাছে লোহায় কি মা
ঐ সইষার মইধ্যেই ভূতের বাসা ফল তাই কিছু ফলে না।
চাইয়া ছাখো…

ও শহিদের মা
মাগো তুমি আর কাইন্দো না
তোমার চোক্ষের জলে আইজও ক্যানো আগুন জ্বলে না।

হাতে আমার গণতন্ত্রের লাঠি

হাতে আমার গণতন্ত্রের লাঠি
ঊনত্রিশ বছরে ছাখো কেমন হাঁটিহাঁটি হাঁটি।

এই লাঠির অনেক গুণ
লাঠি রক্ত গঙ্গায় সিনান কোরে
গায় যে রামধুন
পরিপাটি। হাতে আমার গণতন্ত্রের লাঠি…

এই লাঠির অনেক যাদু দাদু!
লাঠি সাধুকে চোর বানায় আবার চোরকে বানায় সাধু।
এ যে শক্তের ভক্ত নরমের যম
কথাটা খুব খাঁটি।

এই লাঠি আমার প্রাণ
এই লাঠি আমার কলিজার কলিজা
গাই তারই জয়গান।
আবার সংবিধানের বলেই ভাঙি যতো
বিরোধীদের ঘাঁটি।

লাঠি লাঠি লাঠি
এই লাঠি মানে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আঁটি
আঁটি যে চুষেছে সেই বুঝেছে
কার দখলে লাঠি।

ফাঁসির দড়িতে ক'জনকে আর

ফাঁসির দড়িতে ক'জনকে আর ফাঁসি দিবি বল ?
তোরা মার দিয়ে কি কাজ ভুলাবি
মার শুধু সম্বল
তোদের ঐ মার শুধু সম্বল ।

আমরা রক্তে ঘামে ট্যাক্সো যোগাই
যোগাই হাজার মাশুল।
তসিল দিয়ে মসিল করে খাজনা করিস উসুল ।
তোরা জানিস না
তোরা বুঝিস না
মানুষ তো নয় নিরেট পাথর কিম্বা পশুর দল ।

তোরা পায়ের তলায় রাখিস চেপে
আমাদের স্বপ্ন ভাবনা ।
তোদের হাজার গুণিন তোতা ময়না হাজার জেলখানা
তোরা জানিস না
তোরা বুঝিস না
কেমন ভীষণ আগুন হবে লক্ষ চোখের জল ।

ঐ না ফাঁসির দড়ি তোদের সর্বনাশী হবে
তোদের যতো আয়োজন তো তোদেরই জন্যই রবে ।
তোরা জানিস না
তোরা বুঝিস না
তোদের কবর খুঁড়বে তোদের নিজের গড়া কল ।

মহান পুলিসবাবা

মহান পুলিসবাবা
ও কার হুঁকোয় তামাক খাবা।
কেবা জানে কোন আইনে মারবে কাকে থাবা।
জয় জয় পুলিসবাবা।

যখন যে জন রাজ্যে আসে
তখন তুমি তার।
একই টুপি লাঠি গুলি
একই ব্যবহার।
তোমার পিছে লাগবে এমন
কে সে বোকা-হাবা
জয় মহান পুলিসবাবা।

অত্যাচারের হাজার রকম কায়দা আছে জানা
চালিয়ে যাও নির্বিচারে করবে কে বা মানা!

যা খুশি তাই করতে পারো
যখন যেমন ইচ্ছে।
দেশের মানুষ উঠতে বসতে
তাইতো সেলাম দিচ্ছে।
কালে কালে হয়তো বাবা
মন্দিরে ঠাঁই পাবা।
জয় জয় পুলিসবাবা
জয় মহান পুলিসবাবা।

ফাঁসিদেয়ার চাষীবধু কাইন্দা কইলো

ফাঁসিদেয়ার চাষীবধু কাইন্দা কইলো আমারে
: সাগর দাদা, ভাইরে সোনা
রক্তে রোয়া ঘাম দে' বোনা
বাঁচন মরণ আহ্লাদের ধন রইলো না ক্যান খামারে ?

এই কথার কি জবাব দিমু
নিমু একদিন বদলা নিমু ॥

বুকে মুখে নোখের আঁচড় রক্তে ভেজা শাড়ি
ছেঁড়া আঁচল নিশান করে সুভদ্রা ঝিয়ারী—
শুধাইছিল : আমি কি তুর সত্যিকারের হচ্ছি পারুল বুন ?
ভাই যুদি হও আকাশ থেনে আইল্যা দিবা কাইট্যা
নাল ডগডগ অই যুজ্জডারে—সিন্থায় পরুম বাঁইট্যা ॥

এই কথার কি জবাব দিমু
নিমু একদিন বদলা নিমু ॥

ভয়ের রাজত্বে বসত করি ভাই

ভয়ের রাজত্বে বসত করি ভাই
খাজনা দিই ভয়ের বাপকে ;
পোলাপানের অন্ন কাইড়া
দুধ কলা দিচ্ছি বাটি ভইর‍্যা
কালনাগিনী সাপকে ।
আরে হে···হেইও···

সাপে যারে ছোবল মারে
সে কি চিক্কুর করতে পারে রে…
আমরা দেখি শুনি কই না কিছু
রাজ্যজোড়া এই পাপকে।
কতো কাইন্দ্যা মরে মা সনকা
বেহুলা যায় ভাসানে
তেত্রিশকোটি দ্যাব্‌তা আছেন
কোন্‌জন মুস্কিলাসান হে?
বেহুলা যায় ভাসানে।
আরে হে…হেইও…!

মগজভর্তি ফন্দিফিকির
রঙবেরঙা কথার জিগির রে
বক্তৃতায় কি চিঁড়া ভিজে ভাই
নিভায় মনের তাপকে?

ঘুমের দেশে এক নোতুন হাওয়া লাগে

ঘুমের দেশে এক নোতুন হাওয়া লাগে ভাই রে
দিন বদলের পালা, পালা বদলের গান গাই রে।
আমরা যারা জীবনকে ভালোবেসেছি
বাঁচবার পুরাতন ছকটাকে ভাঙবোই
মরণ বরণ করে এসেছি।
থাকা ক্রীতদাস কী যে লজ্জা
আলো-বন্যায় করো সজ্জা
সব মোহ ঝেড়ে ফেলে দীক্ষিত জাগরণে
তুলে নিই এ নিশান তাই রে।
আমাদের চারিদিকে ভেঙে যায় পুরোনো, এ পৃথিবী

ধারালো সময় বলে : কে আছিস্ তৈয়ার !
শাণিত আমাকে তুলে কে নিবি।

আমরা যারা লড়ছি মরতে মরতে লড়ছি
মানুষের ইতিহাস লিখছি নতুন করে
বুকের রক্ত পথ গড়ছি।
যাবতীয় শোষণের অবসান
চাই বলে সোচ্চার এ শ্লোগান
কণ্ঠে কণ্ঠে বাজে ভোরের ভৈঁরো হয়ে
মুক্তির পথে চলো যাই রে।

মিছিল দেখলে বুকের ভিতর

মিছিল দেখলে বুকের ভিতর আগুন জ্বলে ওঠে
মিছিল দেখলে শ্লোগানগুলো বেরিয়ে আসে ঠোঁটে
সংঘ মৈত্রী ঐক্য শান্তি
—ইনকিলাব জিন্দাবাদ
—ইনকিলাব জিন্দাবাদ।
ক্ষুধার মিছিল জনতরঙ্গ গর্জে যেন বাজে
দাবীর মিছিল বাঁচার শপথ—লড়াই হবে আজ।
ইনকিলাব জিন্দাবাদ
ইনকিলাব জিন্দাবাদ
মিছিলে মিছিলে কল্লোলিত কোলকাতা
বাংলাদেশের কোলকাতা, ভারতবর্ষের কোলকাতা
অত্যাচারের প্রতিবাদ এই কোলকাতা।
কোলকাতা
ইনকিলাব জিন্দাবাদ
ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

অনেক বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ

অনেক বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ।
আর কতোকাল চোক্ষের জলের নুনে রান্ধুম খুদ ?
—রান্ধুম না খুদ রান্ধুম না
উপোসী আন্ধার ঘরে
পাও ছড়াইয়া কান্দুম না।

—করবাটা কি ?
শুনি, করতে চাও কি ?

খুদ ভাসামু গাঙের জলে
পুত ভাসামু খুনে
আন্ধারে আলো নাচামু ভরসা হাতের গুণে।
এই হাতে তো চাষ দিছি, এই হাতে তো চালাই কল
এই হাতে রায়বাঁশ নিছি, বাপকা ব্যাটা হইলে চল।

মরুম বইলা লড়ুম না ?
লড়লে কিন্তু মরুম না।

কথা : সাগর চক্রবর্তী

গীতিরূপান্তর / সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

যতই হোক ধূলায় আবিল গা

যতই হোক ধূলায় আবিল গা
অন্ধকার দুয়ারে দিক হানা।
তবু মানুষ, তবুও মানুষ যায়
স্বপ্নে, তার চলন থামে না।

ফুরোয় না তার দীঘির স্নান,
দীঘি থাকেই কোথাও,
রোদে ঝলমল নদী থাকেই কোথাও,
পাখ-পাখালির ভোরে মানুষ জাগে,
শিশুর কাছে আসে ভালোবাসায়,
প্রিয়ার কাছে মেলে বুকের গোপন কুসুম
মায়ের পায়ের তলায় রাখে মাথা।
যা মানুষের বুক-জুড়ানো শান্তি।

দুনিয়া তাই নোংরা হয় না।
মানুষ তাই নোংরা হয় না।
মানুষ তাই নোংরা হয় না।
দুনিয়া তাই নোংরা হয় না।

নদীতে হাত ডোবালে শুধুই হাড়

নদীতে হাত ডোবালে শুধুই হাড়।
হে হাড়, তুমি কার ?
দু-কূল ভাঙে, বহিয়া যায় নদী
বহে চোখের জল নিরবধি
স্বদেশ আত্মার।
মরণ এত সহজ আজ যদি।

কথা : পুলিন হালদার
সুর : বিমল সরকার

কেন এ মিছিল মাঠে প্রান্তরে

কেন এ মিছিল মাঠে প্রান্তরে
জনতার নদী হয়েছে উদ্দাম।
লক্ষ প্রাণের যুক্ত মিছিলে কেন
শুরু হলো সংগ্রাম॥

কেন আকাশের নীল বুকে-বুকে
লাল নিশানের ভিড় ?
কেন বাতাসের এই কানাকানি ?
মাটি কেন অস্থির ?
বহুদিন লাঞ্ছনা বঞ্চনা যারা সয়েছে
এই শোষণের ভিত্ ভেঙে দিতে
প্রস্তুত তারা হয়েছে॥

আওয়াজ তুলেছে নিরন্ন যতো,
ভূমিহীন যতো চাষী,
যতো গৃহহীন আশ্রয়হারা
ভগ্নকুটিরবাসী,
যতো দরিদ্র মুটে ও মজুর
দুঃখী মানুষের প্রাণ :
দিতে হবে সব বাঁচবার মতো
করো তার সংস্থান॥

মিছিলে মিছিলে মরীয়া মানুষ
বিপ্লব আনে তাই।
: অন্ন বস্ত্র আশ্রয় কাজ সকলের তরে চাই

কথা / সুর : বাসুদেব দাশগুপ্ত

ও দরদিয়া সাথী মোদের

ও দরদিয়া সাথী মোদের
মরমিয়া শহীদবন্ধু রে—
ও মোদের বুকের নিধি রে—
ও দরদিয়া—
ও বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে গেলে
যে পথটারই নিশানা
জীবন-মরণ পণ করেছি
অযুত তোমার সাথী মোরা
ভুলবো না সে ঠিকানা ॥

এ পথ চলায় বইবে জানি
অনেক চক্ষের পানি (বন্ধু),
আছে কালসাপের বিষের ছোবল
বিপদের হাতছানি বন্ধু মরণের হাতছানি।
তবু শপথ নিলাম তামাম মজুর চাষী তোমায় স্মরিয়া
লক্ষ মুঠোয় বৈঠা ধরে পার হব দরিয়া,
ছুঁড়ে মরণ ভাবনা ॥

যে আগুনটা জ্বেলে গেলে
মোদের সবার প্রাণে (বন্ধু)
ছড়িয়ে দেব সেই দাবানল
গাঁয়ের গঞ্জের কোণে বন্ধু নগর হাটের কোণে।
এই সর্বহারার মুক্তির আগে যাব না তো থামিয়া
শপথ নিলাম গড়ে নেব জনতার দুনিয়া,
ভেঙে বাধার সীমানা ॥

হুঁশিয়ার—ও সাথী কিষাণ মজদুর

হুঁশিয়ার—
ও সাথী কিষাণ মজদুর ভাই সব হুঁশিয়ার ॥

ঐ মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়িয়ে ছড়িয়ে
গ্রাম জ্বালাতে জ্বালাতে মাটি
হিংস্র সাপের সারি তুলেছে ফণা
কেড়ে নিতে বাঁচবার লড়বার অধিকার
রক্তে রক্তে বোনা ফসলের অধিকার
সাথীদের খুনে রাঙা পথে দেখ
হায়নার আনাগোনা ॥

জানি পারবে না কেড়ে নিতে জনতার অধিকার
(পারবে না কেড়ে নিতে পারবে না)
জাগ্রত জনতার রোষানলে ছাই হবে
পুড়ে যাবে শত্রুর শাণিত ফণা।
তাই আহ্বান দিকে দিকে নয় আর দেরী নয়
সময় তো নেই আর ভাই রে—
জোট্‌টাকে আমাদের ইস্পাত করে গড়ে
তুলে নেও হাতিয়ার তাই রে
আজ ছিঁড়ে ফেল দৃঢ় হাতে চক্রান্তের জাল
বিভেদের কুমন্ত্রণা ॥

জানি জ্বলছে জ্বলছে শত অগ্নি পাহাড় বুকে
চক্ষে চক্ষে জ্বলে তীব্র ঘৃণা,
সাথীদের খুনে বুকে উল্কা জ্বালার দাহ
রক্তিম শপথে যে ভরা চেতনা।
তাই আহ্বান—
ও সাথী কিষাণ মজদুর ভাই শোন আহ্বান।

তাই আহ্বান দিকে দিকে নয় আর দেরী নয়
সময় তো নেই আর ভাই রে
জোটটাকে আমাদের বজ্রকঠিন করে
তুলে নেও হাতিয়ার তাই রে।
আজ কালজয়ী সংগ্রাম শুরু করে বন্ধুরে
হেঁকে বল সইবো না আর সইবো না
সাথীদের খুনে রাঙা পথে পথে
হায়নার আনাগোনা
আর সইবো না ॥

কথা / সুর : সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শতফুল বিকশিত হোক

শতফুল বিকশিত হোক
যত আগাছা নির্মূল হোক
মোরা যুবকেরা সকালের সূর্য
জেনো আটটা নটার পৃথিবীতে আনবোই
নতুন এক বসন্ত।
মুক্ত জনগণ ভরিয়ে দেবে
পৃথিবীতে মুক্ত বাতাস।
যেখানে নারীরা থাকবে জুড়ে
পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ।

আমরা দুনিয়ায় খেটে খাওয়া মজদুর শ্রেণী

আমরা দুনিয়ায় খেটে খাওয়া মজদুর শ্রেণী
কেউ খাটি লেদে কেউ খাটি মিলিংয়ে
কেউ খাটি ফার্নেসে, কেউ খাটি শেপিংয়ে
এইসব মিলে মোরা কাজ করি।
পৃথিবীর সব দেশ জুড়ে মোরা জানি
আমরা এ যুগের বঞ্চিত শ্রেণী।

কেউ বা এসেছি ভাই বিহার থেকে
কেউ বা থাকি কেরালায়
কটক জেলাতে সর্বস্ব খুইয়ে কেউ খাটতে এসেছি বাংলায়

আমরা খুইয়েছি যে যার সব কিছু গ্রামে
স্ত্রী শিশু ঘর হয়ে গেছে পর

দলে দলে থাকি নিয়ে বস্তিতে ঘর
তবু শক্তিতে মোরা সব খানদানি।

সেই সকাল থেকে লোহা পিটছি শুধুই
রাত্রিতে হবে তার শেষ
ঘরে ফিরে পাই যদি পোড়া রুটি কিছু
জীবনটা মনে হবে একটু সরেস।

আমরা খুইয়েছি যে যার সব কিছু গ্রামে
স্ত্রী শিশু ঘর হয়ে গেছে পর
দলে দলে থাকি নিয়ে বস্তিতে ঘর
তবু শক্তিতে মোরা সব খানদানি।

আমরা দুনিয়ার খেটে খাওয়া মজদুর শ্রেণী
কেউ খাটি লেদে, কেউ খাটি মিলিংয়ে
কেউ খাটি ফার্নেসে কেউ খাটি শেপিংয়ে
এইসব মিলে মোরা কাজ করি
পৃথিবীর সব দেশ জুড়ে মোরা জানি
আমরা এ যুগের সংগ্রামী শ্রেণী।

যারা কাফেতে মোড়েতে বসে আছ

যারা কাফেতে মোড়েতে বসে আছ
আমি তোমাদের ছেড়ে চললাম।
তোমরা হতাশ-পেয়ালা ভরে নিলে
আমি রক্ত ঝরিয়ে কাঁদলাম।

চারমিনারের ধোঁয়াতে জীবন-পেয়ালা জমাট কুয়াশা

ফ্লুরোসেন্ট আলোর মোড়ে মোড়ে ঘোরে
তৃষিত মুক্তিপিপাসা

আজ ভেঙে যাব, কাল জুড়ে যাব
তবু ভাঙতে জুড়তে চলেছি
কালবোশেখিটা তোমাদের দেব
খুঁজে আনতেই চলেছি।

ওগো হতাশ তোমরা কেঁদো না
কোনো সান্ত্বনা আমি দেব না
সূর্য ডোবার সংকেতে দেখ
মুক্তিরঙের নিশানা।

সাহারা হৃদয় দাঁড়িয়ে যারা মোড়ে মোড়ে আজও হতাশায়
আমার রক্ত ঝরে ঝরে যাক্ তাদের শূন্য পেয়ালায়

আজ ভেঙে যাব, কাল জুড়ে যাব
তবু ভাঙতে জুড়তে চলেছি
বিদ্রোহী আমি বিপ্লবে ডাক
তোমাদের দিতে এসেছি।

দুঃখের দিন মোদের আর থাকবে না রে না

দুঃখের দিন মোদের আর থাকবে না রে না
নতুন দিন দুনিয়া জুড়ে ঐ আসছে
নিপীড়িত মানুষের ডাক শোনা যায়
দুনিয়ার মজদুর এক হও।

দিন দিন
দিন দিন দিন দিন
আলো দিন খুশি দিন
আশা দিন সুখী দিন আসছে—

বহুকাল ধরে বাঁধা যে শৃংখল
জোটের জোয়ারে তারে ভাঙো
জানি শ্রমিকের রাজ ছাড়া সবই নিষ্ফল
দুনিয়ার মজদুর এক হও।

চারটি নদীর গল্প শোনো

চারটি নদীর গল্প শোনো
দেখছে পৃথিবীর লক্ষ নয়ন
ভারতের গঙ্গা চীনের ইয়াংসি
মিসিসিপি ভিয়েতনামের মেকং
ও সেই চার নদী চার দেশে চার নদী
বইছিলো একা একা যে যার দেশে
একদিন তারা পেলো যে সন্ধান
ঢেউ-এর গর্জনে দুলে দুলে মোহনায়
গড়িয়ে পড়লো সমুদ্রে এসে
উন্মুক্ত সমুদ্রে এসে
ও সেই চার নদী ও সেই চার নদী
মিলবেই তারা সমুদ্রে এসে ॥

চারজন মাঝির গল্প শোনো
দেখছে পৃথিবীর লক্ষ নয়ন
কারো নাম পরাণ কারো নাম চাও

কেউ বা ইভান কেউ বা লুফাং
চারজন মাঝি চার দেশে চার মাঝি
বাইছিলো নৌকা যে যার দেশে
একদিন তারা পেলো যে সন্ধান
ঢেউ-এর গর্জনে দুলে দুলে মোহনায়
গড়িয়ে পড়লো সমুদ্রে এসে
উন্মুক্ত সমুদ্রে এসে
ও সেই চার মাঝি ও সেই চার মাঝি
মিলবেই তারা সমুদ্রে এসে ॥

সময়ের ছন্দে পা মিলিয়ে
নদীর তীর ঘেঁসে যত জনগণ
ভারতের গঙ্গা চীনের ইয়াংসি
মিসিসিপি ভিয়েতনামের মেকং
ও সেই নদীতীরে কতশত পদাতিক
দিগন্ত পেরিয়ে যে যার দেশে
একদিন তারা পাবেই সন্ধান
মুক্তির কল্লোলে দুলে দুলে মোহনায়
মিলবেই জনসমুদ্রে এসে
উন্মুক্ত সমুদ্রে এসে
নতুন পৃথিবীর নব নব জনতা
মিলবেই জনসমুদ্রে এসে ॥

কথা / সুর : মালিনী ভট্টাচার্য

তরো গো দুস্তর নদী ভাঙো গো পাহাড়

তরো গো দুস্তর নদী ভাঙো গো পাহাড় ।
পাষাণে আনো গো কন্যা প্রাণের জোয়ার ॥
ওঠো ওঠো কিরণমালা কত নিদ্রা যাও,
পাষাণ হইল যারা তাদের বাঁচাও,
ওগো কিরণমালা গা তোলো ॥

লক্ষ যোজন দূরের সে দেশ সত্যি সোনার গাছে ।
নিত্য ফলে হীরার ফল সোনার পাখি নাচে ॥
ঝরিছে শীতল ধারা পরশ পেলে যার
মাটির পৃথিবী হবে সুখের আগার,
ওগো কিরণমালা গা তোলো ॥

অরুণ গেল বরুণ গেল করিতে সন্ধান ।
পাষাণ পাহাড়ের মায়ায় হইল পাষাণ ॥
আশেতে পাশেতে পাথর পাথর হল গা,
হাজারো পাথরের ঘুম ভাঙিল তো না,
ওগো কিরণমালা গা তোলো ॥

তুমি না জাগিলে কন্যা হবে না উদ্ধার ।
হাজারো ভাইয়ের নিদ্রা ভাঙিবে কি আর ?
ওঠো ওঠো কিরণমালা পরো বীরের বেশ,
খড়্গের আঘাতে কন্যা ভাঙো মায়ার দেশ,
ওগো কিরণমালা গা তোলো ॥

মেদনীপুরের মাতঙ্গিনী প্রীতি চট্টলারই ।
কাকদ্বীপের অহল্যা গো তেলেঙ্গানার নারী ॥

পাষাণ ভাঙিতে যারা ঢালিল জীবন
আনিয়া জীবনবারি রাখো তাদের পণ,
ওগো কিরণমালা গা তোলো ॥

ওগো বাঙালির মেয়ে

ওগো বাঙালির মেয়ে তোমরা স্নেহলতার কথা ভুলো না
স্নেহলতা স্নেহের ডালি মা বাপের বুকজোড়া,
মেয়েজনম নিয়ে দেখে কপালই তার পোড়া,
ওগো বাঙালির মেয়ে তোমরা···
পণের দায়ে ঋণে বাঁধা এই কথা না শুনি
বাপের দুখে মেয়ের বুকে জ্বলিল আগুনই,
ওগো বাঙালির মেয়ে তোমরা···
উনিশ শত তেরো সনে ঘৃণার জীবন ফেলে
বিয়ের দিনে মরে কন্যা গায়ে আগুন জেলে,
ওগো বাঙালির মেয়ে তোমরা···
লাথি মেরে করো রে দূর পণের এ জঞ্জালি
বিয়ের জন্য যে বর পণ্য দাও গালে চুণকালি,
ওগো বাঙালির মেয়ে তোমরা···

কথা : স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুর : সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ আকাশ কেন এত লাল

আজ আকাশ কেন এত লাল
কে তুলেছে এত নিশান
বসন্তের বজ্রনির্ঘোষে
সূর্যমুখী মানুষের অভিযান।

জীবনের জন্যে ভালবাসার জন্যে
আমাদের এ গান গাওয়া
সূর্যমুখী মানুষ সূর্য সন্ধানে সূর্য অভিযানে যাওয়া।

ঐ দেখো সহযোদ্ধারা চলেছে
পেছনের সাথীকে সামনে টেনে নাও
দুয়ার বন্ধ করে যারা কাঁদছে
তাদের একবার ডেকে যাও।

শস্যের শিল্পীরা ঐ খামারে
আগুনরাঙা শ্রমিক বয়লারে
তাদের হাতে কিংশুক নিশান
বাজে গণভেরী রুদ্র বিষাণ
ধান তোলবার অস্ত্র
হাতে হাতে তারা নিয়েছে বিদ্যুৎ ছন্দে।

হলুদ আকাশ রক্তিম হলো
মরা নদীতে এলো বাণ
তুষার পাহাড়ে ঢল নামে
জাগে জীবন সমুদ্র তুফান

ভাঙাগড়ার দ্বন্দ্বে নব সৃষ্টি আনন্দে
পাবো শ্রেণীহীন জীবনের সন্ধান।

জীবনের জন্যে ফসলের জন্যে
আমাদের এ গান গাওয়া
আঁধার টুকরো করে পরকে আপন করে
সূর্য অভিযানে যাওয়া ॥

কথা : সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুর : সন্তোষ রায়

জেলখানার দেশ

জেলখানার দেশ
হাতে তোমার পাথরবেড়ি
পায়ে তোমার···
আমার পায়েও, আমার হাতেও

বিন্দু-বিন্দু দিয়ে গড়া রক্তবিন্দু
কার ?

জেলখানার দেশ তার ভেতরে মানুষ
জেলের ভেতরে জেল তার ভেতরে মানুষ
জেলের ভেতর জেল গারদভাঙার শব্দ

গারদভাঙার শব্দ চতুর্দিকে।

আকাশ কাঁপে তারায়

আকাশ কাঁপে তারায় যেন পাখীর আলো ছাড়ায়
দুয়ার খুলে অবাক মুখ ফাঁসীর দড়ি ছাখে
অমল বুক করুণ কাঁপে বুকের থেকে হারায়।

রক্তে কাঁপে বাতাস
ভক্তজনে উৎফুল্ল ভক্তিহীনে হতাশ
হতাশ-ভেঙে ভক্তিহীনে চমকে চেয়ে ছাখে

অমলমানুষ সাগরতীরে নতুন বাড়ি গড়ে
পুরনো বাড়ি ভাঙায়

স্থবির বসে থাকতে কেন বলো আর !
অমলমানুষ ধরলো হাতে তলোয়ার ।

রক্ত কাঁপে আকাশে, বাতাসে··· ।

কথা : সুকুমার ভট্টাচার্য
সুর : দিলীপ সেনগুপ্ত

হারাবার কিছু ভয় নেই শুধু শৃঙ্খল হবে হারা

হারাবার কিছু ভয় নেই শুধু শৃঙ্খল হবে হারা
জনকল্লোলে উত্তাল নদী মোহনায় দিশাহারা ॥

তুফানে তুফানে উঠেছে আওয়াজ
সইবো না মোরা সইবো না ।
আজন্ম কাঁধে শোষণের চাকা বইবো না,
মোরা বইবো না ।
এবার লড়াই-এ অস্ত্র শানিয়ে দাঁড়া ॥

অনেক পাঁজর গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে
অনেক রক্তের বিনিময়ে
বুঝেছি আমরা মরবো না শুধু
মৃত্যুর বোঝা বয়ে ।

জীবনে জীবন বেজেছে আজিকে
কোটি করতাল ।
আমাদের গানে গর্জে সিন্ধু
কী উত্তাল ।
কোটি কণ্ঠের মিছিলে আজিকে
মিলিছে সর্বহারা ॥

কথা : মণীশ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর : অনাথবন্ধু দাস

কিছু রঙ দিও

আ… ও… আ…
কিছু রঙ দিও
রৌদ্রের আর আকাশের
আহা, ছলছল দীঘি সাগরে সহাস পান্না
রঙ দিও কিছু অঘ্রানী রোদে
মাঠে মাঠে সোনা মাখবার।

কিছু গান দিও
মুর্শিদা আর বাউলের
হাতুড়ীর রোষ হাপরের কান্নার
আহা গান দিও কিছু নিকানো দাওয়ায়
সোনা রঙ ধান ভানবার।

কিছু সুখ দিও
প্রিয়ার দু-চোখে স্বপ্নের
দামাল শিশুর আলোছায়া হাসি কান্নার
আহা সুখ দিও কিছু দুরন্ত দিনে
কাঁধে কাঁধ পাশে রাখবার।

কথা : পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

স্লোগান দিতে গিয়ে

স্লোগান দিতে গিয়েই আমি চিনতে শিখি
নতুন মানুষজন,
স্লোগান দিতে গিয়েই আমি বুঝতে শিখি
কে ভাই, কে দুশমন।

হাটমিটিংয়ে চোঙা ফুঁকেছি
গেটমিটিংয়ে গলা ভেঙেছি
চিনছি শহরগ্রাম।
স্লোগান দিতে গিয়েই আমি
সবার সাথে আমার দাবি
প্রকাশ্যে তুললাম।

স্লোগান দিতে দিতেই আমি
ভিড়ে গেলাম গানে,
গলায় তেমন সুর খেলে না,
হোক বেসুরো পর্দাবদল
মিলিয়ে দিলাম সবার সাথে
মিলিয়ে দিলাম গলা।
ঘুচিয়ে দিয়ে একলষেঁড়ে বলা।

জুটলো যত আমার মতো
ঘরের খেয়ে বনের ধারে
মোষতাড়ানো উলটো স্বভাব,
মোষতাড়ানো সহজ নাকি ?
মোষের শিংয়ে মৃত্যু বাঁধা

তবুও কারা লাল নিশানে
উস্‌কে তাকে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে।

স্লোগান দিতে গিয়েই আমি
জেনেছি এই সার
সাবাস যদি দিতেই হবে
সাবাস দেবো কার—
ভাঙছে যারা ভাঙবে যারা
খ্যাপা মোষের ঘাড়।

ভয় পাসনে ছেলে

ভয় পাসনে ছেলে, ভয় পাসনে ছেলে—
কেউটে কিংবা গোখুরো নয়, ও সাপ নেহাত ছেলে।
কামড়ে দিলে পা
খুব জোর তো দু'চারদিনের ঘা।
আর সাহস করে ছেলে যদি তুলতে পারিস লাঠি,
দেখবি ও সাপ পায়ের কাছে,
ঠাণ্ডা মেরে গুটিয়ে আছে,
দিব্যি পরিপাটি।

(এ গানের অন্য একটি সুর আছে। সেই সুরটি করেছেন পরেশ ধর।)

কথা : পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর : বিপুল চক্রবর্তী ও জলি বাগচি

দুর্জয় গিরিশৃঙ্গ

দুর্জয় গিরিশৃঙ্গ
হয় হোক উত্তুঙ্গ
ক্ষতি নেই, তাতে ক্ষতি নেই—ক্ষতি নেই।

যদি হয় নদী তীব্র খরস্রোতা
ফুলে-ফেঁপে উঠে ক্রোধে আক্রোশে তর্জায়
কেশর ঝাঁকিয়ে আকাশটা যদি রাগে গরগর গর্জায়
কালো মেঘে মেঘে ফনা তোলে বিদ্যুৎ
ক্ষতি নেই, তাতে ক্ষতি নেই—ক্ষতি নেই।

সাহসী হৃদয় আমরা গাইবো লাল-ফৌজের গান
জাগো মহাচীন, কাঁধে রাইফেল
পায়ে-পায়ে ভাঙো পায়ে-পায়ে
দীর্ঘ পথের দুস্তর অভিযান।

কথা / সুর : রত্না ভট্টাচার্য

প্রাণের সবুজে অনাগত কুঁড়ি কথা কয়

প্রাণের সবুজে অনাগত কুঁড়ি কথা কয়
আমরা করবো জয়
আসে ঐ নতুন দিনের বার্তা
এবার শুরু জয়যাত্রা ॥

আমাদের মাঠে মাঠে আজ বিদ্রোহ ফসলে ফসলে
বিক্ষোভ জেগে ওঠে যন্ত্রে যন্ত্রে
আজ কারখানা কলে
রক্তে রক্তে আজ বিদ্যুৎ বেগ প্রতি ধমনীতে
থর থর কম্পন জাগে আজ
পুরাতন পৃথিবীর মাটিতে মাটিতে
প্রাণের শপথে নতুন প্রভাত কথা কয়
আমরা করবো জয়
শেকল ছেঁড়ার গানে চারিদিকে ওঠে কলতান
গোলামীর হবে অবসান ॥

বাঁচার শপথে কোটী প্রাণ আজ সংহত
মৃত্যুকে মেরে মেরে প্রতিদিন করি প্রতিহত
মুক্তির লাল ফুল বিপ্লবী ডালে ডালে শত শত
ভাবীকাল আমাদের শত্রু হবেই পরাজিত
আমাদের হাতে নূতন ইতিহাস কথা কয়
আমরা করবো জয়
আসে ঐ নতুন দিনের বার্তা
এবার শুরু জয়যাত্রা ॥

কথা : অরুণ চট্টোপাধ্যায়
সুর : বিনয় চক্রবর্তী

দেশ হইয়াছে ভাগ রে মণি

দেশ হইয়াছে ভাগ রে মণি
পরাণ পুইড়্যা থাক,
আর দেশের মাইনষে বলি দিয়া
নেপোয় মারে ভাগ, রে মণি—
দেশ হইয়াছে ভাগ।

সুখ কন্যা ঘুমায় যাদু
তেপান্তরের পার ;
আর সোনার কাঠি চুরি কইরা
দানোয় পগার পার, রে যাদু—
কন্যা তেপান্তরের পার।

আইস আমার যাদুমণি
কও নূতন রূপকথা
আর তরোয়ালের ঝিলিক হাইনা
কাইটো দানোর মাথা,
রে যাদু, রে মণি—
কও নূতন রূপকথা।

হেই মাগো দুগ্‌গা

হেই মাগো দুগ্‌গা
তোমার দশ হাতে অস্ত্র মিছাই
লুটেপুটে লিলেক অসুর
ভুখা পেটে দিন ধিতাই।

বাবা আছেন দিগম্বর
তো আমারও লাই ফাটা কানি
ভিখ্‌ মাইগবার দেবতা উনি
আমিও যে মা ভিখ মাগানি।

ভাদুর লাচে ঘুঙুর দে মা।
মাচান ভইরে ডিংলা-ঝিঙা .
নিমক মরিচ মাড়ে ভাতে
মাদলের বোল ঘিচাং ধিনা।

কথা : অরুণ চট্টোপাধ্যায়

সুর : অভিজিৎ বসু

রাত বিতাইলো বিহান হইল

রাত বিতাইলো বিহান হইল
ঘরকে মরদ ঘুইরলো নাই
চাষনালার গহীন গাড়ায়
গেইছে দামোদরের জল সামহাই।

হেই বাবা দামোদর
তুমার পায়ে হাজার গড়
রোষের আগুন নিবাই দাও
ভিংলা মাচায় ফুল দাও
ঘরের মানুষ ফিরাই দাও
ভাদুর নাচে ঘুঙুর দাও।

দামোদর হে কীড়া খাও
সুখের বিহান ফিরাই দাও।

কথা : অরুণ চট্টোপাধ্যায়
সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

বাবা হে ই দেশটতে আর রইব নাই

বাবা হে ই দেশটতে আর রইব নাই।
ই দেশের মাটি বানভাসি,
ফিরে দিছে খরা জ্বালাই।

ই দেশে রাজারানীর দেশশাসনা,
ভাল কথা বইলছে মুহে
কাজের বেলায় রা কাড়ে না
শুইনলাম চাঁদে মানুষ জমি লিছে,
বাঘের মাস মানুষ খাইছে,
পাতালেতে রেল চলিছে
তবু পেটের ভুখ তো মিটছে নাই।

ই দেশে বিটি ছেইলার চুলে ছাঁটাই,
খাদে কলে চাকরী ছাঁটাই,
চাষীর ঘরকে যেমন শুখা মরাই
তেমন মরদগুলার তাগদ নাই।

(বাবা হে) ই দেশে গুণিন যত
মন্ত্র কত জাইনছে ঠিকেই
তবু কেনে ডাইন-খেদা সরষুপড়া
ঝাঁটাপিটা কইরছে নাই ?

কথা / সুর : জলি বাগচী

শুন শুন শুন সবে

শুন শুন শুন সবে শুন দিয়া মন
শহীদ এক বীরের কথা করিব বর্ণন।
কে সেই বীর, কি নাম তার, কেমন সে মরে
শাস্তি যখন দেশ জুড়ে ভাই এমন সাতান্তরে।
কংগ্রেস গেল, জনতা এল, তবু এ ঘটনা
ঘটিল কেমনে তাহাই করিব বর্ণনা।
বিহার প্রদেশের ভাই পূর্ব চম্পারণে
গম্ভীরা শা ছিল নেতা গরীব চাষীগণের।
কেমনে সে চাষীর প্রিয় নেতা হল ভাই
এবারে সে কথাটিরে বলিবারে চাই।
গম্ভীরা শা পড়তে ছিল কলেজেতে গিয়া
গরীব চাষীর তরে এল কলেজ ছাড়িয়া।
দেখিল রে রক্ত-খেকো জমিদার সকলে
গরীব চাষী পিষে মারে শোষণ-জাঁতাকলে।
এই শোষণের হাত থেকে ভাই মুক্তি পাবার তরে
গম্ভীরা শা ডাক দিল জোট বাঁধিবারে।
'খেতিহর কিষাণ মজদুর সংঘ' যাহার নাম
গম্ভীরা শা গড়ে তোলে পুরতে মনস্কাম।
গরীব-রাজ কায়েম করাই ছিল সংঘের মতি
এই সংঘ ছড়িয়ে পড়ে অতি দ্রুত গতি।
জমিদারদের পোষ্য ছিল বন্দুকধারী সেপাই
মিলট্রি-পুলিস থাকতো সহায় সদা-সর্বদাই।
গরীব চাষীর ছিল শুধু একটি হাতিয়ার
নিজেদের ঐক্য তারা করে জোরদার।

একদিন দাপড়া গ্রামের জমিদার মশাই
দুশো মজুর জমি থেকে করলো যে ছাঁটাই।
ফুঁসে ওঠে সব মজদুরেরা গম্ভীরার ডাকে
করলো দাবী ফিরিয়ে নিতে হবে সকলকে।
জমিদাররা মতলব করে চাইল দিতে সাজা
বলল, ভুখা রাখলে দেখবো মজুর কেমন থাকিস তাজা।
দিকে দিকে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়লো গম্ভীরার ডাকে
জড়ো হল সব, লক্ষ্য সবার এক
যেভাবেই হোক বাঁচাতেই হবে দাপড়া গ্রামের মানুষকে :
দেব না মরতে দেব না
ভুখা আর থাকবো না, মরতে যে দেবো না
মোরা গড়ে যাবো প্রতিরোধের দুর্গ।

এসব দেখে জমিদাররা ভয় পেল, ভাই
বুঝলো তারা দিকে দিকে উঠছে লড়াই
তাই, বাঁচতে হলে, সবার আগে গম্ভীরা শাকে
দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া চাই।

একদিন, গম্ভীরা শা ঘুমিয়েছিল সাথীদের সাথে
জমিদারের পোষা পুলিস গ্রেপ্তার করে আনলো থানাতে :
ঝাঁপিয়ে পড়লো গম্ভীরার 'পরে নেকড়ের জাত
রক্ত-খেকো জমিদার ও পুলিস
হান্‌লো আঘাত (৩)।
হত্যা করলো গম্ভীরাকে গোপন অন্ধকারে
গম্ভীরা শা শহীদ হল গরীব চাষীর তরে।

গম্ভীরা শা মরেনি ভাই মরতে পারে না
মিছিলে তার প্রমাণ দিল হাজার হাজার জনা।
এমন মিছিল চম্পারণে হয়নি কোনোদিনই
চলে হাজার কিষাণ, চলে কিষাণ রমণী।

জ্বলে তাদের হাজার চোখে ঘৃণার আগুন জ্বলে
পায়ের চাপে পাহাড় কাঁপে পাপের পাহাড় টলে
শিক্ষা দিল গম্ভীরা শা শিক্ষা দিল ভাই
শক্ত হাতের মুঠোয় ওড়ে রক্ত-নিশান তাই।
মজুর-চাষীর রক্ত নিশান মজুর-চাষীর হাতে
মশাল যেন জ্বলে রে ভাই গহীন আঁধার রাতে।
গরীব-রাজের তরে লড়াই গরীব-রাজের তরে
গম্ভীরা শা রইল হাজার গরীব চাষী যে॥

কথা : বিষ্ণু বেরা

সুর : হিরণ্ময় ঘোষাল

ঝড়ো হাওয়া দূরে দূরে

ঝোড়ো হাওয়া দূরে দূরে
গ্রাম ও শহর জুড়ে—
দ্রিম দ্রিম বাজে রণতূর্য ॥

এখানে শীতের রাত ভেদ করে যে প্রভাত
আনছে বরফ গলা দিন
আকাশ প্রান্ত চুমি উদয় শিখর তুমি
কমরেড যোশেফ স্তালিন।
মুক্তির দিশা তুমি আলোক মাধুর্য ॥

আজ তন্দ্রাবিহীন চোখে স্বপ্নে
আছ সতর্ক প্রহরার লগ্নে
আছ হাতিয়ারে উদ্যত
মুক্তির শপথে একাগ্র।
আছ ইতিহাস গড়ে যেথা রক্তের রণভূমে
নিপীড়িত জনতার ভাগ্য।
কমরেড যোশেফ স্তালিন।

স্তালিন তো নাম নয়
স্তালিন প্রতিশ্রুতি
কমরেড যোশেফ স্তালিন।
অস্তের পশ্চিমে নিয়ে আসে উদয়ের পূর্ব ॥

কথা : শ্যামসুন্দর বসু
সুর : অজ্ঞাত

আগুন লেগেছে অগ্নিঝড়

আগুন লেগেছে অগ্নিঝড়
কখনো এখানে কখনো সেখানে
কাকদ্বীপ থেকে তেলেঙ্গানা
ছোটনাগপুর নকশালবাড়ি সাঁওতাল পরগণা

এ আগুন পেটের আগুন জমির আগুন অগ্নিধানে
এ আগুন লক্ষ জনের লক্ষ চাষীর লক্ষ প্রাণের
এ আগুন তুফান আনে ঝঞ্ঝা আনে চতুর্দিকে
এ আগুন লক্ষ প্রাণের জোয়ার আনে দিগ্বিদিকে
এ আগুন ছড়িয়ে দাও, জ্বালিয়ে দাও অযুত প্রাণে
চেতনায় রাঙিয়ে দাও, বাজিয়ে নাও তোমার গানে

সামনে যাবার একটি পথ
রাইফেল তোল নাও শপথ
ছাড়বো না আর জমির ভাগ
না হয় মরবে হাজার প্রাণ
হাজার প্রাণের ক্ষেতে গড়া হবে
অত্যাচারীর মহাশ্মশান।

কথা / সুর : মেঘনাদ

মোর জান-প্রাণ ঐ লাল ধান

মোর জান-প্রাণ ঐ লাল ধান আহারে
তোল ভাই সব লক্ষ হাতে থামারে
লাগ্‌রে সবাই কোমর বেঁধে বাহারে
তোল ধান সব লক্ষ হাতে থামারে
পৌষের এই শিশির ভেজা ভোরেতে
চল্‌ ভাই সব কাস্তে হাতে ক্ষেতেতে
ও বউ শোন্‌, আলপনা দে দুয়ারে
তুলবো ঘরে সোনার দানা এবারে।

সব সনে এই ক্ষেতে সব জনে এই হাতে
রয়েছি এ ধান মাথে
পাইনিকো এক কণা রক্তে মোর ধান বোনা
জান গেছে মান গেছে সেই কথা ভুলবো না
জীবন কেটেছে বড়ো দুঃস্বপনে।

পৌষের এই শিশির ভেজা ভোরেতে
চল্‌ ভাই সব কাস্তে হাতে ক্ষেতেতে
ও বউ শোন্‌, আলপনা দে দুয়ারে
তুলবো ঘরে সোনার দানা এবারে।

রোদেতে ঝড়েতে জলেতে জাড়েতে
ফলাই সোনা মাটির বুকে
সইবো না সইবো না ভুখেতে দিন গোনা
দেবো না দেবো না এই মাটি এই সোনা
শেষ লড়াই লড়বো মোরা ফিরবো না রে ॥

দূরে দূরে বনধারে সারি সারি গ্রাম রে

দূরে দূরে বনধারে সারি সারি গ্রাম রে
ঝোড়ো হাওয়া শন্‌শনিয়ে বয়
চাঁদনী রাতে মাদল কে বাজায়
ধিতাং ধিতাং ঐ শোনা যায়।

ও, শাল মহুয়ার বন মাতাল করে মন
কেন বিষাদী গান গায়, গায় গো
গহন আঁধার চিরে কি যে সুর ভেসে আসে
পরাণে কাঁদন কেন বয়, বয় গো
নিঝুম রাতে সন্তান মায়ের বুকে কেন
দুখের লাগি শুধুই কাঁদে হায়।

দূরে দূরে বনধারে কারা যে যায় গো
লাল নিশানের ঝোড়ো হাওয়া বয়!

ধান কাটি, কাটি চলো ধান
ধান কাটি, কাটি চলো ধান

ও, জমিদারে দেবো না মোর বোনা ধান
ঘুম-ভাঙা গান মোদের জাগায়, ভাই গো
মহাজনে দেবো না মোর বউ-এর মান
দুধের বাছা কাঁদবে না ক্ষুধায়, হায় গো
দুঃখের আঁধার কাটে দূরে নীলিমায়
মুক্তির গান ঐ শোনা যায়।

ধানের ক্ষেতে হাওয়ার দোলায়

ধানের ক্ষেতে-হাওয়ার দোলায়
ঢেউ বয়ে যায়, মনকে ভোলায়
প্রাণ বয়ে যায় মেঘের ভেলায়
দূরে ঐ নীলিমায়।

ধানের ঢেউ যে মিশে নীলাকাশে
কি যে ভাষা নিয়ে তারা ফিরে আসে
যে ভাষা মোর প্রাণে কি যে বলে গানে
মন মোর তায় উতলা।

—আমি যে তাদেরই যারা খেটে মোরে দিয়েছে আমার প্রাণ।

ও ধান ও প্রাণ বলো তুমি কার
জমিদারের নাকি আমার
তোমার লাগি ওগো রূপসী
দেবো মোরা জান-প্রাণ।

এতো খেটে মরি, তবু মোরা মরি
অনাহারে ঘরে ঘরে ফিরি
জান-প্রাণ যাবে এবার তোমারে
ঘরে মোরা তুলবোই।

—আমি তাদেরই যারা জুগিয়েছে আমার গোড়ায় ঘাম।

বহু রক্তের রঙ দিয়ে

বহু রক্তের রঙ দিয়ে আমি এঁকেছি এক ছবি
নাম দিয়েছি ছবিটারই আমি
আমার প্রাণের ভারতবাসী।

ছিন্নভিন্ন দেহজর্জর রক্তে ভাসে বুক তারই
চক্ষে যে তার বিজয়-মশাল
হৃদয়ভেজা অশ্রুবারি।

মাঠে মাঠে ঐ সবুজের ঢেউ আছ্‌ড়ে পড়ে পায়ে তারই
বুক কেঁদে ওঠে গুমরি গুমরি
হায়, কি যে দুখ জানো না কি!

দুইশত সাল জীর্ণ শীর্ণ শোষণ পীড়ন দিকে দিকে
তবু, আশাদীপ জ্বেলে এক হাতে
আর হাতে তার অশনি।

কে তার জবাব দেবে

কে তার জবাব দেবে
বিষাক্ত বাতাসে হাজার হাজার প্রাণ
দিল রাত অন্ধকারে।

সারাদিন হাড়ভাঙা
খাটুনির দাঁড় টানা
ক্লান্ত চোখে নামে রাত্রির তন্দ্রা
আর চোখ খুললো না!

আর ঘুম ভাঙলো না
কেন কোলাহল বন্ধ হল অকালে
কে তার জবাব দেবে।

দোসরা ডিসেম্বর, উনিশশো চুরাশি
কুয়াশাভরা রাত্রিনিশি।
ভূপাল নগরীর অন্ধকারে
ইউনিয়ন কারবাইড কারখানা হতে
অভিশপ্ত এক দানব নামে
মিশে যায় ভূপালের ভারী বাতাসে
হানে যত মজুরের লাল হৃদয়ে
হাজার হাজার প্রাণ লুটিয়ে পড়ে
কে তার জবাব দেবে।

আর লাগবে না বুলডোজার
লাগবে না রাইফেল
বস্তী সংস্কারে।
আর লাগবে না প্রচার
লাগবে না বিচার
পরিবার উন্নয়নে
তুর্কম্যান গেট আর
ঘটবে না ঘটবে না
সংস্কার শান্তি পথে
রক্তপাতহীন শান্তিপথে।
আমি জানি এ কিসের ভয়ানক ছায়া
এ যে রসায়ন যুদ্ধের মহড়া।
যেমন ঘটেছে ঐ ভিয়েতনামে
আর ঘটেছে আফগানিস্থানে।
কে তার জবাব দেবে।

সারি সারি মৃতদেহ
নেই তাতে বিদ্বেষ
হিন্দু না মুসলিম
কার দেশ কার দেশ।
উঁচু নীচু জাতপাত
নেই তার কোনো রেস
ঐক্য গড়েছে মেহনতি লাস বেশ ।

ঘটতো দাঙ্গা যদি ২রা রাত্রি
আমিও হতাম সেই দাঙ্গার যাত্রী
হাতেতে নিতাম এক কেরোসিন বালতি
জ্বালতাম উঁচু শ্বেত প্রাসাদ-এ।

একই পাখি গান গায়

একই পাখি গান গায়
আসামে আর বাংলায়
কুহু কুহু কুহু করি রে।

একই মায়ের সন্তানে
বাংলায় আর আসামে
ডাকো মা মা বলি রে।

একই মায়ের সন্তানে
বিচ্ছেদে কি মান আনে রে
হাসে শুধু তাদের শয়তানে।

একই শোষণ বন্ধনে
বাঁধা আছি দুই জনে রে
এসো বাঁধন খুলি এক সাথে॥

গহন আঁধার ভাঙে গো

গহন আঁধার ভাঙে গো
সূর্য ওঠে কিষ্টা-ভূমার ডাকে।
শোন চাষী, শোন মজুর,
শোন দেশবাসী,
তোমার লাগি এ দুই ভাইজান
গলায় পরলো ফাঁসী।
তোমার লাগি এই পরাণ জাগে
কলে ক্ষেত্রে খামারে।

দেশবাসী আবার শপথ নাও,
সূর্য তোমার নয়কো অনেক দূরে,
আঁধার রাতে কিষ্টা ভূমার ডাক
আর সহে না পরাণটা যে জ্বলে।

শোন চাষী শোন মজুর,
শোন দেশবাসী,
আমার মায়ের পায়ের শেকল
আজও আছে লাগি।
তার লাগি হাজার পরাণ কাঁদে
ভুখে দুখেতে।

দেশবাসী আবার শপথ নাও
সূর্য তোমার নয়তো অনেক দূরে
আঁধার রাতে কিষ্টা ভূমার ডাক
আর সহে না পরাণটা যে জ্বলে॥

[কিষ্টা গৌড় ও ভূমাইয়া, অন্ধ্রপ্রদেশের এই দুই আদিবাসী গরীব চাষীর রাজনৈতিক কারণে জরুরী অবস্থার সময়ে ১লা ডিসেম্বর ১৯৭৫-য় ফাঁসী হয়। ইংরেজ শাসনের অবসানের পর এই প্রথম রাজনৈতিক বন্দীর ফাঁসী হল!]

দিন যায় রাত যায়

দিন যায় রাত যায়
চাঁদ যায় মেঘ যায়,
মন মোর [illegible] যায়
[illegible] ঐ পাহাড়ি গাঁয়।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] গাঁয় ॥

মাতলা ঝড়ে হোস না বন্ধু

মাতলা ঝড়ে হোস না বন্ধু
হোস না দিশাহারা,
ঝড়ের মাঝে পাবি রে তুই
পথের কিনারা।

ঝড়ের মাঝে নজর বন্ধু রাখিস,
আসল নকল বন্ধু চিনিস
নইলে বিপদ হবে জানিস।
তোর চলার পথের অনেক বাকি রে
ও রে মাঝপথে ছাড়িস না পথ
হয়ে দিশাহারা ॥

চলো বন্ধু পথে পথ খুঁজি
পথের লাগি কত সাথী
দিয়াছে খুন ঢালি।
ঐ পথে আছে বিপদ-আপদ ভারী
পথের মানুষ সাথে আছে
তারাই মোদের আশা
বন্ধু হোস না দিশাহারা ॥

খরার জ্বালা নিভুক নতুন বাদলে

আকাশে মেঘেতে নাচন মাতামাতি
আমার মনেতে সেই দোলা লাগে রে
মানে না মন আমার আর ঘরেতে ॥

এতোদিনের পোড়া বাদল নামে
ফুটিফাটা ভাহিগুলো ভরবে রসে
আসবে সবুজ হাসি শালের বনেতে

আয় তোরা মাতি আয়
মেঘের দোলায় মাদল নাচনে,
আর থাকিস না ঘরে বাদল দিনে.
খরার জ্বালা নিভুক নতুন বাদলে।

এতোদিনের পোড়া মাঠে বাদল নামে
সাজাবো মোর রক্তে ঘামে সবুজ ধানে
আজ না আসুক আসরে রে কাল
সোনা ঘরেতে॥

হবে ধান কাটতে

শান্ দাও কাস্তে
হবে ধান কাটতে
মেলো সব মিছিলে
হেমন্ত সকালে।

মনটায় পোড় দে
মোঁচটায় তা' দে
সব লোকে ডাক দে
বউ শাঁখে ফুঁ দে।

কতদিন রাত্রে
কেটেছে অশান্তে
কত যুগ অন্তে
মাতি এ হেমন্তে।

শিশিরে পা মেখে
তাজা ঘামে গা মেখে
লাজে নোওয়া ধানেরে
গানে গানে জাগা রে॥

দেহ আমার শুকনো বারুদ

আমার এতো দেহের রক্ত নাই মা
              ভিজাবো তোর বুক
আমার এতো চোখের জল নাই মা
              নিভাবো তোর বুকের আগুন

তোর সবুজ যে রূপ ধূসর হইলো
    কোমল দেহ পাথর হইলো
    [illegible]
    [illegible]

    ক্ষেতে জ্বললো পেট জ্বললো
              জ্বললো দেহখান
    অভাগীর কপাল পুড়লে
              পুড়লো না [illegible]

    হাতে নিয়ে ভিক্ষাপাত্র
    ঘুরবো না আর যত্রতত্র
    দেহ আমার শুকনো বারুদ
    জ্বালাবো আগুন ।

মানুষেরই গান গাও

মানুষেরই গান গাও
জীবনের গান গাও
সে গানেতে আছে প্রাণ
    আছে কত কলতান

যে গানে সুখ আনে

আনে প্রাণ শত প্রাণে

যে গানের গুঞ্জনে

আনে বান মরাগাঙে।

যে গানে সবুজ প্রাণে

সাগরের গর্জনে

বৈশাখীর ঝড় আনে

আছে প্রাণ সেই গানে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আ[illegible] একই [illegible] গান গাই

[illegible]

নতুন নতুন

[illegible] চাই, জবাব চাই

[illegible] কিংবা নালন্দা

ফালাকাটা আর বাদকুল্লা

কাল ছিল বনগাঁ, আজ হল গয়া

কালও হবে একই সুরে গাওয়া।

এক মুঠো ভাত আর মানুষের অধিকার

চাইলে ব্লু-স্টার নয় কারাগার,

প্রতিকার চাইতে কর যদি সওয়াল

পাবে সাথে-সাথে আরওয়াল।

বাজে সুর সোলাপুর কমিউন গান
তেলেঙ্গানা নকশালবাড়ি-গান
হোয়াংহো আর লেনায় গান গাও
গাও সব প্রতিরোধ গান
আর নয় একই সুরে গান।

যেতে হবে দূরে বাধা পেরিয়ে

যেতে হবে দূরে বাধা পেরিয়ে
যেতে হবে দূরে ঘাম ঝরিয়ে
সূর্য ওঠানো গান গেয়ে।

যে গান হয়নি গাওয়া এখনও
যে কথা বাজেনি কখনও
যে হাসি শুনিনি, যে বাঁশি বাজেনি
যে চোখে জল ঝরে এখনও
সেই গান সেই কথা
সেই হাসি সেই বাঁশি
সেই খুশি দিতে হবে ফিরিয়ে।

অন্তহীন পথ চাওয়া
নিদ্রাহীন চোখ চাওয়া
ক্ষুধা আর নোনাধরা শরীরের যন্ত্রণা
সাথে নিয়ে কান্না বুকে
পিছনে সারি সারি ফেলে আসা মানুষের
স্বপ্ন দিতে হবে ফিরিয়ে।

শপথ নেবার দিন

সে দিন শ্রাবণ দিন
মেঘের কাঁদার দিন
কাঁদে সারা সে দিন
আমার শপথ দিন।

ছিনিয়ে নিলো সে দিন
সাথীর পরাণ বীণ,
রক্তে ভেজা সেদিন
আমার শপথ দিন।

আশীষ বুকে সেদিন
কাজল মেঘে সেদিন
আগুন জ্বলে সেদিন
আগুন ছড়ায় যে দিন।

আপন দানের দিন
বাঁধন ছেঁড়ার দিন
হৃদয় গড়ার দিন
শপথ নেবার দিন।

সেদিন শ্রাবণ দিন
আপন দানের দিন
হৃদয় গড়ার দিন
আমার শপথ দিন।

কথা : সুব্রত রুদ্র

সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

এরকম জুতোর মধ্যে মানুষকে রেখো না

এরকম জুতোর মধ্যে

মানুষকে রেখো না।

বড়ো সাংঘাতিক...

বড়ো সাংঘাতিক

ক্ষমতা নিয়ে

বেঁধেছে সে...

দুটো হাতেই

দুটো হাতেই নেই চিহ্ন...

আছে

এমন কোনো মানুষ

জন্মায়নি

যার হাতে

যার হাতে আদিম চিহ্ন নেই।

এরকম জুতোর মধ্যে

মানুষকে রেখো না ॥

কথা ঃ প্রান্তর সেন
সুর ঃ প্রতাপ লাহা

মানুষ যুদ্ধ চায় না

মানুষ যুদ্ধ চায় না
মানুষ মৃত্যু চায় না
মানুষ চায় না ধ্বংস
সে চায়
[illegible] জীবনের অধিকার ॥

[illegible] ঠোঁটে মেখে
[illegible] কোটি শিশু হাসে
[illegible]
[illegible] কে ভালবাসে
এই [illegible] সৃষ্টি
[illegible] চূড়ায় চূড়ায়
[illegible] স্পর্শ তার ॥

[illegible]
[illegible] মানবের [illegible]
[illegible], যত [illegible] চায়
[illegible] ভীত ওরা
তাই মৃত্যুই সম্বল ॥

মুক্তির শ্বাস বুক ভরে নিয়ে
প্রতি প্রভাতের আগে
সুন্দর করে সাজাতে পৃথিবী
কোটী মানুষেরা জাগে
এই পৃথিবী—সে তো মানুষেরই সৃষ্টি

বহু ঘাম বহু রক্তে জমানো
জীবনের সম্ভার ॥

দুর্জয় দুর্গম সুদীর্ঘ পথ পিছে ফেলে

দুর্জয় দুর্গম সুদীর্ঘ পথ পিছে ফেলে
এই অপরাহ্নে এসে পৌঁছেছি
সমুখে জটিল রাত
পার হয়ে যেতে হবে আরও দূর—আরো দূর
এক নিশ্চিত প্রভাতের দিকে।

পায়ে পায়ে পাশাপাশি
যেতে যেতে ফিরে গেছে
অনেক চেনামুখ বন্ধুরা
অনেকটা পথ আরও দ্রুত পায়ে পার হতে
হারিয়ে গিয়েছে কত বন্ধুরা
আকাশে জমেছে মেঘ
এসেছে মৃত্যু ঝড়
তবু আমাদের অভিযান থামেনি।

বুকের গভীরে গাঢ় আশা
দুচোখে গভীর ঘন স্বপ্ন
আমরা যে পেতে চাই
মুক্ত স্বাধীন এই পৃথিবীকে
সুন্দর শান্তির নিপুণ জীবন।

হাতে হাতে তুলে নেয়া
জীবনের কথাগুলি

আজকে অনেক বেশী তীক্ষ্ণ
অনেক সাহসী কথা সেদিন যায়নি বলা
আজ পারি বলে দিতে
অনেক পেয়েছি সাথী
বন্ধ দুয়ার ভেঙে
তাই আমাদের গতি আরও দুর্বার।

কথা / সুর : বিনয় চক্রবর্তী

দর্পণে কি রত্ন আছে অন্ধে জানে না

দর্পণে কি রত্ন আছে
অন্ধে জানে না
শ[illegible] ফুলে ভ্রমর এসে
মধু [illegible] না।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]।

আঁধার ঘরে তেলের বাতি
স্টিশান ঘরে বিজলী বাতি
আলো করে দুটি বাতি
এদের হয় কি তুলনা।

[প্রচলিত একটি তরজা গান অনুসরণে]

কথা / সুর : অমিতেশ সরকার

চাই রে চাই রে চাই মুক্তি

চাই রে চাই রে চাই মুক্তি
(মোরা) চাই রে চাই রে চাই মুক্তি।

চাই রে চাই রে চাই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর চাই মুক্তি
মোরা মানছি না মুচলেকা মানছি না মানবো না
মানছি না অন্যায় যুক্তি।

[illegible] রা [illegible] সয়ে [illegible]
তারা ভুলেছে
[illegible] কথা ভুলেছো
(চাই) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর চাই [illegible] মুক্তি

মৃত্যুঞ্জয়, সেই [illegible] বোন বন্ধু,
নিয়ে চলো মুক্তির লক্ষ্য,
তারা চায় না করুণা,
তারা চায় না চায় না প্রাণভিক্ষা,
মুচলেকা আদায়ের লিখিত প্রতিশ্রুতি
আদায়ের কথা যারা বলবে,
যারা বলবে,
তারা জেনে রেখো আমাদের সংগ্রাম চলবেই
চলবেই চলবেই চলবে,
প্রতিরোধে প্রতিবাদে আঘাতে আঘাতে
ঐ লৌহ প্রাচীর জেনো টলবে
ঐ লৌহ প্রাচীর জেনো টলবে।

কথা / সুর : অপু মুখোপাধ্যায়

কারখানায় কারখানায় মজুরের দল

কারখানায় কারখানায় মজুরের দল
মালিকের মুনাফার পাহাড়
হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে ভাঙতে চায় ভাঙতে চায়
(আজ) ভাঙতে চায়।

রক্তের বিনিময়ে সভ্যতারই ইমারত গড়ে তোলে যারা
ক্ষুধা আর অপমান সয়ে সয়ে মরবে বল আজ কেন তারা ?
তাই, কারখানায় কারখানায়—
মজুরের দল মালিকের মুনাফার পাহাড়
হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে ভাঙতে চায় ভাঙতে চায়
(আজ) ভাঙতে চায়।

মরবে না আর তারা মরবে না আর
বাঁচার পথের হদিশ তারা পেয়েছে এবার।
এতকাল শোষণের কারাগারে বন্দী হয়েছিল যারা
বাঁচার শপথ বুকে বেঁধে নিয়ে ভাঙবে তারা আজ পাষাণ-কারা।

তাই, কারখানায় কারখানায়—
মজুরের দল মালিকের মুনাফার পাহাড়
হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে ভাঙতে চায় ভাঙতে চায়
(আজ) ভাঙতে চায়।

কথা : দেবব্রত ভট্টাচার্য
সুর : বিপুল চক্রবর্তী

মাগো, তুই তো

মাগো, তুই তো উনন
সারা জনম জ্বলে রইলি
ঘরের জন্যি ভাত ফুটালি
আমরাও তোর জ্বলন।

মাগো, এইভাবে তুই
উদয়স্ত জ্বলাতি জ্বলতি
আকাশ হবি, মস্ত বড়ো উনন

মাগো, সেদিনে তুই
কার জন্যি ভাত ফুটাবি
সে হা-ভাতের কেমনতরো গড়ন !

কথা : রঞ্জিত গুপ্ত

গীতিরূপান্তর / সুর : বিপুল চক্রবর্তী

ধান ফলানোর ছড়া মিছেই

ধান ফলানোর ছড়া মিছেই
সুখ ফলানোর ছড়া
বৃষ্টি আনার মন্ত্র মিছেই
মোহর ঘড়া ঘড়া

ধান চাইলাম [illegible], [illegible]
বছর [illegible]
মাথা গোঁজার ঠাঁই চাইলাম
একটু [illegible]
— কিছুই পেলাম না
ফুল-সিঁদুর দিলাম তবু
ব্রতের ঠাকুর মুখ তুললো না

[illegible] চাইলাম জমি, [illegible]
জমি দু'এক [illegible]
পোড়া জীবনের সাথী চাইলাম
স্বামী ঘরের-খাটি.
—কিছুই পেলাম না
ফুল-সিঁদুর দিলাম তবু
ব্রতের ঠাকুর মুখ তুললো না

ধান ফলানোর ছড়া মিছেই
সুখ ফলানোর ছড়া
বৃষ্টি আনার মন্ত্র মিছেই
মোহর ঘড়া ঘড়া।

কথা : রঞ্জিত গুপ্ত
সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

দারুণ গভীর থেকে ডাক দাও

দারুণ গভীর থেকে ডাক দাও মানুষের মা
ঘুমঘোর যেন ভেঙে যায়
আমরা ঘুমের শিশু
গাঢ় ঘুম অঙ্গে লেগেছে
মাগো, ঘুম ভেঙে দাও।

ডাকো যেন মেঘ ডেকে ওঠে
ডাকো যেন সমুদ্র গর্জায়
ডাকো যেন বেজে ওঠে শাঁখ
চারিদিকে মৃত্যুর হানা
বর্গী এসেছে বলে ঘুম পাড়িও না

মাগো, ঘুম ভেঙে দাও।

কথা : রঞ্জিত গুপ্ত

সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

অচিন দেশের অচিন ময়না তুই

অচিন দেশের অচিন ময়না তুই
উড়ে এসে কি গান শোনালি
কণ্ঠে যে তোর গ্রাম বাংলার টান
পূব বাংলার অবাক ভাটিয়ালী ॥

এ কী গান ? গান শুধুই গান ?
নাকি পক্ষী মনের কথা তোরই
দূর দেশেতে সই পাতালি কাকে
নদীর ধারে জলাগ্রামে বাড়ি
বন্ধু জলাগ্রামে বাড়ি···

এই কি তবে সোনাবন্ধুরে তোর
এদেশে আর মানুষ পেলি না ?
রাজা তোকে দেননি কি কিছুই
ধবল প্রাসাদ পালঙ্ক একখানা ?
রাজা তোকে ঘুরে দেখাননি কি
নীল সরোবর স্ফটিক নির্ঝরিণী
তবু কেন মন ওঠে না তোর
পক্ষীরে তোর গুমর কিসের শুনি ?

রাজার পাড়ায় শুধুই রাজার লোক
বেড়ায় ঘুরে বণিক ইন্দ্রণীরা
সেইখানে কই তেমন একটি লোক
থাকলে দিতো শালিধানের চিঁড়া
দিতো শালিধানের চিঁড়া···।

[১৯৭৫ সালে সফররত চীনা টেবিল-টেনিস দলের সদস্যদের মুখে একটি অনুষ্ঠানে বাংলাভাষায় "খাইতে দিমু তোমায় আমি শালিধানের চিড়া" গানটি শুনে এই গান রচিত।]

দিবসগুলি পালিত হয় শপথগুলি নয়

দিবসগুলি পালিত হয়
শপথগুলি নয়
নকলবুঁদির কেল্লা গড়ে
নকল শত্রু জয়!

দিবস তুমি শুধুই ছবি
শুধুই পটে লিখা?
শপথগুলি হাওয়ায় হারায়
বিলীন জয়টীকা!

বারোমাসে তেরো পাবণ
তবুও বাংলাদেশ
বারোমাস্যার দুঃখিনী তুই
কেঁদে ভেজাস কেশ।

শিবের নাচ নাচতে পারো না

শিবের নাচ নাচতে পারো না
তোমার নাচে নাচো কেবল তুমি
সময় মাটি কিছুই নড়ে না
চতুর্দিকে স্তব্ধ পটভূমি !

শব্দে তোমার ধ্বনি আছে
প্রতিধ্বনি কই ?
তোমার কথা শুনে আমি
শোনাই তোমাকেই !

রাস্তা দিয়ে মিছিল চলে
মিছিল চলে যায়
পথের মানুষ শব্দ শোনে
অর্থ বোঝা দায় !

একাই তারা একশো হয়েছে
একশো মুখে লক্ষ লোকের হাঁক
চতুর্দিকে শব্দ ফেটেছে
কোথাও তবু, কোথাও যেন ফাঁক !

এই মিছিল প্রাণের মিছিল না
মর্মে যেন দোলন লাগে না
এই মিছিল প্রাণের মিছিল না
রাস্তা টলে, জীবন টলে না !

শিবের নাচ নাচতে পারো না
তোমার নাচে নাচো কেবল তুমি
সময় মাটি কিছুই নড়ে না
চতুর্দিকে স্তব্ধ পটভূমি ॥

কথা : সজল রায়চৌধুরী
সুর : বিপুল চক্রবর্তী

হাতে হাত রেখে পার হবো

হাতে হাত রেখে পার হবো এই বিষের বিষাদ সিন্ধু
দুষমনদের ফাঁদে, বলো, কেন ঢুকবো ?
যে নামেই ডাকো—মুসলীম, শিখ, খৃষ্টান কিবা হিন্দু
সাম্প্রদায়িক বিভেদের ঢেউ রুখবো।

যে হাত ফসল লুটেছে, যে হাত কারখানা করে বন্ধ
সেই কালো হাত বিভেদের বিষে করে দিতে চায় অন্ধ
সব ভুলে, সাথী, আমরা কি আজ বলো সেই দিকে ঝুঁকবো ?

শহীদ নুরুল আনন্দ ভাই আশিষ ও জব্বার
রক্তের রাখী বেঁধে দিয়ে গেছে হাতে হাতে সবাকার
সেই রাখী ছিঁড়ে আমরা কি আজ কেউটের বিষে ধুঁকবো ?

জাগে রাজহারা, মীজোরাম জাগে বেলচীর হরিজন
মুক্তি-পাগল মাটি ফুঁড়ে ওঠে লড়াকু চম্পারণ
গেরুয়ার পায়ে ভেড়ুয়ার মতো আমরা কি মাথা ঠুকবো ?

হাতে হাত রেখে পার হবো এই বিষের বিষাদ সিন্ধু
দুষমনদের ফাঁদে, বলো, কেন ঢুকবো ?
যে নামেই ডাকো—মুসলীম, শিখ, খৃষ্টান কিবা হিন্দু
সাম্প্রদায়িক বিভেদের ঢেউ রুখবো।

কথা : কর্ণ সেন

সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

তোলপাড় তুলুক তোলপাড়

তোলপাড় তুলুক তোলপাড়...(৩)
মানব জীবনে তোলপাড় তুলুক তোলপাড়
চিন্তায় চেতনায় ধারণায় মননে
(জীবনে) তোলপাড় তুলুক তোলপাড়
তোলপাড় তুলুক তোলপাড় ॥

আমাদের বুকের ভেতরে ওঠে ঢেউ
বাসনার সাতরঙা ফেনাভাঙা ঢেউ
কতদিন যে আর বলো নতমুখে বাঁচা যায়
কতকাল যে স্বপ্নের মৃত্যু ঘটবে আর !
(চেতনে) তোলপাড় তুলুক তোলপাড়
তোলপাড় তুলুক তোলপাড় ॥

এসো তাই—
একসাথে বন্যার বেগে ধাই
যাই—
সময়ের বাধা যাই ডিঙিয়ে
যাবে—
লজ্জার দিনগুলো ধুয়ে যাবে মুছে যাবে
ডাকবেই—
জীবনের মরাগাঙে ডাকবে জোয়ার
তোলপাড় তুলুক তোলপাড় ॥

সময় তো যায় বয়ে যায় রে

আয়রে
সময় তো যায় বয়ে যায় রে
জীবন সীমানার আঙিনায়
চল প্রাণ বন্যায় ভাসিয়ে।

দৃষ্টি মেলে ধর আগামী দিনের পথ ভাবনায়
আজকের ঐক্যের শপথে জাগুক প্রাণ প্রেরণায়।

চেতনার আহ্বান শোনো শোনো সাথী আজ
বিভেদশক্তি জাগে ত্যাখো ঐ
আজ সময় তো মুখোমুখি দাঁড়াবার।

সংহত শতকোটী প্রাণ আজ হাঁটি এসো মিছিলে
আলোর মিছিলে মিলে অশুভ শক্তিটার সামনে দাঁড়াই।

মুখোশ পাল্টে যায় নিয়মিত এই দেশে

মুখোশ পাল্টে যায়
নিয়মিত এই দেশে
নিরন্ন মানুষ শুধু যেন খেলার পুতুল
জটিল কুটিলা ঘোরে ডাকিনীর নির্দেশে
ঝরে যায় অবেলায়
কতশত প্রাণের মুকুল…

আর নয় আর নয়
রাজভক্ত দস্যুর ভয়

আজকে হানতে হবে চরম আঘাত
এসো সাথী এই তো সময়
কাস্তে হাতুড়ি আজ জনতার জীবনেতে
ঘোচাবে তফাৎ ॥

আর কত সইবে মানুষ

আর কত সইবে মানুষ
আর কত যন্ত্রণা
প্রতিটি দিন সওয়া যায়
আর কত যন্ত্রণা !
নেকড়েরা সব চারিদিকে বজায় রাখছে ভয়
ভয় প্রাণে কতদিন আর এই জীবন বওয়া যায়
আর কত সওয়া যায় ?

ওরা নিজের মত শাসন চালায় খেয়াল রাখে না
সর্বহারার বুকে জমে অনন্ত ঘৃণা
আওয়াজ তোলো আকাশ ভেঙে
প্রাণের ঝর্ণা আসুক নেমে
হোক দুর্বার এ অন্তরে
মানুষ হয়েই বাঁচার তাগিদ
বুকে হাঁটার দিন শেষ হোক
শেকল ভাঙার হোক আজ শুরু
সর্বহারার চলার ছন্দে
বাজছে শোনো দৃপ্ত সে জিদ ॥

কি হবে মিথ্যে স্বপ্নের জাল বুনে

কি হবে মিথ্যে স্বপ্নের জাল বুনে
কেন এ মিথ্যে নিয়মের পথে চলা
স্থিরতাবিহীন লক্ষ্যবিহীন জীবন বয়ে কি হবে
কেন এ মিথ্যে দ্বিধা সংশয়ে দোলা ?

হতাশার পথে হেঁটে হেঁটে আর
ক্লান্ত হয়ে কি লাভ
কি হবে এমন বাঁচার জন্যে
জীবনের কড়ি গুণে
কি হবে মিথ্যে স্বপ্নের জাল বুনে
কেন এ মিথ্যে দ্বিধা সংশয়ে দোলা ?

তবুও তো আজও বেঁচে থাকা
শুধু ভাঙতে এ অভিশাপ
নতুন জীবন পেতে হবে আজ
নতুন চেতনা এনে
তাই তো চলেছি জীবনের জাল বুনে
তাই তো আজো আশার দোলায় দোলা ।

কথা : কর্ণ সেন / অনুপ মুখোপাধ্যায়

সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

মোদের রাজা মহারাজা হরেক ছদ্মবেশে

মোদের রাজা মহারাজা
হরেক ছদ্মবেশে
নয়া কায়দায় চালায় শোষণ
প্রতিবার এই দেশে… ॥

ধনতন্ত্রের প্রভুর মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি!
বিপদ দেখলেই খোলে রাজা
স্বৈরতন্ত্রের ঝুলি
গণতন্ত্রের মুখোশ তখন
হঠাৎ খসে যায়!
বুলেট বোমায় সাজে রাজার
মস্তান সম্প্রদায়… ॥

নরখাদকের বাঘের মুখে অহিংসারই কথা!
শিকার দেখলেই খোলে শ্বাপদ
রক্তলোলুপ থাবা
শান্তি প্রেমের নামাবলী
তখন খসে যায়
বুলেট বোমায় সাজে রাজার
মস্তান সম্প্রদায়… ।

যারা আজো আছিস ঘুমে

যারা আজো আছিস ঘুমে
পাহাড় নদী সাগর ভেঙে
ঐ শোন আহ্বান—
মালোপাড়ার তেরোখানা বীর
শহীদের প্রাণ—
দিয়েছে আহ্বান—
এই তো সময় প্রতিরোধের
এই তো সময় প্রতিবাদের
ঘৃণার সাগর তুলুক তুফান
সারাটা দেশময়
দিল্লী প্রভু জেনে রাখিস
খুনীরা সব জেনে রাখিস
মানুষ লড়ে বাঁচায় লড়াই
হবেই হবে জয়।
জেগেও যারা আছিস ঘুমে
মিছে আশারই ছলনে
ঐ শোন আহ্বান—
মালোপাড়ার তেরোখানা বীর
শহীদের প্রাণ
দিয়েছে আহ্বান—
এই তো সময় জেগে ওঠার
এই তো সময় জোট বাঁধার
হিমালয়-দৃঢ় ঐক্য জাগুক সারাটা দেশময়
শয়তান দল জেনে রাখিস
বিভীষণ সব জেনে রাখিস
মানুষ লড়ে বাঁচার লড়াই
হবেই হবে জয়।

[গানটি 'সৃষ্টি' নাট্যগোষ্ঠীর 'চিত্রনাট্য' নাটকে ব্যবহৃত হয়েছিলো।]

প্রাণহীন প্রাণে জাগে স্পন্দন

প্রাণহীন প্রাণে জাগে স্পন্দন
প্রাচীন ভিতের 'পরে কেঁপে ওঠে বাধার দেয়াল
জীবনের সব স্তরে দারুণ গভীর আলোড়ন
দিগন্তে ডানা মেলে আলোড়িত প্রাণের সকাল।

'আমি'টা হারিয়ে যায়
'আমাদের' ঘোষণায়
একমুঠো উদ্ধত রোদ্দুর
প্রতিপ্রাণে সঞ্চিত, লেখা আছে ঠিকানা
যেতে হবে দূর আরো কতদূর
বিবর্ণ তৃণদল দুলে ওঠে হাওয়ার সাড়ায়
স্তব্ধ জলের বুকে কম্পন
প্রাণহীন প্রাণে জাগে স্পন্দন।

তমসা মিলিয়ে যায়
এ আলোর নিশানায়
কোটি চোখে আঁকা স্বপ্নাঞ্জন
নীড়-হারা নিরাশায়, বুক ফাটা তিয়াষায়
শ্রান্তিবিদারী বারি সিঞ্চন
যুগ সঞ্চিত কালো নবারুণ আলোয় মিলায়
বাতাসে বাতাসে তারই বন্দন
প্রাণহীন প্রাণে জাগে স্পন্দন।

কথা/সুর : হরিপদ দাস (ক্রান্তিশিল্পী সংঘ)

পুবের আকাশ রক্ত-ছটায় লাল

পুবের আকাশ রক্ত-ছটায় লাল
আঁধারের শিরে আলোকের কশাঘাত
বিগত রাতের বুক চিরে জাগে
বিপ্লবী প্রভাত।

আকাশ লাল, সাগর লাল, লাল মাটি, কলিজা লাল
সূর্য লাল, আগুন লাল, রক্ত লাল, নিশান লাল
সূর্য লাল, আগুন লাল, রক্ত লাল, ঝাণ্ডা লাল।

আজ অতীত ইতিহাস খুলে যদি চাও দৃষ্টি
ছাখো, কাদের রক্ত দিয়ে এই লাল-পতাকার সৃষ্টি
মজদুরের খুনে জন্ম নিয়েছে এ নিশান
তাই, রক্ত-পতাকা হাতে, কিষান-মজুর সাথে, চলেছি জয়ের পথে
মাভৈঃ মাভৈঃ—

এই উজ্জ্বল লাল পতাকা
শহীদের রক্তমাখা
জ্বলন্ত বহ্নি শিখা
চির-শত্রুর যবনিকা—সেলাম তোমায় পতাকা।

আজ বিংশ শতাব্দীর জাগ্রত জনতার চাপে
এই রক্ত পতাকা দেখে দুনিয়ার দুশমন কাঁপে
শয়তানের শোষণ এবার হবেই অবসান
তাই, রক্তপতাকা হাতে, কিষান-মজুর সাথে, চলেছি জয়ের পথে
মাভৈঃ মাভৈঃ—

আকাশ লাল, সাগর লাল, লাল মাটি, কলিজা লাল
সূর্য লাল, আগুন লাল, রক্ত লাল, নিশান লাল
সূর্য লাল, আগুন লাল, রক্ত লাল, ঝাণ্ডা লাল।

কথা : নন্দদুলাল আচার্য
সুর : অজিত পাণ্ডে

জ্বারে কাঁইপছে আমার গা

—জ্বারে কাঁইপছে আমার গা
—জ্বারে কেনে কাঁপিস, বন্ধু, আগুন পুহা যা।

—আগুন পুহাবো, মরদ, আগুন পুহাবো
ই বাদলে ভিজা কাঠ, আগুন কুথা পাবো
জ্বারে কাঁইপছে আমার গা
—জ্বারে কেনে কাঁপিস, বন্ধু, আগুন পুহা যা।

—ফুটা চালে জল টপাইছে, কোন্ কুনে যে যাই
একটা মোটে ভিজা শাড়ি, ভিন্ন তেনা নাই
জ্বারে কাঁইপছে আমার গা
—জ্বারে কেনে কাঁপিস, বন্ধু, আগুন পুহা যা।

—জল খাইটতে যা, মরদ, জল খাইটতে যা
চাল বেগর হেঁসেল কাঁদে, রাঁধা হবেক না
জ্বারে কাঁইপছে আমার গা
—জ্বারে কেনে কাঁপিস, বন্ধু, আগুন পুহা যা।

কথা : পিয়াসা দাশগুপ্ত
সুর : মেঘনাদ

আজ নয় কাল নয়

আজ নয়, কাল নয়
আসবে দিন কোনো দিন।

আঁধারহীন আলোর দিন
ফাগুন দিন···।

ঘুচবে দিন অন্নহীন
শীতের রাত বস্ত্রহীন

ঘুচবে দিন কর্মহীন
ঝড়ের রাত বরফহীন

অস্ত্রহীন স্বপ্নদিন
কান্নাহীন গানের দিন!

কথা : সুভাষ পাঠক

সুর : মেঘনাদ

রাশিয়ার তীর থেকে

রাশিয়ার তীর থেকে প্রবাহিনী ডন্ থেকে উঠেছিল জীবনের গান
কলে ক্ষেতে ঘরে ঘরে মাঝি মাল্লার সুরে জেগেছিল বিদ্রোহী প্রাণ।
লেনিনের আহ্বানে, মস্কোয় ক্রেমলিনে দুর্জয় গণ-জাগরণ
লাখো লাখো বীরেদের রক্তে ও সংগ্রামে জারেদের হলো অবসান।
উদ্দাম হিল্লোলে জনগণ কল্লোলে জনতার বিপ্লবী গান
দানবের ভয় নেই, শত্রুর ভয় নেই, মহাকাশে রক্ত-নিশান।

আজ সোভিয়েত থেকে ক্রেমলিন-চুড়ো থেকে ব্রেজনেভ ধেয়ে যায়
নিপীড়িত জনতাকে বিপ্লবী জনতাকে নয়া-জার ধরে গিলে খায়।
বোমার গদিতে এঁটে, লেনিন পদক সেঁটে শান্তির বুলি যে ছড়ায়
ভুয়ো-শান্তির নিচে পরমাণু বোমা সাজে একচেটে পুঁজিকে বাড়ায়।
সমাজবাদের বুলি, হাতে লুটেরার ঝুলি, জনগণ তাদের তাড়ায়
আমাদের হবে জয়, তোমাদের দিন শেষ, দেরি নেই, আর দেরি নয়।

কথা : সুযশ ভট্টাচার্য
সুর : মেঘনাদ

স্বপ্ন দেখি লালচে মাটি

স্বপ্ন দেখি লালচে মাটি
হলুদ রাঙা শস্য ক্ষেত
ঘাম ঝরিয়ে কাটছি মাটি
মারছে না কেউ নিদয় বেত।

স্বপ্ন দেখি অস্ত্র হাতে তৈরি রক্ষীদল
জ্বলছে তাদের বুক
মোদের কুটির লুঠবে না আর হিংস্র দস্যুদল
পুড়েছে তাদের মুখ
স্বপ্ন দেখি চীনের মতো
উজল মোদের দেশ,
ধ্বংস হলো দস্যু যত
শোষণ হলো শেষ।

যাদের অশ্রু রক্ত মিশে
মাটি হলো মা
তাদের স্বপ্ন ধানের শীষে
ভুলতে পারবো না।

বুকে মোদের তুষের আগুন
দারুণ রোষে ধুঁকছে
আনবো এবার রাঙা ফাগুন
রক্ত মোদের ফুঁসছে।

কথা : মুরারি মুখোপাধ্যায়
সুর : পরেশ ধর

ভালবেসে চাঁদ হয়ো নাকো

ভালবেসে চাঁদ হয়ো নাকো
পারো যদি সূর্য হয়ে এসো
আমি তার উত্তাপ নিয়ে নিয়ে
আঁধার অরণ্য জ্বেলে দেবো।

ভালবেসে নদী হয়ো নাকো
পারো যদি বন্যা হয়ে এসো
আমি তার আবেগ বয়ে নিয়ে
হতাশার যত বাঁধ ভেঙে দেবো।

ভালবেসে ফুল হয়ো নাকো
পারো যদি বজ্র হয়ে এসো
আমি তার শব্দ বুকে ধরে
লড়াই-এর বার্তা দিকে দিকে ছুঁড়ে দেবো।

ভালবেসে পাখি হয়ো নাকো
পারো যদি ঝঞ্ঝা হয়ে এসো
আমি তার শক্তির ছোঁয়া পেয়ে
পাপের প্রাসাদটা ভেঙে দেবো।

চাঁদ নদী ফুল তারা পাখি
দেখা যাবে কিছুকাল পরে
কেননা এ-অন্ধকারে শেষ যুদ্ধ এখনো বাকি
এখন আগুন চাই আমাদের ভাঙা কুঁড়ে ঘরে

কথা/সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

সবার জন্যে চাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

সবার জন্যে চাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
আর কিছু ভাববার
আজ আর
নেই অবকাশ তো
সবার জন্যে চাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ॥

ঠিক শিক্ষার অভাবে
লাখো প্রাণ ঝরে যায় কিভাবে
যদি জানতে
অহমিকা—বেড়াজাল ভাঙতে
অন্ধজনে দিতে আলো
মৃত্যুর বিষদাঁত যতই হোক না কেন ধারালো
কিছুটা তো পিছু হটতো
তাই কিছু ভাববার
আজ আর
নেই অবকাশ তো
সবার জন্যে চাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ॥

তাই বলি সাথী আজ আলো জ্বাল্
সে আলোয় যাক পুড়ে
দেহের বা চেতনার স্তরে স্তরে
জমা যত বীজাণুর জঞ্জাল।

শুধু, সুস্থ দেহই পারে
নিতে ঠিক শিক্ষায় দীক্ষা।
দেশে দেশে

এই দীক্ষিত জনতাই—অবশেষে
এনেছে অপুষ্টি নামে
দানবের শেষ নিঃশ্বাস তো
আর কিছু ভাববার আজ আর
নেই অবকাশ তো
সবার জন্যে চাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ॥

[স্টুডেন্টস হেলথ হোম আয়োজিত পদযাত্রা ৮৬'র প্রাক্কালে রচিত]

স্বপ্নলোক হতে রূঢ় বাস্তবের পথে

স্বপ্নলোক হতে রূঢ় বাস্তবের পথে
এসো মিলি জীবনের মিছিলের সাথে
বিশ্বমানবতার পতাকা উড়ছে ছাখো ঐ
লাখো জনতার হাতে ॥

লক্ষ প্রাণ বন্ধকারার অন্তরালে
আজো ধুঁকে মরে ডাণ্ডাবেড়ী
—বিনা বিচারের আঁধারে
মুক্ত কণ্ঠে তোলো এ আওয়াজ···
একটি রাতও কাটাবো না বিনা বিচারে
কোনো থানা লক-আপে ॥

পৃথিবীর অন্ন বস্ত্র শিক্ষা আশ্রয়
হবে দিতে হবে লক্ষকোটি—
—মাটি মাতারই সন্তানে

মুক্ত কণ্ঠে তোলো এ আওয়াজ···
এ দাবির কণ্ঠরোধী কালা-আইনে
জ্বালাবোই দু-হাতে ॥

যদিও সমুখে দুর্গম বালুচর

যদিও সমুখে দুর্গম বালুচর
মুক্তির দেশ ঐ দেখা যায় ওপারে
আর নয় কান্না নবযুগ প্রভাতে
পথেরই এ বাধা সরাবোই দু হাতে।

চলিতে এ পথে বিঁধবেই কাঁটা পায়ে
এ শুধু দুদিনের থেমো না হতাশায়
ফুলেরই সুবাসে যদি চাও হাসিতে
ভেঙো না সাথী আজ কাঁটারই আঘাতে।

কালো মেঘ আকাশে বিজলী চমকায়
ঘনঘোর বরষায় চেতনা পথ হারায়
ছেড়ে সব সংশয় নীচতা বৃথা ভয়
কাটাবোই এ আঁধার একতার আলোতে।

ও মোর দেশভাই

ও মোর দেশভাই
সকল ভারতমাতার সুসন্তানে
ডাক দিয়ে যাই
শোনরে সবাই···

ওরে মানুষ কেবল মানুষ শুধু
জাতের কোনো বালাই নাই
মোদের ধমনীতে যে খুন বহে
লাল ছাড়া কোনো রঙই নাই
ও মোর দেশভাই…
বঙ্গদেশে জন্ম হলেও
অসমীয়াও মোর ভাই
শোনরে সবাই
ওরে মানুষ কেবল মানুষ শুধুই
জাতের কোনো বালাই নাই
মোদের ধমনীতে যে খুন বহে
লাল ছাড়া কোনো রঙই নাই…

পাহাড় মোরে হাতছানি দেয় যখন
মাদলের তালে তালে
বিহুসুরের নেশায় দোলে এ মন
ভেদাভেদ সব ঘুচে যায়
জাতের বালাই কোথায় পালায়!
প্রেমহীন জাতের বিচার
শোষণেরই হাতিয়ার
বোঝে মন ঠিক তখন
ওরে মানুষ কেবল মানুষ শুধুই
জাতের কোনো বালাই নাই
মোদের ধমনীতে যে খুন বহে
লাল ছাড়া কোনো রঙই নাই
ও মোর দেশভাই
এক প্রদেশে জন্ম হলেও
ভিন-রাজ্যবাসীও মোর ভাই
শোনরে সবাই…

এ দেশের মাটি নদী পাহাড়
কারখানা ক্ষেত খামার
গ্রাম শহর সবই তোমার আমার
বিভেদের শক্তি যে আজ
উদ্যত ভাঙতে স্বরাজ
ধ্বংস করতে তারে
একতার অঙ্গীকারে
মিলবেই কোটী প্রাণ মন
ওরে সবার উপর মানুষ সত্যি
জাতের কোনো বালাই নাই
মোদের ধমনীতে যে খুন বহে
লাল ছাড়া কোনো রঙই নাই
ও মোর দেশভাই…
উত্তরেতে জন্ম হলেও
দক্ষিণীরাও মোর ভাই
শোনরে সবাই…

ও মন্ত্রীমশাই গো

ও মন্ত্রীমশাই গো
জলই জীবন মানো ঠিকই গো
হায়রে হায়!
(সেই) জল তোমার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নাই
বৃষ্টি পড়ে নদীও যে বয়
হায়রে হায়
জল তোমার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নাই
তাই আজও মোরা জল খেতে পাই।

জল ছাড়া বাঁচে না মানুষ
(আর) খাদ্য ছাড়াও বাঁচে না মানুষ
জানো ঠিকই গো
কিন্তু বেকার হয়ে থাকলে পড়ে
খাবার বলো আসবে কি করে ?
খাদ্য ছাড়াও বাঁচে না মানুষ ।

দেশের যত চাকরি তোমার নিয়ন্ত্রণে গো
(তবু) বেকার করে রাখলে কেন গো ?
যন্ত্রদানব আসলো বলে গো
বেকার ছিলাম বেকার রবো গো ?
(হায়) দেশের যত চাকরি তোমার নিয়ন্ত্রণে গো
তাই বেকাব করে রাখলে বুঝি গো ?
মা বোনেদের বস্ত্র নাই
কচি খোকার দুধ নাই
ঘরে মোদের ইজ্জত নাই গো !

ও মন্ত্রীমশাই গো
জনগণের ভোট বাগিয়ে গো
বেকার করে রাখলে মোদের গো
এর প্রতিদান পাবে ঠিকই গো…

[কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পাবলিক সেক্টর-এ কম্পিউটার অধিগ্রহণ ও কর্মসংস্থান সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে রচিত এ গান]

গণসঙ্গীত শুধু গান না

গণসঙ্গীত শুধু গান না
এ যে ন্যায়ের বিরহে সপ্তস্বরের
বাণীকে জড়িয়ে কান্না।

বিচারের বাক্ রোধে
গণসঙ্গীত জ্বলে ক্রোধে।

এসো, গাই গণসঙ্গীত
বিস্মৃত সত্তা
ফিরে পাবে সংবিৎ॥

কথা : সুব্রতনাথ মুখোপাধ্যায়

সুর : কল্যাণ সেনবরাট

আকাশে আকাশে আজ

আকাশে আকাশে আজ
সূর্যের নবসাজ
সোনারোদে নতুন খেলা
আমরা ভারতবাসী মনে মনে লাগলো দোলা
রাত্রির বুক চিরে
বিভেদের জাল ছিঁড়ে
একতা মমতাভরা প্রাণ
আমরা ভারতবাসী একই সুরে গাইবো যে গান।

নানা ভাষা নানা জাতি একই ছন্দে মাতি
ঐক্য পতাকা তুলছে
অতল সাগরে আজ পর্বত শৃঙ্গে
সমতা নিশান আজ দুলছে
একই সুরে একই প্রাণে একই ছন্দে গানে
একই সাথে উঠলো যে তান॥

সুরে সুরে প্রাণে প্রাণে গানে গানে ভরে যায়
কিছু আশা ভালোবাসা
কিছু হাসি রেখে যায়।

বিভেদের কালো হাত দেশে দেশে এসে আজ
অন্ধকারের জাল বুনছে
ভালবাসা দিয়ে গড়া এ ভারতবর্ষ
অঙ্ক মস্ত হয়ে ভাঙছে
চলান্তের জাল ছিন্নভিন্ন করে
তুলবো আকাশে কলতান।

আপন নাও বাইও

আপন নাও বাইও ভাইজান হো হেঁইয়া
ও মাঝিরে—
বন্ধু তারায় ভরা রাইতে আলের ধারে
ভোরের গান শোনায় কোন পাখি
আমি উদাস নাইয়া চলি উজান বাইয়া
কান্দেরে মন ডাকে ঐ পাখি

বন্ধু নাও বাইয়া চোখে জল লইয়া
পথে ফিরি দুখের গান গাইয়া
মোরে ছাইড়া বাপজান কোন দ্যাশে গেলি
মোর কথা মনে আইল না
মোর খুকুর চোখ কান্দে করুণ মুখ
ছাইড়া চইলা যাই আমি কতদূর

ঐ শোন মাঝি ঐ শোন মাল্লা ঐ শোন
এ আন্ধারে ঝোড়ো হাওয়া আইল রে
আইল রে আইল রে ঝোড়ো হাওয়া আইল রে
কত সুরে ভাসে পাল জোয়ারে দোলায় হাল
দুখের এই নদী, ব্যথার এই ঝড়
উথালে পাথালে যাই এ আঁধারে নাও বাই
চল ছিনায়ে আনি ভোর
চল ছিনায়ে আনি হাসি।

কথা / সুর : শুভ জোয়ারদার

আমি এক বাতিল কাকতাড়ুয়া

আমি এক বাতিল কাকতাড়ুয়া :
মেটেহাঁড়ি চুনকালিতে
তালিমারা ফতুয়াতে
ধানক্ষেত পাহারা দি একপায়ে ভর দিয়া,
আমি এক বাতিল কাকতাড়ুয়া ॥

এ জমির ধানকাটা শেষ
তুললো ঘরে কে ?
শুধিও না দোহাই বাবু
দোহাই আমাকে,
শুধু, চৌধুরীদের পাইকগুলো
সড়কি দিয়ে খুঁড়লো ধুলো তুললো!
লুঠলো ধান আর বাগদিবধুর নরম শরম হিয়া
আমি এক বাতিল কাকতাড়ুয়া ॥

নই নই মানুষ আমি
নাই গো আমার মন
নাইকো বুকে অনুভূতি
জড়ের জীবন,
মানুষ হলে থাকতো দুচোখ মুখ নাক কান পা
পদাঘাত-প্রতিশোধে কাঁপত আমার গা,

দিনদুপুরে দালানকোঠা
হুড়মুড়িয়ে পড়ত গোটা
বুকবাতাসে দিতাম লিখে খুনের শতকিয়া
আমি এক বাতিল কাকতাড়ুয়া ॥

বাগদিপাড়ার মেঠোপথে আর ভাসে না সুর
এলোমেলো হঠাৎ ঝড়ে এ যে নিঝুমপুর।

আমি যদি মানুষ হতাম ঘৃণার আগুনে
দাবানল লাগিয়ে দিতাম সুখের দালানে,
ঠাকুদ্দার গলপো বলে
জাগাতাম বাগদিছুলে
লাগাতাম পেলয়নাচন তাথিয়া তাথিয়া
আমি এক বাতিল কাকতাড়ুয়া।

দেশের লোকের ভাত জুটিল কই

লছমি নাকি ঘরে
অনেক দিনের পরে
এলেন তবু দেশের লোকের ভাত জুটিল কই ?
যায় না আকালখরা
লোকজনেরা মরা
রাজার বাণী নিত্য শুনি : দেশবাসী মাভৈঃ!

কথা ছিল সীতা এলেই ভরবে ফুল আর ফল
সরযূতে কুলুকুলু নদী টলমল,
ধনে আর পুত্রে নাকি ভরবে সোনার দেশ
বুক হইল গো ফালাফালা মলিন হইল বেশ।
দেশমাতা না, হায় বিমাতায় কেমন করে সই ?

তাঁতি আর কামার চাষি একসুরে গান গাও
কোনটা আসল কোনটা নকল, নগদ চিনে নাও,
খরাতে পুড়ল কপাল, বউ ভেসে যায় বানে

কোটালের অট্টহাসি তালা ধরায় কানে।
লছমি মা তোর বিরহেতে কেঁদেছি কতই

এক দুই তিন, ডামাডোলের দিন

এক দুই তিন : ডামাডোলের দিন
মই লাগালেই নাগাল পাবো
পাড়বো কেরোসিন!
দুই তিন চার : বাঁচার কি দরকার?
ভেজাল খেয়ে দেশের সবাই
ছেড়েছে আহার, ভ্যালা রে সরকার।
তিন চার পাঁচ : ভূতপেত্নীর নাচ
মানুষ হল শিয়ালকুকুর
তোরাই শুধু বাঁচ।
চার পাঁচ ছয় : রোজই সবার ভয়
কখন আবার ট্যাক্সো বাড়ার
মজার আইন হয়!
পাঁচ ছয় সাত : লম্বা লম্বা বাৎ
ঝাড়েন নেতা—অভিনেতা
আমরা কুপোকাত।
সাত আট নয় : নতুন বোধোদয়
আত্মসুখের মন্ত্র জপে
পার হবো নিশ্চয়?
আট নয় দশ : দিয়াশলাই ঘস্
ফাটবে বারুদ, জ্বলবে আগুন
ভাগ্য হবে বশ,
অন্ধকারের দরদালানে
বিরাট বিরাট ধ্বস॥

কথা / সুর : কঙ্কণ ভট্টাচার্য

ও দুখী নাইয়া

ও দুখী নাইয়া
রাঙা পাল উড়াইয়া
যা রে বাইয়া
মুক্তি সাগর পানে
তোমার সারি গানে গানে
বুকের পাঁজর ফাটাইয়া…

কাটলো দুখের তরী বাইয়া জনম
জ্বালাভরা এ মরম
ব্যথায় এ-বুক গুমরিয়া ওঠে
দুঃখের মেঘ গরজে গুরু গুরু
ঐ বুঝিরে প্রলয়ের হলো শুরু
এখন তোলপাড় আকাশ বাতাস
    (হেই) উথাল খুন দরিয়া…

কত নাইয়ার জনম গেল
কত কলিজার খুনে দরিয়া রাঙাইলো রে
আরে ও দুখী নাইয়া
    লও সাথীর খুনে রাঙ্গাইয়া
জাতের হাল ঐ তরীর পাল
    কাঁপে থরো থরো
ঝোড়ো উজানী বাতাসে
এবার নাও খোলো নোঙর তোলো
যায়রে যায় বেলা বইয়া ॥

কথা : দিলীপ দাশগুপ্ত
সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

সারারাত পথে পাথুরে মাটির পিঠে

সারারাত পথে পাথুরে মাটির পিঠে
ভয়ার্ত প্রাণে বুটের শব্দ শুনি
দমকা হাওয়ায় নিভে যায় ক্ষীণ শিখা
সারারাত শুধু ফিস্‌ফিস্‌ কানাকানি।

ক্ষুধার্ত রাত এত কী দীর্ঘ হয় ?
কারাগার কারো রুদ্ধ করে কি গলা ?
সারা আফ্রিকা একটি শব্দ শোনে
মুক্তির নাম নেলসন ম্যাণ্ডেলা।

তোমাকে বেঁধেছে 'অ্যাপার্থিডের' কারা
তোমাকে বেঁধেছে নেলসন ম্যাণ্ডেলা
তোমাকে বেঁধেছে কতকাল হয়ে গেল !
তোমাকে বেঁধেছে বন্ধ হয়নি চলা।

ঐ শোনো ঐ এল সালভাদরের পথে
লক্ষ লোকের মুক্তির কথা বলা
হাজারো সালের বন্ধ শিকল ছিঁড়ে
মুক্তি ছিনিয়ে নিয়ে গেল অ্যাঙ্গোলা।

কমরেড আজ পথে পথে সংগ্রামে
কোটি কোটি মুঠি আকাশের দিকে তোলা
কোটি প্রত্যয়ী চোখে শপথের ছবি আঁকা
শপথের নাম—নেলসন ম্যাণ্ডেলা ॥

[দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের মুক্তিসংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলা ১৯৬০ সাল থেকে বর্ণবিদ্বেষী শাসকচক্রের কারাগারে বন্দী। তাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখা গানটিতে সুরারোপ করা হয় ১৯৮৪ সালে।]

কথা / সুর : ব্রজলাল অধিকারী

ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলে

ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলে
উড়াও রে ভাই লাল নিশান।
পুব আকাশে ভোরের আলো
কেটে গেছে ঝড় তুফান।

নোঙ্গর খোল ছাড় তরী
লেনিন তোমার পথ দিশারী
শক্ত হাতে টান বৈঠা
মরা গাঙ্গে ডেকেছে বান।

দুঃখের নদী দিতে পাড়ি
বাইতে তোমার হবেই তরী
পাল যদি তার যায় ছিঁড়ে ভাই
গুণ টান ভাই শ্রমিক কৃষাণ।

তোরাই যে ভাই দেশের রাজা
তোদের শ্রমেই শোষক তাজা
তোদের খেয়ে তোদের পরেই
ওরা তোদের মলছে রে কান॥

লালকে কেন ভয় ওরে ভাই

লালকে কেন ভয় ওরে ভাই
লালকে কেন ভয়?

লাল যে মায়ের সিঁথির সিঁদুর
ভোরের সূর্যোদয় ॥

আঁধার যখন হয় অবসান
পাখিরা গায় ঘুমভাঙার গান
সেই গানেতে জাগে চাষী
শ্রমিক সমুদয় ॥

সবুজ মাঠে মধুর হাসি
লাঙ্গল কাঁধে যায় রে চাষী
লাল গোলাপের সুগন্ধে ভাই
ভরে যে মলয় ॥

লাল সুতায় কি গাঁথলে মালা
দেয় না গলায় চিকন কালা ?
লাল জবা আর লাল পলাশে
মাতৃপূজা হয় ॥

যতই আসুক ঝড় আর তুফান
রাখব ধরে এই লাল নিশান
যায় যদি যায় তুচ্ছ এই প্রাণ—
ব্রজলালে কয় ॥

চলার রাস্তা খাওয়ার জল

চলার রাস্তা খাওয়ার জল
গাঁয়ের মানুষ পেল বল
স্কুলের টিফিন চিকিৎসালয় কুটিরশিল্প আর
ত্রিশ বছরে পাইনি যাহা দিল বাম সরকার ॥

বুড়া মানুষ পাইল ভাতা
পঙ্গুও হয় কর্মরতা
অন্ধ আতুর অনাথ জনের
পথ হইল বাঁচার ॥

ভূমিহীনের বাসস্থান
জুমিয়া পুনর্বাসন
পাঁচ বছরের কর্মসূচী
দেখি চমৎকার ॥

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণ দানিয়া
দুগ্ধ সমবায় বানাইয়া
বয়স্কদের শিক্ষার তরে
খুলে দিলেন দ্বার ॥

জলাশয় বিল করে পাশ
বাড়াইল মাছের চাষ
পাঁচ বছরে আর কত ভাই
হবে উপকার ॥

ব্রজলাল কয়—মানুষ ভাই
গুণ গাহিতে সাধ্য নাই
এক মুখেতে শত গুণ
গেয়ে ওঠা ভার ॥

এত পেলাম যাহার ঠাঁই
তাই তাহার গুণ গাই
ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলে
জানাই নমস্কার ॥

আমার লাল জবার এই মালাখানি

আমার লাল জবার এই মালাখানি
দেব নাকো তোমার গলে।
রক্ত চন্দন অঞ্জলি মোর
গ্রহণ কর চরণতলে।

স্বাধীন ভারত হল শুনি
মিলে না তাই অন্নপানি
(তোমার) গরিবী হঠাও অভয়বাণী
এসমা নাসা মিসার চালে।

টাটা বাটা আমেরিকার
রীতি নীতি কি ভারতে চলে?
(তোমার) জোড়া বলদ করলে ঘোড়া
গাই বাছুর কই বেচিলে?

করিব না তোমার পূজা
দিলে দিও আবার সাজা
ধরেছি এই লালের ধ্বজা
বলে পাগলা ব্রজলালে॥

তারা আপন ধনে নয়রে ধনী

তারা আপন ধনে নয়রে ধনী
পরের ধনে ভুঁড়ি বাগায়।
আগাছা আর পরগাছাতে
দেশটা বুঝি ভরছে হায়। (ধুয়া)

মোদের শ্রমে যাদের পুঁজি
বাড়ল দিনে দিনে।
তাদের কাছে কি পেয়েছ
হিসাব করে দেখ মনে।
শোষণ পীড়ন আর বঞ্চনা
এই ছাড়া কিছুই মিলে না।
উচিত পাওনা চাইতে গেলে
দেখ তারা চোখ রাঙায়॥

কে দিল ভাই কাউন্সিল আর
ককবরকে গাইতে গান?
কে দেয় দীক্ষা ঐক্যমন্ত্রের—
মড়ার হাড়ে জাগাল প্রাণ।
শোন মানুষ শোন রে ভাই
জাতের কোনো প্রশ্নই নাই
স্বৈরতন্ত্র কর ধ্বংস গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়॥

হোক না তারা নক্কা গোলাম
সাহেব বিবি টেক্কা দশ,
তোরাও যে ভাই রঙ্গের সাতা
ক্ষমতায় তোরা কম নস।
হিসাব করে খেলে যাবি
সুযোগ পেলে তুরুক দিবি,
সাতটি ফোঁটা গুণে নিবি
বিপক্ষ করবে হায় হায়॥

রাখিও জনগণ ভাইরে

রাখিও জনগণ ভাইরে
মনপাড়ায় চোরের পাহারা
[ওরে] চোরা বেটায় কাটে না যে
সরল লোকের ঘরে বেড়া ॥ [ধুয়া]

বলে দেই ভাই তোদের কাছে
সঙ্গে কিছু দুষ্ট আছে
ঘুরছে কেবল পাছে পাছে
সুযোগ পেলেই দফা সারা ॥

[ওরে] বিভেদ সৃষ্টি তারাই করে
একতা নেই যাদের ঘরে
কংগ্রেস [আই] আর বাঙালী সাঁই ।
জোড়াপাতা এই তিন চোরা ॥

সপ্তরথী কইরাছে পণ
অভিমন্যু করতে নিধন
সর্বহারার অভিমন্যু ভাই
কাস্তে আর হাতুড়ি তারা ॥

ব্রজলাল কয় শোন সুজন
ডাণ্ডা মেরে দেশের শাসন
করতে চায়রে কংস রাজন
মোদের চক্রধারী আছেন খাড়া ॥

জয়মালা গাঁথিয়া সবাই এস

জয়মালা গাঁথিয়া সবাই এস বরণ করি
বিভেদ ভুলে ঐক্য বলে এস দেশটা গড়ি ॥ [ধুয়া]

আমরা যে ভাই মুটে মজুর
সকাল সন্ধ্যা সারা দুপুর
রোদ বৃষ্টি আর ঝড় তুফানে
পেটের দায়ে লড়ি ॥

যাদের আছে ধনের পাহাড়
আরও বেশী চাই যে তাহার
তার কুকুর খায় মাংস ভাত আর
আমরা উপাস মরি ॥

ব্রজলাল কয় মন ভুলো না
মিষ্টি কথার ফাঁদ ছলনা
লাল নিশান আর কেউ ছেড়ো না
বাঁচতে হবে লড়াই করি ॥

লালের নায়ে ঢেউ লাইগাছে রে

লালের নায়ে ঢেউ লাইগাছে রে
মানুষ অবাক হইয়া চায়
রসিক নাইয়া নৃপেন ভাইয়া
উজান বাইয়া যায় ॥ [ধুয়া]

দশরথ রসিক মেস্তরি
নৌকাখানা দিলেন গড়ি

বীরেন দত্ত প্রধান দাঁড়ি
দীনেশবাবু রয় সহায় ॥

টানছে অভিরাম বাদলে
পাল উড়াইয়া দেয় অনিলে
ভাটিয়ালির সুরে তালে
সকলেরই মন ভুলায় ॥

একুশ লক্ষ যাত্রী লইয়া
চলে তরী তর তরাইয়া
দিল্লীর পথে চলছে ধাইয়া
তোরা কে কে যাবি আয় ॥

মে মাসের আজ প্রথমদিনে

মে মাসের আজ প্রথমদিনে
তোমরা প্রণাম লহ শহীদ
তোমরা প্রণাম লহ ॥ (ধূয়া)

চিকাগো শহরে হে মার্কেটে
তোমরা প্রথম পথিকৃৎ
তোমরা রেখেছ কীর্তি তোমাদের
চির অক্ষয় চির অমৃত ॥

সর্বহারার বেদনার ফুলে গাঁথিয়াছ মালা
বন্ধু তোমরা পর গলে
তোমাদের স্মরিয়া আজকে মোদের
বেদনায় ভরেছে গেহ ॥

সর্বহারাদের রক্ষা করিতে
নিজেরে দিয়েছ বলি
পারে নাই রুখতে মুক্তির সংগ্রাম
শোষকের বেয়নেট গুলি ॥

বুকের রক্তে রাঙায়ে নিশান
মা ভৈ বলিয়া গাহিলে যে গান
কোটি কণ্ঠে আজ ধ্বনিছে সে তান
গর্জে গো অহরহ ॥

যে গান ভাই ভাঙেরে ঘুম

যে গান ভাই ভাঙেরে ঘুম
চল সে গান গাই
দেশের জন্য মুকুন্দ দাস
গেয়েছিলেন তাই ॥

হিংসায় কেবল দুঃখ বাড়ে
অভাব তাতে কমে নারে
ভুলের বশে মারছ যারে
সে যে তোমার ভাই ।

পথ পেয়েছে দিশাহারা
তাই তো ডাকে দিল সাড়া
জাগল চাষী সর্বহারা
যাদের অন্ন বস্ত্র নাই

পাহাড়ী বাঙালী মিলে
যে স্মৃতি ভাই রেখে গেলে
ভারতের এই ইতিহাসে
হোক চির খোদাই

এই দুনিয়ায় পয়সা নাই যার

এই দুনিয়ায় পয়সা নাই যার
বিফল জনম তার।

যার হাতে নাই পয়সা কড়ি
তার বাপ মায় কয় মরি মরি
অধম ছেলে পেটে ধরি
দুখে জনম গেল আমার ॥

লাঞ্ছনা গঞ্জনা সয়ে
থাকি এক পাশে শুয়ে
আমি কোনো দোষ করি না
তবুও কয় বউ সর সর ॥

যাই যদি ভাই শ্বশুর বাড়ি
বিরক্ত হয়ে শাশুড়ী
কয় রাতে কে চড়াবে হাঁড়ি
ভেবে অঙ্গ জর জর ॥

সেই লোকটারই পয়সা হলে
প্রাণ প্রেয়সী ঘোমটা তুলে
আড় নয়নে হেসে বলে
খাও প্রাণনাথ জলখাবার ॥

আমি এক ছন্নছাড়া নীড়হারা

আমি এক ছন্নছাড়া নীড়হারা বুনো পাখি
বঞ্চিত শোষিত জাগো জাগো বলি
নিশীথে উঠিগো ডাকি ॥
হইবে হইবে নিশি অবসান,
জাগিলে শ্রমিক জাগিলে কিষাণ,
জাগিলে মজদুর হলে একপ্রাণ
মিলিবে পথের দিশা।
ঐক্য সংগ্রাম করিলে কাটিবে
এ ঘোর তিমির নিশা ॥
ভুলি ভেদাভেদ হিংসার ক্লেদ
হওরে আগুয়ান কাজে
দীন বলিয়া কি হীন হব মোরা ?
মরিব কি পাছে লাজে ॥
স্বজন সাজিয়া যে করে শোষণ
তারে ভাব নিজ জাতি ?
বাহিরে মানব অন্তরে দানব
সে কিরে তোদের জাতি ॥
চিনে নাও আপন নিপীড়িতজন
চিনে নাওরে শোষিত
কিবা অপরাধে তোমরা হতেছ ভাই
যুগে যুগে বঞ্চিত ?
ধনিকে বণিকে গিয়াছে মিলিয়া
রণডংকা তাই উঠিছে বাজিয়া ॥
তাই তো বিশ্ব উঠিছে কাঁপিয়া
মরণের হাহাকারে।
তাই বুঝি আজ ভরিয়াছে দিক
অন্যায় অবিচারে ॥

ভুলি ভেদাভেদ তাই হাতে বাঁধ আজ
মিলনের মহারাখী।
শোষিত বঞ্চিত জাগ জাগ বলি
ডাকিছে বনের পাখি ॥

চাকরি দাও চাকরি দাও

চাকরি দাও চাকরি দাও বলে
মরছ কেবল ঘুরে।
(তোমার) হাতের কাছে সোনার খনি
দেখলে না তা খুঁড়ে।

আলসে থানায় লেখালি নাম
ঘুরাফেরা নেই কোনো কাম
বাপের পয়সায় টানছ সিগার
বেলবটম ও স্যুট পরে।

মাটি যে তোর খাঁটি সোনা
চষলে কি ফসল হয় না।
মাটি ধরতে করছ হেলা
লক্ষীছাড়া ওরে ॥

শ্রমিক বলে চাষী ভাই

শ্রমিক বলে চাষী ভাই
চাষী বলে শ্রমিক ভাই
গগনে ঐ বাড়ছে বেলা
চল চল কাজে যাই ॥ [ধুয়া]

মনকে বানাও কামারশাল
গড় দাও কাস্তে কোদাল
শ্রম আগুনে পোড়াও লোহা
তখন হবে লাল।
হাতুড়ির ঘায় ধরাও আকার
নীচে জনগণ যেন নেহাই ॥

আমি কাস্তেটি ধরি
তুমি ধর হাতুড়ি
চল কল কারখানা আর
ক্ষেত খামারে উৎপাদন করি।
নিজেও যাই হাটে বেচি
নিজে বাঁচি দেশ বাঁচাই ॥

গাওরে ঘুম-ভাঙানো গান
গানে জাগাও দেশের প্রাণ
গণতন্ত্র রক্ষা হবেই
ঠিক রাখলে ইমান।
শোষিত বঞ্চিত মোরা
শোষণ মুক্তির সংগ্রাম তাই ॥

তোমার নাওয়ে করলা না সোয়ারী

তোমার নাওয়ে করলা না সোয়ারী
অ সুবল গোঁসাইজী
তোমার নাওয়ে করলা না সোয়ারী ॥ [ধুয়া]

গোঁসাইজী, নিজের কথা কই না লাজে
কইতে গেলে মুখে বাজে
অর্ধাহারে অনাহারে মরি।
বাড়ছে কেবল জিনিসের দাম
অনুপাতে হয় না ইনকাম
হাটে গেলে মাথায় পরে বাড়ি।

গোঁসাইজী, কইব কত দুঃখের কথা
অকালে হৈল বুকে ব্যথা
আশির জুনে পুইড়া গেল বাড়ি।
কাঙাল তারণ শুইনে নাম
চরণে শরণ নিলাম
দয়া করে পার কর কাণ্ডারী ॥

গোঁসাইজী, গুরুভক্তি যার অন্তরে
তার ছাওয়াল যে ভাতে মরে
তার মা যে ভিক্ষা করে লোকের বাড়ি বাড়ি
তুমি যদি পাও তার দেখা
দিও আমার এই যে লেখা
বলো দয়া করতে ত্রিপুরারি ॥

গ্রাম গঞ্জের উন্নতির জন্য

গ্রাম গঞ্জের উন্নতির জন্য
পঞ্চায়েতের নির্বাচন
বাম দলে করিব জয়ী ঠিক করেছি মন।
শুন বন্ধুগণ বলি তার কারণ
বামদলে করিব জয়ী।...(ধুয়া)

বামে দেয়রে কাপড়-ভাত
গরীব তাঁতী পাইল তাঁত,
কৃষকরা পায় কৃষিঋণ আর
ভাল রাস্তা ঘাট,
পাড়ায় পাড়ায় রাস্তা কূয়া
জলাশয় করে খনন ॥

পাড়ায় হয়েছে ইস্কুল
এখন টিফিন পায় ছাওয়াল।
কম দামে জনতা শাড়ি
জেলেরা পায় জলা জাল।
রিক্সাওলায় রিক্সা পাইল
আছেনি মনে স্মরণ ॥

বামে চাকুরি দিল ভাই
হিসাব করলে দেখতে পাই
পাঁচ বছরে চল্লিশ হাজার
তুলনা যার নাই।
পাহাড়ী ভাই পাইল সূতা
জুমিয়া পায় বীজধান ॥

গোঁসাই তারকনাথে কয়

ব্রজ করিস না তুই ভয়

যাদের কাছে ধর্ম আছে

তাদের হবেই জয়।

কাস্তে তারা হাতুড়িতে,

করছে দেশের উন্নয়ন ॥

আদর করে স্নেহভরে কোলে দিলে ঠাঁই

আদর করে স্নেহভরে কোলে দিলে ঠাঁই।

ধন্য করলে তুমি বন্ধু যার তুলনা নাই ॥ (ধুয়া)

দুঃখের বোঝা বয়ে সাথে

ঘুরছিলাম ওই পথে পথে

অজ্ঞান ঘুচালে তাতে

জ্ঞানের দীপ জ্বালাই ॥

দূর করিলে জাত অভিমান

শোষণ মুক্তির দিলে সন্ধান

কণ্ঠে মোদের দাও ঐকতান

চিনালে ভাই ভাই ॥

চেতনারই মশাল জ্বেলে

এক করিলে শিল্পীদলে

ভেবে বলে ব্রজলালে

যেন না হারাই ॥

লোকশিল্পী সংগঠন ভাই

লোকশিল্পী সংগঠন ভাই
কে করল গঠন।
মরার ধড়ে ফিরিল প্রাণ
মরা গাঙে বয় প্লাবন॥ (ধুয়া)

ভাইরে—ভাই কেমন একটি আজগবিকল
দেশে হইল সিনেমার চল
বলতে গেলে বলে পাগল
পোশাকপরা বাবুগণ।
শালী যদি আসে বাড়ি
সিনেমায় যায় রিক্শা চড়ি
না দেখিলে লাভ স্টোরি
শান্ত হয় না তাদের মন॥

দেখতে হয় দেখ সিনেমা
সবটাকে মন্দ বলি না
ব্যবসা ভিত্তিক যেই সিনেমা
মনকে নেয় অধঃপতন।
মনটারই প্রতিরোধে আয়রে বাউল সারি বেঁধে
পড়ব না আর ওদের ফাঁদে জাগাও দেশের জনগণ॥

পথিক মোদের বামফ্রন্ট সরকার
দূর করতে ঘোর অন্ধকার
আউল বাউল সবাই মিলে করছে রাজ্য সংগঠন॥
প্রাণভরে গাই বাউল সারি
গড়িয়া গাজন যে যা পারি
ব্রজলাল কয় মরি মরি ধন্য হল এ জীবন।

কথা : অশোক মাইতি

সুর : মেঘনাদ

নিপীড়িত জনতা প্রাণের বন্যায়

নিপীড়িত জনতা প্রাণের বন্যায়
ভাঙছে পাষাণের বাঁধ
(আজ) তরাইয়ের বুকে জ্বলে নকশালবাড়ি
শোষকের আর্তনাদ।
শহীদের রক্তে আরও লাল হল দেখ
মুক্তির লাল নিশান
(আজ) ভারতের জনগণ দেয় সঁপে প্রাণমন
হবেই নিশাবসান।

যে স্বপনে কমরেড নয়ন ভরেছ
যে স্বপন মুক্তি স্বপন
সংগ্রামে ঝরবেই রক্ত-অশ্রু-ঘাম
তবু জিতবেই জনগণ।
শহীদের রক্তে···নিশাবসান।

শত্রুর আণবিক বোমা যদি গর্জায়
সে আওয়াজে নাহি পাই ভয়
শ্রমিকে-কিষাণে মিলে
হাতিয়ার কাঁধে তুলে
হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়।

পিশাচের ঘরে জ্বালো ধ্বংসের বহ্নি
পুড়ে যাক্ সব জঞ্জাল
গড়ব মোরা নয়া ভারতবর্ষ
ছিঁড়ব শোষণের জাল।
শহীদের রক্তে···নিশাবসান।

কথা : সমর বসু মল্লিক

সুর : প্রচলিত মুণ্ডা সুর অবলম্বনে

কাটে না আঁধার রাত

কাটে না আঁধার রাত
ঘরেতে ফুরালো ভাত
চোখের জলে আমার হৃদয় জ্বলেরে
রাখিতে না পারি মায়ের মান।

আর সহে না রে, আর সহে না রে
যখন শুনি পাহাড় কাঁপে
গণফৌজের পায়ের চাপে
আগুন জ্বলে ধনীর প্রাসাদে।

তখন মন যেতে চায় চলে
আমায় রাখিস নে মা ধরে
ওমা আমি যাব সূর্য ওঠাতে।

কথা : সমর বসু মল্লিক
সুর : মেঘনাদ

দূরে দূরে গরু চরে রাখাল রে তুই

দূরে দূরে গরু চরে রাখাল রে তুই
কেমন করে কাটাস সারাদিন,
চিরকাল কি রইবি রাখাল পরের অধীন।

দীঘির জলে শালুক ফোটে
শালের বনে বাতাস ছোটে
বৃষ্টি পড়ে শালিক ওড়ে
ঝরণা ঝরে মিষ্টি সুরে
তোর মতো কেউ নয় রে রাখাল এমন পরাধীন।
চিরকাল কি রইবি রাখাল পরের অধীন।

তোর বাপ দিল জান পরের ক্ষেতে
মা-র গেল মান রে,
জমিন গরুর মালিক তোদের রক্ত চোষেরে,
আর কতদিন রইবি রাখাল এমন আঁধারে।

জ্বালতে আলো ঘরের কোণে
হেতের তুলে আকাশ পানে
আগুন জ্বেলে যমের দোরে
শয়তানদের টুঁটি ধরে
বলরে হেঁকে এদেশ আমার, আসে রাঙা দিন
করিস নে আর ভয়রে রাখাল জীবন হল ক্ষীণ।

কথা / সুর : অসীম দাস

শুনেন বন্ধু সুধীজন

শুনেন বন্ধু সুধীজন,
এক আজব স্বাধীন দ্যাশের কিচ্ছা করি আজ কথন।
মাছির মতো মানুষ মরে দ্যাশের ঘরে ঘরে,
চাল ভাঙিয়া পড়ে মাথা হাজার ট্যাক্সের ভারে,
কয়লার-ব্যাঙ্কের হইল রে ভাই জাতীয়করণ,
হাড় মাস হইল ভাজা ভাজা কালির বরণ।

আসমানেতে কুসুম ফোটে পাতালেতে ব্যাল
অন্নবস্ত্র উধাও হইল ভানুমতীর ত্যাল
সমাজতন্ত্র মুখ ঢাকিল নানান পতাকায়
(আর) আমার মাথায় লাঠি ভাইঙা গরীবি হঠায়।

চোরাই ধানে জমিদারের পাপের গোলা ভরে,
(আর) লেভি দিতে গরীব চাষীর পরাণ বিদরে,
ভুখা চাষীর প্রাণের তহবিল তছরুপ হইয়া যায়
মুরগী পয়দা করিল ডিম, খাইল দারোগায়।

মুনাফাখোর চুকচুকা হয় দেশনেতার ত্যালে,
কাউয়ায় আমার কি আসে যায় গাছে বেল পাকিমে
(হায়রে) জয়াচোরে হইল নেতার পরাণের স্বজন,
শুয়োরেতে কচু চিনে রতনে রতন।

কালোবাজারীদের নাকি ধরিবে মিসায়,
কত কথা কইল গণতন্ত্রের বানিয়ায়,
(আর) গাঁজার ঘোরে কইল চাকরি পাইবে রে বিলকুল,
কথার বাউরি দেখলাম শুধু কম্মে নাই একচুল।

সি. আর. পি. ত্মাশ চালায়, ত্মাশের নেতা ঢাকের বাঁয়া
অহো এ কেয়া আজব যন্তর মালিক নে বনায়,
(বলো) আর কতকাল চলবে তোমার মাদারি কা খেল।
তোমার বংশের প্রদীপ নিভু নিভু ফুরাইল তার তেল।

কথা / সুর : রমেন সাহা

শোন শোন ডাকে কানপুর

শোন শোন ডাকে কানপুর
নীল যমুনার জল হল লালে লাল
জেগে ওঠে মজদুর ।

ঐ শোন ঐ শোন স্বদেশী মিলে
লড়াইয়ের ডাক আসে প্রতি ঘরে ঘরে
শোন শোন ডাকে··· ।

বাঁচার দাবিতে ওরা করেছিলো পণ
রুখতে মালিকের অনাচার ছল
বুলেটের মালা শেষে পেল উপহার
কারখানা কলে তাই ওঠে প্রতিবাদ
আরবার আগুয়ান সাথী সব
যমুনার লাল জলে তোল ঝড়
শপথে জীবন ভরপুর
নীল যমুনার জল হল···মজদুর ।

জালিয়ান জহ্লাদ কানপুরে শেষে
বৃটিশ নেকড়ে ঘোরে অহিংস বেশে
বয়লারে চিতা জ্বলে থুলে থুলে লাল
চিমনিতে ওড়ে দেখ রক্ত নিশান
হুঁশিয়ার ভাইসব তোল হাতিয়ার
অহিংস নাগিনীর ভাঙো বিষ দাঁত
মুক্তির দিন নয় দূর
নীল যমুনার জল হল···মজদুর ।

কথা : সুধীর মুখার্জী

সুর : প্রচলিত ভাওয়াইয়া

এমন দ্যাশে জনম মোদের

এমন দ্যাশে জনম মোদের বলিব কি আর ভাই
একবেলাতে ভাত জোটে তো অন্য বেলাই নাই
দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া আন্ধার ঘরে ঘরে
করলে নালিশ জুটবে গুলি প্রাণটা যাবে যে বেঘোরে।

মাতা কান্দে খুনীর হাতে স্বামীরে হারাইয়া
কন্যা কান্দে সমাজপাকে কু-পথে পড়িয়া
বেকার জ্বালায় জ্বলিয়া ভাই গলায় যে দেয় দড়ি
ধন্য স্বাধীনতা তোমার দুই পায়েতে গড় করি।

প্রতি বছর বন্যা খরায় হাজার হাজার মরে
জাতের নামে হানাহানি নিত্য ঘরে ঘরে
কারখানাতে ঝুলছে তালা ক্ষ্যাতে পানি নাই
কেমন সুখে আছি বেঁচে তোমরা বল দেখি ভাই

দ্যাশের শাসন যাঁদের হাতে গদীর তরে মরেন
মানুষজনের দুঃখ তাঁরা থোড়াই কেয়ার করেন
সভায় সভায় মালা গলায় দ্যান কেবল বুকুনি
কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা, মুখে সমাজবাদের বাণী।

মুখটি বুজে থাকলে পরে চলবে নাকো আর
হকের কড়ি বুঝে নিতে হবে যে সব্বার
মোদের গান শেষ হলে পর চিন্তা করি দেখো
লড়াই ছাড়া পথ কি আছে, কথাটা মনেতে ভাবিও।

কথা / সুর : মুরারি রায়চৌধুরী

ঝোড়ো হাওয়ায় খবর আসে

ঝোড়ো হাওয়ায় খবর আসে
তরাইয়ের বুকে আগুন রে।
চল্ যাই চল্ যাই
সেই আগুনেরই ঘরে।

ক্ষুধার জ্বালায় জঠর জ্বলে
ধানের ক্ষেতে রক্ত ঝরে
বাংলার চাষী লড়াই করে
(আসে) দিন বদলের পালা রে।
চল্ যাই চল্ যাই
সেই আগুনেরই ঘরে।

চারিদিকেই আগুন জ্বলে
ঘর জ্বলে অন্তর জ্বলে
সেই আগুনের মাঝে নাচে
(দেখি) স্বপ্নেরই সেই সুদিন রে।
চল্ যাই চল্ যাই
সেই আগুনেরই ঘরে॥

কথা/সুর : বিপুল চক্রবর্তী

এইবার দোস্ত্ লাইনটা যেন ঠিক থাকে

এইবার দোস্ত্ লাইনটা যেন ঠিক থাকে—

হেঁইও মারো হেঁইও সাবাস জোয়ান হেঁইও
ঘাবড়াও মাত্ জানতে হবেই এগিয়ে যাবার দিকটাকে।

সব কাজ প্রায় চল্‌তি আছে শোধরাও যা গল্‌তি আছে
রাত্রি দুপুর ঠক্-ঠকা-ঠক্ ব্যস্ত থাকুক ঠিকঠাকে।

একটু ভুলের জন্যে যে হায় বৃথাই অনেক জান চলে যায়
যাত্রিবাহী ট্রেনগাড়িটা উল্টে পড়ে নীচ-পাঁকে।

হেঁইও মারো হেঁইও সাবাস জোয়ান হেঁইও
আউরভী থোরা হেঁইও জোরসে জোরে হেঁইও
হেঁইও মারো হেঁইও ' সাবাস জোয়ান হেঁইও

নাট-বল্টু ঠিকসে লাগাও শীত-কুঁড়েদের তুরন্ত্ ভাগাও
থাক কুয়াশা, নখের আঁচড়, খুন থাকতে ভয় কাকে ?

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ুক পাহাড় ভেঙে তুষার ঝরুক
লড়াকু-সিনা কাঁপলে এতেই, ধিক তাকে ভাই ধিক তাকে।

অউরভী থোরা হেঁইও জোরসে জোরে হেঁইও
নাঙ্গা-ভুখা সাঙাত্ ফের চাঙ্গা করো দিলটাকে।

এইবার দোস্ত লাইনটা যেন ঠিক থাকে ॥

সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি চাই

ওরা ভগৎ সিং-এর ভাই, ওরা ক্ষুদিরামের ভাই
সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি চাই ।

ওরা দেশের কাজে জেলে গেছে
অন্য কাজে নয়
ওরা জেলে বসে এখনো সেই
দেশের কথা কয়
ওরা সিধু-কানুর ভাই, ওরা তিতুমীরের ভাই
সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি চাই ।

ওরে নরম গরম ফারাক কেন
গণতন্ত্র যদি
এখন মজার নানা টাল-বাহানা
যেই পেয়েছিস গদি
কিন্তু ইলেকসনের আগে মোদের চুক্তি ছিল তাই
সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি চাই

এবার কোন আইনে ওদের তোরা
রাখবি আটক, বল
দেশের জনগণ যে ফুঁসছে ক্রোধে
হিম্মতে অটল
এসব কালা কানুন ছিঁড়ে ফেল, পুড়িয়ে করো ছাই
সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি চাই ।

ওরা ভগৎ সিং-এর ভাই, ওরা ক্ষুদিরামের ভাই
ওরা সিধু-কানুর ভাই, ওরা তিতুমীরের ভাই
সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি চাই ।

ও ম্যাঘ, বৃষ্টি, দে রে

ও ম্যাঘ বৃষ্টি দে রে
বৃষ্টি আকাশ ভাইঙ্গা আয়
হায় শুকায় রে খাল, রুক্ষু মাটি
ম্যাঘা পরাণও শুকায়
ও ম্যাঘ বৃষ্টি দে রে…

ও ম্যাঘ জমিদারে ফসল কাড়ে
ম্যাঘারে না ধরে লাঙ্গল
না ফললে ফসল, হায় করি কি
ম্যাঘা ফেলি চোখের জল
ও ম্যাঘ বৃষ্টি দে রে…

ও ম্যাঘ সরকারে মোদের তরে
ম্যাঘারে না দেয় ক্ষেতের জল
তাই তুমিই তো ভাই গরীব চাষীর
ম্যাঘা তুমিই তো সম্বল
ও ম্যাঘ বৃষ্টি দে রে…

ও ম্যাঘ গুর গুর গুর, ও ম্যাঘ, ও তুই
ম্যাঘারে সাজরে আজি সাজ
ভাই মোদের মাথায় বৃষ্টি দে রে
ম্যাঘা শত্রুর মাথায় বাজ
ও ম্যাঘ বৃষ্টি দে রে…

[এ গানের অন্য একটি সুরও আছে। সেই সুরটি করেছেন বিনয় চক্রবর্তী]

ঘুম ঘুম ঘুম ঘুমো

ঘুম ঘুম ঘুম
ঘুম ঘুম ঘুম, ঘুমো!
না থাক মা তোর, তবু তো আছে
ইস্টিশনের চুমো।

মাথার ওপর
মেঘ মেলেছে পাখা
এদিক ওদিক উঁকি মারলেই
এক ফালি চাঁদ বাঁকা।

কাঁদিস নে আর
কাঁদিস নে তুই, ঘুমো!
না থাক মা তোর, তবু তো আছে
ইস্টিশনের চুমো।

[এ গানের অন্য একটি সুরও আছে। সেই সুরটি করেছেন বিনয় চক্রবর্তী]

নতুন দিনের ডাক শোনা যায়

ঝম্-ঝম্-ঝম্ ঝমম্-ঝমম্ জল নামে
খাড়া পাহাড়ের পাচানের বুকে, দেখ, আবেগের ঢল নামে
থাক না বাধা উঁচিয়ে মাথা:
শ্যাওলা ধরা পাথরের চাঙ্
— কে থামে?
সমুদ্দুরের ডাক শোনা যায় জল নামে।

ও ম্যাঘ, বৃষ্টি, দে রে

ও ম্যাঘ বৃষ্টি দে রে
বৃষ্টি আকাশ ভাইঙ্গা আয়
হায় শুকায় রে খাল, রুক্ষ মাটি
ম্যাঘা পরাণও শুকায়
ও ম্যাঘ বৃষ্টি দে রে…

ও ম্যাঘ জমিদারে ফসল কাড়ে
ম্যাঘারে না ধরে লাঙ্গল
না ফললে ফসল, হায় করি কি
ম্যাঘা ফেলি চোখের জল
ও ম্যাঘ বৃষ্টি দে রে…

ও ম্যাঘ সরকারে মোদের তরে
ম্যাঘারে না দেয় ক্ষেতের জল
তাই তুমিই তো ভাই গরীব চাষীর
ম্যাঘা তুমিই তো সম্বল
ও ম্যাঘ বৃষ্টি দে রে…

ও ম্যাঘ গুর গুর গুর, ও ম্যাঘ, ও তুই
ম্যাঘারে সাজরে আজি সাজ
ভাই মোদের মাথায় বৃষ্টি দে রে
ম্যাঘা শত্রুর মাথায় বাজ
ও ম্যাঘ বৃষ্টি দে রে…

[এ গানের অন্য একটি সুরও আছে। সেই সুরটি করেছেন বিনয় চক্রবর্তী]

ঘুম ঘুম ঘুম ঘুমো

ঘুম ঘুম ঘুম
ঘুম ঘুম ঘুম, ঘুমো !
না থাক মা তোর, তবু তো আছে
ইস্টিশনের চুমো ।

মাথার ওপর
মেঘ মেলেছে পাখা
এদিক ওদিক উঁকি মারলেই
এক ফালি চাঁদ বাঁকা ।

কাঁদিস নে আর
কাঁদিস নে তুই, ঘুমো !
না থাক মা তোর, তবু তো আছে
ইস্টিশনের চুমো ।

[এ গানের অন্য একটি সুরও আছে । সেই সুরটি করেছেন বিনয় চক্রবর্তী]

নতুন দিনের ডাক শোনা যায়

ঝম্-ঝম্-ঝম্ ঝমম্-ঝমম্ জল নামে
খাড়া পাহাড়ের পাচানের বুকে, দেখ, আবেগের ঢল নামে
থাক না বাধা উঁচিয়ে মাথা :
        শ্যাওলা ধরা পাথরের চাঙ্
                                        — কে থামে ?
সমুদ্দুরের ডাক শোনা যায়   জল নামে ।

আর সহে না
রুখা মাটির বুক ফাটে গো
আর সহে না
ভুখা, নাঙার বুক ফাটে গো
আর সহে না

শন্‌-শন্‌-শন্‌ শনন্‌-শনন্‌ ঝড় ওঠে
থর্‌-থর্‌-থর্‌ গ্রাম ও নগর, ঘুম ভেঙে বন্দর ওঠে
থাক না বাধা উঁচিয়ে মাথা :
মিলট্রি পুলিস, লাঠি-রাইফেল
— কে রোখে ?
নতুন দিনের ডাক শোনা যায় ঝড় ওঠে।

বলো, ভুলতে কি পারি

বলো, ভুলতে কি পারি
বলো, ভুলতে কি পারি
সাথীদের খুনে রাঙা পথ
বলো, ভুলতে কি পারি
বলো, ভুলতে কি পারি
সাথীদের স্বপ্ন, শপথ

সাথীদের গানে গানে
আগামীর আহ্বানে
চঞ্চল এই পথ, চঞ্চল
সাথীদের মায়েদের
শিশুদের কান্নায়
ছলছল এই পথ, ছলছল

সাথীদের স্মৃতি আজো
মহা-জীবনের কলরোলে
সাথীদের স্মৃতি আজো
আঁধারে মশাল হয়ে জলে

সাথীদের প্রাণে প্রাণে
মুক্তির সন্ধানে
উজ্জ্বল এই পথ, উজ্জ্বল
সাথীদের মায়েদের
শিশুদের কান্নায়
ছলছল এই পথ, ছলছল

বলো, ভুলতে কি পারি
বলো, ভুলতে কি পারি
সাথীদের খুনে রাঙা পথ
বলো, ভুলতে কি পারি
বলো, ভুলতে কি পারি
সাথীদের স্বপ্ন, শপথ !

বিরুদ্ধতার চাবুক ওঠাও হাতে

বিরুদ্ধতার চাবুক ওঠাও হাতে
তোমার স্বদেশ লুট হয়ে যায় প্রতিদিন, প্রতিরাতে।

তোমার মাঠের ফসল কেন হে
পরের জাহাজে ওঠে
খুদ-কুঁড়ো শুধু তোমার জন্যে
তাও কি দুবেলা জোটে
তোমার কয়লা লোহা কেন যায় আমেরিকা-রাশিয়াতে ?

তোমার বুকের ওপর চাপানো
বিরাট পাষাণ ভার
তোমাকে পিষছে দেশের মাটিতে
পুঁজিপতি জমিদার

তোমার বাঁ পাশে ডান পাশে, সাথী
উদ্যত বেয়নেট
দুশমনদের সাবাস জানায়
মার্কিন-সোভিয়েত
বিদেশী ঘাতক মেলায় যে হাত দেশী ঘাতকের সাথে।

বিরুদ্ধতার চাবুক ওঠাও হাতে
মুক্তির ডাক দুনিয়া কাঁপায়, কাঁপবে কি শংকাতে!

মে-দিন এদেশে প্রতিটি দিনই তো মে-দিন

মে-দিন এদেশে প্রতিটি দিনই তো মে-দিন
যে সকাল, যেই সন্ধ্যা-রাত্রি শোষিতের খুনে লাল
মে-দিনের গানে স্লোগানে কাঁপুক সেদিন।

হতাশার দিন দূর হটুক
ডাকে মে-দিন
দিকে দিকে মজদুর উঠুক
হাঁকে মে-দিন
লাখো শহীদের লাল খুনে লাল নিশানে কাঁপুক এদিন।

হে-মার্কেটে, একদিন সাথী প্রাণ দিয়েছিল যারা
তাদেরই রক্তে মাথা তোলে আজ
কানপুর, রাজহারা।

দেরি নয় দেরি নয় সাথী আর
ডাকে যে-দিন
গ'ড়ে তোল গ'ড়ে তোল হাতিয়ার
হাঁকে যে-দিন
জোটের জোয়ারে শেকল ভাঙার শপথে কাঁপুক এ দিন।

আন্ধারে কে গো, আন্ধারে কে

আন্ধারে কে গো, আন্ধারে কে
বসি একা ফেল চোখের জল

জমিন্দারে ভাঙছে তোর ঘর বুঝি
সাধের জমিন্ নিছে রে দখল

জমিন্দারে মারছে তোর মরদ বুঝি
টানছে রে তোর বুকের-ই আঁচল

আন্ধারে কে গো, আন্ধারে কে
বসি একা ফেল চোখের জল

দিম্-দিম্-দিম্ দিদম্-দিদম্
দিম্-দিম্-দিম্ দিদম্-দিদম্

লড়াই হাঁকে গো, লড়াই হাঁকে
দিদম্-দিদম্ বাজিছে মাদল

কাঁদিস না তুই, কাঁদিস না লো, কাঁদিস না তুই
হকের জমিন্ ছিনাই লিব, চল

চলরে মাইয়া, চলরে মরদ-দল
হকের জমিন্ ছিনাই লিব, চল।

দিদি শোন্ দুঃখের কথা কই

দিদি শোন্ দুঃখের কথা কই
দাদা শোন্ দুঃখের কথা কই
অথৈ বন্যায় ভাসে রে দ্যাশ
থৈ থৈ থৈ জল, থৈ থৈ থৈ অথৈ

মানুষ শুনি মঙ্গলে যায়
মানুষ যায় রে চান্দে
আমার দ্যাশের মানুষ বন্যায়
পইড়া আইজো কান্দে
দশা হায় রে এমনতরোই।

দিদি শোন্ লজ্জার কথা কই
দাদা শোন্ লজ্জার কথা কই
মানুষ জন্ম নিয়া আমরা
গরু-ছাগল-ভেড়ার মতন রই।

দিন যে ভাসে বানের জলে
রাইত যে ভীষণ খরায় জ্বলে
অনাহারের কাল-ছোবলে
জীবন ভাসে চোখের জলে।

তিরিশ বছর আমরা স্বাধীন
তিরিশ বছর পার

দুঃখেই তবু কাটে রে দিন
নানান্ অইত্যাচার
ভাঙ্গা কান্ধে ভূতের বোঝা বই।

দিদি শোন্ লজ্জার কথা কই
দাদা শোন্ লজ্জার কথা কই
মানুষ জন্ম নিয়া আমরা
বলদ-ঘোড়া-গাধার মতন রই।

বাপ রে কী ঘটনা ঘটিল রে

বাপ রে	কী ঘটনা ঘটিল রে কী ঘটনা ঘটিল
কংগ্রেস গিয়া জনতা আসিল।

বলি	জোতদার যে জন জোতের মালিক
জোতদারই সে রইল
আর	ঘরে ঘরে গরীব চাষী
ভুখা, নাঙা-ই রইল
শোষণ শাসন কিছুই না বদলিল।

বলি	মালিক যেজন কলের মালিক
মালিক-ই সে রইল
আর	ঘরে ঘরে গরীব মজুর
ভুখা, নাঙা-ই রইল
শোষণ শাসন কিছুই না বদলিল

বলি	লড়াই-টড়াই হয় যদি ভাই
মিলট্রি-পুলিস রইল

তাই ভিলাইয়ে মজুর, চম্পারনে
চাষীরা খুন হইল
শোষণ শাসন কিছুই না বদলিল।

আর লড়াইও ভাই রইল মোদের
লড়াইও ভাই রইল
বলি ভিলাই আর চম্পারনের
লড়াই না মরিল
মুখ বুজে সব কে কবে আর সইল ?

সব— হারার লড়াই রইল
সব পাওয়ার লড়াই রইল।

কেন খরা ও বন্যা আসে

কেন খরা ও বন্যা আসে বছর বছর
দাও আজ জবাব দাও
কেন ভাঙে ভিটে-বাড়ি, ভাসে গ্রাম ও শহর
দাও আজ জবাব দাও
মায়া- কান্নায় ভুলবো না শোষণের বঞ্চনা
দাও আজ জবাব দাও।

হায় তিরিশ বছর পার আমরা স্বাধীন
তিরিশ বছর হয়ে পার
তবু চোখের জলেই ভাসে রাত্রি ও দিন
মারী ও মড়ক, হাহাকার

বলি   প্রশাসনে বসে তবে করলেটা কি
দাও আজ জবাব দাও
বলি   আর কতকাল বলো চলবে ফাঁকি
দাও আজ জবাব দাও
মায়া-   কান্নায় ভুলবো না শোষণের বঞ্চনা
দাও আজ জবাব দাও।

যে নদী হোয়াংহো ছিলো দুঃখ চীনের / আজ তা উপ্‌চে দেয় সুখ
জলের ধারায় ভাসে ফসলের গান / আর নাচে জল-বিদ্যুৎ

হায়   গঙ্গা-যমুনা তবু আজো অভিশাপ
গঙ্গা-যমুনা তবু হায়
আহা   কত প্রাণ মুছে যায়, কে রাখে হিসাব
নিষ্ঠুর এ খরা-বন্যায়

বলি   কেন এ মৃত্যু অসহায়ের মতন
দাও আজ জবাব দাও
বলি   পশুর মতন আজো কেন এ জীবন
দাও আজ জবাব দাও
মায়া-   কান্নায় ভুলবো না শোষণের বঞ্চনা
দাও আজ জবাব দাও।

হামারে লাল রশমকা নাম

হামারে লাল রশমকা নাম
হামারে লাল রুসমকা নাম
হামারে লাল রুসমকা নাম   স্তালিন।

বুটে ও চাবুকে বাঁধা স্বদেশ
নয়া-হিটলার মাথা তোলে—
বুকে স্তালিন রুখে দাঁড়ায়
লাখো স্তালিন ক্ষেতে-কলে।

ঝড়ের আবেগে সারা আকাশ
গর্জমান
স্তালিন, যোশেফ স্তালিন হামারে
লাল নিশান।

খুনে খুনে খুনে রাঙা স্বদেশ
কে সমঝোতার কথা বলে—
বুকে স্তালিন রুখে দাঁড়ায়
লাখো স্তালিন ক্ষেতে-কলে।

হামারে লাল রশমকা নাম
হামারে লাল কসমকা নাম
হামারে লাল কদমকা নাম স্তালিন।

হুঁশিয়ার সাথী সব হুঁশিয়ার

হুঁশিয়ার সাথী সব হুঁশিয়ার
কাস্তে হাতুড়ি আঁকা মুখোশ পরে
হানাদার আসে ওই রুশিয়ার।

কেড়ে নিতে তোমার আমার
মুখ থেকে অন্ন ও জল
লুটে নিতে কারখানা আর
ঘামে ভেজা মাঠের ফসল

হানাদার আসে ওই রুশিয়ার
পথে পথে জনতার খুন ঝরিয়ে
কাবুলের আর কাম্‌পুচিয়ার।

হেঁকে বলো সইব না আর
দাস-জীবনের শৃঙ্খল
দূর হটো রুশ-হানাদার
দূর হটো লুটেরার দল

কাবুলের আর কাম্‌পুচিয়ার
সংগ্রামী গেরিলার সঙ্গে আছি
কোটি কোটি নিপীড়িত, দুনিয়ার।

ঝিম ঝিম নিশা লাগে

ঝিম ঝিম নিশা লাগে মহুয়ার বনেতে
সাজ সাজ রণ-সাজে যাইতে হবেক রণেতে।

মাইরেছি বহুৎ হাতি, ভালুক, বাঘ, বন-শুয়ার
মাইরব ইবার শালা ক্ষেতি-লুটা জমিদার।

ও সিধু—
ও কানু—
ও বিরশা—

লে সিধু গাঁইতি উঠা, লে কানু শাবল উঠা
লে সিধু টাঙ্গি উঠা, লে কানু রাইফল উঠা
লুটারে ই মাটিতে জমিদারী রাজ লুটা

লে তুহর গাঁইতি উঠা, লে তুহর শাবল উঠা
লে তুহর টাঙ্গি উঠা, লে তুহর রাইফল উঠা

ই ক্ষেতি ই ধান আমার ই দেশ আমার বোল্ রে বোল্
বিরশা হুকুম পাড়ে, খোল রে তুহর বাঁধন খোল।

ঝিম ঝিম নিশা লাগে মহুয়ার বনেতে
সাজ সাজ রণ-সাজে, যাইতে হবেক রণেতে।

দেখেছো যা সব কিছু পাল্টায়

দেখছো যা সব কিছু পাল্টায়
এই ধানে চাল হবে
ভাত হবে জেনো এই চালটায়।

চাল থেকে হতে পারে মুড়িও
কাচের গেলাস হয়
কাচ থেকে হতে পারে চুড়িও।

তোমরাও পাল্টাবে সকলে
ছোট আছো, বড় হবে
সব কিছু হবে ঠিক দখলে।

কেউ কবি হবে কেউ ডাক্তার
কেউবা যোদ্ধা হবে
রাক্ষসী? কেটে দেবে নাক তার।

পাল্টাবে সাথে সাথে দেশটা
আজ তাই ছুটোছুটি
ঘাম-ঝরা সকলের চেষ্টা।

সব ভালো, ভালো যার শেষটা॥

আগুন আগুন ছড়িয়ে দে

সূয্যি মামা! সূয্যি মামা!
আমরা ভাগ্নে-ভাগ্নি তোর
কেন তবে এমন শীতে
কাঁপছি বসে রাত্রিভোর?

কাঁপছি বসে কাঁপছি শুধু
কাঁদছি বসে কাঁদছি শুধু
ঘুমিয়ে তবু সারাটা দেশ
নেই খোলা নেই একটি দোর।

দ্যাখ তাকিয়ে সারা শরীর
বিশ্রী ফাটায় ফাটায় হাঁ
হায়, কী ভীষণ যন্ত্রণাতে
গুমরে কাঁদে শহর-গাঁ।

গুমরে কাঁদে গাঁয়ের চাষী
বস্তি-মজুর, দুঃখী মাসি
একটু আগুন, উত্তাপ নেই
হায়, জমে যায় বুকের ছা।

সূয্যি মামা! সূয্যি মামা!
চুপ করে আর থাকিস নে
উগরে-ওঠা বুকের আগুন
স্তূপ করে আর রাখিস নে।

আগুন আগুন ছড়িয়ে দে
আগুন আগুন ভরিয়ে দে
আগুন আগুন না-দিস যদি
ভাগ্নে বলে ডাকিস নে
ভাগ্নি বলে ডাকিস নে।

মানুষের হাতে গড়া মানুষের দেবতারা

মানুষের হাতে গড়া
মানুষের দেবতারা
মানুষের মতন সবাই
উদ্ভট আজেবাজে
প্রশ্নেরা মাঝে মাঝে
এ মগজে ভিড় করে তাই।

ভাবি একটি ঘোড়ার যদি জানা থাকতো
খোদাই করার যাদুবিদ্যা
তবে তার গড়া ঈশ্বর কেমন হোত—
হোত কি ঘোড়ার মতো ঠিক তা?

মাঝে মাঝে মাঝরাতে
স্বপ্নের বিছানাতে
গাধা এক, দেখি, ছবি আঁকে দেবতার

আঁকা তার শেষ হলে
হায় রে, তা হাতে তুলে
দেখি, সে এঁকেছে ছবি একটি গাধার।

ভাবি সত্যি গাধার যদি জানা থাকতো
তুলি ধরবার যাদু-বিদ্যা
তবে তার আঁকা ঈশ্বর কেমন হোত—
হোত কি গাধার মতো ঠিক তা?

মানুষের হাতে গড়া
মানুষের দেবতারা
মানুষের মতন সবাই
উদ্ভট আজেবাজে
প্রশ্নেরা মাঝে মাঝে
এ মগজে ভিড় করে তাই।

উলু উলু উলু দে

উলু উলু উলু দে
হলুদ মাখা কনেকে
বিকেলে আজ বিয়ে রে ভাই বিকেলে আজ বিয়ে
আসছে ইন্‌জীনিয়ার বর
মাথায় শোলার টোপর
ইন্‌জীনিয়ার বর আসছে টোপর মাথায় দিয়ে।

পাত্র ভালো, এক-পয়সা পণ নেবে না সে
শুধু কনেকে তার মনের মতো সাজাতে বলেছে
বলেছে গলায় সোনার হার দিও কানে সোনার দুল

হাতের বালা তো দেবেই, বাউটি দিতে হয় না যেন ভুল
আর যা বাকি টুকিটাকি
তা আর থাকবে কি না-দিয়ে !

পাত্র খুবই শিক্ষিত, তাই, পণ নেবে না সে
শুধু লোক-নিন্দার ভয়ে কিছু জিনিস চেয়েছে
চেয়েছে একটি কালার টি. ভি. একটি রেফ্রিজারেটার
সোফা আলমারী, খাট আর একটি বাজাজ-স্কুটার
আর যা বাকি টুকিটাকি
তা আর থাকবে কি না-দিয়ে :

উলু উলু উলু দে
হলুদ মাখা কনেকে
বিকেলে আজ বিয়ে রে ভাই বিকেলে আজ বিয়ে
আসছে ইন্‌জীনিয়ার বর
মাথায় শোলার টোপর
ইন্‌জীনিয়ার বর আসছে টোপর মাথায় দিয়ে ।

নদী শুখা পোখৈর শুখা

নদী শুখা
পোখৈর শুখা
ক্ষেত-মাঠ শুকালো
ই বছর খাজনা ছাড়ান দাও, ও মহাজন
ই বছর খাজনা দিতে লাইড়বো ।

চারিদিকে হাহাকার
চোইখেতে অন্ধকার

কুনোদিকে কুনো গতি নাই
ঘরে ছেইলে ন্যাংটো
চুলাও নিবস্ত
ই বছর খাজনা কুথা পাই, ও মহাজন
ই বছর খাজনা দিতে লাইড়বো।

নদী শুখা
পোথৈর শুখা…

জ্বইলছে চৈতমাস
জ্বইলছে হাড়-মাস
সাফ্ কথা বইলছি শুনো ভাই
খাজনা দিতে লাইড়বো
খাজনা দিতে লাইড়বো
ই বছর খাজনা দিব নাই, ও মহাজন
ই বছর খাজনা দিতে লাইড়বো॥

আমরা দেবো বোবাকে ধ্বনি

আমরা দেবো বোবাকে ধ্বনি
খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ
অসম্ভবের পথে হেঁটেই
আমাদের আনন্দ।

দু'হাত ভরে ভোরের মাঠে
সূর্য ছড়ায় সোনা
মুক্তো ছড়ায় অন্ধকারে
লক্ষ লক্ষ জোনাক

দেখতে যারা পায় না, তারা
চোখ থাকতে অন্ধ
অসম্ভবের পথে হেঁটেই
আমাদের আনন্দ।

মাথার ওপর খোলা আকাশ
পায়ের নিচে মাটি
মিলেছি এই ছাতিম তলায়
গোটা আকাশ ছাতিম

আমরা হাঁটি যেখানে মাটি
মানি না প্রতিবন্ধ
অসম্ভবের পথে হেঁটেই
আমাদের আনন্দ।

আর কতকাল, বন্ধু

আর কতকাল, বন্ধু
আর কতকাল
এই অপমান, বন্ধু
আর কতকাল

বানে ডুবে, খরায় জ্বলে
তবু এ জীবন মাথা তোলে
মরনা রে, তাই চুপি চুপি
মরণ কাটে খাল—
কখনো চাষনালা, বন্ধু
কখনো ভূপাল / আর কতকাল…

নিজ দেশে পরবাসী

জীবন জুড়ে মরণ-ফাঁসি

দিন বদলায় মন বদলায়

বদলায় না এই হাল

কখনো চাষনালা, বন্ধু

কখনো ভূপাল / আর কতকাল…

কথা : বিপুল চক্রবর্তী

সুর : বিপুল চক্রবর্তী ও জলি বাগচি

সমস্ত হত্যার জবাব চাই

সমস্ত হত্যার জবাব চাই
মরেছে হাজার বোন, লাখো লাখো ভাই
সমস্ত হত্যার জবাব চাই।

ক্ষমা নয়, ক্ষমা নয়, শত্রুকে ক্ষমা নয়
শত্রু কখনো ক্ষমা করেছে থোরাই !

দন্ত দেখানো ভাই তদন্ত নয়
বিচারের নামে আর প্রহসন নয়

তদন্ত করবে কে, এ 'জনতা' সরকার ?
ভিলাইয়ে শ্রমিক খুন করেছে এরাই।

দন্ত দেখানো ভাই তদন্ত নয়
বিচারের নামে আর প্রহসন নয়

জনগণ, জনগণই করবে বিচার, জেনো
হত্যার এ কারাগার ভাঙবে তারাই।

সমস্ত হত্যার জবাব চাই
মরেছে হাজার বোন, লাখো লাখো ভাই
সমস্ত হত্যার জবাব চাই।

কথা : বিপুল চক্রবর্তী
সুর : জিতেন নন্দী

চাই না মিছিল হাজারো অশ্বখুরে

চাই না মিছিল হাজারো অশ্বখুরে
পতাকার ঝড় চাই না শহর জুড়ে
ঝড়ের পতাকা, যে-দিন তোমার
ঝড়ের পতাকা চাই।

স্বদেশ আমার বুটে ও চাবুকে ঘেরা
দিনে দিনে আরো সতর্ক ঘাতকেরা
তবু তোলপাড় মাটি ও পাহাড়
চড়াই ও উৎরাই।

চাই না সাজানো মঞ্চ এমন দিনে
ফুলের মোড়ক বামে আর দক্ষিণে
চাই না সভার সমারোহ আর
আলোকের রোশনাই।

স্বদেশ আমার সাথীদের খুনে লাল
খুন যত ঝরে ঢেউ তত উত্তাল
বারেবারে মার খেয়েও আবার
ফিরে আসি আমরাই।

চাই না মিছিল হাজারো অশ্বখুরে
পতাকার ঝড় চাই না শহর জুড়ে
ঝড়ের পতাকা, যে-দিন, তোমার
ঝড়ের পতাকা চাই॥

কথা : বিপুল চক্রবর্তী
সুর : অভিজিৎ বসু

নদীতে থাকে না নদী, পাহাড়ে পাহাড়

নদীতে থাকে না নদী, পাহাড়ে পাহাড়
জলের ভূগোল সরে যায়, মাটির ভূগোল সরে যায়
চারপাশে তোমার আমার।

নদীর মাছেরা সব জানে—
এক স্রোতে ডিম রেখে অনায়াসে ভেসে যায়
অন্য স্রোতে অন্য কোনোখানে।

রাজা বা রাজত্ব বলে কোনো শব্দ নেই প্রকৃতির
পায়ের নিচের মাটি চির-অস্থির।

পাহাড়ী পাখিরা সব জানে—
এক গাছে বাসা ফেলে অনায়াসে চলে যায়
অন্য গাছে অন্য কোনোখানে।

নদীতে থাকে না নদী, পাহাড়ে পাহাড়
জলের ভূগোল সরে যায়, মাটির ভূগোল সরে যায়
চারপাশে তোমার আমার।

কথা / সুর : শ্যামল সেনগুপ্ত

আর না আর না আর না

আর না আর না আর না
বিশ্বের দুয়ারে আজ যুদ্ধের দামামা
আর না আর না আর না ॥

মুক্ত দিন, মুক্ত প্রাণ, মুক্ত প্রতি নিঃশ্বাসে
সভ্যতার শত্রু আজ বিষ ছড়ায় বাতাসে
যুদ্ধবাজ দস্যুহাতে মানবতার লাঞ্ছনা
আর না আর না আর না ॥

যুদ্ধ নয় যুদ্ধ নয় তোলো শান্তি পতাকা
মুক্ত কণ্ঠে তোলো আওয়াজ সইবো না এ হিংস্রতা
দেখিতে চাহি না আর নাগাসাকি হিরোসিমা
আর না আর না আর না ॥

কথা / সুর : নীতিশ রায়

দেরে নানা দেরে নানা দেরে নানা নিয়া

দেরে নানা দেরে নানা দেরে নানা নিয়া
আইসছে মাসের দশ তারিখে হইব আমার বিয়া
(হেই) নিমন্তইন্ন কইরলাম মুখে যাইও না ভুলিয়া
ভাই বন্ধু এস তোমরা সকলে মিলিয়া
(হেই) নানা আস সাথী আস দাদা আস হ
বিহাতে ফুরতি করব।

[বিহা ত কইরবা, ত মেইয়া কুথাকার বট্যে ?]
পাশের গাঁয়ে পুবের পাড়া নদীর বাঁক্যের কাছে
যেইখানেতে দেইখবা কয়খান কুইরা ঘর আছে
আদিবাসী বিশুরু সর্দার জনমজুরী খাটো
তাহার মেইয়া ছায়ারাণীর সাথে—
হমার বিহা হইব বট্যে।

[সি ত বুঝলম, কিন্তু মেইয়া কাজ-কাম জান্যে ত ?]
(আরে) রান্নাবান্নায় ভাল সে যে কাঁথা সিলাইতে পারে
(আর) আইলপন দিয়া ঘর সাজাইয়ে, মুর্গী পাল্যে ঘর্যে
বাঁশির সুরে গাইতে পারে নাচতে পারে ভালা
সত্যি কথা বইলতে কি ভাই—
(মেইয়াটা না) হমায় বাসে বড ভাল।

[আরে শুধু ভালবাইসলেই চইলবেক নাই, মেইয়া দেখতে-শুইনতে কেমন ?]
(আরে) দেখতে-শুইনতে মোটামুটি নয়কো আহামরি
(তবে) মাথা উঁচা কইর‍্যা চলে ত্যাজে বলিহারি
এই তো সিবার একদিন জমি দখল করার দিনে
উহার ত্যাজ দেখিয়া রঙ লাইগল—

হমার পুরা মনে।

[ত যেদিন তুমার পুরা মনে রঙ লাইগ্‌ল, সিদিনকার ঘটনা সবাইকে বুল—]

এই তো সিবার দখল করি জোতদারের খাসজমি

(তাই) সবাই মিল্যা চললাম লিয়া লাঠি-বল্লম-টাঙি

(হেই) জোতদার শালো হমার বুকে বন্দুক তাক্ করে

(আর) ছায়ারাণীর হাতের হেঁসো

(পড়ল) ঐ জোতদারের ঘাড়ে।

[সি তো বুঝলম, কিন্তু বিহাকে টাকা-পয়সা লিচ্ছ ত ?]

(আরে) ট্যাকা-পয়সা লিয়া বিহা না করিব আমি

সেও যেমন বহু আমার আমিও হব্য স্বামী

গরীব ঘরে আমি খাটব, সেও খেট্যে খাবে

ট্যাকা লিলে ছায়ারাণীর কাছ্যে—

(হমার) ইজ্জত চল্যে যাবে।

[ত ট্যাকা-পয়সা লাই লিলে। গ্রাম উজাড় কইর‍্যে ত বুলছ—ত খাওয়াইবা

কি ? মাংস-পুলাও হব্যে ত ?]

(আরে) মাংস-পুলাও না হব ভাই, না হব মিঠাই

(তবে) আইরেট চাইলের ভাত হব, ডাল হব কলাই

গাছের বেগুনভাজা দিব আর দিব ঝাল

(এই) ভোজ খেইয়ে সাথী কেও

(হমায়) দিও না কো গাল।

[মাংস-পুলাও ত হবেক লাই, কিন্তু আসিবাসীর বিয়া—একটু তাড়ি মদের

সাঁঝান দিবা ত ?]

(আরে) তাড়ি-মদের হাড়ি সেদিন উল্টাইয়া রাখিব

(আর) ঝুমুর লাচের তালে গণসঙ্গীত গাহিব

মাতাল হইলে কারো মাথায় বুদ্ধি থাকে লারে

(এমন) সুহাগ রাতটা মাতাল হইয়ে

(হামি) নষ্ট করি কেমন করে ?

[বড় তো চেটাং-চেটাং বইলছ, বহুত দেখেছি যে শালো বিহা করেছে, উ
শালোয় লড়াই ছেড়ে দিছে। তুমিও কি সি মতলব ভাবছ গা ?]

(আরে) লড়াই কইরো পেলাম জমি, পেলাম ছায়ারাণী

(সেই) লড়াই যদি দিই ছাড়িয়া হবে যে বেইমানি

বেইমান মরদ কুন মানুষ / মাইয়া ভালবাসে লারে

(তাই) বেইমান হইয়ে বাঁচার চেয়ে

(হামি) বাঁচব লড়াই করে।

আমরা নওজোয়ান নওজোয়ান নওজোয়ান

আমরা নওজোয়ান নওজোয়ান নওজোয়ান

কালো রাত্রির বুকে তীব্র ঘোষণা নওজোয়ান

আটটা-নটার সূর্য সোনালী দীপ্ত প্রাণ

কালবৈশাখী দারুণ আবেগ ঝড় তুফান

চলো একছুটে পাহাড়ে উঠে

লাথি মেরে ভাঙি পাহাড়টা

মোদের হিম্মৎই সমুদ্রের গতি

পালটে দিতে পারে হাঃ হাঃ হাঃ

জীবন যখন দীপান্তরে পথহারা

আমরা তখন ভবিষ্যতের ইশারা

ভায়ের খুন দেখে মায়ের কান্নাতে

হৃদয় যখন গুমরে ভেঙে যায়

তখন এই বয়স দেখায় দুঃসাহস

রুখে দাঁড়াই দারুণ দৃঢ়তায়

(হয়) শত্রুর হাত পাঞ্জা লড়ে দিই ভেঙে

(নয়) আমার খুনে মায়ের আঁচল যাক রেঙে

শ্রমিক-কৃষাণে জীবন সংগ্রামে
(কিংবা) মুক্তিযুদ্ধে যখনই দিয়েছে ডাক
মোদের দৃপ্ত প্রাণ ধরে লাল নিশান
দিয়েছি জীবন আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে
(ঐ) নকশালবাড়ি তেলেঙ্গনার প্রান্তরে
কাকদ্বীপ আর বোম্বাইয়ের বন্দরে

কথা ও সুর : জর্জ মিরজাফর গোস্বামী

আমি আগে করি পয়গম্বরের চরণ বন্দনা

আমি আগে করি পয়গম্বরের চরণ বন্দনা
তারপরেতে গাজীর গান শুনেন সর্বজনা।
শুনেন বন্ধুগণ দিয়া মন দেশের কাহিনী
সম্প্রতি হইয়াছে যাহা লোক জানাজানি।

শুনেন জবর খবর মড়া কবর থেকে উঠবে নেচে
আর লাজের চোটে কাটা ছাগল সাতবার উঠবে হেঁচে।
'নয়া জারের কথা' শুনে ব্যথা পাবেন সত্য কথা
আর লম্বা চওড়া বাক্যি শুনে ধরবে আপনার মাথা।
'লেনিনের খ্যাশের নেতা' ব্রেজনেভ হেথা
আইনেল মোদের খ্যাশে
গণ্ডায় গণ্ডায় চুক্তি হইল কত কলম পিষে

'ন্যাকা চৈতন্য' গণ্যমান্য কত মহাজন
চুক্তি কইরা খ্যাশটারে ভাই দিলরে বন্ধন।
'এমন বদের ধাড়ি', ন্যাকা ভারি অহিংসাকে ভুলে
সামরিক চুক্তি হইয়া গেল, গেল কাছা খুলে।
'ভিলাই বানাইল' পিঠ কিলাইল ঐ রাশিয়ান
আর রেডিওতে রোজ শুনি সমাজবাদের গান।

'খ্যাশে খাদ্য নাই' কি বালাই জোতদার চাষী চোষে
আর বড় ন্যাতায় গরিবী হঠায় ঠাণ্ডা ঘরে বসে।
'দালাল কাগজগুলো' কানে তুলো, মহিমা প্রচার করে
সমাজবাদ আসবে খ্যাশে কেবল গলার জোরে।

'তিরিশ বছরে' জনম ভরে বাণী শুনে গেলাম
আর আমরা যত হাড় হাভাতে অশ্বডিম্ব পেলাম।
'নানান রং-এর ন্যাতা' ঢং-এর কথা গদী চড়ে বসে
আমার মাথায় কাঠাল ভাঙ্গে ত্যাল মারি কষে।

'আসবে সমাজতন্ত্র' কত যন্ত্র এল বিদেশ থেকে
(আর) গরীব দ্যাশে থাকবে নাকো বলেন ন্যাতা হেঁকে।
'প্যাঁচায় ডিম পেড়েছে' ঘর ভরেছে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি
আমেরিকার সাথে আহা হোক না মধুর আড়ি।

'অভিমান করেছে' প্রাণ কেঁদেছে মার্কিন নিক্সন
রাশিয়া থেকে এল কত বিশেষ বিশেষ জন।
'ট্রাক্টর দিয়াছে' সুদ নিয়েছে দ্বিতীয় সেতু হবে
(আর) দেশের লোকে ঘটি বাটি বেচে হাওয়া খাবে।
'পাতাল-রেল চলিবে' ফল ফলিবে রাশিয়ার ঘরে
দেশের লোকে ঋণ শুধিতে না খাইয়া ভাই মরে।

'চাইলের দাম বেড়েছে' লোক মরিছে কি বা আসে যায়
সমাজবাদের শ্লোগান দেখ দ্যাওয়ালের গায়
'দ্যাশের অগ্রগতি' তরে ক্ষতি হবে অল্পস্বল্প
(আরে) এর চাইতেও তো ভাল ছিল গাঁজাখোরের গল্প

'সবুজ বিপ্লব হবে' লোকে খাবে বড় ভুট্টার দানা,
বিদেশ থেকে এল কত গরু, দুধ আর ছানা।
'অপসংস্কৃতি' তরলমতি বালক বালিকায়
কাঁচা মাথা খায় চিবাইয়ে প্রেম সিনেমায়।
('ট্যাক্স কমিবে' মদত দিয়ে ভাবেন পাবে পার)
(আর) জেলে না হয় থাকবে বন্দী কয়েক হাজার।

'তাতে কি হয়েছে' আরও রয়েছে লক্ষ হাজার কোটি
(আর) রক্ত দিয়ে রাখব কেড়ে আমার হকের মাটি।
'তোমরা জেনে রাখ' টিকে থাক আর শেষ কয়টা বেলা
(আর) শ্রমিক কৃষক জুটল এবার খতম তোদের খেলা।
'কলের মালিক যত' তোদের মতো জোতদারও যাবে
(এই) লক্ষ জন গেছে ক্ষেপে তাদের কে ঠেকাবে।
'তোদের ভণ্ড বাবা' যেন হাবা এই রাষ্ট্রযন্ত্র
(আর) শ্মশানেতে চিতা জ্বলে দেখে পাইনে অন্ত।

'শুনেন বন্ধুগণ' করেন পণ যায় যাক প্রাণ
শপথ করেন অস্ত্র ধরেন হয়ে এক প্রাণ।
শুনলেন গাজীর গান।

কথা / সুর : অশোক দে

কমরেড বলে ডাক দিলে কেউ কমরেড বলে ডাক

কমরেড বলে ডাক দিলে কেউ কমরেড বলে ডাক
বুকের ভেতর রক্তে ছলাৎ ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ
ধু ধু বালিয়াড়ি উদ্দাম নদী পাহাড়ের ব্যারিকেড
সব মিলেমিশে তাই একাকার কমরেড কমরেড—কমরেড কমরেড
(দেখ) লাখো হৃদয়ের বন্দরে এক সূর্য ওঠে
লাখো স্বপ্নের অরণ্যে সেই একই ফুল ফোটে
লাখো শহীদের সবুজ সমাধি রক্তে পিছিল পথ
তোমাকেই তাই ডাকে বারবার দুর্জয় দুর্বার
কমরেড কমরেড—কমরেড কমরেড
কমরেড মানে পাশাপাশি থাকা কমরেড মানে সাথী
কমরেড মানে নতুন পৃথিবী নতুন একটা জাতি

(দেখ) তৃতীয় দুনিয়া রাগে গর্‌গর্‌ ফুঁসছে—
কারাগার ভেঙে মুক্ত আলোয় তোমাকেই কাছে ডাকছে
চাবুকের নীচে রক্ত-ঘামের
তুমিও তো ভাই কালো মানুষের একজন
দেবে না কি সাড়া, সাড়া দেবে না কি
উত্তাল এই ডাকে ? —কমরেড কমরেড—কমরেড কমরেড

কথা : সুস্মিতা চক্রবর্তী

সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

অনেক ডেকে মিছিল গেছে ফিরে

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়েছিলো পাড়া
নাকি তুমিই ঘুমের ঘোরে ছিলে ?
পাড়ায় তখন ছিলো প্রাণের সাড়া
তোমার দুয়ার বন্ধ রেখেছিলে।

উঠোন ভরা সবুজ নরম ঘাস
চাঁদের আলোয় কখনো-বা ঘুম আসে
তোমার ঘরে মৃদু ফুলের বাস
বাইরে তখন রক্তগন্ধ ভাসে।

সুখের মতোই ব্যথা তোমায় ঘিরে
অনেক ডেকে মিছিল গেছে ফিরে
আঁধার প্রদোষ তুমি আপনহারা
জাগছে সারা পাড়া আলো জ্বালিয়ে ॥

দ্বার খোল্ দ্বার খোল্ এত জনকল্লোল

দ্বার খোল্ দ্বার খোল্ এত জনকল্লোল
চেয়ে ছাখ্ বুঝি বাঁধ ভেঙেছে
দুর্জয় শপথে গর্জায় লাখো স্বর
লাখো প্রাণ প্রতিবাদে জেগেছে ॥

ক্লান্তির দিন নেই ভীরুতার রাত শেষ
কেটে যায় এ দ্বিধার কুয়াশা
সূর্য ওঠার রঙে রাঙানো দিগন্তে
নেই আর সংশয় হতাশা
বজ্রের গর্জনে এ মিছিল উতরোল
লাখো হাত করতালে বেজেছে ॥

চেতনার দরজায় দিয়েছিস খিল তুলে
স্বার্থের আলেয়ায় অন্ধ !
মুক্তির দাবানলে প্রেরণার বন্যায়
তোর দ্বার রইবে কি বন্ধ ?
কান পেতে ঐ শোন্ সাগরের কলরোল
জীবনে জীবন বুঝি মিলেছে ॥

কথা : সুস্মিতা চক্রবর্তী

সুর : দিলীপ সেনগুপ্ত

ও সাথীরে ও সাথীরে

ও সাথীরে ও সাথীরে
গানের ভাষা বলবে কেমন করে
রক্তমাখা তেরটি প্রাণের কথা !
চোখ বুজলে অন্ধকারেও
শহীদের ঐ রক্তরেখা
মনের গভীরে আঁকা ।

কথার সুরে কান্না ফোটে
মায়ের বিলাপ বধূর হাহাকার
গান কবিতা বলতে পারে তা কি
জীবন-নদীর কেমন ভাঙে পাড় !

গানের সুরে পাই যে ভাষা
অশ্রুঝরা কণ্ঠে ঘৃণার স্বর
আকাশভরা কান্না মুছে নিয়ে
উঠলো যে আজ প্রতিবাদের ঝড় ॥

[৫ জুলাই, ১৯৮৩—মালদহ জেলার মালোপাড়ায় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ভাড়াটে-বাহিনী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ১৩ জন কর্মীকে হত্যা করে। তারই প্রতিবাদে রচিত ও সুরারোপিত এ গান।]

কথা : অমিত বসু/অনুপ মুখোপাধ্যায়

সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

বঞ্চনা রাত বদলে আনবো

বঞ্চনা রাত বদলে আনবো
নতুন দিনের মুক্ত ভোর
সেই শপথে জাগে প্রহর
সেই শপথে জাগে প্রহর···
বাঁচার দাবিতে উত্তাল করো
মাঠ ময়দান গ্রাম শহর
সেই শপথে জাগে প্রহর
সেই শপথে জাগে প্রহর ॥

ভাগ্যের দোষ দিয়ে হা-হুতাশ
আর নয় আর কান্না নয়
জুলুমের ঐ লাঠি-বন্দুকে
আমরা তো আর পাই না ভয় ;
দানবের হাত কোটি হাতে রোখো
কাটাও স্তব্ধ ঘুমের ঘোর
সেই শপথে জাগে প্রহর
সেই শপথে জাগে প্রহর ॥

প্রতিষ্ঠার ঐ আলেয়ার পিছে
আর নয় মিছে ধাওয়া নয়
ও পথের বাঁকে পাতা আছে ফাঁদ
পদে পদে পথ হারানোর ভয় ;
মাঠে-বাটে-কলে লাখো কোটি হাতে
ভেঙে ফ্যালো এই শৃঙ্খল-ডোর
সেই শপথে জাগে প্রহর
সেই শপথে জাগে প্রহর ॥

কথা : কল্লোল দাশগুপ্ত

সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

খুনে খুনে আজ জমা আছে

খুনে খুনে আজ জমা আছে ছাখো
লাখো মানুষের ক্ষোভ,
জেনো সাথী প্রতি রক্তকণিকা
দারুণ বিস্ফোরক ॥

মিছিলে মিছিলে বজ্রমুঠিতে শপথ দুর্নিবার।
হানো হানো হানো, সাথী আজ হানো,
হানো আজ শেষ আঘাত।
সে আঘাতে জেনো ভেঙে পড়বেই
পরগাছা এ শোষক।
জেনো সাথী প্রতি রক্তকণিকা
দারুণ বিস্ফোরক ॥

শেষ যুদ্ধের ডাক শোন ওই বজ্রনির্ঘোষে।
ঘোষণা যে বাজে আগামীর,
কালবৈশাখী মেঘেতে।
গানে গানে মোরা ভরাবো আকাশ,
যত মূল্যেই হোক।
জেনো সাথী প্রতি রক্তকণিকা
দারুণ বিস্ফোরক ॥

কথা / সুর : কল্লোল দাশগুপ্ত

যখন কাউকে বলতে শুনি

যখন কাউকে বলতে শুনি
কোভালাম সমুদ্রতীরে ;
যখন কাউকে বলতে শুনি
তাজমহলে যমুনার ধারে ;
যখন কাউকে বলতে শুনি
দার্জিলিং-এর শৈল শিখরে ;
এ আমার জন্মভূমি।
তখনই মনে হয়, সে কি মাতৃভূমিও নয় !
নয় নয় নয় সে আমার মা নয়।
আমি যে দেখেছি—
খরায় উজাড় হওয়া নীরব শ্মশান কত গ্রাম।
আমি যে দেখেছি—
শহর প্রান্ত ঘেরা বস্তিতে ধুঁকে মরে অনাহারী প্রাণ।
আমি যে দেখেছি—
শতছিন্ন বসনে ঢাকা মানুষের দীর্ঘ সারি।
আমি যে দেখেছি—
ঘেন্নায় নীল হয়ে নিজেকে বেচতে আসা হাজারো নারী।
গ্রীষ্মে ঝলসে যায়, শীতে নেই আশ্রয়,
আমার মায়ের জানি এই পরিচয়।
সুন্দর সুন্দর বালুকাবেলায় আর পাহাড়চূড়ায়,
যে জন্মভূমি আছে—
সে আমার মা নয়।

কথা : সংযুক্তা বসু

সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

আকাশে মেঘ ভেলা

আকাশে মেঘ ভেলা
পরাণে দেয় দোলা
আয়রে তুচ্ছ দুঃখ ভুলে
জীবনে সুর মেলা।

শোন্...
কান পেতে ঐ শোন্ শোন্
আগমনীর গান আজ কোন্
এনেছে নতুন প্রাণ
তুচ্ছ স্মৃতির ব্যথার গীতির
বাঁধন ছাড়িয়ে আন
লা—রা—লা রা লা—লা—লা
আয় রে সবাই কাঁচা পাকা
সবুজ অবুঝ আয়
গণ্ডী-টানা জগৎ ফেলে প্রাণের মোহনায়
আয় আয়
শিশিরে ভিজেছে ঘাস
শেফালী আনে সুবাস
সাজ আজ তুই নতুন সাজে
মেটাতে ছুটির আশ।

শোন্...
শোনরে নতুন দিনের বাঁশি
সবাই মিলে আয় ভাসি
এই জীবন জোয়ারে

সকল অতীত বিভেদ ভুলে
সবার হাত ধরে
লা—রা—লা রা লা—লা—লা
আয়রে সবাই ছেলেবুড়ো, ছোটো বড়ো আয়
আঁধার দিনের গ্লানি মুছে আলোর নিশানায়
আয় আয়
শিশিরে ভিজেছে ঘাস
শেফালী আনে সুবাস
সাজ আজ তুই নতুন সাজে
মেটাতে ছুটির আশ ॥

কথা / সুর : অভিজিৎ বসু

নদীর স্রোতের মতো বহতা ধারায়

নদীর স্রোতের মতো বহতা ধারায়
জীবনস্রোতে তোমায় চলতে হবে
ভাঙা-গড়ার এই অবিরত কর্মশালায়।

জীবনবিমুখ কোনো মানুষের মন
ও সে শুকিয়ে যাওয়া কোনো নদী
মিলতে পারে না মোহানায়।
ভাঙা-গড়ার এই অবিরত কর্মশালায়॥

সংঘাতে পোড়-খাওয়া মানুষের মন
ও সে ক্ষিপ্র নদীর মতো পায় যে গতি
শেষে সাগরে মিলায়।
ভাঙা-গড়ার এই অবিরত কর্মশালায়॥

२

কথা : মহম্মদ ইক্‌বাল

সুর : রবিশংকর

সারে জহাঁসে অচ্ছা

সারে জহাঁসে অচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা
হম্ বুলবুলেঁ হ্যঁায় ইসকী, য়ে গুলিস্তাঁ হমারা।

গুরবত্ মে হোঁ আগর হম্, রহতা হ্যায় দিল্ বতন্‌মে
সমঝো বঁহী হমেভী দিল হো জহাঁ হমারা ॥

পর্বত বো সবসে উঁচা, হমসায়া আসমাঁকা
বো সন্তরী হমারা, বো পাসবাঁ হমারা ॥

গোদ্‌মে খেলতী হ্যঁায়্ জিসকী হাজারো নদীয়াঁ
গুল্‌শন্ হায় জিন্‌কে দম্‌সে, রশ্‌কে জিনা হমারা।

অ্যায় আবেরওদে গংগা, বো দিন্ হ্যায় য়াদ তুঝকো
উতরা তেরে কিনারে জব কারবাঁ হমরা ॥

মজহব্ নহী শিখাতা আপস্‌মে ব্যয়ের রখনা
হিন্দী হ্যঁায়্ হম, বতন্ হ্যায় হিন্দুস্তাঁ হমারা ॥

কথা/সুর : রাম সিং

কদম কদম বঢ়ায়ে জা

কদম কদম বঢ়ায়ে জা
খুশীকে গীত গায়ে জা
য়ে জিন্দেগী হ্যায় কৌম কে
তো কৌম পে লুটায়ে জা ॥

তু শের-এ-হিন্দ আগে বঢ়
মরণেকে ফিরভী তু ন ডর
উড়াকে দুশমনোঁকা শর
খুশী বতন উড়ায়ে যা ॥

তেরী হিম্মৎ বড়তী রহে
খুদা তেরী পুকার রহে
জো সামনে তেরী খড়ে
তু ভাগ মে মিলায়ে জা ॥

চলো দেহ্‌লী পুকার রহে
কৌমী নিশান সম্‌হাল কে
লাল কিলেপে গাঢ় কে
লড়ায়ে যা লড়ায়ে যা ॥

[ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত করতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের মার্চিং সং হিসাবে গানটি বিখ্যাত।]

কথা / সুর : হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

অব্ নভমে পতাকা নাচত হ্যায়

অব্ নভমে পতাকা নাচত হ্যায়, নাচত হ্যায়
বাহ্‌রে উস্‌কা রঙ্গ্
অব্ নভমে পতাকা নাচত হ্যায়, নাচত হ্যায়
বাহরে উস্‌কা রঙ্গ্।

অব্ ঘর ছোড়ো তুম সব নিকলো
অপ্‌নে খুঁসে লিখ্‌লো—আজাঁদী—জনতাকি আজাদী
সরমায়া দারোঁকি (সব অত্যাচারোঁকি) বরবাদী।

নিকলো নিকলো, চলো চলো
অব্ শুরু হুয়ী হ্যায় জঙ্গ
আরে বাহ্‌রে উস্‌কা রঙ্গ
জনতাকী অন্তিম জঙ্গ— আ-হা-হা-হা-হা-হা
আ-হা-হা-হা-হা-হা
অব্ নভমে পতাকা নাচত হ্যায়—বাহরে উস্‌কা রঙ্গ (রঙ্গ্ রঙ্গ্) ॥
হা-রে গুলামী—
আজাদী চীজ বহুত্ হ্যায় দামী—
য়হু রক্ত বহাকে খরিদেংগে
অপ্‌না ক্যা হ্যায় জো নহী দেংগে
আজাদীকো হম জীতেংগে
(হা) গুলামীকে দিন বীতেংগে—আজাদী—
অব্ শুরু হুয়ী হ্যায় জঙ্গ
আরে বাহ্‌রে উস্‌কা রঙ্গ
জনতাকী অন্তিম জঙ্গ
হম বদল্ দেংগে সব ঢঙ্—আ-হা-হা-হা-হা-হা
আ-হা-হা-হা-হা-হা
অব নভমে পতাকা নাচত হ্যায়—বাহরে উসকা রঙ্গ (রঙ্গ্ রঙ্গ্) ॥

কথা / সুর : বিনয় রায়

সুনো হিন্দকে রহনে বালোঁ সুনো সুনো

সুনো হিন্দকে রহনে বালোঁ সুনো সুনো—
তুম হিন্দু হো য়া মুসলিম হো
আওরত মরদ অমীর ফকির সভি তুম সুনো সুনো।

আজাদীকা ঝণ্ডা জিসনে উঁচা রখা হ্যায়
দুশমনকে মুকাবিল জিসনে ময়দান লিয়া হ্যায়্
বো হিন্দুস্থান কি পূরব দুয়ারি বংলাকে ইন্সান
ভুখ্ সে লড়কর কর রহে হ্যায় জিন্দগী কুরবান
সুনো সুনো।

বেকার তুমহারা দৌলত হ্যায় জব ভাই বহন্ সব ভুখে হঁ্যায়
বেকার হ্যায় আজাদীকা নাম্ জব লড়নে বালে মরতে হঁ্যায়
হোসমে আও।

আও হিন্দু মুসলিম আও, অপনা জো কুছ হ্যায় সঙ্গ্ লাও
হাথ মিলাও আজ বংলাসে চালিস্ করোড় অব্
কদম্ বঢ়াও—সুনো সুনো।

কথা : হলধরজী

সুর : প্রচলিত বিহারী লোকসংগীত

কেক্‌রা কেক্‌রা নাম বতাউঁ

কেক্‌রা কেক্‌রা নাম বতাউঁ
ইস্ জগমে বড়া লুটেরো বাঁ হো ॥

সাম্যবাদ বিন্ কাম ন চলিহে—সুনো কিসান মজদুর বা হো ॥
মালিক অওর মহাজন লুটে—অওর লুটে ঘুষখোর বা হো ॥
মিলওয়ালা লুটে, জমিদার লুটে—মর গিয়া কিসান মজদুর বা হো ॥
পাণ্ডা অওর পুজারী লুটে
অওর লুটে ঘুষখোর বা
গুরু অওর পুরোহিত লুটে
সাধু লটে ঔর চোরবা হো ।

জার্মান লুটে জাপান লুটে
ঔর লুটে ইটালিয়া হো ।
সিঙ্গাপুর লুটা রঙ্গুন জলায়া
হিন্দপর কিয়া ধাবাইয়া হো
সোভিয়েত জিতা, জার্মান হারা
মর্ গিয়া ফ্যাশিস্ট গুণ্ডা হো ।
জাপান লুটে, চীননে রোকা—রোকে হিন্দকে জনতা হো ॥

কথা : জলি কাউল

সুর : নিখিল সেন

মজদুর মজদুর মজদুর হ্যঁায় হম্

মজদুর মজদুর মজদুর হ্যঁায় হম্
সারী দুনিয়াকে রাজা হ্যঁায় হম।

ইন্ দো কন্ধপর জগত্ ধরা হ্যায়
হমারে বল্‌মে সব সুখ ভরা হ্যায়
ইস দুনিয়াকা কায়কল্প কিয়া হম্‌নে
য়ে সন্‌সারসে দুরবিকল্প কিয়া হম্‌নে।

মজদুর মজদুর মজদুর হ্যঁায় হম্
সারী দুনিয়াকে রাজা হ্যঁায় হম্।
সোয়ে হুয়ে থে সদিয়োঁসে
অব জাগ রহে হ্যায় হম
চুয়ারী হুয়ী রাজধানি লেনে
লড়্ রহে হ্যঁায় হম্।
মজদুর মজদুর মজদুর হ্যঁায় হম্
সারী দুনিয়াকে রাজা হ্যঁায় হম্।

কথা : কমলা বকায়া

সুর : অজ্ঞাত

আজাদ করেংগে হিন্দ তুঝে আজাদ

আজাদ করেংগে হিন্দ তুঝে আজাদ, আজাদ
আজাদ করেংগে হিন্দ তুঝে আজাদ ॥

হম্ হিন্দী হঁয়্ ঔর কুছভি নহিঁ
ঔর কুছভি নহি গায়েঁয় হিন্দ নহিঁ
য়ে হিন্দ্ রহে আবাদ, আবাদ, আবাদ
আজাদ করেংগে হিন্দ তুঝে আজাদ ।

আপসকি লড়াই মিটা দেংগে
অজ্ঞান কা পর্দা হটা দেংগে
সব মিলকে রহেংগে শাদ, শাদ, শাদ
আজাদ করেংগে হিন্দ তুঝে আজাদ ॥

কহনেমেঁ কিসিসে ন আয়েংগে
খুদ সমঝেংগে সমঝায়েংগে
যে হিন্দ রহে আবাদ, আবাদ, আবাদ
আজাদ করেংগে হিন্দ তুঝে আজাদ ॥

তক্‌দীর কা বন্ধন তোড়েংগে
তদ্‌বীর সে মুঁহ না মোড়েংগে
ফরিয়াদ কি আদ্‌ত ছোড়েংগে ফরিয়াদ, ফরিয়াদ
আজাদ করেংগে হিন্দ তুঝে আজাদ ॥

কথা / সুর : মহম্মদ এরশাদ

আর্‌জ কর্‌তা হ্যয়্‌ বংলা য়ে সারা

আর্‌জ কর্‌তা হ্যয়্‌ বংলা য়ে সারা
ভাইয়ে। হুঁ মদত্‌কা তলব্‌গার।
চল্‌ রহা হ্যয় সিতম্‌কা য়ে আরা
ভাইয়োঁ। হুঁ...... ॥
দ্বরপে দুষ্‌মন্‌ লো আ কর্‌ খড়ে হ্যয়্‌
ভুখসে মরতে হ্যয় ছোটে বড়ে হ্যয়্‌
হর মুসীবত্‌সে বংলা ঘিরে হ্যয়
ভাইয়োঁ। হুঁ...... ॥

যুঁহি দুষমন্‌নে বর্মামে আয়া
গল্লা চোরোঁনে গল্লা ছিপায়া
দেশভক্তিকা নাম য়ে বতায়া ॥

বেচী হম্‌নে হ্যয় ইজ্জত্‌ ও আস্‌মত্‌
হায় ক্যা হো গয়ী হ্যয়্‌ কয়ামত্‌
বন্দ্‌ কর্‌ দিয়েঁ হ্যয়্‌ রহ্‌বর হকুমত্‌ ॥

জানবর্‌সে ভি বদ্‌তর্‌ হ্যয় ইনসাঁ
সারে বংলাকে হিন্দু মুসলমাঁ
দুখসে হুঁ ম্যয়্‌ বহুত্‌হী পরিশাঁ ॥

ক্যা করেগা য়ে লেকর আজাদী
জব্‌কী হোতী হ্যয় কৌমি বরবাদী
অব্‌ অব মনাতে হ্যয় শাদী ॥
আঁখ খোলো অ্যয়্‌ হিন্দু মুসল্‌মাঁ
আ রহা হ্যয় য়ে মশ্‌রীখসে তুফাঁ

লুটনে বালা হ্যয়্ সারা গুলিস্তাঁ।।

গোশে দিলসে স্থনো মেরী ফরিয়াদ
বর্না হো জায়েগা সারা বরবাদ
হোগা হিন্দুস্তাঁ ভীন আজাদ।।

কথা : অজ্ঞাত

সুর : ওমর শেখ

আও নয়া তরানা গায়েঁ

আও নয়া তরানা গায়েঁ
আও জগমে আগ লগায়েঁ।

ইক নয়া ভগবান বনায়েঁ
উসকো চুপ্‌কেসে সম্‌ঝায়েঁ
এক নয়া সন্‌সার বসালে

জিসমে নহো গরীব কোই ন হো অমীর
ধনবান হো বহাঁ ন কোই, অওর ন হো ফকীর
হিন্দুকী জরুরত না মুসলমাঁকী জরুরত
উস্ দেশমে দিনরাত হ্যায় ইনসাঁকী জরুরত।
ইনসান রহাঁপর ইনসানোঁকে দুখ অওর দরদ বটায়ে॥

মজদুর বঢ় চলা হ্যায় রাহ্ অপনে রাজকি
দহকানোকি ঠরতি হ্যায় যে দৌলত সমাজকি
ইনসাঁকি ইনসানোঁকো গোলামীকে দিন গয়ে
গায়রোঁকো বো ঝুক্ ঝুক্‌কে সেলামীকে দিন গয়ে।
নিখরা হ্যায় আসমানমে সুবহ্‌কা সুরুজ রংগ্
য়ে আগ ইনকলাবকী আখরী হ্যায় জংগ্।
আ দেশমে ইনসানকো ইনসান বনায়েঁ॥ (আও)

বন্দ্ নহী কর সক্‌তা কোই আজাদীকা নারা
রোক্ নহী সক্‌তা কোই বহতে জলকে ধারা
জো পথর দরিয়াকো রোখে দরিয়ামে বহ্ জায়ে॥ (আও)

কথা / সুর : অজ্ঞাত

ইস্‌বার লড়াই লানেবালে বচ্‌কে ন জানে পায়েগা

ইস্‌বার লড়াই লানেবালে বচ্‌কে ন জানে পায়েগা।
ধন্‌ দৌলতকা লোভী ভাক, পিস্‌নেবালো কি তুনিয়ামে,
(পর) আগ্‌ লাগানে আয়েগা, ইস আগমে খুদ জল যায়েগা
এ্যাটম-বম ডালরকী ব্যাওপারী মদদগার গদ্দারোঁকে
হ্যয়, লুঠ তুমহারা ধরমপূজারী তুম খুনী তলবারোঁকে
হমকো ডর্‌ কিস্‌কা, ভূত তুমহারা তুমকোহি
যা যায়ে গা ॥

হম্‌ মাথেকা সিন্দুর গরজ্‌তা গাঢ়া খুন
না বেচেঙ্গে।
নন্‌হে বচ্চোঁকি হসি না বেচেঙ্গে,
হম্‌ খুসী না বেচেঙ্গে
নরনারীকা ব্যাওপারী মৌত্‌কে হাঁথো খুদ্‌
বিক যায়েগা ॥

তুম্‌ ফৌজ লিয়ে জিন সড়কোঁসে
গুজ্‌রোগে হম টক্কর লেংগে
আকাশমে শোলে বন্‌কে উঠেঙ্গে হর সাগর
খৌলাদেঙ্গে।

যো চাল্‌ চলেগী হিটলারকী—
হিটলারকী তরূহ্‌ মিট যায়েগা ॥

কথা / সুর : মখ্‌দুম মহিউদ্দিন

য়ে জঙ্গ হ্যায় জঙ্গে আজাদী

য়ে জঙ্গ হ্যায় জঙ্গে আজাদী, আজাদীকে পরচম্‌কে তলে
হম্‌ হিন্দ্‌কে রহনেবালোকী মহকুমোকী মজবুরোঁকী
আজাদীকে মতবালোঁকী দহকানোকী মজদুরোকী ॥
য়ে জঙ্গ হ্যায় জঙ্গে আজাদী।

সারা সন্‌সার হমারা হ্যায়্‌—
পূরব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ
হম্‌ অফরঙ্গী হম্‌ অম্‌রীকী হম্‌ চীনী জাঁ বাজানে বতন্‌
হম্‌ সুর্খ সিপাহী জুলুম্‌ সিকন্‌, আহন্‌ পয়কার্‌
ফৌলাদ বদন্‌ ॥

বোহ্‌ জঙ্গ্‌হি ক্যা বোহ্‌ অমন্‌হি ক্যা
দুষ্‌মণ্‌ জিস্‌মে তারাজ ন হো
বোহ্‌ দুনিয়া দুনিয়া ক্যা হোগী
জিস্‌ দুনিয়ামে সওরাজ ন হো
বোহ আজাদী আজাদী ক্যা
মজদুর কা জিস্‌মে রাজ ন হো ॥

লো সুর্খ সবেরা আতা হ্যায়্‌—আজাদীকা আজাদীকা
গুল্‌নার তরানা গাতা হ্যায়্‌—আজাদীকা আজাদীকা
দেখো পরচম্‌ লহরাতা হ্যায়্‌—আজাদীকা আজাদীকা ॥

কথা : প্রেম ধাওয়ান
সুর : রবিশংকর

জাগা দেশ হমারা জাগা

জাগা দেশ হমারা জাগা, জাগা দেশ হমারা
গুঁজ উঠা হ্যয় হরকোনেসে আজাদীকা নারা
য়ে নদিয়োঁকা ঠ্যয়রা পানি ফুটা বন্‌কে ধারা ॥

ময়দানোঁমে ঝুমকে নিকলে লার্খো হি মস্তানে
তলবারোঁকো চুমকে নিকলে লাখোঁ সিনাতানে
হর বাগয়রত্‌ পে শানিপে খুনসে য়ে লিখ্‌খা হ্যয়্‌
বো জীনাহি ক্যা জানেগা জো না মরনা জানে ॥

ক্যা রখ্‌খা হ্যয় অব্‌ বোসিদা জুল্‌মকে দিবারোঁমে
ক্যা রখ্‌খা হ্যয় জঙ্গ্‌ আলুদা টুটি তলবারোঁমে
টুট্‌ চুকী শাহী তলবারে এক্‌ কলম হ্যয়্‌ বাঁকী
ক্যা রখ্‌খা হ্যয় কাগজকে সাঁপোকি ফুলকারোঁমে ॥

দূর নহী হ্যয় মন্‌জিল অপনী পর রাস্তা হ্যয় টেড়া
তেজ কদম হ্যয় পর আঁখোকে আগে ঘোর অন্ধেরা
ক্যা টুটেগী দুষমন্‌পে য়ে ফওজে, রাম্‌হী জানে
হর পরচম্‌পে গর্‌ লিখথা হো—য়ে তেরা য়ে মেরা ॥

কব্‌তক্‌ ঠোকর খায়েংগে অব আও সম্‌হল্‌না সিখেঁ
গর হ্যয় সম্‌হল্‌না তো ফির কদম মিলাকে চল্‌না সিখেঁ
ইক্‌ দুজেকা হক্‌ মানে, দুখ্‌ বাঁটে—প্রেম বঢ়ায়েঁ
একৃহি সাজপে গানা ইকৃহী সোজপে চল্‌না সিখেঁ ॥

কথা : প্রেম ধাওয়ান
সুর : কানু ঘোষ

উঠা হ্যায় তুফান জমানা বদল রহা

উঠা হ্যায় তুফান জমানা বদল রহা
জাগা হ্যায় ইনসান জমানা বদল রহা।

কালি কুঠিয়াওঁসে দেখ ফুটে হ্যায় উজিয়ালে
থর থর থর থর কাঁপ রহে হ্যায় উঁচে মহলোওয়ালে
ইয়ে দো-দিনকে মেহমান জমানা বদল রহা।

পূরব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ হামনে হ্যায় লালকারা
হাম এক চলতি আঁধি হ্যায় হাম বহতে জলকি ধারা
হাম আজ নেহী বে-জান জমানা বদল রহা।

ঔর না কোই বার চলেগা হর তলবার সে কহদো
ঔর না অত্যাচার চলেগা অত্যাচার সে কহদো
ইয়ে জনতা হ্যায় বলবান জমানা বদল রহা॥

কথা / সুর : সাধন দাশগুপ্ত

উন্নেস্ সতরা সাল লেনিন নে এক ঝাণ্ডা উঠায়া

উন্নেস্ সতরা সাল
লেনিন নে এক ঝাণ্ডা উঠায়া
দুনিয়া হোলো মাতাল রে সাথী
দুনিয়া হোলো মাতাল।

ধরতি ভূমিকী উত্তর ভাগে
ক্রান্তিকারী এক জনতা জাগে,
সম্রাটশাহী ডরসে ভাগে,
নাচত রোশনী লাল।

রঙ্গ সাঙ্গ হল তকৃমা বাদশাহার,
জনতা ভঙ্গ করে শোষণ অত্যাচার,
নাকাড়া ডংকা বোলে, ডোলে লালাকার—
লেনিন হামারে লাল।

পাথরমে এক ফুল খিলায়ে,
মনুষ্যত্বকী সুগন্ধ লায়ে,
উচ্ নীচ ভেদ দিলে ঘুচায়ে
এক গীত এক তাল।

হামভি চাহে এক নয়া জমানা
নয়ে রাস্তে পর নয়া ঠিকানা,
জীবন সমুদ্রে নয়া তারানা
উল্‌টে দেবে সব হাল।

গমকা টুকরা রুখাশুখা
লোনা উর আলোনাসে ক্যা,
না কেউ রবে নাঙ্গা ভুখা
জন্‌জীর ভাঙে এ কাল।

[হিন্দি উর্দু বাংলা তিনটি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কিছুটা পরীক্ষামূলক-
ভাবে গানটি রচিত]

কথা : দশরথ লাল

সুর : প্রচলিত

জগ্‌মে বড়া লুটেরবা হো

জগ্‌মে বড়া লুটেরবা হো
কেক্‌রা কেক্‌রা নাম বাতাই !

আরে সব দাদা লুটে
অউর সব বাবা লুটে
অউর লুটে সব চোর বা হো
কেক্‌রা কেক্‌রা নাম বাতাই !

আরে ঘাট মে পাণ্ডা লুটে
অউর মন্দির মে পুজারী লুটে
অউর লুটে ঘুষখোর বা হো
কেক্‌রা কেক্‌রা নাম বাতাই !

আরে গাঁও মে জমিন্দার লুটে
অউর মিল্‌ মে মিল-মালিক লুটে
অউর লুটে সরকার বা হো
কেক্‌রা কেক্‌রা নাম বাতাই !

কথা : গোবিন্দ মুনীশ
সুর : সলিল চৌধুরী

অব মচল উঠা হ্যায় দরিয়াহ

অব মচল উঠা হ্যায় দরিয়াহ
অব সর পর ঘিরি বাদরিয়াহ
উঞ্চাশ পবন দোলে
ঝঞ্ঝাকে বাজি বাশুরিয়া
নইয়া পার লাগা…

ও…ভওয়র হাজারো গহরি ধারা
মঞ্জিল কা হ্যায় দূর কিনারা
ও সাথীরে…ভটক না জানা কালি রাত খিওয়াইয়া…

নির্বল চপ্পু ডরনা ক্যায়সা
তনমে দম হো তো গম ক্যায়সা
ও সাথীরে…উন্মিদোঁ কে পাল উড়া খিওয়াইয়া…

সুবহ সুহানী তুঝে পুকারে
সাহিল তেরী রাহ নিহারে
ও সাথীরে…সপ্‌নে সুহানে সচ্‌ হোঙ্গে খিওয়াইয়া·

কথা : শংকর শৈলেন্দ্র

সুর : কানু ঘোষ

হেইয়াঁ হো হেইয়াঁ

হেইয়াঁ হো হেইয়াঁ
হো সাবধান আয়া তুফান
পর দূর নেহী হ্যায় কিনারা ॥
হম্‌ই মুসাফির হম্‌ই খিওয়াইয়া হাম সব হিম্মতওয়ালে ।
নিকল পড়ে মৌজসে খেলনে দেশ ভকৃত মতওয়ালে
বীর বঢ় চলো ধীর চড় চলো
চির চপল জলধারা ।
হ্যায় ডর কঁহী কোই ডর নেহী
হ্যায় ভয় কঁহী কোঁই ভয় নেহী ॥
অজগর বন্‌কে গরজ রহা হ্যায় সাগর বাঁধাওঁকা ॥
এক হ্যায় হাম তো চমক রহা হ্যায় তারা আশাওঁকা ॥
সামরাজকে ছলমে লড়ো আজাদীকে খাতির
খুনী চঞ্চল জলসে লড়ো আজাদীকে খাতির ॥
আপনি ধরতী আপনি হোগী আপনি চাঁদ সিতারে
সাচ হোংগে নির্ধনকে স্বপ্নে হোংগে দূর দুখ সারে ॥

জাগারে জাগারে জাগা সারা সংসার

জাগারে জাগারে জাগা সারা সংসার
ফুটি কিরণ লাল খুলতা হ্যায় পুরব কী দ্বার ।

আঙ্গড়াই লেতি হ্যায় ধরতি উঠি হ্যায়
(ধরতি উঠি হ্যায়)

সদিয়োঁসে টুকরাই মিট্টি উঠি হ্যায়

(মিট্টি উঠি হ্যায়)

ও···টুটে হ্যায় টুটে গুলামোকে বন্ধন হাজার।···(২)

আয়া জমানা হ্যায় অপনা জমানা

(অপনা জমানা)

কিসমত কি ইয়ে রোনা গানা পুরানা

(গানা পুরানা)

ও···বদলেঙ্গে হম অপনে জীবনকে নদীয়াকে ধার। (২)

কথা : কালু সিং

সুর : কালু সিং / হেমাঙ্গ বিশ্বাস

বীর প্রধান ও *

বীর প্রধান ও, বীর প্রধান ও
দার্জিলিং কো চিহাবাড়ি সরমায়াদার কো থইলো
লড়নে পড়ছো ভন্নে বাটো তিমিলে দিখায়ো
তেই ভোক্‌কো লড়াই ওমা ভয় শহীদ
তিমলাই লাল সেলাই ছ ॥

রক্ত বর্ণাকো ঝাণ্ডা হামরো একতা কো নিশান
এ ঝাণ্ডা মুনি সোতেকাছো বীর প্রধান।
তিমলাই লাল সেলাম ছ ॥

[* উৎপল দত্তর 'তীর' নাটকের গান।]

কথা / সুর : সুরেশ বিশ্বাস

মজদুরো চাহে তো আপনা

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

মজদুরো চাহে তো আপনা
মজদুরোঁ চাহে তো আপনা ভাগ বদল সকতে হ্যায়
মজদুরোঁ চাহে তো ফির এ দুনিয়া বদল সকতে হ্যায়
ইত্‌নি হিম্মত হ্যায় মজদুরোঁ কি উঠাও নারা
ইনকিলাবী জিন্দাবাদ—

একসাথ জিনা হ্যায় তো একসাথ রহনা হ্যায়
একসাথ রহনা হ্যায় তো একসাথ লড়না হ্যায়
একসাথ লড়কে ইস্‌ সমাজকো বদলানা হ্যায়
জাগো মজদুরোঁ কিষাণ এক হো—

একসাথ উঠা কদম আও একসাথ আগে বড়ে
একসাথ দুষমনো সে আ মুকাব্‌লা করে

হাথমে লো হাতিয়ার
সাথীয়োঁ সব হো তৈয়ার
চল আগে বঢ়া কদম
দুষমন হো যা হোঁসিয়ার—

বর্গ সংঘর্ষ মে হোগা আথ্‌রী এ ফয়সালা
হম্‌ ধূলমে মিলায়েঙ্গে দুষমন কা হৌসলা
বর্গ সংঘর্ষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হোগী একদিন
দুনিয়ামে সাম্যবাদ—সাম্যবাদ এক হো ॥

ও সাথীরে—হম মেহনতকশ জনতা হ্যাঁয়

ও সাথীরে—

হম্ মেহনতকশ জনতা হ্যাঁয়
হম্ একতাসে জোরদার হ্যাঁয়
তুম্ কিত্‌নে চলাও গোলীভি
হম্ মৌত সে না ডরতে হ্যাঁয় ॥

হম্ দুশ্‌মনোকে আগে
এ সর না ঝুকায়েঙ্গে
হম্ ক্রান্তিকারী হ্যাঁয় জনতা
হম্ ক্রান্তি সে পিছ না হটেঙ্গে
হম্ নহী রুখেঙ্গে নহী ঝুকেঙ্গে
অধিকার ছিন্‌কে রহেঙ্গে ॥

যব্ একদিন হমে হ্যায় মরণা
লড়কর কিঁউ না মর যায়ে
আজাদীকী নারা লগাও
আও মুক্তিকা গীত গায়
বহ্ মৌত হোগী ইতিহাস মে একদিন
ভবিষ কি অমর কাহানী ॥

হম্ এক শহীদ হো যায়েঙ্গে
ঔর শৌ শৌ পৈদা হোঙ্গে
লাল ঝাণ্ডা লেকর হাথোমে
হম্ আগে বঢ়তে চলেঙ্গে
হম্ নই দিনোকি নই জীবনকী
নয়ে নয়ে গীত গায়েঙ্গে ॥

এ্যায় মজদুর উঠ খাড়া হো
অব কোমর বাঁধ তৈয়্যার হো
ইস ধরতি সে দুশমন কো
হমেশাকে লিয়ে মিটাদো
অন্তিম যুধকা নারা লগাও সাথী
জিয়েঙ্গে ইয়াতো মরেঙ্গে ॥

বদল ডালো ইয়ে দুনিয়া

বদল ডালো ইয়ে দুনিয়া
অব না রোনা মরনা হ্যায়
দেশ হমারা ভুখা প্যাসা
ইয়ে আজাদী ঝুটী হ্যায়··· ॥

জাগ উঠো মজদুর কিষানো
কোমর বন্ধ তৈয়ার হো
আপনি দুশমন সে হ্যায় লড়না
আম জনতা এক হো
ইয়ে জিনে কি সওয়াল হ্যায়
ইয়ে রোটি কা সওয়াল হ্যায়
অব অপনা হক ছিন লেনা হ্যায় ॥

ওয়াক্ত পুকারে মিলকে আও
কসম খাও এক সাথ
শোষণ সে মুক্তি কে লিয়ে
হাম লড়েঙ্গে এক সাথ
হাম পিছে হট না আয়েঙ্গে
হাম আগে বঢ়তে যায়েঙ্গে
হাম সব কি রাহ আজ এক হ্যায় ॥

বীর শহীদো মেরে দোস্তোঁ

বীর শহীদো মেরে দোস্তোঁ
সব কো মেরা সালাম
অমর হো তুম্ অমর প্রেমী
জনতা কি পেয়ারে সাথী
সব কো মেরা সালাম ।

কসম হ্যায় ইয়ে ধরতী মাতা
আখরী দম্ লড় যায়েঙ্গে
জনতা কি সেবামে অপনি
জান দে দেঙ্গে
জো তুমহারা খুন গিরা হ্যায়
উহ খুন্ কো মেরা সালাম ।

ইয়ে গুলিস্তাঁ হ্যায় হমারা
হমে ন ভুখে রহেঙ্গে
জুল্‌ম্ শাহীকে রাজ হুকুমত
হম বদলকে রহেঙ্গে
তুমনে যো হমে রাহ দিখায়া
উহ রাহো পে চলতে রহেঙ্গে ॥

কথা : অপরূপ রায়

সুর : প্রচলিত ভাংরা

আজ তুঝে এক কহানী শুনাউঁ

আজ তুঝে এক কহানী শুনাউ
কহানী হ্যায় এক দেশকী
অউর ইয়ে যো কহানী সচ্ হী কহানী
কোই না অব্ তক্ পেশ কী।

ইয়ে দেশ হঁসী হ্যায়, গাঁও হঁসী হ্যায়
হসীনা ইস্‌কী রাণী
লেকিন জন্‌তা মরেঁ ভুখ সে
সহে কাফী পরেশানী—
কি ম্যায় নে ঝুঠ্ বোলেয়াঁ ?—কোই না
কি ম্যায় নে গলত্ বোলেয়াঁ ?—কোই না
গ্যার কানুনী বোলেয়াঁ ?
কোই না ভাই, কোই না ভাই, কোই না ভাই, কোই না
ম্যায় সচ্ কহুঁ (৪)।

ইঁহা লাখো ক্রীশ্চান, বৌধ জৈন হ্যায়
হ্যায় শিখ, মুসলমান
ফির 'সেকুলারিজম' পর
হ্যায় নাম হিন্দুস্থান—
কি ম্যায় নে ঝুঠ্ বোলেয়াঁ ?—কোই না
কি ম্যায় নে গলত্ বোলেয়াঁ ?—কোই না
গ্যার কানুনী বোলেয়াঁ ?
কোই না ভাই, কোই না ভাই, কোই না ভাই, কোই না…

ইহা হর্সাল কালাকানুন বনে
বনে হ্যায় নয়ে নয়ে জেল
অউর পাঁচসালা পরিযোজনা
হো গই বিল্কুল্ ফেল—
কি ম্যায়নে ঝুঠ্ বোলেয়াঁ ?—কোই না
কি ম্যায় নে গলত্ বোলেয়াঁ ?—কোই না
গ্যার কানুনী বোলেয়াঁ ?
কোই না ভাই, কোই না ভাই, কোই না ভাই, কোই না…

ইহা জমাখোরী, কালোবাজারী
ভরলি অপ্নী ডালী
অউর ট্যাক্স দে কর হম হী লোগোঁকী
জেব হো গই খালি—
কি ম্যায় নে ঝুঠ্ বোলেয়াঁ ?—কোই না
কি ম্যায় নে গলত্ বোলেয়াঁ ?—কোই না
গ্যার কানুনী বোলেয়াঁ ?
কোই না ভাই, কোই না ভাই, কোই না ভাই, কোই না…

তুনে অগর সচ্ভী বোলা
তুঝে মিলেগা দণ্ড্
অউর কালে রুপিয়া বালো কে লিয়ে
হ্যায় 'ইস্পেসাল বণ্ড'—
কি ম্যায় নে ঝুঠ্ বোলেয়াঁ ?—কোই না
কি ম্যায় নে গল্‌ত বোলেয়াঁ ?—কোই না
গ্যার কানুনী বোলেয়াঁ ?
কোই না ভাই, কোই না ভাই, কোই না ভাই, কোই না…

আসাম, গুজরাট, তামিল, পঞ্জাব
চারোঁ তরফ হাঙ্গামা
ভরকে মরে রাণী বোলী

বাঁচাও রুশিয়া মামা—
কি ম্যায় নে ঝুঠ বোলেয়াঁ ?—কোই না
কি ম্যায় নে গলত্ বোলেয়াঁ ?—কোই না
গ্যার কানুনী বোলেয়াঁ ?
কোই না ভাই, কোই না ভাই, কোই না ভাই, কোই না…

দেখ্‌কে সারে চিজেঁ জন্‌তা
জোর মচায়ী শোর
কহনে লগী হ্যায় দেশকী রাণী
নম্বরী এক চোর—
কি ম্যায়নে ঝুঠ্ বোলেয়াঁ ?—কোই না
কি ম্যায়নে গলত্ বোলেয়াঁ ?—কোই না
গ্যার কানুনী বোলেয়াঁ ?
কোই না ভাই, কোই না ভাই, কোই না ভাই, কোই না…

কথা / সুর : সুবীর মুখার্জী

মজদুর কি হৈ জিন্দাগানী তেরি

মজদুর কি হৈ জিন্দাগানী তেরি
ফির, দুখসে তুঝে ক্যা ডরনা হৈ
দেখ গৈর হৈ কৈসে মৌজ উড়াতে
ইন গৈরোঁসে তুঝে লড়না হৈ ॥

মানা গরিবিনে ছিনা সুখ তেরা
ভুখা বদন তু রহতা হৈ
তনমেনা কপড়া ঘরমে অন্ধেরা
বাচ্চা ভুখা প্যাসা হৈ।

ফিরভি তুঝে জীনাহি পড়েগা
দুখকো দূর হটানা হৈ ॥

গৈরোঁকি তাকতসে ডরনা কৈসা
তেরে ভী বাজুমে তাকত হৈ
ডটকর ছিনলে অপনি আজাদী
পরবাহ তুঝে কিসকি করনা হৈ।

শানসে তুঝে জীনাহি পড়েগা
জুলমোকি বদলা লেনা হৈ ॥

কথা : সুপ্রিয় সর্বাধিকারী
সুর : দিলীপ সেনগুপ্ত

এ্যায় মেরে মজ্‌দুর কিসানোঁ কম্‌রেডো

এ্যায় মেরে মজ্‌দুর কিসানোঁ কম্‌রেডো !
ইয়াদ্‌ করো আজ লেনিন কী ।

জিস্‌নে নয়ি রোশ্‌নী দিখারী,
মজ্‌দুরোঁ কী শান্‌ বড়ায়ী,
ইয়াদ্‌ করো আজ উন্‌কো
এ্যায় মেরে মজ্‌দুর কিসানোঁ কম্‌রেডো ।

আ গয়ী হ্যায় তেরি বারী,
তোড়ো ইয়ে জঞ্জীরেঁ সারী,
লাল নিশান উঁচা উঠায়েঁ।
এ্যায় মেরে মজ্‌দুর কিসানোঁ কম্‌রেডো ।

শুনো লেনিন কী আওয়াজ,
খতম্‌ করো ইয়ে শোষণ-রাজ ।
জগ্‌মে মজ্‌দুর রাজ বনায়ো
এ্যায় মেরে মজ্‌দুর কিসানোঁ কম্‌রেডো ।

কথা / সুর : নূর মহম্মদ

জুল্‌ম্‌ কি আগ্‌মে অর কবতক্‌

জুল্‌ম্‌ কি আগ্‌মে অর কবতক্‌
জিন্দগানী সুলঘ্‌তি রহেগী ?
কিতনী বেওয়া উজড়তী রহেগী ?
কিতনী দুল্‌হন্‌ তড়পতী রহেগী ?

শুনিয়ে মজদুরোঁ কি ইয়ে কহানী
এক মজদুর হী কি জবানী
কারখানেমেঁ তালা লগা হ্যায়
ঘরমেঁ ফাঁকো পে ফাঁকা পড়া হ্যায়
বিবি-বচ্চে সবহী রো রহে হ্যাঁয়
আপনে আঁশকো সে মুহ্‌ ধো রহে হ্যাঁয়
ঘরমেঁ কব্‌ তক্‌ তু শোতা রহেগা ?
কব্‌ তলক্‌ বচ্চা রোতা রহেগা ?
উঠ্‌কে অন্ধী সমাজকো বদল্‌ দে
অর ইয়ে ঝুঠা রেওয়াজ কো বদল দে

আট ঘণ্টা পসীনা বহায়ে
সুখি রোটিকা টুকড়া চবায়ে
তেরি মেহ্‌নত্‌ না যব কাম আয়ে
চ্যান সুখ্‌ নিদ্‌ তুঝকো না আয়ে
কেয়া ইয়ে হী হ্যায় তেরী জিন্দগানী ?
খুন্‌ সস্তা অর ম্যাহঙ্গা হ্যায় পানী ?
তোড ডালো ইয়ে জঞ্জীর কো তুম্‌
খুদ বদল্‌ ডালো তক্‌দীর কো তুম্‌
কব্‌ তলক্‌ শর্‌ ঝুকাতে রহোগে ?
কব্‌ তলক্‌ মার খাতে রহোগে ?

জাগো জাগো আরে শোনেওয়ালো
আপনী তক্‌দীর পো রোনেওয়ালো
জালিমোঁ কো জঁহাসে মিটাদো
ঝণ্ডা মজদুরোঁ কা তুম্ উড়াদো
জিসকী মুঠ্‌ঠী মেঁ তক্‌দীর খুদ হো
কেয়া উসে ফির ডরায়েগী দুনিয়া ?
ডরনেওয়ালে কভী হম্ নহী হ্যায়
জান যানে কা কুছ গম নহী হ্যায়
এক মজদুর আগর ভী মরেগা
ভুখা বচ্চা সিপাহী বনেগা ॥

কথা / সুর : বিপুল চক্রবর্তী

আওয়াজ উঠাও আওয়াজ উঠাও

আওয়াজ উঠাও আওয়াজ উঠাও
আওয়াজ উঠাও আওয়াজ উঠাও

সোভি— য়েতকা দালাল তুম কালা ভিয়েতনাম
কাম্পুচিয়াসে হট্ যাও।

হম ভারত কী জনতা
ওয়ে দুষমণ হ্যাঁয় য্যায়সে কাম্পুচিয়াকা, য্যায়সে
দুষমণ হামারে জং-কা
কিঁউকি লাখো লাখো রেল-মজদুরোনে যব
শুরু কিয়া সংগ্রাম
উস লড়াইকে খিলাব খড়ে হুয়ে ওয়ে
সোভিয়েত, ভিয়েতনাম
লাল— ঝণ্ডে লেকর ওয়ে লুটেরে, বেইমান
উন্‌হে মার ভাগাও।

হম্ ভারতকী জনতা
ওয়ে দুষমণ হ্যাঁয় য্যায়সে কাম্পুচিয়াকা, য্যায়সে
দুষমণ হামারে জং-কা
কিঁউকি মেহনত কস্‌কে গলে লগে যব
ইমার্জেন্সীকা ফাঁস
ওয়ে দো বদমাস খুনী ইন্দিরাকা, ভাই
দোস্ত বনে হ্যাঁয় খাস
লাল— ঝণ্ডে লেকর ওয়ে লুটেরে, বেইমান
উন্‌হে মার ভাগাও।

৬

কথা/সুর : নজরুল ইসলাম

অনুপ্রেরণা : ইউজেন পোতিয়ের

জাগো অনশন বন্দী ওঠ রে যত

জাগো অনশন বন্দী ওঠ রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত
যত অত্যাচারে আজি বজ্রহানি
হাঁকে নিপীড়িত জনগণ মথিত বাণী
নবজন্ম লভি—অভিনব ধরণী
ওরে ঐ আগত ॥

আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র আচার
মূল সর্বনাশের এরে ভাঙিব এবার
ভেদি দৈত্য কারা
আয় সর্বহারা
কেহ রহিবে না আর পর-পদ আনত ॥

নব ভিত্তি 'পরে নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে
শোন অত্যাচারী, শোন রে সঞ্চয়ী,
ছিনু সর্বহারা হব সর্বজয়ী।
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝে
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ
এই অন্তর ন্যাশনাল সংহতি রে
হবে নিখিল মানবজাতি সমুদ্ধত ॥

কথা : ইউজেন পোত্তিয়ের

সুর : পিয়ের দেগতায়

অনুবাদ : মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক

জাগো জাগো জাগো সর্বহারা
অনশন বন্দী ক্রীতদাস,
শ্রমিক দিয়াছে আজ সাড়া
উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস।
সনাতন, জীর্ণ কু-আচার
চূর্ণ করি জাগো জনগণ
ঘুচাও এ দৈন্য হাহাকার
জীবন মরণ করি পণ।
শেষযুদ্ধ শুরু আজ কমরেড
এসো মোরা মিলি একসাথ
ইণ্টারন্যাশনাল
মিলাবে মানব জাত॥

[বিশ্বের প্রথম শ্রমিকরাষ্ট্র ১৮৭১-এর রক্তাক্ত প্যারী কমিউনের গর্ভজাত এই গান।]

কথা : হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সুর : অজ্ঞাত

অব্ কমর বাঁধ্ তৈয়ার হো

অব্ কমর বাঁধ্ তৈয়ার হো
লাক্স কোটি ভাইয়ো
হম্ ভুখ্ সে মরণেওয়ালে
কেয়া মত্ সে ডরনেওয়ালে
আজাদীকা ডংকা বাজাও
উড়াও অগ্নি ধ্বজা।

বর্গ যুধ কী শেষ পুকার
আতি হ্যায় বারংবার
হো তৈয়ার হো তৈয়ার
মজদুর হুঁশিয়ার
হো কিষাণ হুশিয়ার
বীত্ বুজ্-দীলোঁ কী হার
কভী নেহি করেঙ্গে স্বীকার
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার
হো তৈয়ার হো তৈয়ার।

[গানটি ফরাসী বিপ্লবের 'লা মার্সাই' গান অবলম্বনে]

কথা : ল্যাংস্টন হিউজেস

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

সুর : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

রুশ দেশের কমরেড লেনিন

রুশ দেশের কমরেড লেনিন
পাথরের কবরে শয়ান
পাশ দাও কমরেড লেনিন
আমাকে যে দিতে হবে স্থান

আইভান আমি চেনা চাষী
মাটি মাখা দু'পা আমার
লড়েছি তোমার তরে কমরেড
কাজ সারা হয়েছে এবার

আমি চিকো কালো কাফ্রী
রোদে আখ কাটি মুঠি মুঠি
বেঁচেছি তোমারি তরে কমরেড
আজকে আমার হলো ছুটি

চাং আমি লোহাশাল থেকে
সাংহাই-এর পথে ধর্মঘটে
বিপ্লবের তরে অনাহারে
লড়ি, মরি, ডরি না সংকটে

কথা : বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট
অনুবাদ : বিষ্ণু দে
সুর : সুনীল মুখোপাধ্যায়

জেনারেল জেনারেল

জেনারেল জেনারেল, (জেনারেল জেনারেল জেনারেল)—
তোমার ঐ ট্যাঙ্কটা জব্বর গাড়ি বটে
একটা গোটা অরণ্য ছারখার করতে পারে
(আর) ছাতু করে দিতে পারে একশো মানুষকে
কিন্তু তার একটি গলদ
একে চালাবার জন্যে লাগে মানুষ
লাগে মানুষ…

তোমার বোমারু বিমানটা জব্বর জব্বর…
বাতাসের চেয়ে জোর ওর ছুট ওর ছুট…
(সে) ভার বইতে পারে হাতির চেয়ে বেশী
কিন্তু তার একটি গলদ
এর মিস্ত্রি মজুর লাগে, তারা মানুষ…

মানুষ জীবটি বেশ কাজের
(বেশ কাজের)
সে উড়তেও ওস্তাদ
মারতেও ওস্তাদ
কিন্তু তার একটি গলদ
সে ভাবতেও পারে !

কথা : কর্নেল আলেকজান্দ্রভ

অনুবাদ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

সুর : প্রচলিত

ভেদি অনশন মৃত্যু তুষার তুফান

ভেদি অনশন মৃত্যু তুষার তুফান
প্রতি নগর হতে গ্রামাঞ্চল
কমরেড লেনিনের আহ্বান
চলে মুক্তি সেনাদল ॥

অতিক্রান্ত ঐ প্রান্তর গিরিদুর্গম
পূর্ব সীমান্তে ধায় পল্টন
প্রাইমোরিয়ার শেষ দুর্গে
আশ্রয় নিয়েছে দুশমন ॥

যুদ্ধলাঞ্ছিত বিবর্ণ লাল পতাকা
মহাগৌরবে উর্ধ্বে উড্ডীন
সদ্যসিক্ত রক্তের রঙে
হলো সহস্রগুণ রঙিন ॥

চিরস্মরণীয় ইতিহাসে সেই মহাদিন
নিখিল বিশ্বে সে কাহিনী প্রচার
মহাবিক্রমে লাল পল্টন
শেষ দুর্গ করে অধিকার ॥

নিশ্চিহ্ন হলো শত্রু সৈন্য
জাহান্নামে দস্যু বিলীন
প্রশান্ত সাগর তীরে
শ্রমিক পতাকা উড্ডীন

[মহান অক্টোবর বিপ্লবজাত শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্রকে রক্ষার যুদ্ধে লাল পল্টনকে প্রাণের রসদ যুগিয়েছিল গানটি]

কথা : লিউ উ-য়ান
অনুবাদ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস
সুর : প্রচলিত

পূবদিক লাল সূর্যের আভায়

পূবদিক লাল সূর্যের আভায়
বিশ্বের শোষিতের মন রাঙায়
সেই সূর্যের নাম মাও সেতুঙ
হু আর হেইয়া—চিন্তা তার ছড়ায় আগুন ॥

মাও সেতুঙ মোদের ত্রাতা
নয়া চীনের রূপকার মহানির্মাতা
সম্মুখ সাগর হতে পার
হু আর হেইয়া—মাও মোদের কর্ণধার ॥

কমিউনিস্ট পার্টি আলোর নিশান
বিপ্লবী বিশ্বের দুর্জয় গান
সাম্রাজ্যশাহীর অন্তিমকাল
হু আর হেইয়া—মুক্তির উজ্জ্বল সকাল ॥

কথা / সুর : অজ্ঞাত
অনুবাদ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

নাম তাঁর ছিল জন হেনরী

১
নাম তাঁর ছিল জন হেনরী
ছিল যেন জীবন্ত ইঞ্জিন
হাতুড়ির তালে তালে গান গেয়ে শিস দিয়ে
খুশি মনে কাজ করে রাতদিন ॥
হো হো (৪) খুশি মনে কাজ করে রাত দিন ॥

২
কালো পাথরে খোদাই জন হেনরী
গ্র্যানাইটে গড়া পেশী ঝল্‌মল্‌
হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে পাথরে আগুন ঝরে
হাতুড়ি চালানো তার সম্বল ॥
হো হো (৪) হাতুড়ি চালানো তার সম্বল ॥

৩
ভার্জিনিয়ার রেল-সুড়ুঙ্গে
পাথুরে পাহাড় কেটে কেটে
রেল লাইন পাতা হবে হেনরীর হাতুড়ির
ঘায়ে ঘায়ে রাত যায় কেটে ॥
হো হো (৪) ঘায়ে ঘায়ে রাত যায় কেটে ॥

৪
জন হেনরীর চির প্রিয় সঙ্গিনী
নাম তার মেরী ম্যাগ্‌ডেলিন
সুড়ঙ্গের কাছে যেতো কান পেতে শুনতে

হেনরীর হাতুড়ির বীন ॥
হো হো (৪) হেনরীর হাতুড়ির বীন ॥

৫

সাদা সর্দার কাজ চায় আরো
স্টীম ড্রিল করে আমদানী
আশঙ্কা হেনরীর মেসিনের কাছে বুঝি
পেশী নিবে পরাজয় মানি ॥
হো হো (৪) পেশী নিবে পরাজয় মানি ॥

৬

আমি মেসিনের হব প্রতিদ্বন্দ্বী
জন হেনরী বলে বুক ঠুকে
স্টীম ড্রিলের সাথে চলে হাতুড়ি পাল্লা
কে আর বলো তাকে রোখে ॥
হো হো (৪) কে আর বলো তাকে রোখে ॥

৭

সাদা সর্দার বলে হেসে হেসে
কালো নিগারের দেখো দুঃসাহস
তোর যদি জয় হয় হবে না সূর্যোদয়
দুনিয়াটা হবে তোর বশ ॥
হো হো (৪) দুনিয়াটা হবে তোর বশ ॥

৮

জন হেনরীর হাতুড়ির ঝলকে
চমকায় বিজলীর গতি
মানুষের সৃষ্টি দুরন্ত স্টীম ড্রিল
মানুষেরই কাছে মানে নতি ॥
হো হো (৪) মানুষেরই কাছে মানে নতি ॥

৯

অগ্নিগিরি হলো রুদ্ধ

থেমে গেলো হাতুড়ির শব্দ

হেনরীর জয়গান চারিদিকে ওঠে যাবে

হৃৎপিণ্ড তার স্তব্ধ ॥

হায় হায় (৪) হৃৎপিণ্ড তার স্তব্ধ ॥

১০

জন হেনরীর কচি ফুল মেয়েটি

পাথরের বুকে যেন ঝর্ণা

মার কোল থেকে সে পথ চেয়ে আছে কার

বাবা তার আসবে না, আর না

হায়, হায় বাবা তার আসবে না, আর না।

১১

পাখির কাকলি ভরা ভোরে

পূবালী আকাশ যবে রঙীন

হেনরীর বীরগাথা বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে

সিটি দিয়ে চলে যায় ইন্‌জিন্ ॥

১২

প্রতি যে দিবসের গানে গানে

নীল আকাশের তলে দূর

শ্রমিকের জয়গানে কান পেতে শোনো ঐ

হেনরির হাতুড়ির সুর।

হো হো (৪) হেনরীর হাতুড়ির সুর ॥

[গত শতাব্দীর সত্তর দশকের একটি সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে এই গীতিকাটির জন্ম। গীতিকাতে সব দেশেই কাহিনীর সঙ্গে কিম্বদন্তী মিশে থাকে, এবং বিভিন্ন সময়ে কোন অজ্ঞাত রচয়িতা দ্বারা নতুন সংযোজনও ঘটে থাকে। এখানেও হয়েছে তাই। আমেরিকায় বিভিন্ন লোকসংগীতের সংগ্রহপুস্তকে পাঠের বিভিন্নতা আছে। বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন গায়ক, পিট্ সিগারের মতে এটি আমেরিকায় 'মহত্তম গীতিকা' (Noblest Ballad)]

কথা/সুর : অজ্ঞাত

অনুবাদ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু ঘিরে আজি চারিদিক

ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু ঘিরে আজি চারিদিক
অন্ধকারের চক্রান্ত কঠিন,
তবু সংগ্রামে চলো উদ্দাম নির্ভীক
রক্তপতাকা হাতে উর্ধ্বে উড্ডীন ॥

তাই সম্মুখ পদভরে, মজদুর বাহাদুর
দুনিয়ার শোষিতের মুক্তিপথে,
কোরাস বিশ্বের মানবতার অন্তিম যুদ্ধে
চলো চলো ভেদি মরু গিরি সমুদ্দুর ॥

শোন ঐ নারী শিশুর ক্ষুধার্ত ক্রন্দন
আমরা কি রব শুধু নীরব শ্রোতা
শত্রুর শিবিরে হানো হানো প্রহরণ
হোক না নিহত রণে বন্ধুভ্রাতা ॥

যত সাম্রাজ্যের শিবের মুকুট
ধূলিতলে হবে আজ অবনত
বিশ্বের অধিকারী শ্রমজীবী সন্তান
মানুষের মুক্তির দিন আগত ॥

[এই শতাব্দীর প্রথমদিকে পোলাণ্ডের ওয়ারশ নগরের (তখন রাশিয়ার অধীন) শ্রমিকশ্রেণীর জারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ থেকে এ গানটির জন্ম। রুশভাষায় এ গানের নাম : ভার্শাভিয়াঙ্কা। লেনিনের অতিপ্রিয় গানগুলির মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও এ গানটি তাঁকে গুনগুন করতে শোনা গেছে।]

কথা/সুর : অজ্ঞাত

অনুবাদ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

সাগর-যাত্রা নাবিক নির্ভর

সাগর-যাত্রা নাবিক নির্ভর
মাটির ফুল ফল সূর্য নির্ভর,
বৃষ্টি-নির্ভর মাঠের ফসল
মাও সেতুঙ-এর চিন্তা
বিপ্লবের নির্ভর।

জলছাড়া থাকে না মাছ
লতাহীন থাকে না আঙুর
জনতা আর কমিউনিস্ট দল অভিন্ন হৃদয়
মাও সেতুঙ-এর চিন্তা যে অন্তহীন সূর্যের উদয়॥

[Sailing in the seas depends on the Helmsman—সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় বিশ্বখ্যাতি লাভ করে]

কথা/সুর : অজ্ঞাত

অনুবাদ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

একটি তিব্বতী গান

কি করে আদর জানাই
কি সুরা যে পান করাই
কি মরমের দিই উপহার
দিব না 'হাতা'* হৃদয়ের গাথা
দিব শুধু একটি গান—
'ছ'…ইয়ালাছ মুক্তিফৌজ
লও মোদের গান ॥

পাষাণের দেশে তোমরা
আনলে প্রাণের ঢল
যুগযুগান্তরের দাসত্বের টুটিল শৃঙ্খল
কৃতজ্ঞতায় ভরা যে অন্তর,
তাই গাই গান—
সাংস্কৃতিক বিপ্লব কৃষ্টির ক্ষেত্রে
আনিল সৃষ্টির বান—
'ছ'…ইয়ালাছ—
মুক্তিফৌজ লও মোদের গান ॥

---

*'হাতা' : যে নতুন কাপড়ের টুকরো দিয়ে অতিথিকে তিব্বতীয় প্রথায় স্বাগতম জানানো হয়।

অনুবাদ / সুর : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

একটি লোকগীতি

দূর নীল পাহাড়ের গায়ে ঘেঁষা গাঁয়ে
থাকে এক বনবালিকা
রূপে তার আকাশের চাঁদে রঙ লাগে
দু'চোখে চমকে চঞ্চল বিজুলি শিখা ॥

ঝিরঝির ঝর্ণার গা বেয়ে বেয়ে
নেমে আসে প্রতি ভোরে
ধবধবে ফোটা ফুল কচি মেঘ শিশুটি
দু'হাতে বুক ধরে ধীরে অতি আদরে ॥

যদি কোনো দিন সেই পথে দেখো তাহারে
হবে যেন পথহারা
বারে বারে ঘুরে ঘুরে সেইখানে যাবে ফিরে
দু'চোখের চাহনিতে হবে পাগল পারা ॥

চাই না ধন-দৌলত হীরামণি জহরত
চাই না গো অট্টালিকা
যাবো সেই পাহাড়ে, হবো মেঘ পালক
শুধু যদি সাথে পাই রূপসী সেই বালিকা ॥

[চীনের হিঙ্গাই প্রদেশের লোকগীতি]

কথা / সুর : অজ্ঞাত
অনুবাদ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

এগিয়ে চল মুক্তি সেনা দৃঢ় পদক্ষেপে
[ভিয়েৎনামী মুক্তিফৌজের গান]

এগিয়ে চল মুক্তি সেনা দৃঢ় পদক্ষেপে
চূর্ণ করি দম্ভশির সাম্রাজ্যশাহী ইম্মাকীর।
মুক্তি সেনাদল, প্রবাহিনী নীল মেকং
ধূম্র পাহাড় ট্রুয়ংসং ঐ হাঁকে বীর॥

শুরু হলো আখেরী জং
ঝঞ্ঝা মৃত্যু পায়ে দলি
দুর্বার চলে ভিয়েতকঙ
বজ্রশিখায় উদয় আকাশে লিখছে নাম
মুক্ত স্বাধীন ভিয়েৎনাম॥
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

কথা / সুর : অজ্ঞাত

অনুবাদ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

আমরা করবো জয়

আমরা করবো জয়
আমরা করবো জয় নিশ্চয়
আহা বুকের গভীর আছে প্রত্যয়
আমরা করবো জয় নিশ্চয় ॥

আমাদের নেই ভয় (৩) আজ আর
আহা বুকের গভীর আছে প্রত্যয়, আমরা করবো জয় নিশ্চয় ॥

আমরা নই একা (৩) আজ আর
আহা বুকের গভীর আছে প্রত্যয়, আমরা করবো জয় নিশ্চয় ॥
সত্য যে সাথী, (৩) (মোদের)
আছে মুক্তির পথ বক্ষপাতি
সত্য যে মোদের সাথী ॥

[We shall overcome—সমগ্র আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষনীতির বিরুদ্ধে এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের নাগরিক অধিকারের দাবিতে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ মানুষের ঐতিহাসিক সমাবেশগুলির মধ্যে গানটির জন্ম]

কথা / সুর : অজ্ঞাত

অনুবাদ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

জন ব্রাউনের দেহ শুয়ে সমাধিতলে

জন ব্রাউনের দেহ শুয়ে সমাধিতলে
তাঁর আত্মা বহ্নিমান।

কোরাস শহীদের জয় জয় গান—
শহীদের জয় জয় গান—
শহীদের জয় জয় গান—
তাঁর আত্মা বহ্নিমান ॥

নিগ্রো মুক্তির তরে জন ব্রাউনের আত্মদান
তাঁর আত্মা বহ্নিমান।
শহীদের জয়···আত্মা বহ্নিমান ॥

মহাকাশে তারকারা প্রহরারত—
(যেথা) জন ব্রাউনের দেহ শায়িত।
শহীদের জয়···আত্মা বহ্নিমান ॥

আমেরিকার গণমনে জাগে অপলক—
শহীদ জন ব্রাউনের সমাধিফলক ॥
শহীদের জয়···আত্মা বহ্নিমান ॥

[জন ব্রাউন (১৮০০-১৮৫৯) দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ বিপ্লবী, যিনি প্রথম বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে প্রাণ আহুতি দেন]

কথা / সুর : অজ্ঞাত

অনুবাদ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

টগবগ টগবগ ধাবমান অশ্বখুরে

টগবগ টগবগ ধাবমান অশ্বখুরে

প্রান্তরে ধূলি ওড়ে—

নীল আকাশে মেঘের পালে

বুনো হাঁসের পাল্লা দূরে ॥

কোন সে মায়াবী দেশ কিবা তার নাম

বিস্ময়ে শুধাও তুমি

গর্বভরে বলবো তোমায়

সে যে মোর জন্মভূমি ॥

মাও সেতুঙ আর কমিউনিস্ট দল

শোষকেরে করেছে নির্মূল

মুক্তিফৌজের কুচকাওয়াজে

প্রান্তরে ফুটেছে ফুল ॥

[অন্তর্মঙ্গোলীয় লোকগীতি। মুক্তিবাহিনী অন্তর্মঙ্গোলীয়াকে মুক্ত করার পর এ গান রচিত হয়। মূল চীনাভাষা থেকে অনুবাদ]

মূল রচনা/সুর : পিটসিগার
অনুবাদ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

ফুলগুলি কোথায় গেল

ফুলগুলি কোথায় গেল
কতদিন কেটে গেল
ফুলগুলি কোথায় গেল
কতদিন হলো।
ফুলগুলি কোথায় গেল
ফুলকুমারী ছিঁড়ে নিল
আর কবে বুঝিবে বলো
তারা বুঝিবে বলো ॥

কুমারীরা কোথা গেল
কত দিন কেটে গেল
কুমারীরা কোথা গেল
কত দিন হল।
কুমারীরা কোথা গেল
সৈনিকের সাথী হলো
আর কবে বুঝিবে বলো
তারা বুঝিবে বলো ॥

সৈনিকেরা কোথা গেল
কত দিন কেটে গেল
সৈনিকেরা কোথা গেল
কতদিন হলো—
সৈনিকেরা কোথা গেল
সমাধি ছায়া তলে

আর কবে বুঝিবে বলো
তারা বুঝিবে বলো ॥

সমাধি কোথায় গেল
কতদিন কেটে গেল
সমাধি কোথায় গেল
কতদিন হলো।
সমাধি কোথায় গেল
ঝরাফুলে ঢেকে দিল
আর কবে বুঝিবে বলো
তারা বুঝিবে বলো ॥

কথা : চেরাবাণ্ডারাজু

অনুবাদ : সমর সেন

গীতিরূপান্তর / সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

আমরা চূর্ণ করেছি পাহাড়

আমরা চূর্ণ করেছি পাহাড়,
টুকরো করেছি বোল্ডার,
বিরাট বিশাল প্রোজেক্ট গড়ে ওঠে
আমাদেরই মেহনতে, কংক্রিটে নয়,
কিন্তু খাটে কারা ?
আর কারাই বা লোটে ?

আমরা আগাছা করেছি সাফ
চাষ করেছি খেতে
সারা মাঠ জুড়ে দেখো শস্যের সে কি সম্ভার,
আমাদেরই ঘাম দিয়ে, জল দিয়ে তো নয়।
কিন্তু সে ফসল কার ?
খুঁদকুড়ো কার জোটে ?

আমরা সুতো বুনি, চালাই তাঁত
রাতদিন দিনরাত
বানিয়ে চলি কত ঝলমলে রঙীন পোশাক
আমাদের নাড়ী দিয়ে, সুতো দিয়ে নয়।
কিন্তু কারা পায় ওম,.
কারা মরে শীতে

আমরা মেশিন চালাই,
কলকারখানা চলে,
উৎপাদন বেড়ে চলে দ্বিগুণ আরো দ্বিগুণ

আমাদেরই শক্তিতে, বিদ্যুতে নয়
কিন্তু, কারা থাকে বাংলোয়
কারা ঝুপড়িতে।

এখন বুঝেছি কী থেকে কী হয়
স্থির রয়েছি লক্ষ্যে।
বিপ্লব আনবই, আনবই বিপ্লব
সংগ্রামে সংগ্রামে ক্লান্তিবিহীন।
তখন, তোমাদের হবে শেষ,
আর আমাদের শুরু।

আফ্রিকার লোকগীতি

অনুবাদ : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গীতিরূপান্তর/সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

ছোকরা চাঁদ, জোয়ান চাঁদ হে

ছোকরা চাঁদ, জোয়ান চাঁদ হে
খবর শোনাও, একটা খবর শোনাও,
একটা ছোট্ট খবর তো শোনাও ভাই—
শোনাও ভাই, শোনাও ভাই হেঃ হেঃ।

যখন সূর্য উঠবে, ভোরের আলো ফুটবে,
তোমায় সেই খবরটা বলতে হবে।
কী জানতে চাই ? আহা ব্যস্ত কেন ?
এখনই তা বলছি শোনো।
সূর্য উঠবে যবে কানে কানে বলে যাবে
কেমন করে কিছু খেতে পাই—
কিছু খেতে পাই, কিছু খেতে পাই, হেঃ হেঃ।

কথা : এথেল রোজেনবার্গ

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুর : মেঘনাদ

সোনামনিরা বড় যখন হবে

সোনামনিরা বড় যখন হবে
জানবে কেন বন্ধ করে গান
সরিয়ে বই, শেষ না করে কাজ
মাটির তলায় আমরা চির-শয়ান।

শোক কোর না সোনা মানিকেরা
বানানো কথা সাজানো ছল-ছুতোয়
মানিনি ভয় করেছি জয় ব্যথা
থাকবে না তা অজ্ঞাত অশ্রুত।

মাটির মুখে হাসি ফুটবে সোনা
ভরবে কবর সবুজ অঙ্কুরে
হবে না খুন মানুষ আর
রবে শান্তি আর মৈত্রী বিশ্বজুড়ে।

কত না সুখ কত না ভালবাসা
কচি হাতের মুঠোয় রাখি ভরে
সর্বোপরি মানুষ—এ বিশ্বাস
স্বহস্তে এক মিনার দিও গড়ে।

মূল : বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট

অনুবাদ : উৎপল দত্ত

সুর : শিবশঙ্কর ঘোষ

দক্ষিণে নদীর ধারেই যত ধানের ক্ষেত

দক্ষিণে নদীর ধারেই যত ধানের ক্ষেত
আর, উত্তরের জেলায় লোকের চালের অভিপ্রেত।
সে চাল এনে গোলায় ভরতে ঝরে অনেক ঘাম
ওপর দিকে লম্ফ তখন মারবেই তো দাম।
যারা টেনে আনে নৌকো বোঝাই করে চাল
তারা যদি কিছু কিছু কম করে খায়
তবেই না চালের দাম খানিক কমানো যায়।
    চাল জিনিসটা আদতে কি বলো দেখি ?
    কখনো কি ভেবেছি চাল কাকে বলে !
    সে সব বুঝবে অন্য লোক বুদ্ধির সব ঢেঁকি।
    চাল কাকে বলে আমার না জানলেও চলে,
    আমার শুধু ভাত—
        চালের বাজার-দর কত ! হুম···

শীত এলেই লোকে আরো কাপড় ক্রয় করে
তুলো কিনে ঠাসে তখন জামার আস্তরে
তুলোই বা পথে ঘাটে থাকে নাকি ছড়িয়ে ?
শীত এলে তুলোর দাম দিতেই হয় চড়িয়ে।
তুলোর যারা চাষী তাদের মাইনে যদি কমে
তবেই তুলোর দামটা কিছু নামে ক্রমে ক্রমে।
    তুলো জিনিসটা আদতে কি বলো দেখি ?
    কখনো কি ভেবেছি তুলো কাকে বলে !
    সে সব বুঝবে অন্য লোক বুদ্ধির সব ঢেঁকি।
    তুলো কাকে বলে আমার না জানলেও চলে,

আমার শুধু ভাত—
তুলোর বাজার দর কত। হুম···

মানুষ বড় বেশী গেলে, এত খেলে চলে ?
তাই তো তাকে খাটাতে গেলে পয়সা পাখা মেলে
খাদ্য সৃষ্টি করতে গেলে মজুর ছাড়া চলে না
রাঁধুনীর দোষ নেই বাবা, দাম সে বাড়ায় না।
বাড়ায় যত খাইয়ের দল হাঁড়ি চেটে চেটে
পেটুক শ্রমিক যেথায় যত আমার ঘাড়ে জোটে!
মানুষ জিনিসটা আদতে কি বলো দেখি ?
কখনো কি ভেবেছি মানুষ কাকে বলে!
সে সব বুঝবে অন্য লোক বুদ্ধির সব ঢেঁকি।
মানুষ কাকে বলে আমার না জানলেও চলে,
আমার শুধু ভাত—
মানুষের বাজার-দর কত। হুম···

[গানটি 'চেতনা' নাট্যগোষ্ঠীর 'সমাধান' নাটকে ব্যবহৃত]

মূল : বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট
অনুবাদ : উৎপল দত্ত
সুর : শঙ্কর ঘটক

নদীর ধারের শহরে যাবে মাল

নদীর ধারের শহরে যাবে মাল
সেখানে পাবো এক এক মুঠো চাল
এ নৌকো বড ভারী
তবু দিতে হবে পাড়ি
নদীর জল উঠছে দ্যাখো মেতে
আর পারি না উজান বয়ে যেতে
জোরে টানো হাঁ-গুলো
বসে আছে খাবে বলে
সোজা টানো, ঠেলছো কেন
পেছনের লোক সাবধান !

রাত আসছে আঁধার মেলে
একমুঠো ভাত কিনে খেলে
ঘরভাড়া বাকি পড়ে
কুকুর-বেড়াল শোয় না অমন ঘরে
এ কাদায় পা হড়কে যায়
তাই এগুনো হলো দায়।

কাঁধে বাঁধা এই দড়া
আমাদের চেয়ে অনেক কড়া
ঐ চাবুকটাই বা কিসের কম
চারপুরুষ ধরে কুলির যম
আমরা হলাম সব শেষের দল।

বাপ-ঠাকুর্দা নাও টেনেছে
মোহনা থেকে বন্দরে
মাল বয়ে নিয়ে গেছে এর চেয়ে বহুগুণ
ছেলে নাতি এমন কাজের মুখে দেবে আগুন
আমরা শুধু পড়ে গেছি মাঝে।

নৌকো বোঝাই চাল
ফুটো পয়সা পেলো চাষী
আমরা আরো কম।
কুলীর চেয়ে বলদ-জোতায় খরচ অনেক বেশী
মানুষ সবচেয়ে সস্তা, কারণ সংখ্যায় সে বেশী।

শহরে বসে বাবুরা খায় ভাত কাঁড়ি-কাঁড়ি
বাচ্চাগুলো এসে শুধোয় দেখিয়ে ভাতের হাঁড়ি
কে টেনে আনলো বলো নৌকো এমন ভারী
বাবুরা তখন বুঝিয়ে দেয়—
আনা হয়েছে বুঝলি?
নীচ থেকে চলে আসছে ওপর তলার পাতে
যারা সে চাল বয়ে আনছে তারা পায় না খেতে

গানটি 'চেতনা' নাট্যগোষ্ঠীর 'সমাধান' নাটকে ব্যবহৃত হয়েছিলো }

কথা : চেরাবাণ্ডারাজু
অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ
সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

কী আমাদের জাত

কী আমাদের জাত, আর ধর্মই বা কী
মাটি ছেনে যখন ইটের পাঁজা বানাচ্ছি
যে ইট দিয়ে তৈরি হবে তোমাদের ওই ঘর
খিদেয় ধুঁকে বইছি যখন শস্য এ বুকভর !

কী আমাদের জাত, আর ধর্মই বা কী
মাটির তলা খুঁড়ে যখন কয়লা ওঠাচ্ছি
কাশতে কাশতে জীবন যায়, শরীরও হয় ক্ষয়
গরম ভাপে হাপর যেন চলে অনন্তময় ।

কী আমাদের জাত, আর ধর্মই বা কী
ভেজা জমির ওপর যখন লাঙল চালাচ্ছি
কণামাত্র খাবার যখন পাই না খেতে নিজে
পাথর দিয়ে মূর্তি বানাই কড়া রোদের নিচে ।

কী আমাদের জাত, আর ধর্মই বা কী
ফুলের ডালা যখন তোমার সামনে সাজাচ্ছি
তোমাদেরই জন্য যখন কাগজ বানালাম
তার ওপরে লিখবে বলে রাম রাম রাম ।

কী আমাদের জাত, আর ধর্মই বা কী
জুতোর জন্য কত জীবের মুণ্ডু খসাচ্ছি
রাঁধবে খাবে বলে বানাই থালা বাটি গ্লাস
নিজের জন্য পাই না যখন সামান্য একগ্রাস ।

কী আমাদের জাত, আর ধর্মই বা কী
চুল কামিয়ে দিচ্ছি, যখন হবে সন্ন্যেসী
ধুচ্ছি যখন ওই তোমাদের কাপড় জামার কাদা
ফিরিয়ে দিতে হবে বলে জুঁইয়ের মতো শাদা।

তোমাদের এই ধাপ্পা বাপু চলবে না তো আর
উই খেয়েছে কুরে তোমার মনোবলের সার
থুবরে-পড়া হদ্দ বুড়ো ওই তোমাদের রথও
নড়তে চড়তে পারে না আর, চূর্ণ এবং গত।

টুকরো থেকে টুকরো আরো করতে যদি চাও
ভাবো যদি ভিন্ন করে দেবে সবার জাত—
তোমাদের যে দিন ঘনালো ভাবো সেই কথাও
ঘাম ঝরিয়ে এক হয়েছি, মেলাচ্ছি সব হাত

কথা / সুর : ভূপেন হাজারিকা

অনুবাদ : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ মানুষের জন্যে

মানুষ মানুষের জন্যে
জীবন জীবনের জন্যে
একটু সহানুভূতি কি মানুষ
পেতে পারে না—ও বন্ধু ?

মানুষ মানুষকে পণ্য করে
মানুষ মানুষকে জীবিকা করে
পুরনো ইতিহাস ফিরে এলে
লজ্জা কি তুমি পাবে না—ও বন্ধু ?

বলো কি তোমার ক্ষতি
জীবনের অথৈ নদী
পার হয় তোমাকে ধরে
দুর্বল মানুষ যদি !

মানুষ যদি সে না-হয় মানুষ
দানব কখনো হয় না মানুষ
যদি দানব কখনো হয় মানুষ
লজ্জা কি তুমি পাবে না—ও বন্ধু ?

হে দোলা হে দোলা

হে দোলা হে দোলা
আঁকা বাঁকা পথে মোরা কাঁধে নিয়ে ছুটে যাই
রাজা মহারাজাদের দোলা,
আমাদের জীবনের ঘাসে-ভেজা শরীরের
বিনিময়ে পথ চলে দোলা।

দোলার ভিতরে ঝলমল করে যে
সুন্দর পোশাকের সাজ,
আর ফিরে ফিরে দেখি তাই ঝিকমিক করে যে
মাথায় রেশমের তাজ—
হায় মোর ছেলেটির উলঙ্গ শরীরে
একটুও জামা নেই, খোলা
দু চোখে জল এলে মনটাকে বেঁধে যে
তবুও বয়ে যাই দোলা,

যুগে যুগে ছুটি মোরা কাঁধে নিয়ে দোলাটি
দেহ ভেঙে ভেঙে পড়ে
ঘুমে চোখ ঢুলুঢুলু রাজা মহারাজাদের,
আমাদের ঘাম ঝরে পড়ে।

উঁচু ঐ পাহাড়ে ধীরে ধীরে উঠে যাই
ভাল করে পায়ে পা মেলা,
হঠাৎ কাঁধের থেকে পিছলিয়ে যদি পড়ে
আর দোলা যাবে নাকো তোলা
রাজা মহারাজাদের দোলা
বড় বড় মানুষের দোলা ॥

আমি এক যাযাবর

আমি এক যাযাবর
পৃথিবী আমাকে আপন করেছে
ভুলেছি নিজের ঘর,

আমি গঙ্গার থেকে মিসিসিপি হয়ে
ভল্গার রূপ দেখেছি।
অটোয়ার থেকে অস্ট্রিয়া হয়ে
প্যারিসের ধুলো মেখেছি।
আমি ইলোরার থেকে রঙ নিয়ে দূরে
শিকাগো শহরে দিয়েছি
গালিবের 'শের' তাসখন্দের
মিনারে বসে শুনেছি।
মার্ক টোয়েনের সমাধিতে বসে
গোর্কির কথা বলেছি
বারে বারে আমি পথের টানেই
পথকে করেছি ঘর।

বহু যাযাবর লক্ষ্যবিহীন,
আমার রয়েছে পণ,
রঙের খনি যেখানে দেখেছি
রাঙিয়ে নিয়েছি মন।

আমি দেখেছি অনেক গগনচুম্বী
অট্টালিকার সারি
তার ছায়াতেই দেখেছি অনেক
গৃহহীন নরনারী,
আমি দেখেছি অনেক গোলাপ বকুল
ফুটে আছে থরে থরে,

আবার দেখেছি না-ফোটা ফুলের
কলিরা ঝরে গেছে অনাদরে।
প্রেমহীন ভালবাসা দেশে দেশে
ভেঙেছে সুখের ঘর,
পথের মানুষ আপন হয়েছে
আপন হয়েছে পর,
তাই আমি যাযাবর॥

শীতের শিশিরভেজা রাতে

শীতের শিশিরভেজা রাতে
শিশিরে ভেজানো রাতে
বস্ত্রবিহীন কোন ক্ষেতমজুরের
ভেঙে পড়া কুটিরের—ধিকি ধিকি জ্বলে থাকা
তুষে ঢাকা আগুনের
রক্তিম যেন এক উত্তাপ হই॥

শিশিরে ভেজানো রাতে
সংখ্যালঘু কোন সম্প্রদায়ের,
ভয়ার্ত মানুষের না-ফোটা আর্তনাদ
যখন গুমরে কাঁদে
আমি যেন তার নিরাপত্তা হই॥

শিশিরে ভেজানো রাতে
কণ্ঠরুদ্ধ কোন সু-গায়কের
প্রভাত আনতে পারা একটি অমর গান
নিজেই প্রকাশ করে
আমি যেন তার সুধাকণ্ঠ হই॥

রক্তিম যেন এক উত্তাপ হই,
প্রচণ্ড যেন এক প্রতাপ হই,
আমি যেন এক নিরাপত্তা হই,
আমি যেন এক সুধাকণ্ঠ হই ॥

আয় আয় ছুটে আয়

আয় আয় ছুটে আয়
সজাগ জনতা।
আয় আয় নিয়ে আয়
নতুন বারতা ॥
রামের দেশেতে সেই রাবণ বধিতে
যায় যদি যায়—জীবনটাই যাক্ ॥

সংগ্রামে সেনাপতি থম্‌কে দাঁড়ালে
কি যে লাভ নিজেদের আস্থা হারালে
সমাজের বৈরীকে চেনা হবে দায় ॥

(শোন্) বুভুক্ষু শিশুদের আর্তনাদ
(সে যে) তিল্ তিল্ মৃত্যুর আনে সংবাদ
সেই সংবাদ শুনেও বধির কেন
তুই করবি না কেন তোর শেষ প্রতিবাদ ?

সংগ্রাম আর এক নাম জীবনের,
ভীরুতা আর এক নাম মরণের
ত্রাস ভুলে দানবেরে নাশ করি আয় ॥

বিস্তীর্ণ দুপারের

বিস্তীর্ণ দুপারের
অসংখ্য মানুষের
হাহাকার শুনেও
নিঃশব্দে নীরবে
ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছো কেন?

নৈতিকতার স্খলন দেখেও
মানবতার পতন দেখেও
নির্লজ্জ অলসভাবে বইছো কেন
সহস্র বরষার—উন্মাদনার
মন্ত্র দিয়ে—লক্ষ জনেরে
সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী
করে তোল না কেন?

জ্ঞানবিহীন নিরক্ষরের,
খাদ্যবিহীন নাগরিকের
নেতৃবিহীনতায় মৌন কেন?
সহস্র বরষার উন্মাদনার
মন্ত্র দিয়ে—লক্ষ জনেরে
সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী
করে তোল না কেন?

ব্যক্তি যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক,
সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্বরহিত
তবে শিথিল সমাজকে ভাঙো না কেন?
সহস্র বরষার—উন্মাদনার
মন্ত্র দিয়ে—লক্ষ জনেরে

সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী
করে তোল না কেন ?

স্রোতস্বিনী কেন নাহি বও,
তুমি নিশ্চয় জাহ্নবী নও
তাহলে প্রেরণা দাও না কেন ?
উন্মত্ত ধারায়—কুরুক্ষেত্রের
শরশয্যাকে আলিঙ্গন করা
লক্ষ কোটি ভারতবাসীকে
জাগালে না কেন ?

আজ জীবন খুঁজে পাবি

আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয়
আর মরণ ভুলে গিয়ে ছুটে ছুটে আয়
হাসি নিয়ে আয় আর বাঁশি নিয়ে আয়
আজ যুগের নতুন দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয়
আজ ফাগুন ফুলের আনন্দে সব ছুটে ছুটে আয়।

মনের চড়াই পাখিটির বাঁধন খুলে দে
শিকল খুলে মেঘের নীলে আজ উড়িয়ে দে
যত বন্ধ হাজার দুয়ার ভেঙে আয়রে ছুটে আয়!

সময় ধারাপাতে দেখো নেই বিয়োগের ঘর
চলার পথের পথের বাঁকে নেই তো আপন পর,

কি আর পাবি কি আর দিবি আঙুল গুণে কি
লাভের খাতায় হিসাব করে জীবন ভরে কি!

আজ পাওনা দেনা মিটিয়ে দিয়ে আয়রে ছুটে আয়
আর ভালবাসার পান্না হীরে কুড়িয়ে নিয়ে আয়
এই ফাগুন ফুলের আনন্দে সব ছুটে আয় ॥

একটি কুঁড়ি দুটি পাতা

একটি কুঁড়ি দুটি পাতা
রতনপুরের বাগিচায়
কোমল কোমল হাত বাড়িয়ে
লছ্‌মী আজো তোলে ও লছ্‌মী আজো তোলে

সবুজ পাতার বাহারে
দুলতো দোদুল আহা রে
প্রেমের পরাগ তার
ছড়াতো হাসিলে বাতাসে নাচিলে।

জুগ্‌নু আর লছ্‌মী যে
বিয়ের রাতের ঝুমুরে
রতনপুর বাগিচায়
জোয়ার তুলেছে ও জোয়ার তুলেছে।

তাদের প্রেমের কুটিরে
ছোট্ট শিশু এলো রে
কি দেব তার তুলনা
চাঁদের আলো ঝরে ও চাঁদের আলো ঝরে।

জুগ্‌নু যেন যুবক পাতা
লছ্‌মী লজ্জাবতী লতা

দুটি পাতার বুকে কুঁড়ি
ঘুমায়ে পড়িলে ও ঘুমায়ে পড়িলে।

এই মানুষরূপী পাতার সাধ
পিশাচেরা বাড়ায় হাত
অকালে হায় ছিনিয়ে নিতে
আসে দলে দলে ঐ আসে দলে দলে।

ভয়ে পাতা গুটিশুটি
আধেক ফোটা কুঁড়িটি
আড়াল করে ঢেকে রাখে
পিশাচ আসিলে ঐ পিশাচ আসিলে।

তাম্রবরণ দু'হাতে
সবল বাহুর আঘাতে
ধম্ ধম্ ধম্ মাদল বাজায়
নতুন সাড়া তুলে হাজার দেহ দোলে।

নতুন দিনের আহ্বানে
হাজার চোখের আগুনে
বজ্র-মাদল গর্জনে
পিশাচ তাড়ালে ও পিশাচ তাড়ালে।

কথা/সুর : ভূপেন হাজারিকা

অনুবাদ : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত

সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত
কখন তো হই না ক্লান্ত,
তথাপি মনের মোর প্রশান্ত সাগরে
ঊর্মিমালা অশান্ত—

মোর মনের প্রশান্ত সাগরের বক্ষে
জোয়ারের নাই আজ অন্ত,
অজস্র লহরী নব নব গতিতে
এনে দেয় আশা অফুরন্ত—

মোর প্রশান্ত পারের কত মহাজীবনের
শান্তি আজি আক্রান্ত
নব নব সৃষ্টিকে দৈত্যদানবে করে
নিষ্ঠুরাঘাত অবিশ্রান্ত—

ধ্বংসের আঘাতে দিয়ে যায় প্রতিঘাত
সৃষ্টির সেনানী অনন্ত,
সেই সংঘাত আনে মোর প্রশান্ত সাগরে
প্রগতির নূতন দিগন্ত—

মোর গভীর প্রশান্ত সাগরের শক্তি
ধ্বংসকে করে দিগভ্রান্ত
অগণন মানুষের শান্তির অভিযান
সৃষ্টিকামী জীবন্ত ॥

কথা / সুর : অজ্ঞাত

অনুবাদ : জ্যোতির্ময় নন্দী

কমরেড শোন বিউগ্‌ল ঐ হাঁকছে রে

কমরেড শোন বিউগ্‌ল ঐ হাঁকছে রে
তোল কাঁধে নে জঙ্গী হাতিয়ার
আয় আজাদীর জং লড়ি চল ডর ছেড়ে
চল এগিয়ে রাস্তা করি বার।

দীন মজুরের ঘরে যে তোর জনম ভাই
খুন বিকিয়ে ভুখ মেটে না তোর
ভাই ব্রাদারী দোস্তি একাই আজাদী
এই লড়াইয়ের কায়দারে মজদুর।

হুকুমতের তক্ত জুড়ে রয় যারা
কিসের জোরে লাল করে ভাই আঁখ
কামান কার্তুজ আর বেয়নেট
আমরাই তো গড়ি লাখে লাখ।

ভুখ শেকলের শক্ত বাঁধন তোর তরে
ছাড় দেখি ভাই দীন-ভিখারীর ভেক্
উড়ারে আজ লাল ঝাণ্ডা দিল ভরে
আজাদী ঐ দোরগোড়ে তোর দেখ

[অক্টোবর বিপ্লবের গান, Comrades, The bugles are Sounding-এর অনুবাদ]

মূল রচনা : অজ্ঞাত

অনুবাদ : কনক মুখোপাধ্যায়

সুর : দিলীপ সেনগুপ্ত

মেহনতী জনতা উঠছে জেগে

মেহনতী জনতা উঠছে জেগে
কদম কদম চলছে
শঙ্কিত ভীত যত অত্যাচারী
আসন তাদের ঐ টলছে।
ভাঙো ভাঙো দুর্গ হে শ্রমিক বীর, জয়
সর্বহারার সংগ্রাম
হোক সবার সমান অধিকার
অত্যাচারের অবসান॥

[১৮৮৬ সালের মে মাসে আট ঘণ্টার কাজের দাবিতে সংগ্রাম হয়েছিলো যে শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে, সেই 'Knights of Labour'-এর দ্বারা প্রচারিত এই গান]

আমরা আনবো নতুন দিন

আমরা আনবো নতুন দিন
ক্লান্ত আমরা ব্যর্থ শ্রমে
অন্ন জোটাতে দু'বেলা দু'মুঠো
মরে আছি ভাই এই জীবনে

জীবনে লাগুক সূর্যের আলো
ফুলের গন্ধে ভরুক প্রাণ
বিধির বিধান মুক্ত জীবন
চাই চাই আট ঘণ্টা কাজ।

উঠছে আওয়াজ রণডঙ্কার
কারখানা কলে বন্দরে
কাজ চাই, কাজ চাই, আট ঘণ্টার
বিশ্রাম আট ঘণ্টা
আনন্দ আট ঘণ্টা॥

[১৮৮৬ সালে আমেরিকার 'Knights of Lahour' শ্রমিক সংগঠনের গান]

মূল : বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট

অনুবাদ/সুর : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা গল্প বলি শোনো

একটা গল্প বলি শোনো
দিনের গোড়ায় রাত্রি যেমন তেমনি গল্পের গোড়া
এক দেশের এক রাজার ছিলো আট আটটি ঘোড়া।
সাতটা ঘোড়ায় প্রাণপণ লড়তো ছিলো কাজের কাজী
আট নম্বর ঘোড়া ছিলো কুঁড়ে এবং পাজী
তবু রাজা বলতো তাকে তুমি সেরা ঘোড়া
যুদ্ধের কাজ দেখতে শুনতে নেইকো তোমার জোড়া
একটা গল্প বলি…

জোর কদম জোর কদম জোর কদম
টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ…
ভোর হবার আগে রাজার যুদ্ধ জেতা চাই
রাজা বাঁচলে সবাই বাঁচবে ভরসা একটাই
নয়তো জীবন যাবে
সাতটা ঘোড়া প্রাণপণ লড়ে জীবনটুকু বাজি
আট নম্বর ঘোড়া করে যুদ্ধ তদারকি
একটা গল্প বলি…
আঁধার রাতে ঝরঝর ঝরে সাতটা ঘোড়ার রক্ত
আট নম্বর পতাকা বয় রাজার ভীষণ ভক্ত

জোর সে লড়ো জোর সে লড়ো জোর সে লড়ো
টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ…
ভোর হবার আগে রাজার যুদ্ধ জেতা চাই
রাজা বাঁচলে সবাই বাঁচবে ভরসা একটাই
নয়তো জীবন যাবে।

যুদ্ধ জেতা হলে পরে হবে কানাকানি
আট নম্বর ঘোড়া পাবে অনেক দানাপানি
একটা গল্প বলি…

সাতটা ঘোড়ার দানাপানি এক জাগাতে জড়ো
রাইফেল হাতে একটি ঘোড়া
সাতজনার চেয়ে বড়ো।

কথা : বেঞ্জামিন মোলায়েক
অনুবাদ : অমিতাভ দাশগুপ্ত
গীতিরূপান্তর /সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

হাওয়ার হাত মরা ডালে

হাওয়ার হাত মরা ডালে
ফুটিয়ে তুলছে লাল সাদা ফুল
হাওয়ার হাত ফুটিয়ে তুলছে
জন্মান্ধের চোখে খরবিদ্যুৎ।

হাওয়ার হাত উড়িয়ে নেয়
শুকনো পাতা আর যত জঞ্জাল।
হাওয়ার হাত মুছিয়ে দেয়
অশ্রু ঘাম আর রক্তের দাগ।

স্বপ্ন যখন ভেঙে পড়ে
তখন হাওয়ার হাত দেখে উঠে দাঁড়াই।
সটান দৃপ্ত শঙ্কাহীন।
হাওয়ার হাত যখন আমার হাত ধরে
তখন বুঝি ঠিক এসেছে দিন,
যুদ্ধ ঘোষণার এসেছে দিন।

[এ গানের আর একটি সুরও আছে। সেই সুরটি করেছেন অনুপ মুখোপাধ্যায়। সেখানে অমিতাভ দাশগুপ্তের অনুবাদটিকে পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে]

নকোসি সিকেন্দে আফ্রিকা

নকোসি সিকেন্দে আফ্রিকা
জাগো মাতৃভূমি জাগো আফ্রিকা
আমাদের হাত শিখে গেছে
ঠিকঠাক ধাতুর ব্যবহার।
হাতের মুঠোয় দমবন্ধ গ্রেনেড
ফাঁসিকাঠ, গুলি আর মৃত্যুর ফাঁকে ফাঁকে
হুল্লোড় হাসি আর ভালোবাসা।
নকোসি সিকেন্দে আফ্রিকা।

রক্তমেঘের ভাঁজে ভাঁজে লেগে আছে
আমাদের চুম্বন, আমাদের প্রেম।
দেখো হাড্ডিসার ওই পাথুরে মাটি
আজ পয়মন্ত।
খুদে পিঁপড়েও আজ শিখে গেছে এই দেশে
বুকে বয়ে নিয়ে যেতে উচ্চাশা।
ছেঁড়া হাত আর শূন্য জঠর থেকে
রোদ্দুরে ডানা মেলে আজ সেই গান।
ভ্রূক্ষেপহীন অবিনশ্বর গান—
নকোসি সিকেন্দে আফ্রিকা।

কথা : অতো রেনে কাস্তিইয়ো

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতিরূপান্তর/সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

তোমার আছে বন্দুক

তোমার আছে বন্দুক
আর
আমার আছে ক্ষুধা।
তোমার আছে বন্দুক
কারণ
আমার আছে ক্ষুধা।
তোমার আছে বন্দুক
তাই
আমার আছে ক্ষুধা।

থাকুক তোমার বন্দুক
থাকুক তোমার বুলেট
হাজার বুলেট
হোক না সে আরো এক হাজার,
তুমি সব খরচ করে ফেলতে পারো
আমার বেচারা শরীরে।
তুমি আমাকে খুন করতে পারো
একবার দুবার তিনবার
ছ'হাজারবার সাত হাজারবার
তবু শেষটায়
আমার কিন্তু চিরকাল থাকবে
তোমার চেয়ে বেশি হাতিয়ার
যদি তোমার থাকে বন্দুক
আর
আমার কেবল ক্ষুধা।

কথা : মাও সে তুঙ

অনুবাদ : কমলেশ সেন

সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

লঙ মার্চ

কিসের ভয়, সাহসী মন লাল ফৌজের, লাফিয়ে হই পার
থাক না হাজার অযুত বাধা দীর্ঘ দূর যাত্রার।
হাজার পাহাড় লক্ষ নদী, কিছুই নেই ভাবার,
শিখর পাঁচ, যেন বুঝি ছোট্ট নদী ঢেউ বাহার
উমুং পাহাড় মাটির টিলা কি সবুজ আহা, লাফিয়ে হই পার।
আকাশ ছোঁয়া পাহাড় আগুন আঘাত হানে, সোনালী স্রোত যার
লোহার সাঁকো টাটুর বুকে হিমশীতল, পথেই হই পার।
তুষার ঝরে নিযুত শিখর রোদে ঝলমল মিন পাহাড়।
মিন পাহাড় লাফিয়ে পার, লাল ফৌজ আহা, হাসির মেজাজ সবার

মূল রচনা : মাও সে তুঙ
অনুবাদ : কমলেশ সেন
গীতিরূপান্তর ও সুর : অনুপ মুখোপাধ্যায়

পাহাড়ের নিচে সমতলে ওড়ে

পাহাড়ের নিচে সমতলে ওড়ে
রক্তনিশান শতশত
ওপরে বাজে গুরু গুরু ঐ
রণভেরী রণতূর্য।

শত্রু ঘিরেছে আমাদের
সহস্র ব্যূহরেখায়
অটল পাহাড় আমরা যেন
আছি দাঁড়িয়ে দৃপ্ত ঠায়।

এই অবসরে গড়েছি আমরা
লৌহ দৃঢ় প্রতিরোধ
অমর প্রাচীর আমাদের পণ
অটুট দুর্গ যেন—মরণপণ।

ইয়াং ইয়াংচি প্রান্তর থেকে
ছুটে আসে ঐ—কামানের গর্জন
শত্রু পালায়, ভীরু পদভরে
আমাদের জয়—নিশ্চয় অর্জন।

কথা : আলফ্রেড হেইস
সুর : আর্ল রবিনসন
রূপান্তর : সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাল রাতে জো হিলকে স্বপ্নে দেখেছি

কাল রাতে জো হিলকে স্বপ্নে দেখেছি
জো হিল বেঁচে আছে তোমার আমার মতনই
আমি বলি, জো তুমি বহুকাল মৃত
(জো বলল) আমার মৃত্যু হয়নি।

শিয়রের পাশে খাড়া জো-কে বললাম
সল্ট লেকে মারা গেছ তুমি মাইরি
ফাঁসালো তোমাকে ওরা খুনের দায়ে
জো বলে, মরিনি আমি।

তোমায় তামাখনির মালিকেরা খুন করেছে
ওরা গুলি করে মারলো তোমায়
বন্দুকে মারা যায় মানুষ থোড়াই
(জো বলল) আমার মরণ হয় নাই।

জীবনের চেয়ে বড় দাঁড়িয়ে জো হিল
চোখে তার হাসির ঝিলিক
মারতে পারে না যাকে, বলল জো হিল
(তাই) দিকে দিকে গড়ছে মিছিল।

জো হিল, জো হিল আমি মৃত্যুঞ্জয়ী
জো হিল কখনো মরে না
যেখানে মজদুর স্ট্রাইকে সামিল
(জেনো) সেখানেই থাকবে জো হিল।

কথা : ডঃ নক্রুমা
অনুবাদ : গীতা মুখোপাধ্যায়
সুর : দিলীপ সেনগুপ্ত

আমাদের কণ্ঠে বিজয়ের মাল্য

আমাদের কণ্ঠে বিজয়ের মাল্য
জয়টিকা ললাটিকা আমাদের
বন্ধন শৃঙ্খল খুলবেই আফ্রিকা
নিশ্চিত জয় হবে আহবের ।

চলে অভিযান, চির দুর্বার, স্থির বিজয়
নহে পশ্চাতে চির সম্মুখে, হে নির্ভয়
এলো ঐ আহ্বান, জাগো বীর সন্তান
জ্বলে ওঠো নন্দিনী আফ্রিকা
মহা আফ্রিকা ডাকে রণজয় অভিযানে
রহিবে না বন্দিনী মাতৃকা ॥

অনুবাদ : অমর মুখোপাধ্যায়

লক্ষ যোজন দূরে জন্মভূমি

লক্ষ যোজন দূরে জন্মভূমি
তবু লক্ষ্যের ঐক্য মহান,
শত্রুর চক্রান্তের জাল ভেদি
গড়ি শান্তির স্বর্ণ সোপান ॥

দুনিয়ার যত দেশ জাগে
যৌবন রঞ্জিত রাগে।

যুবমন উচ্ছল ঘোষণার কলরোল
সখ্যের সাম্যের জয়।

দুনিয়ার নওজোয়ান গাহি আজ
মুক্তি গান, এক প্রাণ।

মোরা প্রাণ সম্পদে চিরদিন
অফুরান, বলীয়ান।

সবুজ ও নবীন, চির নবীন সত্যের
তাই গাহি গান ॥

গম্ভীর মন্দ্রেতে কণ্ঠ বাজে
লক্ষ্যের অবিচল ঘোষণায়,
বুকভরা গর্বেই পতাকা হাতে নি
মানবতার পথ যে চেনায় ॥

শান্তির দুশ্‌মন আজ যে
যুদ্ধের নয়াজাল পাতছে ;
মিথ্যার কুৎসার মৃত্যুর সেই জাল
দীর্ণ এ প্রাণ-বন্যায় ॥

দুনিয়ার নওজোয়ান গাহি আজ
মুক্তি গান, এক প্রাণ ।
মোরা প্রাণ সম্পদে চিরদিন
অফুরান, বলীয়ান ।
সবুজ ও নবীন, চির নবীন সত্যের
তাই গাহি গান ॥

কথা : শ্রীমতী জিম্ বিভস্
সুর : প্রচলিত আমেরিকান লোকগীতি
অনুবাদ : সুনীত সেন

আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দুটো দল

আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দুটো দল
আর মাঝামাঝি নেইতো কিছুই
হয় পা-চাটা দালাল আর নয়তো
এক লড়াকু মজুর হবি তুই
বল্ কোনদিক সাথী কোনদিক বল্ কোনদিক বেছে নিবি তুই ?
সবার পেছনে কে রে দাঁড়িয়ে ?
আজ তোকেই তো ডাকছি সবাই
তোর লড়াকু সাথীরা দেখ তৈরি
তবু তোকে ছাড়া হবে না লড়াই
বল্ কোনদিক সাথী কোনদিক বল্ কোনদিক বেছে নিবি তুই ?
আমার বাবাও ছিল এক মজদুর
আর আমিও তো হাতুড়ি পেটাই
লাখো সাথীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
তাই আমিও মজুররাজ চাই
বল্ কোনদিক সাথী কোনদিক বল্ কোনদিক বেছে নিবি তুই ?
মুখ বুজে সইবি কি সবই তুই ?
কি করে বা সইবি ও ভাই ?
বেইমান নোস্, তুই ইন্সান্
আজ ভেবে দেখ সেই কথাটাই
বল্ কোনদিক সাথী কোনদিক বল্ কোনদিক বেছে নিবি তুই ?
আজ আর ভাঁওতায় ভুলছি না
ঐ হুমকিকে পরোয়া থোড়াই
শুধু একসাথে হবে সাথী মিলতে
ভুখা মজুরের রাস্তা এটাই।
বল্ কোনদিক সাথী কোনদিক বল্ কোনদিক বেছে নিবি তুই ?

মূল : সত্যম

অনুবাদ : সুনীত সেন

সুর : শর্মিলা রায় চৌধুরী

আমরা রেলের মজদুর

আমরা রেলের মজদুর এই রেল আমরা চালাই
ঘড়ির কাঁটার মতো খেটে চলি অবিরত
এই রেল আমরা চালাই ॥

হাড় পুড়িয়ে কয়লা বানাই
আমাদেরই শরীরের হাড়কে পুড়িয়ে কালো কয়লা বানাই
খুন জ্বালিয়ে স্টীমটা বানাই
আমাদেরই কলজের খুনটা জ্বালিয়ে ঐ স্টীমটা বানাই
হাজারো মানুষজন, হাজারো মালের বোঝা
এভাবেই বয়ে নিয়ে যাই।

না, না, দিনে দিনে বেড়ে ওঠা বাজারের দরদাম সইতে পারি না গো
না, না, দুবেলা দুমুঠো ভাত তাও তো জোটে না আর সইতে পারি না গো
না, না, বুকের ওপরে চাপা ভুখ গরিবীর ভার বইতে পারি না গো
না, না, তিলেতিলে প্রতিদিন ক্ষইতে পারি না আর ক্ষইতে পারি না গো
না, না. একসাথে একজোটে আজকে আমরা তাই—
প্রতিবাদে প্রতিরোধে সকলে মিলেছি তাই, নতুন জীবন পেতে চাই।

না, না, দূর আকাশের ঐ রুপোলী মোহিনী চাঁদ চাইনি হাতে
না, না, বাড়াইনি হাত ঐ রেলমন্ত্রীর কালো টাকার দিকে
না, না, যত হামবাগ আমলার ক্ষমতার ঠাঁটবাট চাইনি পেতে
না, না, টাটা আর বিড়লার মুনাফার কোন ভাগ চাইনি নিতে
না, না, বাজারদরের সাথে তাল রেখে ডি. এ. আর
ন্যায্য মজুরী সাথে বোনাসের অধিকার

আমরা তো এটুকুই চাই।

মজুরের কথা ওরা মানছে থোড়াই
ছোট্ট মোদের দাবী, তাও এই সরকার মানছে থোড়াই
স্ট্রাইকের অস্ত্রটা তাই তো শানাই
(সব) রেল মজদুর আজ স্ট্রাইকের অস্ত্রটা তাই তো শানাই
লাখো হৃদয়ের আশা লাখো কব্জির জোরে
আমরা ছিনিয়ে নিতে চাই।

ওহো ভাই হো—
এই স্ট্রাইকের বুকে বিপ্লবেরই পদধ্বনি শুনেছে ওরা
ওহো ভাই হো—
তাই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জুলুমের পথে আজ নেমেছে তারা
ওহো ভাই হো—
বুঝি ভেবেছে মিলট্রি দিয়ে পুলিস আর জেল দিয়ে
রেলটা চালাবে ওরা
ও ভাই হো—
আসুক হাজারো বাধা তাও আজ থামবো না
শত্রুর কাছে মোরা হার কভু মানবো না।
আমরা মজুররাজ চাই।

অনুপ্রেরণা : মাও সে-তুঙ

রূপান্তর/সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

শুন শুন সর্বজন শুন মন দিয়া

শুন শুন সর্বজন শুন মন দিয়া
মোদের কাছে যাওরে ভাই এক কাহিনী শুনিয়া।
অনেকদিন পূর্বের কথা উত্তরের দেশে
যে দেশে পাহাড়ের চূড়া আশমানেতে মেশে।
সেই দেশেতে ছিল রে এক বোকা বুড়ার বাসা
(বুড়ার) মাথা ভরা পাকা চুল, চক্ষু ভাসা ভাসা
বোকা বুড়ার কথা শোন রে (২) ॥

কি যে তার নাম তাহা মনে নাহি থাকে
সবাই তাকে বোকা বুড়া বলে ডাকে।
বুড়ার ছোট্ট ঘর তার দুয়ার দক্ষিণ পানে
মনে সুখ নাই বুড়ার শুন কি কারণে।
বোকা বুড়ার কথা শোন রে (২) ॥

সম্মুখে তিন দিকে তিন প্রকাণ্ড পাহাড়
আলো-বাতাস ঢুকে না যে ঘরেতে তাহার।
পথের ওপর পাহাড় কোথাও যাইতে বড় কষ্ট
তিন পাহাড়ে বুড়ার সুখ করিল যে নষ্ট।
একদিন বোকা বুড়া বেটাদের বলে
এমন কষ্ট সহ্য করা আর নাহি চলে।
দেহে মোদের বল আছে হাতে নে শাবল
শাবল হানিয়া ঐ পাহাড় উড়াই চল।
কপালে হাত দিয়া মোরা আছি কি কারণ
পাহাড় সরাইব এই করিলাম পণ।
দিবা নাহি রাত্রি নাহি পিতাপুত্র সবে।
শাবল দিয়া খুঁড়ে পাহাড় খণ্ড খণ্ড রবে
বোকা বুড়ার কাণ্ড দেখ রে (২) ॥

সেই দেশেতে ছিল রে এক বুদ্ধিমান বুড়া
রাজ্যের বিদ্যার কথায় ভরা তার মুড়া।
বিজ্ঞ বুড়া পাকা দড়ি নাড়াইয়া বলে
এমন পাগলামি দেখি নাই কোনকালে।
চাহিয়া দেখরে বুড়া কি উচ্চ পাহাড়
শাবল দিয়া খুঁড়িয়া কি করিবে তাহার।
আর কয়দিন বন্ধু যে কয়দিন আছ
নাকে তেল দিয়া দিব্য ঘুমাইয়া বাঁচ।
তিন পাহাড় যেমন ছিল তেমনই থাকিবে
নিষ্ফল কার্যেতে কেন পরান খালি দিবে?
এই কথা শুনিয়া তারে বোকা বুড়া কয়
তোমার বুদ্ধি তোমার কাছে থাকুক মহাশয়।
বোকা বুড়ার কথা শোন রে (২)॥

সরিবে পাহাড় আমার রয়েছে বিশ্বাস
এই কার্যেতে যাক আমার শেষের নিশ্বাস।
আমি না থাকিলে আমার বেটারা তো আছে
শাবল থাকিবে ঠিকই তাহাদের কাছে।
আসিবে তাহাদের পরে তাহাদের বেটা
মরিলে ফুরায় কাম এমন বলে কেডা?
বোকা বুড়ার কথা শোন রে (২)॥

যতই উচ্চ হোক না ঐ তিন পাহাড়
উহা হইতে উচ্চ কভু হবে না তো আর।
মোর ঘটে আছে ভাই এইটুকু বুদ্ধি
পাহাড়েরও ক্ষয় হয় হয় না তো বৃদ্ধি।
তার উপরে যদি মোরা করিহে খনন
অবশ্যই হইবে তিন পাহাড়ের পতন।
আরম্ভ করিলে তবে বুঝা যায় কাম
না করিলে শুধু তর্ক চলে অবিরাম।
অনেক কথা হইল মিছা তর্কে কিবা ফল
এত বলি বুড়া ফের ধরিল শাবল।

বোকা বুড়ার কাণ্ড দেখ রে (২) ॥

কেহ হাসে, কেহ কান্দে, কেহ দেয় গালি.
ভ্রুক্ষেপ না করে বুড়া কাজ করে খালি।
রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝড়-শীত বাধা কত আর
গোঁয়ার বুড়ার এক পণ সরাই পাহাড়।
বুড়ার নিষ্ঠায় তুষ্ট হইল ভগবান
প্রিয় তিন দেবদূত পাঠায় সেইখান।
দেবদূত যবে বুড়োর সাথে কাজে হাত লাগায়
নিমেষে দেখে ঐ পাহাড় হাওয়ায় মিলায়।
বোকা বুড়ার হাসি দেখ রে (২) ॥

পাহাড় সরায় বোকা বুড়া কাহিনী প্রায় শেষ
সেই চোখে চাহিয়া দেখ নিজেদের দেশ।
মোদের দেশের দশা দেখ রে (২) ॥
তিন পাহাড় রয়েছে মোদের দেশের উপরে
যে পাহাড়ে আমাদের শ্বাস চেপে ধরে।
এক নম্বর পাহাড় ঐ বিদেশী শয়তান
ভিক্ষা দেওয়ার ছলে লোটে দেশের ধনমান।
দেশের সরকারের কথা কি বলিব আর
বিদেশী শয়তানের সে যে হুকুম-বরদার
মোদের দেশের দশা দেখ রে (২) ॥
বিদেশী শয়তানের যারা মুৎসুদ্দি দালাল
প্রভুর কথায় দেশের গরীব করিছে হালাল।
মজুর না মারিলে হয় যাদের বড় ক্ষতি
দুনম্বর পাহাড় সেই দেশের ধনপতি।
মোদের দেশের দশা দেখ রে (২) ॥
আর যে পাহাড় তার গ্রামে অধিষ্ঠান
সহজে করিতে পার তারে অনুমান।
জোতদার-জমিদার গ্রামের সামন্তের দল
কিষানের কেড়ে নেয় শেষের সম্বল।
হাসিমুখে মনের সুখে করে অত্যাচার

কিষানেরে গুঁড়া করি জমিতে দেয় সার।
মোদের দেশের দশা দেখ রে (২) ॥
তিন পাহাড় মোদের দেশে বড়ই আপসে
জনতার বাঁচার পথ আগলিয়া বসে।
বিপ্লবের দল মোদের গল্পের বোকা বুড়া
যে বুড়া নামাইতে চায় পাহাড়ের চূড়া।
বাঁচার পথের দিশা দেখ রে (২) ॥
(দেখ) সবার সমুখে আছে গ্রামের পাহাড়
প্রথমে ঘটাইতে হবে পতন তাহার।
এই কথা বলিয়া মোদের বিপ্লবের দল
গ্রামের চাষীদের সাথে ধরছে শাবল।
নকশালবাড়ি, শ্রীকাকুলাম, ভাতিণ্ডা, মুশাহারা
সামন্তের পাহাড়ে পড়ে শাবলের বাড়ি।
ডেবরা, গোপীবল্লভপুর, লখিমপুর-খেরি
ধ্বসিছে সামন্ত পাহাড় আর নয় দেরি
ও ভাই আর নয় দেরি ॥
এদেশেও নাই ভাই বিজ্ঞেরও অভাব
কাজেতে বাগড়া দেওয়া যাদেরও স্বভাব।
ঐ কথা না শুনে দল কাজে দেয় মন
এক লক্ষ্য তাহাদের পাহাড়ের পতন।
কাজ যদি করে তারা বিপদে না ডরে
তুষ্ট হইবেন ভগবান তাহাদের পরে।
ভগবান আমাদের কেষ্ট বিষ্টু নন
জনগণই ভগবান সর্বশক্তিমান।
জনশক্তি মহাশক্তি যদি থাকে সাথে
উড়াইবে পাহাড় আর থাকিবে না পথে।
বাঁচার পথের দিশা দেখ রে (২) ॥
লড়াকু বিপ্লবের দল আর জনতা যদি মেশে
দুশমনের তাকৎ আর রবে না এই দেশে।
যদি বল এমন কথা শুনি নাই কোথাও

এই কথাই শেখান মোদের সভাপতি মাও।
জনতার নেতা মাও সে-তুং দেশ মহাচীন
যে দেশেতে তিন পাহাড় হয়েছে বিলীন।
সবহারা জনতার রাজ বসেছে সেথানে
(তাই) ছুনিয়ার সবহারা তারে নেতা বলে মানে।
জীবন ভরে লড়াই করে দুশমনের সাথে
জানেন তিনি কত শক্তি জনতার হাতে।
তাই তো মোদের ডাক দিলেন সভাপতি মাও
সামন্তের পাহাড়ে মারো শাবলের ঘাও।
(যদি) ধূলায় মিশাতে পারো গ্রামের পাহাড়
আর তুই পাহাড়ে তাকৎ থাকিবে না আর।
একবার যে পাহাড়ের জমি হয়েছে নড়বড়ে
আঘাত হানিলে আর সে কত দিন লড়ে।
সরিবে কালাপাহাড় আসিবে বাতাস
উদিবে নতুন সূর্য হাসিবে আকাশ।
পুব গগনে নতুন সূর্য উদয়েরও তরে
(আজ) নকশালবাড়ি কাকুলামে কৃষক লড়াই করে

আজ কৃষক লড়াই করে।

আজ কৃষক লড়াই করে॥

কথা : ল্যাংস্টন হিউজেস
অনুবাদ / সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়
বাংলা ও ইংরেজি অংশ একই সঙ্গে গাওয়া হয় পৃথক সুরে।

সুদূর দক্ষিণে ডিক্সিতে

সুদূর দক্ষিণে ডিক্সিতে,
মন আমার ভেঙে চুরমার।
ওরা ঝুলিয়ে দিয়েছে গাছে রাস্তার মোড়ে
কৃষ্ণকলি প্রিয়তমাকে আমার।

*

Way down south in Dixie
Break the heart of me,
They've hung my dark young lover
To the crossroads tree.

সুদূর দক্ষিণে ডিক্সিতে
ক্ষতবিক্ষত লাশ শূন্যে দোলে।
সাদা মানুষের প্রভু যীশুকে শুধাই
প্রার্থনা করি আর কেন তাহলে ?

*

Way down south in Dixie
Bruised body high in the air.
I ask the white Lord Jesus,
What's the use of prayer ?

সুদূর দক্ষিণে ডিক্সিতে
ভাঙাচোরা মন আমার ছড়িয়ে আছে
ভালবাসা, সে তো এক নগ্ন ছায়া
গ্রন্থিকুটিল এক রিক্ত গাছে।

Way down south in Dixie
Break the heart of me
Love is a naked shadow
On a gnarled and naked tree

কথা : জর্জ রেবেলো (মোজাম্বিক)

অনুবাদ / সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

এসো বন্ধু বলো তোমার জীবনের কথা

এসো বন্ধু বলো তোমার জীবনের কথা—
শুনব, আমি শুনব তোমার মুখে।
দেখাও বিদ্রোহের চিহ্ন,
যে চিহ্ন রেখে গেছে শত্রু তোমার বুকে।
এসো বন্ধু বলো,
'নিষ্পেষিত এ দু'হাত,
যে দু'হাত আগলেছে দেশের মাটি
রুখে দিয়েছে লোভী হানাদারদের থাবা।'
এসো বন্ধু বলো,
'নিপীড়ন সয়েছি অনেক,
ক্ষতবিক্ষত এ দেহ,
তবু নোয়াতে পারেনি তাকে হামলাবাজের শাসানি।'
এসো বন্ধু বলো,
'ওরা থেঁতলে দিয়েছে এই মুখ,
আমি এই মুখে গেয়েছি যে গান
আমার দেশের মানুষের মুক্তির গান।'
এসো বন্ধু বলো তোমার স্বপ্নের কথা—
বিদ্রোহের স্বপ্ন
যে স্বপ্ন দেখেছেন তোমার পিতা
তোমার পিতামহ প্রপিতামহ
নীরবে—
কত যুগ কত রাত ধরে
ছায়াহীন ভালবাসা-গড়া কত রাত।
বলো, কি করে
সেই স্বপ্নই রূপ নিল যুদ্ধের,

জন্ম নিল কত বীর,
নির্ভীক মায়েদের প্রেরণায়
কত সন্তান হল যুদ্ধে সামিল।
মুক্ত হন প্রিয় মাতৃভূমি।
এসো বন্ধু বলো আজ সেদিনের কথা—
শুনব, আমি শুনব তোমার মুখে
তারপর
শব্দে শব্দ জুড়ে গড়ব কথা
সহজ সরল,
যে কথা শিশুরাও বুঝবে।
সে সব কথা হাওয়ার মত পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে
সে সব কথা লাল গনগনে অঙ্গার হয়ে
ছড়িয়ে পড়বে কোণে কোণে
আমার দেশের লাখো লাখো মানুষের মনে।

ছোটে কথা ছোটে
এক দেশ থেকে আর এক দেশে কথা ছোটে—
আমার দেশের মাটিতেও বুলেটের ফুল ফোটে।

কথা : সুব্বারাও পানিগ্রাহী

অনুবাদ / সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

লাল রঙ দেখে কিছু লোক হয়

লাল রঙ দেখে কিছু লোক হয়
ভয়েই জড়োসড়ো—
কচিকাঁচারাও বুঝি এদের চেয়ে বড়ো।
ভয় কি লাল রঙে ? ভয় কি ?
ভয় কি লাল রঙে ? আমাদের প্রিয় রঙ লাল (৩) ॥

সূর্যের প্রথম কান্তি উজ্জ্বল ও রক্তিম
সূর্যের অস্ত লগ্নে লাল হয় পশ্চিম।
লাল নয় মধ্যম, উত্তম মনোরম লাল।
আমাদের প্রিয় রঙ লাল (২) ॥

প্রকৃতির বুকে কত ফুল, ফোটে লাল রঙ ধরে
মেয়েরা যে টিপ পরে লাল জ্বলজ্বল করে
সুন্দর লাল রঙ আমাদের প্রিয় রঙ লাল
আমাদের প্রিয় রঙ লাল (২) ॥

শহরের রাস্তার মোড়ে লাল আলো যখন জ্বলে
স্তব্ধ ধনীকের গাড়ি পদাতিক পথ চলে
ভয় কি লাল রঙে ? ভয় কি ?
ভয় কি লাল রঙে ? আমাদের প্রিয় রঙ লাল
আমাদের প্রিয় রঙ লাল (২) ॥

লাল রঙ গরীবের কখনই করবে না অপকার
লাল রঙ ফিরিয়ে আনছে মানুষের অধিকার
ভয় কি লাল রঙে ? আমাদের প্রিয় রঙ লাল

আমাদের প্রিয় রঙ লাল (২) ॥

মানুষের মুক্তির যুদ্ধে যারা দিল প্রাণ নির্ভয়
তাদেরই রক্তের লাল রঙ আমাদের সারা দেহে বয়
তাদের প্রেমের রঙে আমাদের.প্রাণ হল লাল
হাতের নিশান হল লাল,
(তাই) আমাদের প্রিয় রঙ লাল ॥

মূল : বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট
অনুবাদ : রাজা মিত্র
সুর : জলি বাগ্‌চি

আমাদের জামা যখন ছিঁড়তে থাকে

আমাদের জামা যখন ছিঁড়তে থাকে
ছিঁড়তে ছিঁড়তে ফাতরা ফাঁই
তুমি তখন, দৌড়ে এসে, হে নটবর বলো—
যা হয় কিছু করাই চাই—
সব রকমের চাই প্রতিকার, চাই !

খোদ মালিকের ঘরে সেঁধোও মহোৎসাহে আগ্‌ বাড়িয়ে
আমরা থাকি হা পিত্যেশে বাইরে শীতে ঠায় দাঁড়িয়ে
জঙ্গী বীরের ভঙ্গী করে, খানিক বাদেই বাইরে এসে
দেখাও তোমার জয়ের ফসল, কাষ্ঠ হেসে—
একটুখানি ছোট্ট তালি—
তালি ! তা বেশ বেশ বেশ দাদা বেশ তো !
কিন্তু কোথায় জামা নিটোল আস্তো ?

আমরা যখন খিদের জ্বালায় ককিয়ে কেঁদে আকাশ ফাটাই
তুমি তখন, দৌড়ে এসে, হে নটবর বলো—
যা হয় কিছু করাই চাই—
সব রকমের চাই প্রতিকার, চাই !

খোদ মালিকের ঘরে সেঁধোও মহোৎসাহে আগ বাড়িয়ে
আমরা থাকি ভুখা পেটে বাইরে শীতে ঠায় দাঁড়িয়ে
জঙ্গী বীরের ভঙ্গী করে, খানিক বাদেই বাইরে এসে
দেখাও তোমার জয়ের ফসল, কাষ্ঠ হেসে—
একটুখানি রুটির টুকরো—

টুকরো ! তা বেশ বেশ বেশ দাদা বেশ তো !
কিন্তু কোথায় রুটি গরম আস্তো ?

আস্তো জামা চাই আমাদের, চলবে না ঐ ছোট্ট তালি
রুটিও চাই গরম আস্তো, চাই না ছোট্ট টুকরো ফালি
আর আমাদের পোষাচ্ছে না দিন মজুরীর ভরণ-পোষণ
চাই আমাদের গোটা কারখানাটাই
কয়লা খনি, চাই রাষ্ট্রশাসন

মোদ্দা কথা, এসব কিছু চাই আমাদের
তোমরা শালা দিচ্ছ কি ছাই !

কথা : চেরাবাণ্ডারাজু
অনুবাদ : প্রদীপ গোস্বামী
সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

আমাদের যেতে হবে

আমাদের যেতে হবে দূরে বহুদূরে, যেতে হবে।
জীবনের শেখা পাঠ সাথে করে আলোর শিখায়
এসেছি এতটা দূর, কাঁটাপথ মাড়িয়ে দু পায়। যেতে হবে।
যেতে হবে যার কাছে অতীত জঠর থেকে নেমে
তার কাছে আমাদের সমস্ত প্রণিপাত মেনে, যেতে হবে।

আমাদের চারপাশে ঘিরে আছে আঁধার জমাট।
পায়ে পায়ে পাতা আছে নয়া দুশমনদের ফাঁদ।
এ-সব গুঁড়িয়ে দিয়ে আমাদের যেতে হবে দূরে, যেতে হবে।

আমাদের বুঝে নিতে হবে আজ এই সে সময়
সামনে ছড়িয়ে থাকা আমাদের এই পথময়
কোথাও পাবো না কেউ এক ফোঁটা জল কোনো, তবু যেতে হবে।

আজ যা হতাশ করে সেইসব ঠেলে দিয়ে দূরে,
আমাদের যেতে হবে বহু প্রতিশোধ বুকে পুরে
পৌছতে পারি যাতে আমাদের ঠিক পরিণামে, যেতে হবে।

কথা : নাজিম হিকমত

অনুবাদ/সুর : কমল সরকার

ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না

ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না
নিগ্রো ভাই আমার পল্ রোবসন।
আমরা আমাদের গান গাই ওরা চায় না ওরা চায় না
নিগ্রো ভাই আমার পল্ রোবসন।

ওরা ভয় পেয়েছে রোবসন
আমাদের দৃপ্তকণ্ঠে ভয় পেয়েছে
আমাদের রক্তচোখে ভয় পেয়েছে
আমাদের কুচকাওয়াজে ভয় পেয়েছে, রোবসন
ওরা বিপ্লবের ডম্বরুতে ভয় পেয়েছে—রোবসন
নিগ্রো ভাই আমার পল্ রোবসন।

ওরা ভয় পেয়েছে জীবনে
ওরা ভয় পেয়েছে মরণে
ওরা ভয় করে সেই স্মৃতিতে
ওরা ভয় পেয়েছে দুঃস্বপনে।

ওরা ভয় পেয়েছে রোবসন
জনতার কলোচ্ছ্বাসে ভয় পেয়েছে
একতার তীব্রতায় ভয় পেয়েছে
হিম্মতে শক্তিতে ভয় পেয়েছে, রোবসন
ওরা সংহারের মূর্তি দেখে ভয় পেয়েছে রোবসন
নিগ্রো ভাই আমার পল্ রোবসন।

কথা : ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ

অনুবাদ : নীলাঞ্জন দত্ত

গীতিরূপান্তর/সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

ফিরে এসো আফ্রিকা

আমি শুনেছি তোমার ড্রামের শব্দ, ফিরে এসো আফ্রিকা।
আমার রক্ত দ্রুততালে নাচে, ফিরে এসো আফ্রিকা।
ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফিরে এসো আফ্রিকা
মেইবুইয়ে ই আফ্রিকা, মেইবুইয়ে ই আফ্রিকা।

ধুলোর স্তূপের থেকে আজ আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, ফিরে এসো।
দু' চক্ষু থেকে দুঃখের ছানি সরিয়ে দিয়েছি, ফিরে এসো।
হাত দুটি আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি বেদনার থেকে, ফিরে এসো।
আমি ছিন্ন করেছি বঞ্চনাজাল, ফিরে এসো আফ্রিকা।

হাতকড়া ছিল যে হাতে এখন সে হাতে অস্ত্র, ফিরে এসো,
কাঁধের জোয়াল খসিয়ে তুলেছি সেই কাঁধে ঢাল, ফিরে এসো।
জলায় জ্বলছে বর্শাফলকে চিতার চক্ষু, ফিরে এসো।
রাতের কালোয় লাল ছিটে লাগে শত্রুরক্তে, ফিরে এসো।

আমার বুকের স্পন্দন আজ সারা পৃথিবীতে, আফ্রিকা
নাচে নদী আর অরণ্য দেয় সাথে সাথে তাল, আফ্রিকা
তোমার রূপকে ধার নিয়ে দেখি, আমিই এখন আফ্রিকা।
আমি আজ তুমি, চলেছি তোমার সিংহের চালে, আফ্রিকা।
ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফিরে এসো, আফ্রিকা
ফিরে এসো আজ সিংহের মত কেশর দুলিয়ে, আফ্রিকা।

[মেইবুইয়ে-ই-আফ্রিকা—দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিকামী মানুষের রণধ্বনি—অর্থ —আমাদের আফ্রিকা ফিরে আসুক।]

কথা : সুব্বারাও পানিগ্রাহী

অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্

সুর : অজ্ঞাত

কমিউনিস্ট আমরা, আমরা কমিউনিস্ট

কমিউনিস্ট আমরা, আমরা কমিউনিস্ট
খেটে খায় যারা আমরা তাদের আমরা কমিউনিস্ট।
মানো বা না-মানো মত আমাদের
আমরা রব সে ইস্ট।

ন্যায়ের পতাকা তুলেছি আমরা অন্যায়েরই যম
বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে লক্ষ্যে চলেছি জোর কদম।
মোদের ঝাণ্ডা লালে লাল খুনে মেহনতি জনতার
দুচোখে স্বপ্ন শত শহীদের চলেছি দুর্নিবার।

আমাদের ভাবে আমরা ভাবুক তোমাদের ভাব মানি না
ঘুষ খেয়ে মোরা নোয়াই না মাথা নিজেরে ঠকাতে জানি না
জনতারে নিয়ে চলেছি এগিয়ে লক্ষ্য করিব জয়
সমাজেরে মোরা ভাঙিয়া গড়িব নির্মম নির্ভয়।

হাত দিয়ে বল সূর্যের আলো রুধিতে পারে কি কেউ ?
আমাদের মেরে ঠেকানো কি যায় জনজোয়ারের ঢেউ ?

তোমাদের মত আমরা টাকার বাজারে করি না বেসাতি
নির্ভীক মোরা পীড়নের ভয়ে হব না শোধনবাদী
থাকবো না মোরা নিজেদের জেলা নিজেদের জাতি নিয়ে
সারা দুনিয়ার মজদুরে মোরা বাঁধিব ঐক্য দিয়ে।

বাঁ হাতে ধর, সাথী, লাল ঝাণ্ডা

বাঁ হাতে ধর, সাথী, লাল ঝাণ্ডা
আর এক হাতে, সাথী, ধর বন্দুক
আক্রান্ত হওয়ার আগেই
কোমর বেঁধে দাঁড়াও, বন্ধু
হাতে হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে পা ফেল ···বাঁ হাতে।

দুমুঠো ভাতের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে চিৎকারের ক্ষমতা হারিয়েছ
কতদিন আর আবেদন নিবেদন করে কাটাবে
জমিদারের কাছে ঋণের ভারে নুয়ে থাকবে
'এ জমি আমাদের' বলে গর্জন করে উঠবে ···বাঁ হাতে॥

ধনীদের হাতে বন্দী জীবন মূক জীবন ও ভাই
শ্রমজীবীদের হক আদায়ের লড়াইয়ে নামবে কবে
এই পীড়ন কেন সইবো, এই শোষণ কেন সইবো
ভবিষ্যৎ তো আমাদের, এই আপদ কেন দূর করব না ···বাঁ হাতে॥

ঐ দেখ ঐ উজ্জ্বল রক্তিম পতাকা
এসো এসো বলে ইশারা করছে, ওর ডাকে সাড়া দাও সব
কতদিন আগে মহান পুরুষ মার্ক্স
পথ দেখালেন, এগিয়ে গেলেন লেনিন
তাঁদের আশার রূপকার, ভাই, কালের রাখাল স্তালিন
ঐটাই তো প্রগতির পথ, অন্য পথ যে পঙ্কিল ···বাঁ হাতে॥

শ্রেণীহীন সমাজই তো, সাথী, আমাদের কাম্য
কম্যুনিজম্ যে সঠিক পথ, সে কথা প্রচার কর
গরীব আর ক্ষুধার্ত পীড়িত নিপীড়িত যত আছে
চালচুলোহীন সবহারাদের কাছে বল
এক সঙ্গে মাথা উঁচু করে সোচ্চারে যদি তোলে আওয়াজ

আমাদের সব দুঃখ ঘুচবে, তিন সত্যি করে বলছি,
আমাদের পথে বাধা কোথায়, আমাদের প্রশ্নের জবাব কোথায়,
ঐ দেখ ঐ আকাশে উড়ছে, পতপত করে উড়ছে,
কাস্তে হাতুড়ি চিহ্নিত আমাদের ঐ পতাকা
বাঁ হাতে ধর লাল ঝাণ্ডা
আর এক হাতে ধর বন্দুক

জাগো—জাগো

জাগো—জাগো
জাগো—জাগো
জাগো—জাগো—এখন তোমার ঘুম তাড়াও
পুবদিকে ঐ দেখা যায় যে অরুণরেখা
ঢেলে সাজাবার আসে যে আজ আহ্বান
নিপীড়িত যত মানুষের শোন আর্তনাদ
পালাবদলের ডাকে দাও আজ সাড়া···জাগো।

শ্রমজীবীদের শরীর নিংড়ে ওরা
সেকাল থেকে একালে এসেছে ওরা
অন্যের ভাগ চুরি করে হাত পাকিয়ে
তোমাদের শ্রমে প্রাসাদ গড়েছে ওরা
এই কালো রাত্রির শেষ করতেই হবে···জাগো॥

ঐ তো ঐ তো লাল ঝুঁটি মোরগটা
মাথা উঁচু করে ডাক দিচ্ছে যে লাল ভোরে
তার ডাক শোন, আর ঘুমিয়ো না
জাগতে বলছে, জেগে ওঠো
আর কত যুগ দাস মনোভাব তুমি
মনে মনে পুষে চলবে ঠিক করেছ?

দাস মনোভাব ঝেড়ে ফেলে ভাই
জেগে ওঠো আজ জাগাতে হবে…জাগো

পুব দিকের ঐ পাহাড়ের গায়ে
লালে লাল হয়ে জ্বলছে আগুন
অরুণোদয়ের কান্তিচ্ছটা
অন্ধকার সরাচ্ছে যেন
হাত পা ঝেড়ে আজ ওঠো ভাই
সরাতে যদি চাও আঁধার
এই তো সময়, এই তো সুযোগ,
আর দেরি নয়, জেগে ওঠো আজ,
সরাও বাধা, সরাও আঁধার…জাগো ॥

সকাল হওয়ার আগে তো, বন্ধু
লালে লাল হয় আকাশ জুড়ে
রক্ত ঝরাতে রক্ত ঝরে
শ্রমিক বন্ধু, উঠে দাঁড়াও
আড়মোড়গুলো ভেঙে দাঁড়াও
ঐ তো কিষাণ হাত বাড়িয়েছে
ছুটে গিয়ে তার হাত ধরো…জাগো ॥

পুব দিকের পাহাড়গুলো

পুব দিকের পাহাড়গুলো
রুদ্র-রোষে লালে লাল
অরুণোদয়ের কান্তিচ্ছটা
অন্ধকার সরাচ্ছে দূরে
শাসক-শ্রেণীর দিন ঘনিয়ে

আনছে ওরা জোট বেঁধে
ভূস্বামী আর বুর্জোয়াদের
পয়ের শ্রমে পা নাচিয়েরা
ডলার দেশের অধিপতিগুলো
ভাঁটের মাথায় পারে না টিকতে।

ভিয়েতনামের মানুষেরা সব
ওদের মুখে চুন-কালি দিল
লাওস আজ ক্রোধের আগুনে
থেটে খাওয়াদের রাগের আগুন
ছড়িয়ে পড়ছে,
স্বাধীন হওয়ার লড়াই তীব্র
হচ্ছে, হবেই তীব্রতম
যে দিকে তাকাই গর্জন শুনি
অন্য দেশের চাই না ভিক্ষে
আমার দেশে অভাব কিসে?
ক্ষুধার জ্বালা অভাবের জ্বালা
আর সইছে না, আর সইবে না,
দাপট আর হুমকি
শোষণ আর সইবে না
পরকে শাসন করার
নামে শোষণ আর সইব না
অন্তবিহীন অনন্ত
ঐ জনগণ জেগে উঠেছে
খুলবে এবার খুলবে এবার
গণশিবের তৃতীয় নয়ন।

ঐ দেখ ঐ বাংলা দেশে
সাঁওতাল চাষী
গর্জে উঠে তুলছে মুঠো

দাঁড়িয়ে শত্রুর সামনে
শ্রীকাকুলম জেলায় ঐ
খেতে না পাওয়া গিরিজন আগে
অর্জুনের মত সোজা হয়ে
দাঁড়িয়ে পড়েছে মুখোমুখি
শত্রুর সামনে
নিজামের রাজাকার কাহিনী
কংগ্রেসী পুলিসের সামনে
কালো পাহাড়ের মত সব
জনতার সারি দাঁড়িয়ে
ঐ তো ওরা আবার দাঁড়াবে
তেলেঙ্গানার বীর ছেলেরা
এবার আঘাত হানবেই ওরা
হরিজন সব একত্র হয়ে
শোষণের জাহাজ থামাবেই।
এ তো আসামের পাহাড়ের
খাঁজে ফুলকি যত নজরে পড়ে
ত্রিপুরাসুর যত আছে সব
ত্রিপুরেশ্বরীর পায়ের আঘাতে
জিব বের করে পড়বে মাটিতে।
চারিদিক থেকে জনস্রোত এসে
ঘিরে ফেলে দেবে ওদের
যেদিকে তাকাবে গণসাগর
গণসাগরের গর্জন কানে ঢুকবে।
ফুলকিরা সব জড় হয়ে গিয়ে
দাবানল হয়ে জ্বালাবে।

•

তোমাদের যত শক্তি থাকুক
অস্ত্র পারমাণবিক বোমা
জনগণের ফৌজের কাছে

ওসব কিছুই টিকবে না জেনো।
খবর্দার ! খবর্দার!
শাসন শোষক কংগ্রেস !
টোপ ফেলে বা মিষ্টি কথায়
শকুনের কোন উপদেশে
আজকে যে গণ-জাগরণ তা
বীর জনতা জেগেছে যত
ওরা আর পেছোবে না
কোন বাধা মানবে না
কোটি কোটি জনগণ আর
সইবে না আর, মানবে না
অনেক পাহাড়-বন সমুদ্র
পার করে আজ এসেছে ওরা
আর মানবে না, আর সইবে না
দাবানলে সব জ্বলবেই ॥

কথা : সুব্বারাও পানিগ্রাহী

অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্

সুর : বাংলায় এখনো কেউ দেননি

যাদের কেউ নেই

যাদের কেউ নেই, কিছু নেই
ওরাই এক এক ফুলকি
সিংহনাদ তুলছে ওরা
আসবে আবার তৈরী থেকো ...যাদের কেউ নেই ॥

কোটি মানুষর বজ্রকণ্ঠে
আকাশ বাতাস কেঁপে উঠবে
গদীতে আসীন মন্ত্রীরা সব
সাবধান ! খবরদার !
গণতন্ত্রের মুখোশ-পরা
তোদের শাসনের কাল
আর দেরি নেই
শেষ হবে অচিরেই ...যাদের কেউ নেই ॥

দোষগুলো সব ঢাকার জন্য
দমন-পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছ
বিবেকবিহীন নয়তো জনতা
ধরতে পারছে আসল চেহারা
দেশভক্ত মন্ত্রীরা সব যতই দেখাও
জপের মালা
দেশবাসী তো শুনবে না আর
বকধার্মিক মন্ত্রীরা সাবধান ! ...যাদের কেউ নেই ॥

চাল নেই, চুলো নেই
হতভাগা মানুষেরা
বাঁচতে না পেরে
মরতে যাবে, এমন সময়
পাত পড়ে গেল অস্ত্রের
বন্দুক দিয়ে পরিবেশনের পালা শুরু হলো চটপট
আর পারবে না জ্বালাতে তোমরা
জ্বলার জন্য তৈরী থেকো।
গরীবেরা সব হকের জন্য
প্রতি মুহূর্তে লড়াই চালাবে
ওরা যাদের নেতা করেছে
তারা যে মাঠের, তারা যে ক্ষেতের
তাদের তোমরা জেলে পুরে দিয়ে
যতই ছড়াও বানানো গপ্পো
ওরা কোনদিন তোমাদের কথা
কান পেতে শুনবে না
বিশ্বাস করবে না …যাদের কেউ নেই ॥

জনগণ আজ জেগে উঠেছে

জনগণ আজ জেগে উঠেছে
জনগণ আজ ভেঙে পড়েছে
ভুবন ঘোষণা ওরা শুনেছে
সঠিক পথের খোঁজ পেয়েছে …জনগণ ॥

জনগণ মাঝে আজ জাগরণ
বিশ্বজগতে দেখ তোলপাড়
সময় যে নেই বসে থাকার
ছাড়িয়েছে সহের সীমা আজ …জনগণ ॥

ঐ যে তাকিয়ে দেখ কঙ্গোর লোকজন
অ্যাঙ্গোলারও মানুষ জেগেছে
সিঙ্গাপুর আর মালয়ের জনগণ
উঠেছে সে জেগে আর দাঁড়িয়ে

বর্মায় ক্ষোভ বেড়ে চলেছে
লঙ্কায় যত খেটে-খাওয়া মানুষেরা
মাথা তুলেছে জেলেও তো যাচ্ছে
জোট বেঁধে লড়ছে, লড়াচ্ছে …জনগণ।

আমেরিকার যত মাথা-ওয়ালারা
কালো পাথরের চোটে বেসামাল
ছিন্নভিন্ন দিশেহারা ওরা
মারতে গিয়েই মার খাচ্ছে …জনগণ॥

একটি দেশের ক্রোধের আগুন
অন্য দেশেও যায় ছড়িয়ে
আমাদের দেশে মানুষের মাঝে
জাগরণ আজ দেখা দিয়েছে
জনগণ আজ জেগে উঠেছে।

লাল ঝাণ্ডা যেই উড়ল

লাল ঝাণ্ডা যেই উড়ল
প্রতিটি পাহাড় নড়ে উঠল

গিরিজনদের দল গড়ে
দুর্জনদের হটাতে লড়ে…লাল

দলের জোরেই ওরা সবাই
ছিনিয়ে পেয়েছে কিছু ফল
ভাল তামাক, শীতের কম্বল
পাওনা-গণ্ডা সব করেছে উসুল…লাল।

ঐ দেখ ক্ষেতের মজুর
কাটতেই নয় শুধু, বইতেও মঞ্জুর
দল যে দর বেঁধে দিয়েছে
নির্ভয়ে তাই আদায় করেছে…লাল।

পাথর-ভাঙা ও দিন-মজুরেরা
গিরিজন বন্ধুরা, এদিকে এসো
ও আমার বন্ধুরা, এদিকে এসো
বনবাদাড়ের ও কাঠুরেরা…লাল।

কাছাকাছি থেকো সব লাল ঝাণ্ডার
ওরই সঙ্গে থেকো ওরই ছায়ায়
পত পত করে ওড়ে ঐ যে পতাকা
মাথা উঁচু করে থাকে অরুণ পতাকা
থমকে দিয়েছে ও যে জমিদারদের
ওদের গর্ব আর দম্ভের
আর চলবে না, সাফ বলে দিয়েছে…লাল।

লাল বললেই কিছু লোকের

লাল বললেই কিছু লোকের
মুখ হয়ে যায় কালো
কচিকাচারাও ওদের
চেয়ে ঢের ভালো।

সূর্যেরও প্রথম কান্তি
উজ্জ্বল রক্তিম
উত্তম মনোরম…লাল।

প্রকৃতিতে আছে ফুল
রঙ তার লাল ধরে
মেয়েরা যে টিপ পরে
লাল জ্বলজ্বল করে…লাল।

লাল রঙ গরীবের
করেনিকো অপকার
অপকার সরানোর
এই রঙ জনতার…লাল।

আমাদের দেহে আছে লাল
সে-কথা কখনও যেয়ো না ভুলে
আমাদের খুন লালে লাল হয়ে
আছে দেখ চোখ মেলে…লাল।

লালেই আছে ঔজ্জ্বল্য,
লড়ার আছে শক্তি পোক্ত
শ্রমজীবীদের অধিকারগুলো
তুলে ধরার আছে আহ্বান…লাল

কথা : সুব্রত রুদ্র
সুর : বিপুল চক্রবর্তী

ঘা দাও নিরন্তর, মারো, হাতুড়ি

ঘা দাও নিরন্তর, মারো, হাতুড়ি
শ্রমিকভাই, চলো এগিয়ে

স্বাধীনভাবে খাটাখাটুনির জন্য যুদ্ধ চলছে
চোখে চোখে জ্বলছে আগুন

কাজের অবিরাম ঘণ্টা বাজাও আকাশ কাঁপিয়ে

কৃষকরা ভাই, চলো এগিয়ে, এগিয়ে
জমিটুকু ছাড়া পারো না বাঁচতে তোমরা।
এখনো শোষণ করবে কি বাবুরা ?

ছাত্রদল চলো এগিয়ে, এগিয়ে
লড়তে লড়তে মরবে তোমরা কেউ
লালফাঁস জড়াবে শহীদ-শবাধার

খেতে না-পাওয়ার দল, চলো এগিয়ে
চলো নির্যাতিত
চলো অপমানিত
চলো স্বাধীন বাঁচতে।

সব খোয়ানোর ভাইরা, চলো যুদ্ধে
মূষিক তাড়াই গর্ত খুঁড়ে

এগিয়ে এসো ভাঙি শাসকের বেড়ি
দাও আমাদের মুক্তপ্রাণ
দাও আমাদের পৃথিবী।

[লেনিনের কবিতা অবলম্বনে গান]

কথা : বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট

গীতিরূপান্তর/সুর : কল্লোল দাশগুপ্ত

পৃথিবীর কোন এক জেলখানায়

পৃথিবীর কোন এক জেলখানায়,
অন্ধকার কোন বদ্ধ কারায়,
কোন এক বন্দী জেগে থাকে,
নিঝঝুম নিঝঝুম, রাত নিঝঝুম জেলখানায়।
তার দিন কাটে না, তার রাত কাটে না,
ওই নিঝঝুম জেলখানায়।
একদিন হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া ছোট্ট টুকরো এক কাঠকয়লায়,
জানো, সে কি লিখলো দেওয়ালেরই গায়—
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
আচমকা সেই লেখা, চোখে পড়ে গেল
কোন এক সান্ত্রীর একদিন।
তখনি রিপোর্ট গেল, গোলমাল গোলমাল
কারাদপ্তরে সেইদিন।
ছোট ছোট আমলারা ভেবে কূল পায়নাকো,
বড় বড় আমলারা ভেবে কূল পায়নাকো,
(তাদের) রাত কাটে নিদ্রাবিহীন।
একদিন তারা সবে মিলে ঠিক করলো,
প্রধানমন্ত্রীর কাছে সব কথা বললো,
(এখন) কি করতে হবে বলে দিন।
এ এমন কি ব্যাপার, প্রধানমন্ত্রী কন,
চুনকাম করে দাও লেখা উঠে যাবেখন।
(এবার) লেগে যাও কাজে বাছাধন।
চুনকাম হল, এলো মিস্ত্রী মুটে,
চুন শুকালেই লেখা উঠলো ফুটে ;—
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

এবার কি হবে তবে, কহেন আমলাগণ।
প্রধানমন্ত্রী শুনে কন—
ছেনি আর হাতুড়ির ঘা মেরে তুলে দাও,
লেখা হবে উঠে যাবেখন।
ছেনি আর হাতুড়ির কাজ শুরু হল।
কাজ শেষ হয়ে গেলে ফের দেখা গেল,
দেওয়ালে খোদাই হয়ে গেছে কথাটা—
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
নিঝঝুম নিঝঝুম জেলখানায়, নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যায়।
বন্দীর কণ্ঠস্বর মেলে দেয় পাখনা যেন,
ও যে দেওয়ালেরই লেখা, ওকে মোছা যায় না জেনো।
তার চেয়ে কাজ করো—দেওয়ালটাকেই ভেঙে ফেলো না কেন।

কথা / সুর : ভূপেন হাজারিকা

অনুবাদ : বিপুল চক্রবর্তী

ভারতের নিপীড়িত কৃষক গায়

ভারতের নিপীড়িত কৃষক গায় ঃ—

ভারতের সীমনায়, পাহাড়ের উধারের
আন্ধার ভেদিয়া আসা প্রতিধ্বনি শুনি
প্রতিধ্বনি শুনি রে প্রতিধ্বনি শুনি / আন্ধার ভেদিয়া···

কান পাতি শুনি, তবু বুঝিতে না পারি
চক্ষু মেলি খুঁজি, তবু দেখিতে না পারি
চক্ষু মূদি ভাবি, তবু ধরিতে না পারি
হাজার পাহাড়ও যে ডিঙাইতে না জানি / আন্ধার ভেদিয়া···

হতি পারে কোন অভাগীর চোখের জলের কথা
হতি পারে কোন বুড়িমার সাঁঝের নীতিকথা
হতি পারে কোন চাষীর ফসল না-পাওয়ার ব্যথা
চিনা চিনা সুরটি কিছুতে না চিনি / আন্ধার ভেদিয়া···

বাস্তবের ইতিহাস কৃষককে বলে ঃ—

শেষ হলো হোয়াংহো'র শোক-দুঃখের কথা
খতম হলো কোমিন্টাঙের নিঠুরতা
শেষ হলো কিষাণের শোষণের ব্যথা
চিনা চিনা সুরটি কি চিনিতে পারোনি / আন্ধার ভেদিয়া···

ভারতের জাগ্রত কৃষক সে কথা বোঝে, গায় :—

আন্ধার রাতি পোহাইল রাঙা রোদ পড়ে
চোক্ষের কুয়াশা যত ছুটি পালায় ডড়ে
জাগি উঠা মহাচীন আওয়াজ উঠায়, ওরে
তার ঝাপটায় হাজার বাধার পাহাড় ভাঙ্গি পড়ে
মানব সাগরের কোলাহল শুনি
নূতন চীনের ভাই প্রতিধ্বনি চিনি।

[এ গানটির আরেকটি অনুবাদ আছে, সেটি করেছেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

কথা : সুব্বারাও পানিগ্রাহী

অনুবাদ : বিপুল চক্রবর্তী

সুর : অজ্ঞাত

জয় জয় জয় মোদের লাল নিশানের জয়

জয় জয় জয় মোদের লাল নিশানের জয়
জয় জয় জয় মোদের বিজয় নিশানের জয়।

জাগোরে কলের মজুর
জাগোরে ক্ষেতের কিষাণ
পায়ে পা মিলিয়ে এগুবো মোরা
সাথী, কিসের আর ভয়!

হাজারো আঘাত আসুক
রক্তের বান ডাকুক
তবু এ নিশান, লাল নিশান
উঁচুতেই যেন রয়!

সাঁজোয়া কামান নামুক
বোমারু বিমান নামুক
পায়ে পা মিলিয়ে এগুবো মোরা
সাথী, কিসের আর ভয়!

ভাঙোরে শাসন শোষণ
ভাঙোরে মরণ বাঁধন
আকাশ ছোঁয়া এ লাল নিশান
উঁচুতেই যেন রয়!

জয় জয় জয় মোদের লাল নিশানের জয়
জয় জয় জয় মোদের বিজয় নিশানের জয়।

কথা / সুর : প্রচলিত (নিগ্রো লোকগীতি)
অনুবাদ : বিপুল চক্রবর্তী

আমরা একই নৌকার ভাই

আমরা একই নৌকার ভাই, ওহো
আমরা একই নৌকার ভাই, ওহো
কেউ নৌকার একদিক নাড়ালেই
জেনো নড়বে আরেক দিক
ঠিক তাই, ওহো
আমরা একই নৌকার ভাই, ওহো

দেখ দেখ রে
দেখ দেখ রে
দেখ চোখ মেলে
চেয়ে দেখ রে
আহা বিশাল এই
স- মুদ্দুরে
আমরা ভাসছি ভাই
একই সঙ্গে যে

আমরা কেউ সাদা কেউ পীত কেউ বা কালো
আমরা সকলেই খুঁজি এক ভোরের আলো
আর সকলেরই জানি তাই
জানি একটাই পৃথিবী, আকাশ একটাই

আমরা একই নৌকার ভাই, ওহো
আমরা একই নৌকার ভাই, ওহো…

[এ গানটির অনেকগুলি অনুবাদ পাওয়া যায়]

কথা : চেরাবাণ্ডারাজু
অনুবাদ : বিপুল চক্রবর্তী
সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

কামারশালায় লেগেছে আগুন

কামারশালায় লেগেছে আগুন
প্রতিটি হাপর ফুঁসছে
আগুনে আগুন জ্বালো, সাথী, জ্বালো
প্রতীক্ষা করে থেকো না কখন
ভোরের সূর্য উঠছে।

পড়শী তোমার নেমে গেছে মাঠে
রুখা শুখা মাটি চষতে
তুমিও লাঙল ধরো সাথী, ধরো
চলে গেলে ফিরে পাবে না সময়
বোসো না হিসেব কষতে

বজ্র-নিনাদে জাগছে তরাই
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন
চোখ রাখো সেই অশনি ঝলকে
লাঙলের ফালে শান্ দাও, এই
লড়াই বাঁচার জন্য।

শিকারী চিলেরা নামছে ক্রমশ
কাড়তে তোমার গ্রাস
নামাও তাদের তীরের ফলায়
তোমার হাতেই হোক্, সাথী, হোক্
তাদের সর্বনাশ।

মূল : ইউজিন পতিয়ে

সুর : পিয়ের দেজিতিয়ে

ইণ্টারন্যাশনাল-এর আরো দুটি অনুবাদ /২

উঠো জাগো ভূখে বন্দী
অব খেঁচো লাল তলবার,
কবতক সহোগে ভাই
জালিম কা অত্যাচার।

হামারে রক্ত সে রঞ্জিত ক্রন্দন
অব দশ দিশ লায়ে রঙ্গ,
শও শও বরষ কে বন্ধন
একসাথে করেঙ্গে ভঙ্গ।

ইহ্ অন্তিম জঙ্গ হৈ জিসকো
জিতেঙ্গে হম এক সাথ,
গাও ইণ্টারন্যাশনাল
ভব স্বতন্ত্রতাকা গান।

[অনুবাদ : হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]

ইণ্টারন্যাশনাল /৩

কেয়া থাক্ হ্যায় তেরি জিন্দেগানি
উঠ এ গরীবো ও বেনওয়া,
কেয়া হ্যায় ইয়ে তুমনে দিলনে ঠানি
রহে বান্দা গোলাম আবাদা

আও হম গোলামি আপনি ছোড়ে
হুঁ আজাদ ঔর রিহা
বদলে ইয়ে সারি দুনিয়া বদলে
জিসমে জুল্ম হ্যায় জব ও জোফা

হ্যায় জঙ্গ হমারি আখরি
ইসপর হ্যায় ফয়সলা,
সারে জাঁহা কে মজলুমো
উঠো কে বখত আয়া ।

[অনুবাদ : রহমৎ আলি জাকারিয়া]

কথা / সুর : সফ্‌দর হাসমি
'হল্লা বোল' : জননাট্য মঞ্চ

হর জোর জুলুম কে টক্কর মেঁ

হর জোর জুলুম কে টক্কর মেঁ
সঙ্ঘর্ষ হমারা নারা হ্যায়
হর জোর জুলুম কে টক্কর মেঁ
হরতাল হমারা নারা হ্যায়
তুমনে মাঙ্গে ঠুকরাই হ্যায়
তুমনে তোড়া হ্যায় হর ওয়াদ।
ছিনি হমসে সস্তি রোটি
তুম ছটনী পর হো আমাদা
তো অপনি ভি তৈয়ারী হ্যায়
হমনে ভি ললকারা হ্যায়
হর জোর জুলুম কে টক্কর মেঁ
সঙ্ঘর্ষ হমারা নারা হ্যায়।